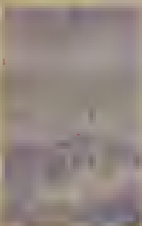




୨୦ମ ବର୍ଷ } କାର୍ତ୍ତିକ, ୧୩୭୯ { ୨୧ ଅକ୍ଟୋବର



ଡ଼ି ବିଷ୍ଣୁସାମ ୧୦୮ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭକ୍ତିସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେଶବ ଦୋସ୍ତାୟୀ
ସହାୟକର ସମାଧି-ସଙ୍କଳ୍ପ (ମେଘଦୂତ) ।

ସମ୍ପାଦକ—ଡ଼ି ସତ୍ୟନାଥ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭକ୍ତିସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭକ୍ତି ସହାୟକ
ସମାଧି-ସଙ୍କଳ୍ପ—ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ଭକ୍ତିସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଶ୍ରୀମଦ୍ଭକ୍ତିସିଦ୍ଧାନ୍ତ (ମେଘଦୂତ) ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির যুথপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট গুঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিগ্রন্থজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

আচার্য্য-সভাপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি.এ, বি.টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বি. ই.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুবলসখ ব্রহ্মচারী, সেবা-রতন

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব-কর্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় ষষ্ঠ

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রী শ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রী গোড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রী গোড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

পঞ্চবিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগোরাঙ্গ ৪৮৭ বিষ্ণু হইতে গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৭৯ ফাল্গুন হইতে ১৩৮০ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৭৩ মার্চ হইতে ১৯৭৪ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা

পরমহংসস্বামী শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক

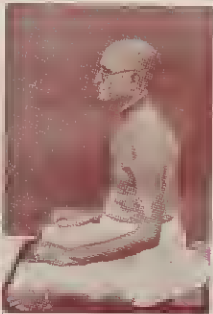
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তি-বান্ধব

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

বার্ষিক ভিক্ষা—৬.০০ টাকা মাত্র



શ્રી ૪૫૫ નંબરે ૩૩ ટન સુધીનું ચિત્રવાણી કિર્તીમુર્તિ શ્રીમદ્
 અભિષેકાદા પ્રત્યક્ષતા ર્થે વિદ્યમાન ૧૦૦ એ
 શ્રીમદ્ધર્મિકાણ્ડ મંત્રપાઠો (પ્રાચીનો) અક્ષરમાત્ર



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ
ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা
সর্ববেদান্তবিশ্বম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

পঞ্চবিংশ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

সংস্ক-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অধিকার-বিচার	৯।৩৩১
২। অনুক্ষণ শ্রীভগবদ্ভ্যাম শ্রবণ-কীর্তনে অনিত্য জীবনের সার্থকতা (পত্র)	৩।৮৫
৩। আত্মপ্রতি (কবিতা)	৪।১৩৯
৪। উপাধি-ব্যাধি (পত্র)	৮।২৭৮
৫। উৎকণ্ঠাদশকম্—শ্রী (স্তোত্রম্)	২।৪১
৬। একটি পত্র	১২।৪৩৭
৭। একাদশীব্রত - শ্রীশ্রী	৬।২৩০, ৭।২৫৫
৮। কলির আত্মকাহিনী	৪।১৫৫
৯। কুলগুরু	২।৬২
১০। কৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য	১২।৪৩৯
১১। কৃষ্ণজন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব—শ্রী	১২।৪৩৯
১২। গুরুতত্ত্ব ও শ্রীশ্রীগুরু-পূজা—শ্রী	১।৭, ২।৪৭, ৩।৮৭
১৩। গুরুদেবের আনুগত্য ব্যতীত ভক্তির অনুষ্ঠানও কৰ্ম হইয়া যায় (পত্র)	৭।২৩৯
১৪। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের দাহ করাই বিধি (পত্র)	৬।১৯৯
১৫। গোবিন্দবিরুদাবলী-স্তোত্রম্—শ্রী [৫।১৬১, ৬।১৯৩, ৭।২৩৩, ৮।২৭৩, ৯।৩০৯, ১০।৩৪১, ১১।৩৭৭, ১২।৪১৩]	
১৬। গোড়ীয়ের ধর্ম—শ্রী	৪।১১৩
১৭। গোড়ীয়ের পঞ্চবিংশ-বর্ষ	১।৩৪
১৮। চতুঃশ্লোকী-ভাগবতম্—শ্রী (স্তোত্রম্)	১।১
১৯। চাতুর্মাস্য বিধি	৫।১৮৮
২০। চৈতন্যের দান—শ্রী	৪।১২৬
২১। জগদগুরু সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব	৬।২৩২

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
২২। জন্মশৌচ বা মৃত্যুশৌচ শুদ্ধবৈষ্ণবের নাই (পত্র)	১০ ৩৪৮
২৩। ঝুলনযাত্রা ও জন্মষ্টমী উপলক্ষ্যে সাদর আহ্বান - শ্রীশ্রী	৫।১৯৩
২৪। ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব - শ্রীশ্রী	৭ ২৬৬
২৫। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত বিচারের পত্র জন্য	২২।৪১৯
২৬। তপস্যা ও আরাধনার তাৎপর্য	৫।১৮১
২৭। দক্ষিণভারত-পরিভ্রমণ-প্রসঙ্গ	১১।৪০৭, ১২।৪৪৫
২৮। দামোদরার্যক-সরলার্থামৃত - শ্রী	১১।৪০৩, ১২।৪৩২
২৯। দীক্ষা ও উপাসনা (পত্র)	৫।১৬৬
৩০। দেবানন্দ গোঁড়ীয় মঠে রথযাত্রা - শ্রী (কবিতা)	৫।১৮০
৩১। লদীয়া-সুন্দরের বালালীলা-কণা	৪।১৪০, ৬।২২১,
৩২। নামের কৃপা - শ্রী (নাটিকা)	৭।২৬০, ৮।২৯১, ১০।৩৩৬
৩৩। পত্র ও উত্তর (দীক্ষিতের প্রতি আসুরিক সমাজ)	৩।১০৫
৩৪। পত্র ও উত্তর (শ্রীল শ্রীমতী মহারাজের)	১১।৩৯৩
৩৫। পত্র ও উত্তর (শ্রীমৎ উর্দ্ধমন্ত্রী মহারাজের)	৫।১৮৯, ৬।২২৪
৩৬। পত্রাবলী - শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের	
[সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাতাষ-দোষ	২।৪৪-৪৫
অনিতা জীবনের সার্থকতা	৩।৮৫
পরিনিদা-পরচর্চায় অধোগতি	৪।১২৪
দীক্ষা ও উপাসনা ৫।১১৬, দাহ করা ও ভূ-প্রোথিতের	
বিধি ৬।১৯৯, ভক্ত-কুব ৭।২৩৯, উপাধি ব্যাধি ৮।২৭৮,	
শাসন না মানিলে উন্নতি হইতে পারে না ৯।৩১৬,	
জন্মশৌচ বা মৃত্যুশৌচ শুদ্ধবৈষ্ণবের নাই ১০.৩৪৮	
বৈষ্ণব-সম্মিলনীর পরিচালন ১১।৩৮২	
ঠাকুর অনুকূলের সহিত বিচারের জন্য পত্র ১২।৪১৯]	
৩৭। পরমার্থ	৫।১৬৭, ৬।২০০, ৭।২৪০, ৮।২৭৯, ৯।৩১৮
৩৮। পরলোকে শ্রীগোঁড়ীয় পত্রিকার প্রাক্তন	
প্রচার-সম্পাদক	৯।৩৪০ (খ)
৩৯। পারমার্থিক সম্মিলনীতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের	
প্রদত্ত দ্বিতীয় অভিভাষণ	১০।৩৪৯

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৪০। পাষণ্ডরাজ	১।৩০
৪১। পৃথু ও বেণ—শ্রী	১১।৩৯৭
৪২। প্রবাসী (কবিতা)	৭।২৫৪
৪৩। প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে বিরহ-স্মৃতি—শ্রী	১।১২
৪৪। প্রশ্নোত্তর—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত [আশীর্ষচন ১।৩, জীবের প্রতি উক্তি ১।৪, ২।৫৪, ৩।৯৭, নানাকথা ৪।১৩১, ৫।১৭৩, ৬।২০৪, প্রয়োজনতত্ত্ব ৭।১৪৪, চতুর্ভুজ ৭।২৪৬, স্থায়ীভাব ও রতি ৮।২৮২, রসতত্ত্ব ৯।৩২৩, ১০।৩৫৪, ১১।৩৮৮, ১২।৪২৬]।	
৪৫। প্রার্থনা (কবিতা)	৫।২২০
৪৬। ফাল্গুনী-পূর্ণিমা, গৌড়দেশ ও গৌড়ীয়—শ্রী	১।২৬
৪৭। বাণাসুর	১০।৩৬৭, ১২।৪৩৪
৪৮। বৈষ্ণব-সম্মিলনীর পরিচালন (পত্র)	১১।৩৮২
৪৯। বেদান্তের বাণী	১।২১, ৩।৯৮
৫০। বেত্রাসুরবাক্য (স্তোত্রম্)	৩।৮১
৫১। বাসপূজায় আস্থান—শ্রীশ্রী	১০।৩৭৬
৫২। বাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ—শ্রী	১১।৩৮৪, ১২।৪২১
৫৩। ভগবানের লীলা—শ্রী	৭।১৪৮
৫৪। মায়া	৬।২০৯
৫৫। রসরাজ ও মহাভাব	৪।১৪৫
৫৬। রাধাক্ষমীষত—শ্রীশ্রী	৭।২৬৮
৫৭। ললিতাক্ষকম্—শ্রী (স্তোত্রম্)	৪।১২১
৫৮। শাসন না মানিলে জীবনে কখনও উন্নতি হইতে পারে না (পত্র)	৯।৩১৬
৫৯। শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমায় আস্থান	১১।৪১১
৬০। শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর. জনোৎসব (সাময়িকী)	২।৭৯
৬১। শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব (নিমন্ত্রণ-পত্র)	৩।১১৭
৬২। শ্রীমদ্বাচস্পতি	৬।২১৩

প্রবন্ধের নাম

সংখ্যা ও পত্রাক

৬৩।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—প্রেমধর্ম (পত্র)	২।৪৬
৬৪।	শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব (নিমন্ত্রণ-পত্র)	৭।২৬৯
৬৫।	শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব	৮।৩০৭
৬৬।	শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব- বাসরে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি ২।৬৩, ৩।১০৪, ৮।২৯৬, ৯।৩৩৬, ১০।৩৬৯	
৬৭।	শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম- সরোজে পতিতের নিবেদন	১।১৯
৬৮।	শ্রীহরিনাম ও হরিসেবাবিহীন পরচর্চায় অধোগতি (পত্র)	৪।১২৪
৬৯।	সদাচার	২।৭৪
৭০।	সমাজ ও ধর্ম	৫।১৮৬
৭১।	সন্দর্ভ-সার— [শ্রীতিসন্দর্ভ ২।৫৭, ৪।১৩৬, ৫।১৭৭, ৮।২৮৮, ৯।৩২৭, ১০।৩৫৮, ১২।৪২৯] ।	
৭২।	সাধুর মতলব	৪।১৫২
৭৩।	সাধুসঙ্গে দক্ষিণ-ভারত-তীর্থদর্শনের সুবর্ণসুযোগ (আমন্ত্রণ-পত্র)	৩।১১৯, ৭।২৭১
৭৪।	সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাতাস-দোষ (পত্র)	২।৪৫
৭৫।	হিতবাণী (কবিতা)	৪।১৬০
৭৬।	Statement about ownership and particulars about Newspaper "Shri Goudiya-Patrika" (Form IV)	১।৪০

ঐশ্বরীকন্যাপৌরোহিত্যে

স বৈ সুভাষ্য লবোঃ স্বপৌঃ স্বভোঃ স্বভিঃ স্বভোঃ স্বভোঃ ।



অমিত্যুভাষ্যভিঃ স্বভোঃ স্বভোঃ স্বভোঃ ।

সেই দর্শ সেই বাক্যে আশ-পায়স । পর দর্শ সুভাষ্যে পালে সেই রস ।
 অপ্রভাতে আশুদী তকি গিরদুহ । হবি-কপার ঘটি পোলে পদ সেই রস ।

২৪৭ বর্ষ { অমিত্যু, ২৪ গোড়ি, ৪৯৬ গৌড়ি } ২৪ লংগা
 { সুধার, ০০ কাল, ১০১২, ৪৫ ১৪১১১২১৩ }

সান্ত্বনা-সংকল্প

ঐচতুঃশ্লোকী-ভাগবতম্

(ঐশ্বরীবেদব্যাসকৃতে ঐশ্বরীভাগবতে দ্বিতীয়-অঙ্কে

লবধেহুধ্যায় - ৩০-৩৬)

ঐতর্য্যবাস্য-ভাষ্য—

আনং পরমহংসং বে দ্বিবিজ্ঞান-সমমিত্যম্ ।

সরস্যাং প্রদত্তক গৃহাণ গদিতং ২৪ ৥১৪

ঐতর্য্যবাস্য ভাষ্যে,—৩০ অঙ্ক । ভগবৎপ্রকাশনশক্তি ৩ ৩৪৩-প্রকাশ-
 ত্বিক্রিয় সত্ত্ব অত্যন্ত যোগদীপ শব্দশব্দ-প্রতিপাদ অধোহ জ্ঞান ত সেই প্রকাশ-
 ত্বিক্রিয় অতঃ পরমহংসকি আনি বসিতকি, তুমি প্রকাশ কর ৥১৪

বাস্তবিকঃ যথাক্রমে অক্ষয়-পূর্ণ-অক্ষয়কঃ ।

তথৈব অদ্বিবিজ্ঞানসত্ত্ব তে অদ্বিবিজ্ঞান ৥২৪

আমি স্বরূপতঃ যে পরিমাণ, যে সত্তাবিশিষ্ট এবং যে যে-রূপ, গুণ ও লীলা-বিশিষ্ট, তুমি সেইসকল বিষয়ের ঠিক তদ্রূপ অনুভব আমার কৃপায় সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হও ॥২॥

অহমেবাসমেবাগ্রে নানৃদ্যৎ সদসৎপরম ।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্ঠোত সোহস্ম্যহম্ ॥৩॥

সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আমিই ছিলাম ; স্থূল, সূক্ষ্ম ও এতদুভয়ের কারণভূত প্রধান বা প্রকৃতি পর্য্যন্ত আমি হইতে পৃথগ্‌রূপে অত্ৰ কিছুই ছিল না । সৃষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়েও একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব ॥৩॥

স্বাতের্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।

তদ্বিত্বাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥৪॥

বাস্তব প্রয়োজন-তত্ত্ব ব্যতীত যাহা কিছু প্রতীক্ষমান হয়, সত্তাবিশিষ্ট হইলেও আমার অধিষ্ঠানে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকে আমার মায়া বলিয়া জানিবে । দৃষ্টান্ত—যে-প্রকার দুইটী চন্দ্রের অধিষ্ঠান না থাকিলেও কাচাদিতে দ্বিচ্ছাদির প্রতিচ্ছবি দৃষ্ট হয়, অথবা যে-প্রকার রাহু গ্রহমণ্ডলে থাকিলেও তাহা দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ । ভাবার্থ এই যে—আভাস ও অন্ধকার-দর্শন কিছু জ্যোতির্ময় বস্তুর দর্শনকালে ঘটে না এবং জ্যোতির্ময় বস্তুর দর্শনও আভাস এবং অন্ধকারের দর্শনকালে ঘটে না ; অথচ, আভাস ও অন্ধকারের কর্তৃসত্তায় জ্যোতির্ময় বস্তু ব্যতীত স্বতন্ত্রতা নাই । তদ্রূপ ভগবান্ ও তাঁহার মায়া । ভগবান্ জ্যোতির্ময় বস্তু । তাঁহার মায়া দ্বিবিধা—আভাস-স্থানীয়া জীব-মায়া ও তমঃস্থানীয়া গুণ-মায়া । উভয়ই ভগবদাশ্রিত হইলেও ভগবদন্তরঙ্গ-প্রতীতিতে জীব ও মায়া-প্রতীতির অভাব এবং জীব ও মাযিক প্রতীতিতেও ভগবৎপ্রতীতি নাই ॥৪॥

যথা মহাস্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চাবচেষনু ।

প্রবিষ্টান্‌প্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥৫॥

যে-প্রকার ক্ষিপ্তাপ্তেজ প্রভৃতি মহাভূতসকল দেব-তির্গাঙ্গাদি উচ্চ-নীচ ভূতসমূহে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্র বর্তমান, সেইরূপ আমিও ভূতময় জগতে সর্বভূতে (সত্ত্বাশ্রয়রূপ পরমাত্মভাবে) প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথক্‌ভগবৎ-স্বরূপে সকলের অন্তরে ও বাহিরে স্মৃতিত হই ॥৫॥

ଏହାବଦେଶେ ବିଦ୍ୟାୟା ଉପାଦିଷ୍ଟାମୁଦାୟନଃ ।

ਅੰਗਰ-ਵਾਤਿ (ਚੰਨਾਕ) 11 ਥਾਂ 12 ਮੰਤ੍ਰਾਂ 11 ਮੰਤ੍ਰਾਂ 11 ਮੰਤ੍ਰਾਂ

[illegible][illegible]

समान कक्ष-विक्षेपण न विद्युच्छिन्ना कक्षादि ११।

(୧୨ ଅକ୍ଟୋବର) । ଖୁବ୍ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ସବିଳ ଆସାର ଏହି ଘଟଣା
ଅନୁସାରେ ଗର, ଯାହା ଚଳିଥିଲା ଉପରେ କିଛି ବିଶେଷ ଆଘାତ କିଛି ନାହିଁ । ଆମର ଆଶିଷକର୍ତ୍ତା
ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣାଟି କେବଳ ଆମର ଆଶିଷକର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବ ।

2013

(वा. गी. ३. ३३)

3.1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1950

“অতঃপর আমি ভবিষ্যৎকাল, খ্রীষ্টীয়ানামাণ্ডল্যের বিশেষ উন্নতি কর, ভগ্নবস্ত্র-প্রদানকাল প্রকাশ কর, কণ্ঠকে স্ত্রীহরিনামে পরিচয় কর, কীৰ্ত্তনমূলক একটা প্রভাবিত হার দে, কীৰ্ত্তন দেই ভগ্নবস্ত্র অমলমহাপ্রদীক শুদ্ধনাম-পরিচয় কর।”

— 'सुखी', पृ. ६१: ५१३

२। शिक्षाविद्भिर्नाम अभिज्ञेयं विद्वत्तुः अज्ञेयं ह्येकं समित्वापि ।

“জাই। অগ্রদূত বড়, চিত্রাঙ্ক-একিলা যেন করিয়া চিত্রায় প্রবেশ
কর। অথবা পছন্দ হও তবীয় চিত্রিমাল দেখিতে পাইবে। তবু অকল্প-
ভ্রমর কি মন্ত, তাহার আবাদন পাইবে, শুধু ক’হের নাম আত্মা
অপবিত্র আর করিবে না।” —*ঠেং নিঃ ৩৫*

— 267 —

२। येन सकृदिनामन मर्त्यक्षीरवत् अस्ति सात्वतः किं च ।

‘ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ !’ ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵରୀ ସିଦ୍ଧ-ସମ୍ପର୍କରେ ବାହୁନ, ଶରଦେବତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ
 ଘଟିତ ଶେଷେ ବୁଝି ଦେଲା । ତାହାପରେ ସିଦ୍ଧାଶୀଳା ଅବସର, କନ୍ଧା ଓ ଶାଢ଼ୀ

‘বিদ্যা বহুপ লাভ কর। সাধনভক্তিবারা ভবভক্তি ও উদ্ধারা নিভ’ণ
শ্রেয়ভক্তি লাভ কর; ঈশ্বর বা পরমাত্মার সাধনিক বহুপ অতিক্রম
করত নিকরহুপ জগদানুকে ঐতিশ্যে লাভ কর।’

—‘সমালোচনা’, পৃ: তেজা ২১৬

জীবের প্রতি উক্তি

১। মানবের প্রতি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রাথমিক উপদেশ কি?

“হৃদয়দেহ—চরিত, ইহার একদিনও পের অপর্যায়িত না হয়।”

—‘সঙ্গীতা বস্তের হেবর’, পৃ: তেজা ৪১৬

২। জীস ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কিসাবে মর্শ্বকীর্তন বাগন করিতে উপদেশ
কিয়াছেন?

“এই জগতে মর্শ্ব-ধন্যপেছা বন নাই। শরীর অশতজুর, আত্ম আচ্ছ,
কাল নাই। অমোদের পরম দ্বারা এতু সূপা কবিয়া এই জগৎকে যে
নাম ও প্রেমধন বিচারছেন, তাকা মাধু-ভক্তর নিকট পাইব করিবে। কথতের
যথো শ্রীমদ্বাংবত ও ঐচৈতন্যচরিতামৃত এই দুইখানি গ্রন্থ অমূল্য বস্তু।
যতু কবিয়া তাহা আলোচনা করিবে। লোককে বিভা হেধাধিবাং প্রয়োজন
নাই। লোককে ভক্তিধন দান করিবে। নিল্লাপ ঈশ্বরে মর্শ্বের স্মৃতি
অর্থ উপার্জন করিয়া আপনাকে ও আপনাব নিকটনকে প্রতিপন্ন করিবে।
কিন্তু কোনে সময়েই কৃষ্ণনাম জুলিবে না।”

—ঠাকুরের বাহুচরিত

৩। কৃষ্ণভক্ত কি স্নেহকে ভয় করেন?

“এই যে স্নেহকে এত ভয় করিতেছে, সে কেবল ঈশ্বরভক্ততা নাই।
সেই তাই। স্নেহে কি করিতে পারে? অতি অপমার্থ ঈশ্বরের সম্মতি
করিয়া স্নেহ জোয়ার কি ভক্তি করিতে পারে? যদি ভাল চাও, স্নেহ
ঈশ্বরের একটি শিলা কর। কলা যদি স্নেহে ছবে, এহা নইলে আর
জীবন নাই, কোনো এক সুখ-দুঃখ কোথায় নাইকে, একবার তাবিয়া দেখ।
অতএব ব্রহ্মকাল নষ্ট না করিয়া নিরন্তর শিকণট ভক্তির স্মৃতি হইনাম
কর। কোটি কোটি স্নেহ আশ্রিত ও জোয়ার কিছুই ঐশ্বিত্য পাবিবে না।”

—‘ঈশ্বরবদ ব্যবহাং-জুঃ’, পৃ: তেজা ১৩১২

৪। ঠাকুর ভক্তিবিমোদ পরজন্মকালের ব্যক্তিবশকে কোন আদর্শ অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন ?

“অগতে সকল-জীবের লক্ষণে করুন, সকল জীবের হৃদয়-নিবাসণের
ফল যত করুন, সকল জীবের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ভাষ্যের মতন ছেঁটা
করুন, কিন্তু ত্রিগৌণের পরম অনুসরণের উচিত শুধু স্ববর্গের উপদেশ
কখনও তুলিয়ে ন।।” —‘শ্রীমৌন্য-সমাধি’, ১। ভাগ ১১৩

৫। জীবের এ অবস্থাতে আসা পার্থক্য হয় কখন ?

“তুমি মিতা-গুণ খায়, শোক করু বাহি তার,
অমিতা আনন্দি সর্বদাশ ।
আমিরই এ সমাধি, তুমি ভক্তিবার তরে,
মিতাভয়ে করহ বিশাল ॥”

—‘শোকসংগম’—২। গীঃ মাঃ

৬। সুখস্বভাবাকালী পরমার্থ-পন্থিকের কি কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়াছে ?

“সংসার নির্মাত করি মা’র আনি হৃদ্যবন,
অপময় পৌষিবারে করিতেছি সুদমন,
এ আশায় নাই প্রয়োজন ।
এমন দুঃখাপকশে, বাঁধে আশ অশশেষে,
হা চইনে ধীনমু-উরণ-বেধনে ।
যদি সুসঙ্গ চাক, তাহা কখনাম গাঁও,
কুহে থাক, যবে থাক, ইবে তর্ক অকারণ ॥”

—‘প্রাচ্যোক্ত্য-বিজ্ঞান-সঙ্গম-উপনিষদ’—৩, কঃ মাঃ

৭। শ্রীম ঠাকুর অচিরস্থায়ি-অনুভবজীবনের স্রেষ্ঠ কর্তব্য কি নির্ধারণ করিয়াছেন ?

“তোমার পরমাত্মার দিবস অতিক নাই, যে কতকদিন আছে তাহাও
নাশা বিধে পরিপূর্ণ। অতএব, তাই, বিশেষ যত্নপ্রবাহের সহিত এই
জাগ্রতজীবন ধন লাভ করিতে থাক ।”

—‘সিদ্ধপ্রদমণ-সঙ্গীতি’, ২৭০

(ক্রমশঃ)

—অধ্যক্ষ শ্রীম ভক্তিবিমোদ ঠাকুর

শ্রীগুরু-তତ୍ତ୍ଵ ଓ ଶ୍ରୀଗୁରୁ-ପୂଜା । *

ଆଦେଶ ଆମାନ୍ତେୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ତାରିଖ : ମାସର ୧୦ ତାରିଖ ଲୋକସଭାରେ—
 ଏକକଟେଜ ଦିନ : ବିଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକକଟେଜ ଦିନରେ ଏକକଟେଜ ଦିନ ବଞ୍ଚେ
 ଆୟତ୍ତା ଜାମିନ : ଆୟତ୍ତା ଶୁଣିବା ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନ କରୁ ଏକାଧାର ଆୟତ୍ତା ପାଞ୍ଜି ।

સાથે જોડાયેલા નગરોમાં અનુક્રમિક રીતે આજના

[illegible]

प्रमुखताम् - "अनीक" कथनकारान् आर्जित देवविष्टा

ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡା. ବିନୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଅଧିନୀତ
ସମିତି ନିମ୍ନ ଡିପାରିଟ୍ମେଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ଡିପାରିଟ୍ମେଣ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ—

¹ ध्यानिव सात्ताह सप्तोत्तर शिष्टाभासावसतः ॥२३॥

उत्तर: सत्यमेव जयते - सत्य ही ताच्या मनाची शक्ति होती

[୧ମ ମାସରେ ୧ କଲିଭୋରମ,—ଉଷଧ, ଯେଉଁଠି କାହାଣୀର ଶେଷରା ଦିଶୁଛି
ଆହୁରି ୧ ଫର୍ଡ଼ । ୧୫ ଯାଏ । ଉଦାହରଣ ଦର୍ଶାଏ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି
ଆହୁରି ୧ ଆହୁରି ୧ ଫର୍ଡ଼ ।]

ଖଣ୍ଡାସ ବଡ଼ ଶ୍ରବଣେ ମୁକ୍ତା ସହର ମୁକ୍ତା ଆମର, ନିକଟ ମୁକ୍ତା ଆମର
 ଜୟମାମେର ମୁକ୍ତା ନାହିଁ। କହୁଁ କହୁଁ ମାଲେଶ୍ୱର ମୁକ୍ତା ମୁକ୍ତା ମୁକ୍ତା ମୁକ୍ତା
 ଆମର ଆମର ମୁକ୍ତା । ମେଢ଼ି ମୁକ୍ତା ମେଢ଼ି ଜୟମାମେର ମୁକ୍ତା । ମେଢ଼ି ମୁକ୍ତା

১৯৮৬ সালে প্রিন্স হাউসিং সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুতকৃত
মিল খোঁজ/কালান কাল বাবা(কে) বহুলাংশের অধিবেশ-বিবরণী (১৯৮৬ সালে)

পূজ্য—শ্রীভগবান্, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র—
শ্রেমিক ভগবদ্ভক্ত, সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্
যাঁ'র পূজা ক'রে থাকেন, তাঁ'র পূজা নিশ্চয়ই সব চেয়ে বড়; তাঁ'র
প্রমাণ শ্লোকটী আমরা পূর্বে ব'লেছি।

‘তদীয়’ ব'ল্তে গেলে তিনি এবং তাঁ'র দাসবর্গ। এই যে আলিখা-
অর্চা আপনারা দর্শন ক'রুছেন, এই বস্তুকে যারা ‘গুরু’ ব'লে বিচার
করেন, তাঁ'রা সকলেই আমার গুরুবর্গ, তাঁ'দের চরণে আমার দণ্ডবৎ-প্রণতি।

গুরুবাদ এক অখণ্ডতত্ত্ব—“মদগুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ”

একগুরু বা জগদ্গুরুবাদ ও মহাত্মগুরুবাদের বিচার আপনারা শুনেছেন।
আমার গুরু—সমগ্র জগতের গুরু। তিনি গুরুতত্ত্ব—সমগ্র জগতের গুরু-
তত্ত্ব; আমার গুরু-বিদেবী,—জগতের সকলের বিদেবী—মনুষ্যমাত্রের বিদেবী।
—জগদীশের বিদেবী। নিকপটে এই বিচারটা না আসলে আমি শ্রীগুরুপাদ-
পদ্মের ভূতা হ'তে পারি না—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ক'রতে পারি না—
আমার নিজের লঘুত্ব বোধ হয় না—আমি তৃণাদপি সুনীচ', ‘অমানী’-
‘মানদ’ হ'য়ে হরিকীর্তন ক'রতে পারি না। সমগ্র জগদ্বাসী আমার মানদ বা
সমস্ত—এই বিচার না আসলে আমি গুরুপাদপদ্মে নমস্কার ক'রতে পারি না।
গুরুপাদপদ্মে ঐরূপ অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা থাকলেই সমগ্র জগৎকে মান দেওয়া
যেতে পারে—নিজে অমানী হওয়া যেতে পারে—সর্বক্ষণ হরিকীর্তন করা
যেতে পারে।

শ্রীগুরুর জগতের নিখিলবস্তুই ভগবৎসেবোপকরণরূপে দর্শন

সেতার শিখা'বার গুরু, পাঠশালার গুরু, আধ্যাত্মিক জ্ঞানদাতা গুরু,
আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করা'বার গুরু বা ইহজগতে যাঁ'দের নিকট হ'তে
এই শরীর লাভ ক'রেছি, সেই জনক-জননী গুরু—এঁরা সকলেই আংশিক
গুরু। কিন্তু যিনি জন্মে জন্মে—নিত্যকাল আমার গুরু—যে গুরুর
প্রতিবিম্ব জগতের প্রত্যেক লঘু বস্তু—প্রত্যেক বস্তু যাঁ'র সেব্যের সেবার
উপকরণ, সেই গুরুপাদপদ্মই গুরুত্বের পূর্ণত্ব ও নিত্যত্ব ধারণ করেন।
সমগ্র জগৎ সেই গুরুপাদপদ্মের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব। প্রত্যেক রেণু-
পরমাণুতে—গুরুর সম্বন্ধ পরিস্ফুট। তাঁ'দের অসম্মান বা অনাদর করা
গুরুসেবকের কর্তব্য নহে।

ଭଗବଦ୍ଭକ୍ତ ଓ ସହାୟ ଶକ୍ତର ବୃତ୍ତମ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

ଭକ୍ତମେଧାର ଗ୍ରାମ ଏସବୁ ବସନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଗାଁ । ନବମ ଆଶାବରୀ
 ଅନେକା ଶବ୍ଦମାନର ଆଶାବରୀ ବଡ଼, ଭଗବାନେ ଆଶାବରୀ ଆସନ୍ତା ଭକ୍ତମାନ
 ମାନୁର ରୋଗ ବଡ଼, ଏହି ଶ୍ରୋତା ଗୁଣ୍ଡି ବା ଚକ୍ରା ମାନୁର ଆଶାବରୀ ସମସ୍ତ
 ବା ଭକ୍ତମାନେ ଆଶାବରୀ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରାମ ମା—ଆଶାବରୀ ଆଶାବରୀ, ତିନି ଆଶାବରୀ
 ମାନୁର, ଏହି ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରାମ । ବସନ୍ତ ଆଶାବରୀ ବଡ଼, ଏକ ଶ୍ରୋତା ଆଶାବରୀ
 ହୀତ ଆଶାବରୀ ସମସ୍ତ ଗୁଣ୍ଡି ମାନୁର, ଏସବୁ ଆଶାବରୀ ସହାୟ ଶକ୍ତମାନୁର
 ଭକ୍ତମାନୁର ବଡ଼ ଗା । ବସନ୍ତମାନୁର ଆଶାବରୀ ଗ୍ରାମ, —ଭଗବଦ୍ଭକ୍ତ ଏକଭବ, ତିନି
 କୋର ଏକ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରାମ ଏସବୁ ହିସାବମାନୁର । କିନ୍ତୁ ଆଶାବରୀ ବିଦ୍ୟାବରୀ
 ସହାୟ, ଆଶାବରୀ ମହାବରୀ ମହାବରୀବରୀ ବଡ଼ ଭଗବଦ୍ଭକ୍ତ-ଭକ୍ତ ସହାୟ-
 ଭକ୍ତମାନୁର ବାହାବରୀ ଆଶାବରୀ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରାମ ହିସାବ ଆଶାବରୀ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟା
 ବା କାରଣ, ଭାବ ଗ୍ରାମ ଆଶାବରୀ ସହାବରୀ ମହାବରୀ ବାହାବରୀ ଆଶାବରୀ, ଆଶାବରୀ
 ଶ୍ରୋତା ଗ୍ରାମ ମାନୁର ମା—'ଭଗବତ୍, ଭଗବତ୍ ସହାବରୀ' —ଏହି ଶ୍ରୋତାବରୀ ଆଶାବରୀ
 ଭକ୍ତମାନୁର ମହାବରୀ ବସନ୍ତ କାରଣ ବିଦ୍ୟାବରୀବିଦ୍ୟାବରୀ ବସନ୍ତ ହିସାବ ଗ୍ରାମ
 ଗୋଡ଼େ ମାନୁର ମା—ଆଶାବରୀ ବଡ଼, ମାନୁର, ଏକ ସହାବରୀ ଗ୍ରାମ । ଶ୍ରୋତା-
 ମାନୁର ଆଶାବରୀ ଗ୍ରାମ କାରଣ ଆଶାବରୀ ବିଦ୍ୟାବରୀ, ଶ୍ରୋତା ଓ ଆଶାବରୀ ବଡ଼
 ମାନୁର । ବଡ଼ ମାନୁର ବିଦ୍ୟାବରୀ ଶ୍ରୋତାବରୀ ଆଶାବରୀବରୀ ହିସାବ, ତା' ଗ୍ରାମ
 ଶ୍ରୋତାବରୀବରୀ ଆଶାବରୀ ବାହାବରୀ ଗ୍ରାମ ବା କାରଣ ।

ଶ୍ରୋତାବରୀବରୀ ଆଶାବରୀବରୀ—ତିନି ବିଦ୍ୟାବରୀବରୀ

ଶ୍ରୋତାବରୀ - ବଡ଼ା ଗ୍ରାମ, ତିନି—ସହାବରୀ ବଡ଼, ବିଦ୍ୟା ବଡ଼ । ବସନ୍ତମାନୁର
 —ବିଦ୍ୟା, ତା'ର ବସନ୍ତ ବିଦ୍ୟା—ତା'ର ମାନୁର ବିଦ୍ୟା; ତୁଣ୍ଡେ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଶା-
 ବରୀ ଆଶାବରୀ—ବସନ୍ତ ବଡ଼େ କୋର ବିଦ୍ୟା ଆଶାବରୀ ନେ ।

ମାନୁର ଭଗବତ୍ ଆଶାବରୀ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମେ ଶ୍ରୋତାବରୀ ମାନୁର ମା—ବିଦ୍ୟା ଶ୍ରୋତା
 ବିଦ୍ୟା ବାହାବରୀ; ଏସବୁ ତା'ର ଆଶାବରୀ ବଡ଼ । କିନ୍ତୁ ତିନି ଆଶାବରୀବରୀ
 ବସନ୍ତ ବଡ଼ ହିସାବ ବଡ଼, ବାହାବରୀ—ଆଶାବରୀବରୀ ମହାବରୀ ଶ୍ରୋତାବରୀ
 ତିନିବି ପୂର୍ବ ଓ ବିଦ୍ୟା ବଡ଼ । ତିନି ଆଶାବରୀବରୀ ମହାବରୀ-ବିଦ୍ୟାବରୀ ବଡ଼ ବା କାରଣ
 ଶ୍ରୋତାବରୀ ଶ୍ରୋତାବରୀ ଆଶାବରୀ ବାହାବରୀ ଶ୍ରୋତାବରୀ ବିଦ୍ୟାବରୀ ବାହାବରୀ ।

ଶ୍ରୋତାବରୀବରୀବରୀ ଶ୍ରୋତାବରୀବରୀ ଆଶାବରୀବରୀବରୀ

ଆଶାବରୀ—ବସନ୍ତ, ତିନି—ବିଦ୍ୟାବରୀ । ତିନି ସହାବରୀ ହିସାବ
 ବସନ୍ତମାନୁର ମାନୁର-ଭଗବତ୍ ଆଶାବରୀ ବାହାବରୀ-ଆଶାବରୀ, ଶ୍ରୋତାବରୀ ବା

দুরাকাজ্জকারূপ সন্তোগবাদ নিরাস করেন। স্বয়ং আশ্রয়-বিগ্রহ ভগবান্ বিষয় হ'য়েও আশ্রয়বিগ্রহ গুরুতত্ত্বরূপে বর্তমান। শ্রীগুরুদেব ঈশ্বর হ'য়েও আমাদিগকে শিক্ষা দেন;—“আমার একমাত্র পরমেশ্বর ভগবদ্বস্তু, আমি তাঁ'র সেবক। হে জীব! তুমিও তাঁ'রই সেবক, তুমিও আমারই মত, আমার ভাষা তুমি বুঝতে পারবে, তোমার যে-সকল সন্দেহ আছে, আমি সকলই নিরাকরণ করব।” এই ব'লে তিনি জীবের ভগবদ্ব্যজ্ঞানের যাবতীয় অনর্থ-গ্রস্থি বাক্যের দ্বারা ছেদন ক'রে জীবকুলকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করেন। তখন,—

ভিত্তিতে হৃদয়গ্রস্থিচ্ছিত্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি দৃষ্ট এবান্বনীশ্বরে ॥

মহান্ত-গুরুর সাক্ষাত্ত্বপদেশে ভোগবাদ ও কর্তৃত্বাভিমান হ'তে মুক্তি

শ্রীগুরুপাদপদ্ম—আত্মতত্ত্ব, তিনি অনাত্মতত্ত্ব নহেন। অনাত্মতত্ত্বে নানাবিধ ভোগবাদ—ভোগ্য-বিচার আশ্রিত। ইন্দ্রিয়জ্ঞানে আমাদের অনুভবনীয় বিষয়-মাত্রই আমাদের প্রভুত্বের পরিচায়ক। দর্শক-সূত্রে, শ্রোতা-সূত্রে, আস্বাদক-সূত্রে, গ্রাণগ্রহণকারি-সূত্রে, স্পর্শকারি-সূত্রে, রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ, স্পর্শরূপ বিষয়কে আমরা আমাদের অধীন জ্ঞান করি। সুতরাং আমাদের কর্তৃত্বাভিমান হয়। এইরূপ কর্তৃত্বাভিমান হ'তে মুক্ত করবার জন্য ইহজগতে আমার কে সহায়-সম্মল হ'বেন? অনেকে বলতে পারেন, হৃদয়ের অন্তঃস্থিত বিবেকই ত' সহায়ক হ'তে পারে, কিন্তু আমি যে নিতান্ত দুর্বল প্রাণী, আমি যে-মনোধর্ম্মে প্রপীড়িত, হৃদরোগে অর্জ্জরিত জীব, আমার প্রেয়ঃকে, আমার সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ভাল-মন্দের বিচারকে ‘বিবেকের বাণী’ ব'লে গ্রহণ ক'রে আমার প্রতি মুহূর্ত্তে যে বঞ্চিত হ'বার সম্ভাবনা র'য়েছে, তা' হ'তে আমায় কে উদ্ধার ক'রতে পারে—যদি মহান্তগুরু আমার নিকট উপস্থিত হ'য়ে সাক্ষাত্ত্বাবে আমাকে উপদেশ না দেন। যখনই আমার কর্তৃত্বাভিমান হয়—আমি যখন মনে করি,—আমি শ্রোতা, দ্রষ্টা, ভোক্তা,—আমি যখন মনে করি, বাগানের মালী যেমন আমাকে ফুল দিয়ে যায়, আমার উপাস্ত্র বস্তুও তেমনি আমাকে ফুল দিয়ে যাবেন, তখন আমার সেই কর্তৃত্ব-অভিমান হ'তে মহান্তগুরুদেব আমাকে রক্ষা করেন।

তখন জেনেছিলাম,—সাক্ষাৎ ভগবদ্বাক্ত আমাকে রূপা করবার জন্য যখন জগতে এনে উপস্থিত হন, তখন আমার সৌভাগ্য উপস্থিত হয়। সাধারণ লঘু বস্ত্র যেমন গুরু হ'বার ওষ্ঠা ব্যস্ত, আমার গুরুপাদপদ্মকে সেরূপ ভাবের চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট মনে ক'রতে পারি নাই। আমার চেষ্টাক্রমে—আমার ইন্দ্রিয়জ্ঞানের চাঞ্চল্যক্রমে গুরু-নির্দেশের যে-পদ্ধতি আছে, তা আমার কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত—আমার ভোগবাসনায় পূর্ণ। এই জগতের ভোগবাসনা-চালিত কর্তৃত্ব হ'তে পরিব্রাণ ক'রতে যিনি সমর্থ, সেই গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে-শিক্ষা পাওয়া যায়, সেই অতিমর্ত্য শিক্ষার নিকট, মনুষ্যজাতির নিকট যে-সকল শিক্ষা পাওয়া যায়, যুগ-যুগান্তরের সভ্য-সমাজ ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হ'তে যে-সকল শিক্ষা পাওয়া যায়, সে-সকল একীভূত ক'রলেও অতি তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, নগণ্য, নিতান্ত বার্থ। আমার নিজের আত্মস্তরিতা ও অবিবেচনাকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত ক'রতে পারে যে শক্তি, সেই (গুরুপাদপদ্ম) শক্তি যদি আমাতে সঞ্চারিত না হয়,—দুর্বল আমি, সেই বলে যদি বলীয়ান না হই, তা'হ'লে সেই বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ হয় না—তাঁকে গ্রহণ ক'রতে পারি না। দিব্যজ্ঞানের প্রদাতাকে 'গুরু' বলা যায়,—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দত্তাৎ কুর্য্যাৎ পাপম্ সংক্ষয়ম্।

তস্মাদীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥

দিব্যজ্ঞানের প্রদাতা কোন মর্ত্যবস্তু ন'ন। যিনি দিব্যজ্ঞানের কথা শুনে, তিনিও কখনও ম'রে যান না। যিনি সমুপেত মৃত্যু হ'তে রক্ষা ক'রতে পারেন না, তিনি গুরু নন। যিনি আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কবল হ'তে রক্ষা ক'রে থাকেন, তিনিই গুরুদেব (ভাঃ ৫।৫।১৮)—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ, পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।

দৈবং ন তৎ স্যাদ্ পতিশ্চ স স্যাৎ, ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুং ॥

আমরা জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ-রাজ্যে অবস্থিত। আমরা ম'রে যাব সকলেই—এ অবস্থায় কেহ থাকতে পারব না। কিন্তু 'মরে যাব' এই ভীতি—এই আশঙ্কা হ'তে যিনি উদ্ধার ক'রতে পারেন, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। আমরা যে নানাপ্রকার দুর্বুদ্ধি সঞ্চয় ক'রেছি, সেই দুর্বুদ্ধি হ'তে রক্ষা করবার জন্য আমার প্রতি যিনি অনন্ত শক্তি সঞ্চার করেন, আমি সেই গুরুপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রণত হই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে বিরহ-স্মৃতি *

-- :: (:: :: ::) :: --

শ্রীব্যাসপূজায় কৃপা-প্রার্থনা

“তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন ।

মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥”

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের (মঃ ২২।২৫) এই বাক্যের প্রতিধ্বনিস্বরূপ দেখিতে পাই—“শ্রীব্যাসপূজাই যুগপৎ গুরু ও কৃষ্ণসেবা” (গৌঃ ৪র্থ বর্ষ, ৫৯০ পৃঃ) । সুতরাং পরমপূজ্য জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিতেই ব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধি গোড়ীয় আচার্য্যগণের উপদেশ অনুসারে জানিতে পারা যায়। এই ব্যাসপূজা উপলক্ষে গুরুদেবের অঙ্গস্বরূপ পারমার্থিক পত্রিকার সেবার জন্য আদিষ্ট হওয়ায় নিজের নিতান্ত অযোগ্যতার বিষয় সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া বিপদ গণিতেছি। মাননীয় গুরুদাসগণই একপ-স্থলে বিপত্নাকারণ বান্ধব। গুরুদাসগণের আনুগত্য করাই গুরুসেবার পরাকাষ্ঠা। গুরুদাসগণের সকলের পাদপদ্মে আমার নিক্ষেপিত সাক্ষাৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের প্রতি সতীর্থ-ভ্রাতৃবোধে ‘সখ্য’ আচরণ করিয়া যে ভ্রাতৃবিরোধের আবাহন করিয়াছি, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর হইতেই তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া নিজ জীবনকে ধিকার দিতেছি। হে ব্যাসপূজার পূজারী গুরুদাসগণ! আপনারা আমার প্রতি কৃপা-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া—আমার অযোগ্যতা দেখিয়া উপেক্ষা না করিয়া গুরুগৌরাঙ্গ-গুণগানরূপ ‘দাশ্যে’ নিযুক্ত করুন, ইহাই আপনাদের পাদপদ্মে কাতর প্রার্থনা।

গুরুদেবের স্বরূপ

শ্রীব্যাস ও বৈয়াসকির আনুগত্যে গুরুদাসগণ শাস্ত্রের “গৌরজন-সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া”, “আচার্য্য মাং বিজানীয়াৎ” প্রভৃতি বাক্যদ্বারা আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সম্বন্ধে “সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রেঃ” জানাইলেও “কিস্ত প্রভোঃ

* পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তক্টিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ কর্তৃক তদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের তিরোধানের পর তাঁহার আবির্ভাব-তিথিতে লিখিত এই প্রবন্ধ “দৈনিক নদীয়া প্রকাশ”-নামক শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হয়—সম্পাদক।

প্রিয় এব তস্য” ইত্যাদি জ্ঞান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামীও “গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে” বলিয়া জানাইয়া “গুরুরূপে কৃষ্ণ রূপা করেন ভক্তগণে ॥”—উপদেশ করিয়াছেন। মহাজনগণের ও শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত অনুসারে গুরুদেব ভগবৎ-স্বরূপেই প্রমাণিত হইতেছেন। এবম্প্রকার শ্রীগুরুদেবের দাসগণকে তদভিন্নজ্ঞানে শিক্ষাগুরু বলিয়াই মনে হইতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী—“শিক্ষাগুরুকে ত’ জানি কৃষ্ণের স্বরূপ ॥”—কীর্তন করিয়াছেন। গুরুর নিতা সেবকগণ! আপনাদের ভৌম-জগতে অবতরণ কেবল মাদৃশ পাপ-পঙ্কিলে পতিত নরাধমকে উদ্ধার করিবার জন্য। আপনাদের অতিমর্ত্যবানী হইতে শ্রীগুরুদেবের অতিমর্ত্যতার কথা শ্রবণ করিয়াও তাহাতে আমার মর্ত্য বুদ্ধির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই; বিবর্ত বা অসুয়াই তাহার মূল-কারণ।

বাণী-কীর্তনই প্রভুপাদের মনোহরী

‘বাণী’ কেবলমাত্র ‘কর্ণ’-নামক একটি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বলিয়া অন্য ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয় এ-ক্ষেত্রে হীনবীৰ্য্য। অতীন্দ্রিয় বস্তুতে ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ যতদূর হ্রাস হইবে, ততদূরই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। সেই জন্যই শ্রবণ-কীর্তনের শ্রেষ্ঠতা। আপনাদের শ্রীমুখ-বিগলিত অপ্রাকৃত বাণী-কীর্তন শ্রবণ (?) করিয়াও যখন গুরুদেবের প্রতি মর্ত্য-বুদ্ধি নষ্ট হয় নাই, তখন অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্রিয়াশীলা ভক্তির অন্য অনুষ্ঠানসমূহ আমার নিকট নিষ্ক্রিয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বর্তমানযুগে যে-কোন ভক্তাদ্বৈ অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাহা কীর্তনাখ্যা-ভক্তি সহযোগেই করা প্রয়োজন। এবং শ্রবণ-কীর্তন ব্যতীত অন্য ভক্তাদ্বৈ থাকিলেও তাহা কীর্তন ব্যতীত সুফলপ্রদ নহে। তাই আপনাদের অপার করুণায় একমাত্র কীর্তনকেই নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। শ্রবণ কীর্তনাদি প্রচারাখ্যা ভক্তিই শ্রীচৈতন্য মনোহরী ‘ভাগবৎ-মত’ এবং মঠ-মন্দির নিৰ্ম্মাণ, শ্রীবিগ্রহ-সেবাদি-পরিচালন প্রভৃতি অর্চনাখ্যা ভক্তিই ‘পাঞ্চরাত্রিক-মত’। ভাগবত-প্রচারই শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবের অন্তরুদ্দেশ্য (Ontological aspect) বলিয়া আপনারা আমাকে জানাইয়া-ছেন। কীর্তনই কীর্তনের ফল। কীর্তনই সেবা—কীর্তনই প্রেম। শ্রীল জীবপাদ ক্রমসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—“যত্বেপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কত্বা তদা কীর্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব ইত্যুত্তম্ ॥” শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং বলিয়াছেন—

“পাঞ্চরাত্রিক Process (প্রণালী) অনুসারে Representative (প্রতিনিধি) থাকেন থাকুন, মন্দির করা হউক, ঠাকুর থাকুন ; (কিন্তু) better class—higher class যাঁহারা, তাঁহাদের প্রচার-কার্য্য। বৈকুণ্ঠনামের সর্বত্র প্রচারই মহাপ্রভুর মনোহতীর্ষ। * * * * * আমাদের প্রচার-প্রণালী এইরূপ হউক—প্রচুর পরিমাণে Pamphlet করা হউক, মঠ-মন্দির না হয় না-ই হইল।” তিনি তাঁহার শেষ বক্তৃতাতেও আমাদিগকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া জানাইয়াছেন—“আমরা কিছু জগতে কাঠ পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পিয়ন মাত্র।” যে-কোনও একাঙ্গ সাধন কিম্বা বহু অঙ্গ সাধন লোকে স্বতন্ত্রভাবে করে করুক ; কিন্তু আমরা একমাত্র কীৰ্ত্তনাখ্যা ভক্তিই প্রভুপাদের অনুজ্ঞা অনুসারে পালন করিব।

বাণী-শ্রবণের কর্ণ প্রস্তুত প্রয়োজন

শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি মনুষ্য-বুদ্ধি থাকার দরুণ তাঁহার কোন কথাই আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তাই তিনি প্রায়ই বলিতেন,—আগে কাণ তৈয়ারী হউক, পরে ভাগবত-সিদ্ধান্ত-শ্রবণের যোগ্যতা হইবে। কথাটা এখন মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি। তাঁহার নিকট (১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত) প্রায় অষ্টাদশ-বর্ষকাল থাকিয়াও তাঁহার “শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ” ; “অনুসরণ ও অনুকরণ” “আসল ও নকল”, Ontology ও Morphology, “পারমার্থিক ও ব্যবহারিক” প্রভৃতি এবং গোড়ীয়ে “বপু ও বাণী” আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই বা তাঁহার পার্থক্য উপলব্ধি হয় নাই। তাই গুরুদাসগণের নিকট প্রার্থনা—তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে আমার কাণ প্রস্তুত করিয়া দিন। কাণ প্রস্তুত না হইলে “উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায়ন শাস্ত্রয়ে।”—এই বাক্যের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িব।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত দেহ

আমার দুর্দ্দৈববশতঃ শ্রীল প্রভুপাদের দেহকে অপ্রাকৃত চিদানন্দময় নিত্য-বিগ্রহরূপে দর্শন করিবার যোগ্যতা আমার কখনও হয় নাই ; যদিও আপনারা উহা আমাকে পুনঃ পুনঃ নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রতি আমার এ প্রকার প্রাকৃত-বুদ্ধি দেখিয়া সহাস্যে মাঝে মাঝে অসুস্থতার অভিনয় করিতেন। আমি দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া আমার প্রাকৃত হস্ত-পদাদি লইয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গ-সেবার জন্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে গেলেই তিনি স্বতন্ত্রভাবে

ব্যক্তিরা তাঁহার দ্বারা যেহাট অগ্রসর করিয়া গিয়া আমাদের আনুগতিক প্রতিক্রিয়া মুহুর্তে করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার চিন্তার মধ্যে কোনপ্রকার ব্যাকিনিকার ছিল না। তিনি তখন তাহা কিছুমান বৃত্তিতে পারি নাই। আমার কাহা যথানুষ্ঠানকারী, যেহাট ব্যবহারের পক্ষে যথাসীতা স্পর্শ ব্যক্তিগত চিত্তবৃত্তি-বৃত্তিগত বাসনাকামী নীতাস্বীকৃত স্পর্শ করিবার যোগ্যতা কোথায়। আমি শব্দরসে জীবন বসন্তেও এই প্রকার লীলার কথা প্রবণ করিয়াছি। শব্দ যখন মন-মিলের দ্বারা 'উৎসাহবৃত্তি'র নিকট দাঁড়াইয়া পড়ায়, তখন তিনি তাঁহার শরীর পত্রপাতের নিকট এক পক্ষতত্ত্বের দ্বারা করিয়া অনেক রকমের কথা পড়িয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাই শ্রীল প্রজ্ঞাপানের প্রতিফলিত বসন্তে কিছুই উপলব্ধি করিতে না পারায়, তাঁহার নিকট হইতে কণ্ঠ-কণ্ঠ লাগ করিয়া চিরদিনই বক্তিত হইয়াছি। ইহা তাঁহার চেতনময়ী দাঁড়াইত কর্ণপাত না করার কলা। ইহাই আমার চরম চূর্ণাণা।

আচার্য্যের নির্ব্যাণ-লীলা

শ্রীল প্রজ্ঞাপান যখন বেথিতে গাইলেন—তাঁহার লেখকাত্মবাদী গ্রন্থের চূর্ণন দস্তে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, প্রতি পদে প্রতি মুহুর্তে আমার চিত্ত ফুটয়া তাঁহার লেখকাত্ম করিতে করিতে তাঁহারই আসন গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, তখনই যোগ্য নিত্যবস্তু প্রস্তুতকৃত্য করিল, অতঃপর কান-কান, অতিথীরা শুধু চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট পাণ্ডিত্যে দিয়া দিয়া তত্ত্ব বসন্তপাত করিল, অতি অগ্নিকাত্ম চরমভক্তি-বিশিষ্ট আকর্ষক এক বহা নিত্যকাল লীলা আনন্দ করিলেন। শ্রীল প্রজ্ঞাপান তাঁহার লীলা-ব্যবস্থাপনের অব্যবহিত পূর্বে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে নবন তাঁহার আবির্ভাবকেন্দ্র শ্রীপুরীবায়ে চটকপক্ষের পুরস্কৃত্যের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি আমার নিম্নলিখিত ভেদিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন,—“আমার কথা আর কেহ বৃত্তিতে না-কেহ গ্রহণ করিতে না। সুতরাং এ-কর্ত্তে আকাশ আর প্রস্ফোজন নাই—চলিয়া যাওয়াই ভাল।” তখন তাঁহার কণ্ঠের কথা বৃত্তিতে না পারিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। আমার চূর্ণাণা, তাই তিনি ১৯০৭ বালের ১৯ই গৌর ব্রহ্মপতিবার নিশাঙ্কে হঠাৎ অস্বাস্থ্য করিলেন। তিনি আমাকে অহঃ-গ্রহণপত্র ও সৌন্দর্য্য ভেদিয়া “বৈরাগ্যদুগ্ধ, তত্ত্বজন” শিলা দিবার জন্য “লগ্নান-বহন” গ্রহণ করিতে বহবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার চূর্ণাণাবস্তু, তখন তাহা পাঠ্য উঠে নাই। তাই তিনি

আমার দৈহিক ও দেহে আত্মবুদ্ধি-বিনাশপর বৈরাগ্য শিক্ষার জন্যই নির্য্যাণ-লীলা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিজ্ঞাভূষণ প্রভু তাঁহার স্বকৃত “সিদ্ধান্তরত্নাখ্য ভাষ্যসীঠকের” প্রথমপাদের শেষে ভাগবতের ঋষভদেবের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ বিচারকালে “সাম্পরায়বিধিরপি প্রাতীতিকে্যব তাবতৈব তদা-বেশপরিক্ষয়াৎ” বাক্যের টিপ্পনটীতে লিখিয়াছেন,—“সাম্পরায়বিধি-দেহত্যাগপ্রকারঃ। তাবতৈবেতি। প্রাতীতিকেণ তাদৃশানাং দেহত্যাগেন শুশ্রূষাং (শিষ্টাণাং) নৃণাং দেহাবেশত্যাগাদিত্যর্থঃ।” অর্থাৎ ঋষভদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইলেও তিনি পারমহংস-ধর্ম্মানুকরণ করেন। তাহাতে তাঁহার দেহত্যাগাদি লীলা—তাঁহার শিষ্য বা সেবকগণের দেহা-সক্তি ত্যাগ করাইবার জন্যই জানিতে হইবে।

নির্য্যাণে প্রবোধ-বাক্য

গুরুপ্রেষ্ঠগণ আমাকে প্রবোধ দিবার জন্য শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধের একত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীহরির নির্য্যাণ-প্রসঙ্গে ব্যাসসূনু শ্রীশুকদেবের উক্তি-সমূহ জানাইয়াছেন— “রাজন্ পরম্য তনুভূজ্জননাপ্যয়েহা,

মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটম্য।” (ভাঃ ১১।১৩।১১)

আচার্য্যদেবের চিদানন্দময় নিত্যদেহ নট-পুরুষের ন্যায় স্বরূপতঃ অবিকৃত থাকিয়াই জাগতিক রঙ্গক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জন্ম-মরণাদির অভিনয় করিয়াছেন। সাধারণ জীবের জন্ম-মরণাদি দুঃখময়, কিন্তু অতিমর্ত্য আচার্য্যের চিন্ময় বিগ্রহের আবির্ভাব তিরোভাবাদি সুখময়। ঐন্দ্রজালিক দর্শকবৃন্দের (বিশ্বয় উৎপাদনের জন্য তাহাদের) সমক্ষেই একটী লোককে অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিয়া হত্যা করিতে দেখা গেলেও তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা মনে করিয়া বিজ্ঞগণ তাহার জন্য অনুতাপ ভোগ করেন না। কিন্তু অজ্ঞ বালকগণ তাহা দেখিয়া ক্রন্দন করিয়া থাকে। আচার্য্যের এই নিদারুণ অপ্রকট-লীলা সে-প্রকার হইলেও আমার ন্যায় অজ্ঞ তাহাতে অবিশ্বাস করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে নাই। তাই তাঁহার এই লীলা সুখময়ী হইলেও আমার নিকট অতীব দুঃখময়ী হৃদয়-বিদারক বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। গুরুদাসগণ ইহাতে বিরহানুতপ্ত হইলেও আমার তাহাতে শূদ্রের ন্যায় শোক হইতেছে। আপনাদের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, বিচ্ছেদ বা বিরহ সেবা-সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করে এবং উদ্দীপনের বস্তুসকল নয়নপথে

আশিগেই উল্লেখ্যাতর সেব্যের প্রতি আশক্তি চূড়তর হর। জাহাতে সেব্যের আশক্তের প্রভু পরাকর্ষ্যেই লক্ষ্য করে যায়। আর শোকে বহু-লীল অতিকৃত হইয়া নিবেদন হইয়া পড়ে-পড়ি-সামর্থ্য লোপ পায়—কাগজ হইয়া পড়ে এবং সেয়ায় (১) অজান-হেতু তাহার আনন্দবর্ধন্য ক্রম ক্রিয়াই চূড় হইয়া না। তাই আদি স্বত মুক্তের প্রায়-পূর্ণের মত শোকে অতিকৃত হইয়া পড়িয়াছি। আবার কোমল উপলব্ধি হইতেছে না। “স্ববীকেশ স্ববীকেশ শেবনঃ” আবার পক্ষে প্রত্যয় হইয়া পড়িল।

আচার্য্যের ভক্ত-বাৎসল্য

শ্রীল প্রভুশাস্ত্রের আবির্ভাব-তিথিতে তাঁহার তিরোভাষের কথাই সর্বদা মনে উঠিতেছে। তাই হজিরে বিধান গণিতেছি। আলমার শ্রীল প্রভুশাস্ত্র আবার এইপ্রকার হৃদয়স্থার্ন করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিবার জন্যই প্রতিরত্নের বিরহ-তিথি অতিক্রম করিয়াই পুনঃ প্রকট তিথি প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার প্রেরণার তিতর দিগ্ভাই তাঁহার পুনর্দর্শন লাভ করিবার ২৭শির আশ্রমের পাদপদ্মে আশ্রিত উপনীত হইয়াছি। বিলম্ব না হইলে সন্মুখের তীর্থ যাত্রার অবসান হইয়া না। তাই শ্রীল প্রভুশাস্ত্র ভক্তগণকে কৃপা করিয়া তাঁহাদের বিরহ-আতরতায় নান্দনা দিবার জন্যই অপ্রকটকালের অমিত্র-পদ পথেই প্রকট-লীলা প্রদর্শন করিলেন। ইহা তাঁহার যে কতবড় নয়া ও ভক্ত বাৎসল্যের পরিচয় তাহা প্রায় বর্ণনা করিতে অক্ষম।

আচার্য্যের শ্রীধামে আগমন

আবারো বহু। রাণীর আশ্রমের আশ্রম করিয়া অতিবাহিতের শ্রীল প্রভুশাস্ত্র তাঁহার নিজস্বিতা রাশাকৃত-ভীরে চলিয়া আসিবার মানসে বতীর তুলসী-ভার সকলখন করিয়াছিলেন। বিধুসুত বৈষ্ণবগণ তাঁহারা অকৃতদেহ বৃত্তিতে গাবিয়া তাঁহাকে বহুকে বাক্য করিয়া অপ্রকট-স্বর্গ ও একটি বিশিষ্ট স্বর্গজিত রণে-আবেশন করাইয়াছিলেন। প্রভুশাস্ত্র সর্বদেহ উক্ত ও সুক্লর একোষ্ঠে তাঁহার প্রিয় দেবকগণের ভবেশ করিলে অস্বাভাবিকগণক তাঁহার অপ্রবণের যথার্থ্যে। কবে আরোহণ করিয়াছিলেন।

দুলোক্যাত গোলাক-বৎ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীল প্রভুশাস্ত্রকে পাইয়া অশ্রু-কৃতবেশে অশ্রিবেশে দিব্যজিত-ভাবে শ্রীকৃষ্ণবামো আশ্রিত উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। পথে কেবলমাত্র ‘বিজ্ঞা দেবদেব’ বসন্তেরেই লাগনি বহুগণ গতি

বলোপন করিলে লক্ষ্যে-জ্ঞান আচার্য্যগণের বাল্যলীলায় আদি আশ্রমে
 বৈষ্ণবীশাষ্ট্রের কথা শ্রবণ করিয়া দিব্যর হস্ত তিনি আমাকে আশ্রমে
 কমিরা নাক্ষত্রের ন্যায় নিঃশেষে আমাকে অনেক কথা জানাইয়াছিলেন ।
 কিন্তু আমার অজ্ঞানতাবশতঃ তখন আমি তাঁহার কিছুই বুঝিতে না পারিলেও
 “অগ্রাকৃত বানী-বিগ্রহের বানী আকৃত কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করিবার চেষ্টা
 বুঝা”—তাহা সম্পূর্ণরূপেই উপলব্ধি করিয়াছিলুম । শ্রীবানী-বিগ্রহ ঐশ
 নবমতীওঁছু কৃষ্ণগাম হইতে তদন্তিত গৌরবর্ণে শ্রীবানন্দ-সুধন-কৃষ্ণে ঐশ
 ত্ত্বলিঙ্গের ঠাকুরের বহিত দেবা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার আগমন-বার্তা
 জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীবানন্দায়্যপূরে চক্রেধর-আচার্য্য-তরনে শ্রীচৈতন্যমঠে
 আচার্য্য-অতীত শ্রীবানন্দ-কৃষ্ণ-তীরে আনিয়া ঐশ নাক্ষত্রী ব’হাণ্ডেয় বহিত
 নাক্ষত্র করেন । তাঁহারই নিকটে কৃষ্ণতীরে সোণাকৃষ্ণে এ অখয়ের নাক্ষত্রী
 বিধিৰ পুষ্পমালা-চন্দনাদি উপাদেয় সমভিবাগের হস্তধারায় দ্বারা লাক্ষ্যকৃত
 হইয়া শ্রীবানন্দগণের হস্তে তেজঃরূপে শ্রাবিত হইলেন । এবং আমাকে
 তাঁহার আধিপত্যে স্থান-সেবা করার অধিকার দিব্যর ক্রমঃ নিত্যকালে তথায়
 অবস্থান করিতে লাগিলেন । এক্ষণে ভক্তদানধনের নিকট প্রার্থনা, তাঁহার
 কৃপা করিয়া যেন ভক্তদানধন-বনোচ্চীত-সেবার বিকিপ্রাকৃত বোধাত্ম
 আশ্রয় প্রদান করেন ।

নমঃ স্তুতিপাদায় কৃষ্ণকেশরায় ভূতলে ।

ঐশকৈ তত্ত্বলিঙ্গায় নবমতীতিনামিনে ।

নন্দকৈ গৌরবানী শ্রীকৃষ্ণে নীনতাবিনে ।

জগদ্বিক্রমায় বিদ্যাক্ষমায়ঃসিঙ্গে ॥

অসদ্‌গুরু তাঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮-কী
 শ্রীমহাস্থিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী
 প্রত্নপাদেব শ্রীপাদপদ্য-সরোজ
 পতিভেদ-নিবেদন

জয়, জয়, জয় পতিতপাবন, ত্রীশূল-চরণ বরুণায় !
 অশোক, অভয়, অবির-বিলস, জয় জয়, নিতি তোষারি জয় ।
 আবির্ভাবে জয়, তিরোভাবে জয়, জয়-মণ্ডিত লীলা যে তব ।
 তব স্বরূপে, মননে, বহুগে, পূজন, চিত্তে জাগরে মহোৎসব ।
 কোটি ইন্দুর শীতলতা মণি, স্বপ্নাকাশ পদ-বদন ছুঁটি ।
 শরণার্থিতের বিঘল ছিয়ার, প্রজ-স্বপ্নায় ক'রেছে ফুটি ॥
 মিথিন উগ্র তালের প্রবাহ, কে করিবে নাশ ? শক্তি তাঁর ।
 ত্রীশূল-চরণ সহ্য-মহীতানে, বলদেব তিনি, শক্তি তাঁর ॥
 ঐ পদ-পতিতল করিলে বরণ, তব-বদন নিম্নেই টুটে,
 মাতার কৃত্য, দাস্য ভের্যনি, সেবার আশার বহিতে ছুটে ।
 ওরে গৌর-বানি ! যুক্তি ধরিয়া, নগোত্তম-জ্ঞানে, মনের দায়ে,
 এসেছিলে প্রভো, কত করুণায়, গোরাব নিগুঢ় অতীষ্ট কাজে ॥
 নীলালে-বাসে সমুদিত হ'য়ে, সারাটি জগতে ক'রেছ দান,—
 নিরুক্ত-কুহক বাস্তব-বাদী, অমল-সত্য শ্রীধরি-নাম ॥
 অমল-বাবতা-যুগল জগৎ, কৃষ্ণ-নাঃমর বিজয়-ভঙ্গা—
 বাজেয়ে লখনে, বোঝিয়াছ দেব, “এস এস লবে ভ্যজিয়া লখ্যে ;
 অমৃত-ভদ্র, —ভুত ভেরন ; ক'হ লীল ! তুমি প্রবাসী বেৎ,
 জোয়ার স্বপ্নে—নিক্য নিকেন, শ্রীধরি-সেবন কৃত্য বেৎ ।
 হরি সেবাহীন ব্যর্থ-জীবন ‘মগব’ কেবল কাহারি নাহ ।
 প্রাণীও ধর্ম প্রাণলক্তি-সেবা, বিলাস তাহার লজ্জার কাম ॥”
 ওহ চৈতন ভাগ্যনো—‘জগদগী’ নীতি, অতি সবর্ণ আশ্রয়
 পশিরায়ে ঘা'র, মরসের সেধে, পাতিলে প্রবণ-আকুল-কাণ ।

বিবোধিনী যাত্রা-স্থলনার জলে, 'সুদূত' ভাষে লবেবে বুলি'
 পঞ্চম যজ্ঞনে, 'কৃষ্টি সেবাধন, নিরোক্তে সেজন কৃষ্ণ বুলি' ॥
 কৰ্ম্ম-জ্ঞানের রিপুল নেপাথ ভুলিবে না কহু কোথার জন ।
 সর বাহাভূতী, জানিয়া চাতুরী, কৃষ্ণ-ভজনে তাঁদের যন ॥
 জানায়েছ কুমি, তোমার আশ তাম—'কৃষ্টিই শিখাচী, কষ্টিন কোণে ।
 কৃষ্ণ-কৃষ্টি-হীন অশাধ সকলি,—যজ্ঞ, দান, জ্ঞান, শোণিত যোম ।
 পুণ্য স্থানে যাত্রা 'সাদৃত' জনে, মূল্য তাহার মহে কপর্দক—
 কৃষ্ণ-কৃষ্টি-কৃষ্টি-বিশ্ব প্রকাশ ; 'হৃদয়-স্থিগণ কেবল বক' ।
 কলি-ভাণ্ডে চূর্ণ করিতে 'ভাগবত'-বার শিখা বস্ত,—
 আদর্শ আকারে, 'সহজবোধ্য সংগ্রহদর্শনী প্রকাশ' কত,—
 মরণ-আহত চিহ্নভনেবে যুত সঞ্জীৱন করিলে দান ।
 কঠে কঠে 'বিগলিছে' আজি, 'মৌর্যটানের' আকৃতি গান ।
 দেশে দেশে 'কৃষ্টি' 'শ্রীহরি-মন্দির, কৃষ্ণ-আকর্ষণে টানিলে মনে,—
 জগদ্ব্যপার জোষণ-যজ্ঞে, 'জবজব' কেন শিহিয়ে ব'বে ?
 হে মহামহাশয়, 'কৃষ্ণ'ার 'বনি, 'আজিকে' 'তোমার' 'চরণ-জলে ।
 'হৃদয়-বেদনা' 'জানাই' 'আসিছে, 'নীল' 'অশ্রু-নয়ন-জলে ॥
 'কৃত' 'হৃতি' 'বোর' 'প্রাপিল' 'না' 'দেব ! 'বিরূপের' 'মোহে' 'সহিহু' 'কুলি'
 'মাতা-মাতৃকরী' 'পতক' 'প্রকাশে' 'গুণায়' 'কেরল' 'অসত' 'বুলি ॥
 'আশা' 'বোর' 'মাই, 'পতিত' 'পানব, —'চরণ-পায়ে' 'ভকতি' 'হীন,—
 'এ' 'ভর-শপথ', 'কহে' 'কাণ্ডারি ! 'শ্রীচরণ-তরী' 'পাইবে' 'কি' 'বীন ?
 'অভিন্ন-মিষ্টাই, 'ঐতু' 'সব্যাস', 'পতিত' 'অধম' 'কল্পনা' 'মাগে ॥
 'জীবনে-মরণে' — 'বেদানে' 'সেখানে, 'এব' 'স্মৃতি' 'বেন' 'মরণে' 'জ্ঞানে ॥
 ('কব') 'পাদপাশ' 'বধূকর-কুল, 'জানিয়া' 'মিথুত' 'মহম' 'রাখি ।
 'শ্রীহরি-সেবাসু' 'দিয়েছে' 'সম্প্রদায়, 'ভকতি-সরগ' 'মানসমানি,
 'আচার্য-ধাত্রার' 'বীণা-স্বকারে, 'চালিলা' 'কৃত' 'আকুল' 'তান,
 'কোন' 'দিন' 'যেন' 'অকণ্ট' 'চিতে, 'মাধিবারে' 'পাতি' 'তোমার' 'দান ।
 —জৈক 'শিখাভিমানী

বেদান্তেশ্বর নালী *

পৃথিবীর মিত্তিভিগ্নানন্দমুখ বৈষ্ণবগণ, জ্ঞানাম্পদ মতানুগতি বহানুগ ও দমবেত নন্দনবগণি। আমি 'বেদান্তেশ্বর নালী' বলবো কিছু বলিতে অসিউ হইয়াছি, কিছু বেদের অন্ত নাভরা আনার বত জুও জীওও পক্ষে অদন্তর, তবে আশুনাকাই সাধারণ অননন্দন। আমি পূজাপাদ ওজনপের মিকট বইকে বাহা প্রণয় করিয়াছি, তাহাই যথাক্রম কীর্তন করিব। 'বেদান্ত' বলিতে বেদের অন্ত—ওহে উপদেশ বা বিরোভাও উপনিষৎসমূহকে বুঝায়। বেদান্ত সমূহ উপনিষৎ-আকারে বিভা রচয়ন; কিন্তু উপনিষৎসমূহ বর্ষ-জানম্পদ বইরাও লুপ্তোখ। এক বাক্যের অর্থের সহিত অন্ত বাক্যের কি দ্বন্দ্ব, তাহা সহজে বুঝা যায় না। সুতরাং প্রাথমিক বিদ্যার্থীর পক্ষে উপনিষৎ-পাঠে বিশেষ কল হস্ত কটিন, বক্তব্য উপদেশ নাকী উপনিষৎবর্ষ কখনই প্রদত্তব্য করা যাই না। একতরৈ বৈষ্ণবগণ উপনিষৎ বলিয়াছেন—

যত বেদে নর তর্কির্ঘা বেদে স্তবা জবৌ।

তাইতে করিকা হর্ষত একাধরে সঙ্গতঃ।

কগবান্ বাদসার্য এইরকম হস্তে আশোচনা করিয়া নন্দ উপনিষৎ-বাক্যের বিদ্যে বিভাগপূর্বক যেনকল সূত্র প্রথিত করিয়া বাধিয়াছেন, তাহাই ঐকমুত্র। অঙ্গ সূত্রতে সূত্রতে হর্ষাৎ যোগানে ওজনন্ত সূত্রিত তা একাধিত হন, তাহাই ঐকমুত্র।

অনেকের ধারণা—সমসূত্রের আদি ভাষ্যকান আচার্য্য ঐশ্বর্য; কিন্তু শঙ্করেরও বহুপূর্বে প্রাচীর ভাষ্যকার বৌদায়ন, উপর্য্য, টক, ব্রহ্মিও, ওহদেব, কণদী, ভাকুটি, কাম-কুণ্ড, কাকাকিনি, আশ্বরথা, ঐকুলোমি, বাসনি প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। শঙ্করের সমসাময়িক ও তৎপরেবদিকালে জেদা-বেদবাণী ভাষ্যসার্য্য, বিনির্ভাষিতবাণী জৈনাগমুখ, বৈষ্ণবাণী জৈনোচাধ্য, বৈষ্ণাবৈষ্ণবাণী জৈনির্ভাষ্য, তত্বমৈষ্ণবাণী জৈন-ওচাধ্য, শৈববিনির্ভাষিতবাণী জৈকট, বহুবাবাণী, বিভাবনিষ্ক ও অতিস্ব-ভেদান্তম পিত্তাস্ত্রী জৈন বলমের বিভাকুরবগণি প্রভৃতি ভাষ্যকারগণের নাম উল্লিখিত পাওয়া যায়।

* বিখ্যাত ১৮শে তারিখ ১৮৭৮ (ই: ১৮৯৯) তারিখে, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের "আন্তঃতাব মণে" পরিচালকসার্য্য মিত্তিবাণী ঐশ্বর্যকিত্তমের শ্রৌণী মহামাণ-প্রদত্ত ভাষণ। — প্রকাশক-কর্তৃক সংগৃহীত

শ্রীল রামানুজ আচার্য্য বোধায়ন বৃত্তি অবলম্বনে শ্রীভাষ্য রচনা করেন। শঙ্কর ঐবৃত্তি সারদাপীঠে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজ বহু কষ্টে উহা সংগ্রহ করিয়া আনিতেছিলেন, কিন্তু শঙ্করের অনুগত ব্যক্তিগণ তাহা জানিতে পারিয়া কাড়িয়া লইয়া যায়। রামানুজের জনৈক শিষ্য পূর্বেই উহা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া তাহা পাইতে কষ্ট হইল না। শ্রীভাষ্যে যে অপূর্ব মধুর রসান্বিত তত্ত্ব অনাবিলম্বিত ছিল, তাহা সাধু জিজ্ঞাসুগণকে প্রদান করিবার জন্য শ্রীমদ্ গোবিন্দদেবের কৃপাশক্তিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাত্মক প্রভু গোবিন্দভাষ্য রচনা করেন। ইহা সকল ভাষ্য অপেক্ষা পরম উপাদেয়।

ব্রহ্মসূত্র চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রতি অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাদ আছে। প্রথম অধ্যায়ে সমস্ত বেদের ব্রহ্মে সমন্বয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সকল শাস্ত্রের সহিত বিরোধ পরিহার, তৃতীয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন এবং চতুর্থে ব্রহ্মপ্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থরূপে উক্ত হইয়াছে। নিকামধর্ম্ম নির্মূল চিত্ত সংপ্রসঙ্গলুপ্ত শ্রদ্ধালু শমদমাদিসম্পন্ন জীব ইহার অধিকারী। এই শাস্ত্র স্বয়ং বাচক এবং ব্রহ্ম ইহার বাচ্য। সুতরাং পরস্পর বাচ্যবাচক সম্বন্ধ। শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিষয়—নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধানন্তগুণগণ অচিন্ত্যানন্দ-শক্তি সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ অশেষদোষ বিনাশ পুরঃসর তৎসাক্ষাৎকারই ইহার প্রয়োজন।

এই শাস্ত্রে বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি—এই পাঁচটি ন্যায়া-বয়ব। অধিকরণ অর্থাৎ অধ্যায়ের অংশ বিশেষের নামই ন্যায়। বিচার-যোগ্য বাক্যের নাম বিষয়। এক ধর্ম্মিত্বে পরস্পর বিরোধী নানা প্রকার অর্থ বিচারের নাম সংশয়, প্রতিকূল অর্থের নাম পূর্বপক্ষ, প্রামাণিকরূপে অভ্যুপগত অর্থের নাম সিদ্ধান্ত এবং পূর্বোক্তের অর্থদ্বয়ের নাম সঙ্গতি। বেদান্তের বহু ভাষ্য, সুতরাং কাহার বাণী গ্রহণ করিব? এ বিষয়ে শ্রীমদ্রূপপ্রভুর পার্শ্বদেব উক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন,—

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।

আর্থ বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥

মনুষ্য মাত্রেরই এই চারিটি ভ্রম আছে। ভ্রমের কারণ—দূরতা, পিত্ত-ব্যাদি ও ভয়। দূরত্বহেতু পৃথিবী অপেক্ষা বহুগুণে অধিক বৃহৎ সূর্য্যকে

খালার ন্যায় দেখায়, কামলা রোগীর চক্ষে শ্বেতবর্ণ দ্রব্যও হরিদ্রাবর্ণ দেখা যায়, আর সর্পভয়ে ভীত ব্যক্তি রজ্জুতে সর্প ভ্রম করিয়া থাকে। প্রমাদের অর্থ অনবধানতা বা অন্যমনস্কতা। বিপ্রলিপ্সা অর্থে বঞ্চেচ্ছা, আর করণাপাটব—ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, জড় দেহের শৈশব, কোমার, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্যাদি অবস্থার নিমিত্ত শরীরের শক্তিহীনতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু নিত্যতনু যাঁহাদের, তাঁহারা জড় শরীরের গুণবিশিষ্ট নহেন। আমরা তুচ্ছ স্বার্থবশে প্রকৃত সত্য গোপন করিয়া অপরকে বঞ্চেচ্ছা করিতে পারি, তাহাতে আমাদের কিছু স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু পরম মঙ্গল-বিধাতা জগৎপিতা পরমেশ্বরের সেই দোষ থাকিতে পারে না। অতএব শ্রীব্যাসদেব, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্যদেব ঐ সকল দোষভুক্ত নহেন। বিশেষতঃ যিনি সূত্রকার তিনি যদি নিজেই তাহার ভাষ্য করেন, তাহাই সর্বগ্রে গ্রাহ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য বেদ-বিভাগ, বেদান্ত ও মহাভারতাদি শাস্ত্র প্রকাশ করার পরও চিন্তে কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করিয়া নিজ আশ্রমে শম্যাপ্রাসে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, এমতকালে দেবর্ষি নারদ তথায় গমন করেন। তিনি বেদব্যাসের নিকট বলেন, আপনি ভগবানের চিদ্বিলাসের কথা প্রচুর পরিমাণে কীর্তন করেন নাই বলিয়া হৃদয়ে অপূর্ণতা অনুভব করিতেছেন ; আর তাঁহার নিকট তেঃশ্লোকী ভাগবত কীর্তন করিয়া গুরুপরম্পরার ধারা প্রবাহিত করেন। ব্যাসদেবের গুরু-করণের আবশ্যকতা না থাকিলেও গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা বদ্ধজীবের আছে—

জানাইবার জন্য স্বয়ং তাহার আদর্শ প্রদর্শনপূর্বক ভক্তিয়োগে সমাধিস্থ হইয়া জীবগণের প্রকৃত মঙ্গলের বিষয় অবগত হন এবং বেদান্তের ভাষ্য-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। তাহারই শ্রবণ ফলে অজ্ঞ জীবগণের অধোক্ষজে ভক্তিয়োগ উদিত হইয়া থাকে। তদ্বারা শোক, মোহ ও ভয় বিদূরিত হয়। এ জন্য ভাগবত সম্বন্ধে “অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রানাম্” বলিয়া গুরুড় পুরাণে উক্ত আছে।

বেদান্তে অনেক কথা আছে, অত্কার এই সামান্য সময়ের মধ্যে সে সম্বন্ধে কতটুকু বলিতে পারিব, তাহা জানি না ; কিন্তুকের মধ্যে সমুদ্রকে প্রবেশ করাইবার চেষ্টার ন্যায় তাহা অসম্ভব, তবে সংক্ষেপে তাহার সম্বন্ধে একটুকু আভাস মাত্র প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর মতে ইহাতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—তিনটি তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে সম্বন্ধজ্ঞান, তৃতীয়ে সাধন ও চতুর্থ ফল বা প্রয়োজন বর্ণিত হইয়াছে।

বেদান্ত সম্বন্ধে পৌরাণিক উক্তি,—

তাবদগর্জন্তি শাস্ত্রাণি জম্বুকা বিপিনে যথা ।

ন গর্জতি মহাশক্তির্যাবদ্ বেদান্তকেশরী ॥

বেদান্ত-সূত্রের অপর নাম—উত্তর মীমাংসা । জৈমিনীসূত্রগুলি পূর্ব-মীমাংসা । তাহা “অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা” সূত্রে আরম্ভ হইয়া ভোগপর বাক্যেই পূর্ণ ; কিন্তু তাহাতে জীবের প্রকৃত মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া বেদব্যাস প্রথম সূত্রেই “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”র কথা জানাইলেন । এখানে পূর্বপক্ষ হইতে পারে যে—“অপাম সোমমমৃতা অভূম, অক্ষযাং হ বৈ চাতুর্ন্যাস্যাজিনঃ সুকৃতং ভবতি” প্রভৃতি মন্ত্রসমূহে ভোগের যথেষ্ট ইন্ধন প্রদান করিয়াছে, তদুত্তরে ইহাই মীমাংসিত হইয়াছে যে—

“তদ্যথেহ কস্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে”, “যো বৈ ভূমা তং সুখং নান্যং সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাৎহে বিজিজ্ঞাসিতব্য ।” “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ী” ইতি । “পরীক্ষ্য লোকান্ কস্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়াং নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন ; তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ।” অর্থাৎ “এই জগতে যেরূপ কস্মার্জিত ফল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পুণ্যার্জিত ফলও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ।” “হরিই সুখ স্বরূপ, তদতিরিক্ত সুখ নাই, তিনিই সুখ, তিনিই জিজ্ঞাস্য” ; “মৈত্রেয়ী পরেশই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও জিজ্ঞাসিতব্য ।” “কস্মনিষ্পাদিত লোকসকল পরীক্ষা করত অনিত্য জানিয়া তাহাতে নির্বেদযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমনপূর্বক উপার্জিত জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মবস্তুর লভ্য করিবে । কারণ অনিত্য কস্ম দ্বারা নিত্যলোক লাভ করা যায় না ।”

এই সকল উপনিষদাক্যানুসারেই বেদান্তের প্রথম সূত্র—

“অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”

এখানে ‘জিজ্ঞাসা’ শব্দটিতে গুরুপদটির কথা আছে । কাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিব ? তদুত্তরে মুণ্ডক শ্রুতি বলিয়াছেন,—“তদ্বিজ্ঞানার্থং গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ ।” এতদ্বারা গুরুর নিত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে । এখানে যদি পূর্বপক্ষ করা হয় যে, বর্তমানে প্রকৃত গুরুর অভাব ; অতএব এখন ঐ সকল কার্য বন্ধ রাখিতে হইবে । তাহা হইলে বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবতের “লব্ধ্বা সুত্বল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ ।

তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমুত্যাযাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ”, “কৌমার
আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধৰ্ম্মান্ ভাগবতানিহ দুৰ্লভং মানুষ্যং জন্ম তদপ্যঙ্কবমর্থদম্”
প্রভৃতি বাক্যগুলির প্রতি অনাদর বা অনাস্থা প্রদর্শিত হয়। ভগবান্ অপর
করুণাবশে নিত্যকাল গুরুরূপে জগতে প্রকটিত আছেন, কিন্তু অন্যাভিলাষীর
দল তাহা দেখিতে পায় না। তাহাদের ঔলুকা ধর্ম্মবশতঃ আচার্য্যস্বরূপ
তাহাদের চক্ষে দৃষ্ট হয় না। এই সূত্রে আশ্রয়-ধারার কথা বেদব্যাস
জানাইয়াছেন। গুরুর লক্ষণ কি? “শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্” শ্রোত্রিয়ং—
বেদজ্ঞং, অন্যথা সংশয়ং ছেত্তুং ন শক্যুয়াৎ, ব্রহ্মনিষ্ঠম্—ভগবদনুভাবিনম্
অন্যথা তদুপদিষ্টৌ হরিঃ শিষ্যহৃদি ন স্কুরেৎ, (শ্রোত্রিয় অর্থে বেদজ্ঞ,
অন্যথা সংশয়ছেদনে সমর্থ হইবেন না। আর ব্রহ্মনিষ্ঠ-শব্দে ভগবদনু-
ভাবী, অন্যথা তাঁহার উপদেশে শিষ্যহৃদয়ে হরি উদিত হইবেন না।)
গীতাতেও শ্রীভগবদুক্তি—

“তদ্বিক্ষি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥”

এখন এই ব্রহ্মত্ব কাহার? জীবের কি তদতিরিক্ত কোন বস্তুর?
তদুত্তরে দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা—“জন্মান্তস্য যতঃ”

ইহার অনুকূল শ্রুতিবাক্য—

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি

যং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্রূপ তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব” ইতি।

অর্থাৎ যাহা হইতে এই ভূতসকল জন্মগ্রহণ করে, যাহা কর্তৃক পালিত
হয় এবং প্রলয়ে যাহাতে প্রবেশ করে, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা
কর। সুতরাং তিনি জীব নহেন, সর্বৈশ্বর। বেদান্তের কতিপয় সূত্রে জীব
হইতে ব্রহ্মের পার্থক্য সূচিত হইয়াছে—

“ভেদব্যাপদেশাৎ”, “অংশো নানাব্যাপদেশাৎ অন্যথা চাপি দাসকিতবাদিত্বম-
ধীয়ত একে”, “ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মমে কিতবাঃ” ইতি, “মন্ত্রবর্ণাৎ”,
“কর্ম্মকর্তৃব্যাপদেশাৎ”, “জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং”, “প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাৎ”, “স্মৃতেশ্চ”,
“মুক্তোপসৃপ্য ব্যাপদেশাৎ” “আকাশোহর্থান্তরত্বাদিব্যাপদেশাৎ”, “ভোগমাত্র-
সাম্যালিঙ্গাৎ” “দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানৈঃ” প্রভৃতি। ইহার মধ্যে কতিপয়
সূত্রে মোক্ষো উভয়ের ভেদ দৃষ্ট হওয়ার উক্তি আছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীফাল্গুনী-পূর্ণিমা, গৌড়দেশ ও গৌড়ীয়

বাঙ্গালাদেশে একটা কথা আছে, “শারদীয়াপূজার দিন বৎসরের দিন” —এই কথাটি বাঁহারা কামনার বশবর্তী হইয়া সংসারে বিচরণ করেন, তাঁহাদিগের। আর বাঁহারা সকল প্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বৎসরের দিন শ্রীগৌরজন্ম-তিথি ফাল্গুনী-পূর্ণিমা। সকাম শিশু শারদীয়া পূজার দিন গণনা করে, নিকাম বর্ষীয়ান বৃদ্ধ শ্রীগৌরহরির জন্মদিনের প্রতীক্ষা করেন। শারদীয়া পূজার দিনে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণ, শ্রীগৌরহরির জন্মদিনে সকল প্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। শারদীয়া পূজায় দেবীর নিকট বর-প্রার্থনা, ধন-প্রার্থনা, যশঃ-প্রার্থনা, শত্রুবিজয়প্রার্থনা; শ্রীগৌরহরির নিকট তদৃশ কামনার লোল-জ্বার তাণ্ডা নৃত্য কিছুই নাই।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনা আমরা পড়ি—“শ্রীগৌরানন্দ বলিতে হবে পুলক শরীর।” সকাম গৃহস্থগণ খোলাবেচা শ্রীধরকে বলেন—“তুমি নারায়ণকে এত করিয়া দিনরাত্র ডাক, নারায়ণ তোমার ঘরের খড় পর্য্যন্ত দেন না। উদরের জ্বালায় রাত্রে ঘুম না হওয়ায় তুমি চীৎকার করিয়া হরিনাম কর। আমাদের উপাসনা সেক্রপ নহে। দেবীর কৃপায় আমরা ভদ্রলোক হইয়া শাঁসে-জলে দিন কাটাই। আমাদের সকলদিকেই লাভ। আমরা ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীবান্। তোমারা গৌরভজন করিতে গিয়া পৃথিবীতে থাকার সময় অভাবে এত কষ্ট পাইলে! আর মরণের পরে তোমাদের স্বর্গস্থানাদির পরিবর্তে কেবলমাত্র কষ্ট পাওয়া। তোমাদের নদীয়া-টাঁদ ঘরে থাকার কালে অনবস্ত্রের দারিদ্র্যের কতই না দুঃখ ভোগ করিলেন আবার তা’র উপর সন্ন্যাস! তোমাদের ঠাকুরের ধনে-পুত্রে, লক্ষ্মীলাভ, নিজেরই নাই, সেই কাকাল ঠাকুর আবার কি করিয়া তোমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ-পিপাসা পূরণ করিবেন?”—শ্রীধর বলিলেন—“জন্মে জন্মে আমার এইরূপ দরিদ্রতা থাকুক, আর জন্মে জন্মে শচীর ছলল আমার প্রভু থাকুক; জন্মে জন্মে আমার ঘরের চালে খড় না থাকুক, জন্মে জন্মে যেন আমার ক্ষুৎপিপাসা বৃদ্ধি পাইতে থাকুক; কিন্তু জন্মে জন্মে যেন আমি দ্রোণদীর শ্রায় বলিতে পারি যে, বিপদপতি আমার নিত্য সহচর হউক, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ আমার স্মৃতিপথে থাকিবেন।” শ্রীধর বলিলেন—“আমার ব্রাহ্মণকূলে জন্মে ধিক্”, সার্বভৌম বলিলেন—“আমার পাণ্ডিত্যকে ধিক্” প্রতাপরুদ্র বলিলেন

[illegible]

এস এম. গ্রেট পটীচলাপের আবির্ভাব-দিনে আরও জা সন্তোষজনক এবং-
 তাহস্রাতকে বোলায় আবেগের কথাইরা যোগাশীল হেই অত্রাক্ত মিলিততত্ত্ব-
 বসেব এই মূল্য নিশ্চয় হই।

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

3230141 444

प्रा. वि. प्र. १०००

1978-1979

[illegible]

कुल १५ बाइबल १३६

— ११३ —

2008 年 11 月 19 日

जोशिया, बी.एस. ए.एस.

14-5-gar14f.

महर्षि विश्वामित्र

References

पत्रिका

11/16/2014

உள்ளே போய் பார்த்தால்

विद्यार्थी-संख्या : २०१

2000

2010 10 10 10 12 10

ভাই গৌড়ীয়! তোমার ভাই গৌড়ীয় তোমাকে আজ দস্তে তুণ ধারণ করিয়া তোমার দু'টী পায় পড়িয়া শত শত কাকুর সহিত নিবেদন করিতেছে যে, তুমি তোমার অগৌড়ীয়স্বভাব সর্বতোভাবে পরিবর্তন করিয়া গৌড়ীয়-গণের উপাশ্রয় শচীতুল্যের প্রদাহুসরণ কর—তুমি প্রকৃতপ্রস্তাবে গৌড়ীয় হইতে পারিবে। শ্রীগৌড়ীয়ের উপাশ্রয় শ্রীগৌরহরি গৌড়ীয়রাজেন্দ্রসভা-বিভূষণ-মণি প্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন—

ভীষের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।

কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ।

ভাই গৌড়ীয়, তুমি যে নিত্যবস্ত! তোমার কেন অনিত্য ধারণা এত প্রবল? পরমপবিত্র গৌড়দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া জগদগুরু গৌড়ীয়ের প্রভু শ্রীশচীতুল্যের উপাসক হইয়া তুমি আবার স্থানবিশেষকে গৌড়দেশ বল কেন? তুমি যে গৌড়ের অধিবাসী, সে গৌড়ের সহিত পৃথিবীর অস্ত্র কোন দেশ-নগরাদির ভেদ নাই; তবে হরিভজন ছাড়িয়া পরমপবিত্র গৌড়দেশকে দেশ-বিশেষ মনে করিয়া অস্ত্র দেশের নাম গৌড়দেশ না বলিয়া ইতর দেশ বলিতেছ,—ইহাই তোমার হরিবিমুখতা। ভাই গৌড়ীয়, তুমি ত শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের মুখে শুনিয়াছ :—

শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি যেবা জানে চিন্তামণি,

তার হয় ব্রজভূমে বাস।

শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি ত' অপ্ৰাকৃত চিন্তামণি-ধাম! তুমি ত সেই গৌড়মণ্ডলের অধিবাসী—তুমি ত ব্রজবাসী, তোমার আবার কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া অস্ত্র নম্বর কার্য্য পড়িয়া গেল কেন? পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিবর্গ! ভাই, তোমরা সকলেই বৃন্দাবনবাসী গৌড়ীয়, তোমাদের সহিত গৌড়ীয় আমরা, আমাদের দেশগত পার্থক্য নাই। আমাদের ব্রজমণ্ডলে নিত্যবাসস্থান বুঝিয়া লইতে পারিলে আমাদের দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়। নিজেকে 'গৌড়ীয়' বলিয়া দিব্য জ্ঞানের উদয়ই আমাদের দীক্ষা, আমরা গৌড়ীয় হইতে পারিলে পৃথিবীর অস্ত্রাত্ম দেশ-বাসীর সহিত ভোগময় কলহে প্রবৃত্ত হইব না। আমরা অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবক বলিয়া আপনাদিগকে বুঝিতে পারিলে বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান, জৈন, হিন্দু প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সন্ধীর্ণতা আমরা দিগকে গ্রাস করিবে না। আমরা গৌড়ীয় হইতে পারিলে মায়াবাদের বর্ষ ও জ্ঞানের

বিষময় দত্তদ্বয় আমাদিগকে বিষদংশনে জর্জরিত করিতে পারিবে না, ভোগ-
পিপাসা আমাদিগকে মত্ত করিতে পারিবে না, আমরা জড়ভোগে মত্ত হইব না,
আমরা বহুীশ্বরবাদী হইব না, আমরা কাল্পনিক একেশ্বর-বাদী হইব না,
আমরা নিত্যসত্য নিরন্তরকৃষ্ণের সেবায় নিত্যকাল অবস্থিত থাকিব। আমরা
গোড়ীয়,—আমরা ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্র নহি, শ্বেচ্ছ-
অন্ত্য নহি; আমরা সন্ন্যাসী নহি, বানপ্রস্থ নহি, গৃহস্থ নহি, ব্রহ্মচারী নহি;
যথেষ্টাচারী নহি; আমরা ধনী নহি, ধর্ম নহি, মধ্যবিত্ত নহি; আমরা
বঙ্গ-গোড়বাসী নহি, উৎকল-গোড়বাসী নহি, মৈথিল-গোড়বাসী
নহি, মধ্য গোড়দেশবাসী নহি, কাণ্ডকুজ-গোড়বাসী নহি, সারস্বত-
গোড়বাসী নহি,—আমরা আন্ধ্র-দ্রাবিড়ীয় নহি, আমরা মহারাত্রীর দ্রাবিড়ীয়
নহি, আমরা কেরলদ্রাবিড়ীয় নহি; আমরা ইংলণ্ডের অধিবাসী নহি,
ফ্রান্সের অধিবাসী নহি, জার্মানীর অধিবাসী নহি, মেসোপটামিয়ার অধিবাসী,
জাপানের অধিবাসী নহি, পোলাণ্ডের অধিবাসী নহি, আমরা কামস্কাটকার
অধিবাসী নহি, প্রিটোরিয়ার অধিবাসী নহি,—আমাদের জাতীয় জীবন
এরূপ কোন জড়ীয় দেশে আবদ্ধ নহে, ভোগময়ক্ষেত্রে আবদ্ধ
নহে—আমরা গোড়ীয়—নিত্য কৃষ্ণদাস। আমাদিগের সহিত
কাহাদেরও বিরোধ নাই, ঘনিষ্ঠতাও নাই। গোড়ীয় কৃষ্ণদাসগণ
কোন নশ্বর দেশবাসী, অগোড়ীয়-পরিচিত দেশবাসীর সহিত মিত্রতা বা শত্রুতা
করেন না, কোন প্রাকৃত পণ্ডিত বা মূর্খের সহিত বিরোধ করেন না। কোন
আভিজাত্য-প্রতিষ্ঠাদির বশবর্তী ব্যক্তির রূপপ্রার্থী হন না;—তাহারা সর্ব-
জনাদৃত প্রেমধর্মের যাজক, তাহারা গৌরাজ্ঞের দাস। তাহাদের স্থূল বা
সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় অপর স্থূল বা সূক্ষ্মের সহিত বিবাদপ্রিয় নহে—গোড়ীয়গণ নিত্য-
সত্যের উপাসক। সেই গোড়ীয়গণ গৌরনাগরী-বাদের প্রশ্রয়দাতা নহেন,
আউল-ধর্মের, বাউল-ধর্মের, নেড়া-ধর্মের, কর্ত্তাভজা ধর্মের, দরবেশ-ধর্মের,
সাঁই-ধর্মের, অতিবাড়ী-ধর্মের, স্মার্ত্ত-ধর্মের জাতি-গোসামাত্রি ধর্মের দালাল
নহেন—ঐগুলিকে গোড়ীয় ধর্ম বলিয়া চালাইবার পক্ষপাতী নহেন। গোড়ীয়
গণের উপাস্ত্র শ্রীগৌরসুন্দর প্রাকৃত ধর্মসকলের ধাত্মিকগণের
উপাস্ত্র নহেন—শ্রীনি কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ নিরূপাধিক
গোড়ীয়ের নিত্য উপাস্ত্র বস্তু। শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা ব্যতীত গোড়ীয়ের আর
অন্য কার্য্য নাই। কিন্তু যাহারা অগোড়ীয়ের চিন্তাবৃত্তি গ্রহণ করিয়া আপনা-

দিগকে গোড়ীয়-অভিমাণে গোড়ীয়াচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীর হিংসা করেন' তাহাদিগের ব্যবহারকে আমরা গোড়ীয়-জনোচিত বলিতে পারি না। তাঁহারা যে-দিন শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-দিবসের সেবা করিতে পারিবেন সেই দিনই তাহাদিগকে প্রকৃত কৃষ্ণদাস শ্রীকৃপাভাগ পরমোদার শ্রীগুরুদেব বলিয়া জানিতে পারিব। কাম-ক্রোধ-হিংসা-মৎসরতা যেখানে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হয়, সেখানে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমের কোন চিহ্নই আমরা দেখিতে পাই না। প্রেমের অভাব কিছু প্রেম নহে, ইঞ্জিয়তর্পণ কখনই প্রেম' শব্দবাচ্য হইতে পারে না। শ্রীগৌরাজের সেবা না করিলে কৃষ্ণপ্ৰীতির স্বরূপ আমাদের ত্রায় অগৌড়ীয়ের ধারণার বিষয় হয় না। দলাদলী জড়ভোগপরতা আমাদের কখনই শ্রীগৌরাজের নির্ম্মল পদনখশোভা দেখিতে দিবে না। ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী গৌড়ীয়ের যে পরিচয় দিয়াছেন শ্রীগৌর-জন্মদিনে আমার উহাই পুনঃ পুনঃ গান করিতেছি :—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিংশপুলাকাশপুষ্পায়তে
 তুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোংখাতদংষ্ট্রায়তে ।
 দিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
 যংকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তমঃ ॥

পাষণ্ডরাজ

সে বহু প্রাচীনকালের কথা। অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু। অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ পৃথিবীর রাজা হইয়াছেন। একদিন তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে কুরুক্ষেত্রে গিয়া দেখিতে পাইলেন, একটী রাজবেশধারী শূদ্র ব্যক্তি অযথা একটী গাভী ও একটী বৃষকে দণ্ডদ্বারা প্রহার করিতেছে এবং তাহাতে উক্ত নিরীহ জীবদ্বয় অনাথের ত্রায় ক্রন্দন করিতেছে। কম্পিতকলেবর ঐ বৃষটী একপদে দাঁড়াইয়া মূত্র ত্যাগ এবং গাভীটী বৎসহারার ত্রায় অশ্রু-বির্জ্জন করিতেছিল। রাজা পরীক্ষিৎ ইহা দর্শন করিয়া ঐ পাষণ্ড ব্যক্তিকে যথোচিত তিরস্কারপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—“ওরে মূঢ়, অচিরেই তোরা দণ্ডবিধান হইবে।” এই বলিয়া রাজা পরীক্ষিৎ বৃষ ও গাভীর দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে অশ্রু প্রদান করিলেন।

ঐ হুঁচি প্রাণী আর কেহ নয়;—তখই বুকের ছপ এবং পৃথিবীই
গাভীর কপ হাওন করিনা হুঁচিহিলেন।

অতঃপর বুঝলগাওী বর্ষ বহাওন পটীকাক্ষে হলিলে,—“যে বাকিন্।
হুঁচিহিলেন কর্তা তে এ নিম্নে এনোভাওন বনোভ, কেহ গাল—নিঃকই
নিঃকই হুঁচিহিলেন কর্তা। তখ নভে—প্রবণেনভাওনই হুঁচিহিলেন বিনাভ।
নেন নাল—যে বেরন কর্তা কনেন সে কেরন ফক ভোগ কান, আওর
হাওরহুঁচিহিলেন বিনাভ নাই হাওরহুঁচিহিলেন—হুঁচিহিলেন হাওরহুঁচিহিলেন হুঁচি-
হুঁচিহিলেন কানন। আওর কেহ নভে—গনননননই হুঁচিহিলেন বিনাভকর্তা।
কিন হুঁচিহিলেন বকনেন নভই বনগভা নলিনা বেরন। কেহই টিক ওলু
কানন। আওর নাকি ও হুঁচি, হুঁচিহিলেন লাক্তনন হুঁচিহিলেন লাক্তন
লিঃকই কনিঃকই হুঁচি ল’পনন অনিনন নাই।’

কখন নাকি হলিলে লাগিলে,—“হে বর্ষ। ঐকগরহুঁচিহিলেন হেহাওন
নিঃকই নাকিলে জীর নিঃকই আওর হুঁচিহিলেন—ওগলননন বনোভিহিলেন
নৌল। হাওরহুঁচিহিলেন নীচ নাই কখনও হুঁচি, কখনও হাওর কখন
কনেন। হাওরহুঁচিহিলেন কখনও ননননন, বহা ও নভ—এই হাওরহুঁচিহিলেন
হাওরহুঁচিহিলেন হাওরহুঁচিহিলেন ননননন হিল নলিনা বনেন হুঁচি, কখন
কলিনাও কখন, হুঁচি, হুঁচি ও নৌলহুঁচিহিলেন হুঁচিহিলেন হুঁচিহিলেন
হেহাওন বননননন—এই হুঁচিহিলেন অননননননন হুঁচিহিলেন হুঁচিহিলেন
হুঁচিহিলেন। এই কলিনে “লক” নাই এই একটী লন হিল। কানন
উভান কুচি কেনেওগলন হাওরহুঁচিহিলেন—আহাও নলি “বিনা” বহো
কলিনা হুঁচি কাননননন। ঐকই বর্ষ পৃথিবীতে অকলীর্ষ হুঁচিহিলেন
কখন কলি হুঁচিহিলেন বনন ও লিঃকই লালন কনিঃকই পৃথিবীক হুঁচি
কনেন কর্তাহিলেন, নিঃকই এই পৃথিবীতে গুনননন পুঁচনননন। কান
নৌল হুঁচি হুঁচি হুঁচি কনেন কনিঃকই পৃথিবীহাওর কলিনেহিলেন।—এই
নলিনা হুঁচিহিলেন পটীকাক্ষে ঐ হাওরহুঁচিহিলেন পুঁচি পাক্তি হুঁচিহিলেন
কলিনে উভন কলিনে।

ঐ পাক্তি অকলীর্ষ কলি। কলি কনন কাননননন হুঁচিহিলেন লাগিলে
হনননন পটীকাক্ষে পননননন কলিনে। কলিনে কলিনে। কানননন
কলিনে হুঁচিহিলেন, কলি ননননন। হুঁচিহিলেন। কলিনে আওর
কানননন কলিনে কলিনে কলিনে। হুঁচিহিলেন। হুঁচিহিলেন লাক্তন
নলিনে—

“অগুদ্রাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।”

ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন ছাড়িয়া দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের অধস্তনস্বত্রে প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের অভাব লক্ষিত হইবে। তাঁহারা শূদ্রত্বলাভ করিয়াও কলিকালে এই শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা প্রদর্শন করিবেন—

“শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহিয়াস্তি তপোবেষোপজীবিনঃ।

ধর্ম্যং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্যজ্ঞা অধিকৃত্যোত্তমাসনম্ ॥” (ভাঃ ১২।৩।৩৮)

ইহারা কেবল উদর-পোষণের জন্ত তিলকমালা ছাপ প্রভৃতি লোক-দেখান তপস্যার চিহ্নগুলি ধারণ করিবেন এবং যে আসন উদ্ধরেতা ষড়্বেগ-বিজয়ী শ্রীশুকদেব গোস্বামীর মত পরমহংস পুরুষগণ গ্রহণ করিতে সমর্থ, এই কলিতে বহিরর্থমানী অদান্তগো অধর্ম্যজ্ঞ পুরুষ সেই আসনে আরোহণ করিয়া ধর্মের নামে অধর্ম্য বলিয়া ব্যবসার অবতারণা করিবে। পূর্ব পূর্বজন্মে বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিরোধিগণ কলি আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মযোনিতে উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণগুরু বৈষ্ণবগণের মৎসরতা করিবে। তাহারা জানিবে না যে—

“ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।

সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনাৰ্দ্দনে ॥”

জগতের পরমগুরু সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীঅচ্যুতকে পূজা না করিয়া বিভিন্ন কামনার বশবর্তী হইয়া নানা পাষণ্ডমত ও নানা পাষণ্ডপথ কলিতে উদ্ভাবিত হইবে। অপরাধশূন্য হইয়া নিকপটে একবারমাত্রও হরিনাম যে-কোনও অবস্থায় গ্রহণ করিলে উত্তমাগতি লাভ হয়, কলিতে জনগণ তাহা গ্রহণ করিতেও অনিচ্ছুক হইবে। কেহ বা নামাপরাধকেই নাম বলিয়া চালাইয়া নিজের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার যোগাড় করিবে। এইরূপ বহু বহু দোষ থাকিলেও কলিতে একটি মহৎগুণ আছে—

কলৈর্দোষনিধে রাজহস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।

কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্ত মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেন ॥

একমাত্র মহৎগুণ এই যে, যদি সত্য সত্য কৃষ্ণের কীর্তন হয় তাহা হইলে ভোগময় মায়ার কীর্তন হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কৃষ্ণ অপ্রাকৃত বস্তু, কৃষ্ণের কীর্তনও অপ্রাকৃতবস্তু; সেই অপ্রাকৃত বস্তু “সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ”— শ্রীকৃষ্ণ সেবা-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইলে অপ্রাকৃত কীর্তন স্বতঃই জীবের জিহ্বায় স্ফুরত হয়। সেই কীর্তনে অণু

অভিলাষ যথা— কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানপরজ্ঞান, পাপ-পুণ্যময়-কর্মাদিরূপ মায়িক আবরণ থাকে না, সেই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের দ্বারাই কলিযুগে জীব সর্ববন্ধ মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন। বৈষ্ণবরাজর্ষি পরীক্ষিৎ পূর্বেই এইসকল তত্ত্ব জানিয়া শরণাগত কলিকে প্রাণে একেবারে বিনাশ না করিয়া কৌশলজাল বিস্তারপূর্বক তাহাকে নির্যাতিত করিয়া রাখিলেন। মহারাজ বলিলেন,— এটী আর্য্যাবর্ত্ত দেশ। এখানে গোড়ীয়গণ নিত্যকাল যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করেন। সুতরাং যথায় তথায় তুমি থাকিতে পারিবে না। তোমাদের এই চারিটী স্থান দিতেছি, তুমি সেই খানেই সর্বদা থাকিবে—(১) দাবা-তাস-পাশা প্রভৃতি জুয়া খেলা, (২) নেশা করা, (৩) স্ত্রীসঙ্গ এবং (৪) প্রাণীবধ। তাস-পাশা খেলাতে মিথ্যাকপটতা প্রভৃতি, নেশা করাতে তপস্তা নষ্ট, স্ত্রীলোকে শোচনীয়, প্রাণী হিংসাতে দয়া নশ। এই চারিটী স্থান পাইয়াও কলির মন উঠিল না। কলি এমন একটী স্থান চাহিল যেখানে একই সময়ে এই সবগুলি অধর্ম্ম সমভাবে বিরাজিত আছে। তখন পরীক্ষিৎ কলিকে এক তাল সোণা দিয়া বলিলেন, এই স্বর্ণমধ্যে তুমি সবই পাইবে। সোণাতে জুয়াখেলার মত্ততা, নেশা করার ইচ্ছা, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের স্পৃহা ও প্রাণীহিংসা সবই আছে। এই সোণা হইতে আবার পাঁচটি বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে, (১) মিথ্যাকথা, (২) অহঙ্কার (৩) কাম, (৪) হিংসা ও (৫) শত্রুতা। তখন হইতে কলি এইসকল স্থানে বাস করিতে লাগিল। সুতরাং যাহারা মঙ্গল চান তাহারা কখনও এই সকল গ্রহণ করিবেন না। বিশেষতঃ ধর্ম্মশীল রাজা ও যিনি আচার্য্য বা গুরু তিনি কখনও (১) জুয়া খেলা, (২) মদ, গাজা-তামাক পান, প্রভৃতি নেশা করা, (৩) স্ত্রীসঙ্গ (৪) প্রাণীহিংসা অর্থাৎ মৎস্য-মাংস গ্রহণ ও (৫) নিজের ভোগের জন্য কনকাদি গ্রহণ করিবেন না।

অথৈতান ন সেবেত বুভুষুঃ পুরুষঃ কচিৎ ।

বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতিগুরুঃ ॥ (ভাঃ ১।১৮।৪১)

যাঁহার কনক আছে তিনি কনকের দ্বারা ভগবানের সেবা করিবেন। কামিনীকে নিজভোগ্য জ্ঞানের পরিবর্ত্তে তাহাদের দ্বারা ভগবানের সেবা করাইবেন—

“তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব ।

কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব ॥”

গৌড়ীয়ের পঞ্চবিংশ-বর্ষ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা চতুর্বিংশ-বর্ষ অতিক্রমপূর্বক নূতন বর্ষে শুভপ্রবেশ করিলেন। জড়প্রকৃতির চতুর্বিংশতি-তত্ত্বের প্রভাবমুক্ত হইয়া শ্রীপত্রিকার নববর্ষে শুভপদার্পণ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য্যপূর্ণ।

ভোম জগতে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার মুখপত্র 'শ্রীসজ্জনতোষণী' ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্র 'সাপ্তাহিক গৌড়ীয়' প্রাকৃত কাল-গণনায় চতুর্বিংশতি বর্ষশেষে অন্তর্হিত হন। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশুরু-গৌড়ীয় উভয় সভারই একনিষ্ঠা-প্রেষ্ঠা সেবিকা বিধায় শ্রীল রূপ-রঘুনাথের বাণীর অভিনা প্রতিমূর্তিরূপে অপ্রাকৃত নবীন-মদন শ্রী ঋগাধা-বিনোদাবহারীজিউর নিত্য স্বারসিণী সেবার নিমগ্ন থাকায় শ্রীবেদান্ত সমিতির মুখপত্র গ্রন্থকাণ্ড জড় কালাতীত আনন্দ্য-ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন। সুতরাং সেব্য-সেবক-ভাব নিত্যতত্ত্ব হওয়ায় এ ক্ষেত্রে শ্রীপত্রিকার অন্তর্ধানেরও কোন প্রশ্ন আসে না। সেবাপর ভক্তিসিদ্ধান্ত-সমূহেই ইহার প্রাণধারণ ও তুষ্টি-পুষ্টি হইয়া থাকে।

সেব্য-সেবক সম্বন্ধে শ্রীপত্রিকার নিত্যত্ব ও শ্রীপত্রিকার নিরপেক্ষ নীতি

ধর্ম্মজগতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাদির প্রকাশ ও প্রচার আছে সত্য, কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নির্ভীক নিরপেক্ষ নীতি অত্যান্ত অপসিদ্ধান্তপর মতবাদসমূহকে নিরাস করিবে, সন্দেহ নাই। রূপাঙ্গু গুরুভক্তির বিরোধী চিন্তাধারা রূপাঙ্গুগত্য নহে, তাহাতে বিগুরু ভাগবতগণের হৃদয়োজ্ঞাস বর্জিত হয় না। জাগতিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশাই যাঁহাদের একমাত্র কাম্য, তাঁহারা অপরের সেবা-মৌন্দর্য্য দর্শনে বিমুখ ও অসমর্থ। তাঁহারা যতই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করুন না কেন, ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্য্যই তাঁহাদিগকে নিকৃষ্টপর্য্যায়ে উপনীত করে।

ধর্ম্মনীতিই যাবতীয় নীতির মূল ও নিখিল

সমস্তা সমাধানে সমর্থ

শ্রীহরিসেবাবিহীন শিক্ষা, সমাজ, অর্থ ও রাজনীতি যখন ধর্ম্মীয় চিন্তা ও আচার-ব্যবহারের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে চাহে, তখনই উহার ঘোরতর প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন। ধর্ম্ম-

নীতিই বিশ্বের সৃষ্ট যাবতীয় নীতির প্রাণস্বরূপ এবং তাহার অবমাননাই সমগ্র মানবজাতির অধঃপতনের মূলভূত কারণ। ধর্মই ভারতের গৌরব ও বৈশিষ্ট্য; এইজন্ত ধর্মক্ষেত্র ভারতভূমিই জগতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। সনাতন ধর্মে কোনরূপ হেয়তা বা সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই। অধ্যাত্মিকগণের অসদাচার, স্বার্থপরতা লক্ষ্য করিয়া বাস্তব ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করা উচিত নহে। কেবল খাওয়া-পরা-খাকার ব্যবস্থাতেই মানুষ প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত পৃথিবীর ভোগক্লান্ত দেশসমূহ ‘ঠাণ্ডা লড়াই’এ ব্যস্ত হইয়া চরম অশান্তি ভোগ করিতেছে। দুনিয়া শান্তি লাভ করিতে চাহে, কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব, সে-বিষয়ে সকলেই গভীর অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত। একমাত্র সনাতন ধর্মই সেই নিত্যশান্তি—পরা শান্তির সন্ধান দিয়াছেন, যাহা লাভ করিলে সকল সমস্যা-ই সমাধান হইয়া যায়।

শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্তনই সনাতন ধর্মের মূলসূত্র

এই কলিযুগে কীর্তনাখ্যা ভক্তরই প্রাধাত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। অন্যান্য সাধনাদিও শ্রীনাম-সংকীর্তনেই পূর্ণত্ব লাভ করে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—“কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ” মন্ত্রই কীর্তনকারীর অধিকার বা যোগ্যতা নির্ণয় করিয়াছেন। অমানী-মানদ-ধর্মে দীক্ষিত হইতে না পারিলে কীর্তন সম্ভব নহে এবং প্রাকৃত-সংজ্ঞিয়ার ‘আকু পাকু’ ভাব দৈন্ত ও অমানী-মানদত্বের ধারক বা বাহক হইতে পারে না। চিত্ত-দৌর্বল্যকে সহিষ্ণুতা গুণ বলিয়া ধারণা করা ভ্রম ও অশ্রায়। শ্রবণ হইলেই কীর্তনে অধিকার লাভ হয়, আবার কীর্তন-প্রভাবেই লীলা-স্মরণাদির যোগ্যতা আসে—“কীর্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে, সেকালে ভজন নির্জন সম্ভব” বাক্যে নাম-কীর্তনেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীপত্রিকার বিরোধী মতবাদসমূহ ও তন্নিরসন

বর্তমান সময়ে দেশবাসীর ধর্মীয় চিন্তাশ্রোত প্রতিকূল খাতে প্রবাহিত হইতেছে। তাহার। অন্তায়, কুসিদ্ধান্ত ও দুর্নীতিকেই আদর্শ বলিয়া চালাইবার অবৈধ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হইয়াছেন। “যত মত তত পথ” বাক্য প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা ও মনোধর্মিগণের লোক-বঞ্চনাবিশেষ। “নির্বিশেষ মুক্তি” জীবের আত্মহত্যা-স্বরূপ; ভোগ-মোক্ষ-কামনা—পিশাচী-স্বরূপ, তন্মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা—অধিকতর কপটতা। “গণমত ও বাস্তব সত্য” এক নহে;

একটি পার্থিব বস্তু নিরূপণকারী, অপরটি তত্ত্ব-প্রকাশক। “জীবসেবা ও জীব-প্রেম” শব্দ নাস্তিকতাপ্রসূত। বদ্ধ জীবের প্রতি দয়া এবং মুক্তপুরুষের প্রতি সেবা-শব্দ প্রযুক্ত হয়। শ্রীভগবান্ প্রেমাস্পদ, এই শব্দ বিষয়-বিগ্রহের প্রতিই প্রযোজ্য। “সকল দেব-দেবীই সমান” নহেন; শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম তত্ত্ব, আর সকলেই তাঁহার দাস বা অণু অংশ। কৃষ্ণ—অংশী—অবতারী এবং রাম-নৃসিংহাদি অবতার বা অংশ। “শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা” এক নহে; বদ্ধজীবের কল্লিত বস্তুই পুতুল, আর শ্রীবিগ্রহের অপ্রাকৃত স্বরূপে প্রপঞ্চে সেবাগ্রহণের নিমিত্তই অবতরণ। “পঞ্চোপাসনা”র দ্বারা নামাপরাধ হইয়া থাকে, আর বৈষ্ণব অপ্রাকৃত বিষ্ণুর সেবা করেন। “বৈষ্ণবধর্ম্য হিন্দুধর্মের শাখাবিশেষ” নহে, ‘হিন্দু’ শব্দটি অদৈবিক ও বৈদেশিক; বৈষ্ণবধর্মের অপর নাম—আত্মধর্ম্য, ভাগবত-ধর্ম্য, জৈবধর্ম্য বা সনাতন ধর্ম্য।” বৈষ্ণব-ধর্ম্য—সাম্প্রদায়িক ধর্ম্য” নয়, অথচ শাস্ত্রানুমোদিত বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতাই আর্য্যধর্মের গৌরব। “গুরু ও ইষ্টমন্ত্র রুচি অনুযায়ী গ্রহণ করা উচিত” নহে; কারণ গুরু ও শিষ্যের গুরুত্ব ও শাসন-স্বীকার এক নয়। ‘মন্ত্র’ মনন ধর্ম্য হইতে ত্রাণ করেন এবং ‘দীক্ষা’ দ্বারা দিব্য-জ্ঞানের উদয় হয়। “সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা”—বিচার পৌত্তলিকতা-বিশেষ, মানুষ কখনও ভগবানের শ্রীরূপ কল্পনা করিতে পারে না। “চিনি হ’তে চাই না, চিনি খেতে চাই”—হুই বিচারই অভক্তি বা সন্তোগবাদে পূর্ণ। “ঢেঁকি ভজিলে ভবনদী পার হওয়া যায়” না। কৃষ্ণভজন ব্যতীত অপ্রাকৃত প্রেম লাভ হয় না। “অসি ছেড়ে ধর মা বাঁশী” বাক্যে কালীকে কৃষ্ণ সাজাইবার অবৈধ অপচেষ্টা; কিন্তু কৃষ্ণ কালী হইতে পারেন, কালী কখনও কৃষ্ণ হন নাই। “জীব—শিব, শিবজ্ঞানে জীবসেবা”—জগদ্গুরু বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শক্তুর অবমাননাবিশেষ ও একপ্রকার নাস্তিকতা। “খাদ্যের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ নাই”—বাক্য অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক; আহার-বিহার, চাল-চলন, আচার-ব্যবহারে বিশুদ্ধ সাস্ত্রিক ভাব প্রয়োজন; ইহাতে স্বাস্থ্য, মন ও আত্মা পবিত্র থাকে। “ফল্গুত্যাগই—আচরণ, ক’র্মবীরত্বই—বাস্তবতা, ভক্তিসিদ্ধান্তানুশীলন—বোধশক্তির ব্যায়াম-বিশেষ বা আদর্শ-ভাববাদ” নহে। কুকর্মা, কুজ্ঞানী, কুযোগী ও সহজিয়া-গণের আচরণ ভক্তের আচরণের সহিত এক নহে। অহুকূল-কৃষ্ণানুশীলনই—উত্তমা ভক্তির লক্ষণ।

বহুমুখী নাস্তিকতার মধ্যে স্রবিধাবাদও অন্ততম ; জগদগুরুত্বের ব্যাখ্যা

বহু বাক্যবাণীশ সমালোচক বলেন,—“জগদগুরু একজন, বহু নন।” কিন্তু ভগবৎপ্রেরিত নিজজন বা তাঁহার প্রকাশবিগ্রহই—শ্রীগুরুপাদপদ্ম, তিনিই ‘জগদগুরু’। এককালে ষড়্গোস্বামী ও তদনুগত আচার্য্যগণ গুরুর কার্য্য করিলেও বহুগুরুবাদ স্বীকৃত হয় নাই। কল্পনার দ্বারা কোন লঘুবস্তুকে বড় করিয়া দেখিলে তাহা গুরুর গুরুত্ব বলিয়া প্রমাণিত হয় না। ঐহিক-পারমাথিক উভয়ক্ষেত্রেই সদ্গুরুর প্রয়োজনীয়তা আছে। পার্থিব ব্যক্তি-বিশেষকে গুরু বলিয়া স্বীকার না করিয়া গুরুত্বেরই আদর শাস্ত্রাদিতে স্বীকৃত। অসদ্ গুরুকরণ অপেক্ষা অনাশ্রিত-জীবনযাপনও শ্রেয়ঃ। গুরুত্বে প্রাকৃত সাধনা, জন্ম, জাতি, পুং-স্ত্রীত্ব, বর্ণাশ্রমাস্তর্গত ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদি ও গৃহী অথবা সন্ন্যাসীত্ব আরোপ করা উচিত নহে। অমুক্ত হরিকীর্তনকারী, দিব্য-জ্ঞানপ্রদাতা, সর্বত্র গুরুদর্শনকারীই প্রকৃত গুরু। বৈষ্ণবগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবৎপ্রেরিত অপ্রাকৃত নিত্যজনই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। গুরুদেব আশ্রয়-ভগবান, তাঁহাকে আশ্রয় করিলে কৃষ্ণসবাধিকার লাভ হয়। শ্রীরাধা-গোবিন্দের সর্বোত্তম সেবা তিনিই অবগত অছেন। মানুষ ভগবান নহে, আবার ভগবান বা গুরু সাধক বা শিষ্যের মনোবর্মে সৃষ্ট বস্তু নহেন। শিষ্য কখনও গুরুর শাসনের পাত্র হইতে পারেন না। গুরুবস্তু প্রাকৃত দোষমুক্ত, স্তত্রাং তাঁহার দোষ বা ছিদ্রাঘেবণ-প্রবৃত্তি ভজন-সাধনের হানিকারক। তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত-বিচার পরিত্যাগ করিলে গুরুর গুরুত্ব অপ্রমাণিত। জগতের লোকের নির্বাচিত ব্যক্তি সদ্গুরু, আচার্য্য বা মহাপুরুষ নহেন। নিতামুক্ত মহাপুরুষ-গণের ‘জগদগুরুত্ব’ সত্যসিদ্ধ।

“অপরাধ-ভঞ্জন-পাট” কুলিয়া ও শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত

শ্রীপত্রিকা উপরি-উক্ত সকলপ্রকার নাস্তিকতা, কুযুক্তি-কুসিদ্ধান্তের সং-সমালোচনা দ্বারা বিস্তৃত ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়সঙ্কল্প। যাহারা শ্রীষরূপ-রূপানুগত্যের ভাণ করেন, তাহারাই অপরাধভঞ্জন-পাট কুলিয়া ও শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের মহাত্মা দ্বন্দ্ব সন্নিহান। কুলিয়ায় কাঁহার কাঁহার অপরাধভঞ্জন হইয়াছিল, সে-দ্বন্দ্ব শ্রীচৈতন্য চিতমুত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি-গ্রন্থকারগণের আশ্রয়স্থলই প্রমাণ। শ্রীভগবান তদীয় ভক্তের দ্বারাই অস্বয়-ব্যতিরেক-

ভাবে জগতে বিবিধ শিক্ষাবিস্তার করিয়া থাকেন, তাহাতে ভগবন্তের ভক্তদের কোন হানি অথবা তাঁহাদিগকে লোকচক্ষে হীন প্রতীপন্ন করা হয় কি ? যদি তাহাই স্বীকার করিতে হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণা, শম্ভু নারদাদি হইতে আরম্ভ করিয়া জগাই-মাধাই পর্য্যন্ত সকলের যে বিকল্প ইতিহাস খোলাখুলিভাবে শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণাদি-শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন শ্রীল-বেদব্যাসের ভুল ও অপরাধজনক কার্য্য বলিতে হইবে ! শ্রীকৃষ্ণানুগার জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদও পারমাথিক প্রদর্শনীতে “শ্রীদেবানন্দের অপরাধ-মোচন” এর মূর্তি ও ষ্টল করাইয়া তাঁহার অবমাননা করিয়াছেন, স্বীকার করিতে হইবে ! আসল কথা, কৰ্ম্মজড়-স্মার্তবাদ, শৌক-ব্রাহ্মণত্ব ও বহুমাননকারী ও প্রশ্রয়দাতাগণের ‘কানাকড়ি’ রক্ষা করাই এক বিরাট সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে । তজ্জন্তু তাঁহারা “মনিময়-মন্দিরমধ্যে পিপীলিকা পশ্চাতি ছিদ্ৰম্”—নীতি অনুসারে অতিমর্ত্য আচার্য্যের ছিদ্রাঘেষণে প্রবৃত্তি লাভ করিয়া থাকেন, ইহা বিশেষ পরিতাপের বিষয় ।

সংক্ষিপ্তভাবে বিগত বর্ষে প্রকাশিত প্রবন্ধ পরিক্রমা ও

তাঁহার গুরুত্ব

বিগত ২৪শ বর্ষ শ্রীপত্রিকায় মঙ্গলাচরণস্বরূপ স্তব-স্তোত্রাদি এবং শ্রীগুরু-বর্গের গভীর দার্শনিক বিচারপূর্ণ প্রবন্ধাদি ব্যতীত বিবিধ কবিতা, সন্দর্ভসার (শ্রীতি-সন্দর্ভ), শ্রীশিক্ষাষ্টকের শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত সন্মোদন ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ (২৩শ-২৪শ বর্ষে প্রকাশিত), সংস্কৃত-সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রভাব, শ্রীপুরুষোত্তম-মাস মাহাত্ম্যাদি স্মৃতি-প্রবন্ধ-নিবন্ধ, জাণনী, অণ্ডারবাদ, শ্রীনামতত্ত্ব, পারমাথিক ভূগোল-ইতিহাস, প্রশ্নোত্তরাদি বিষয়ে বিবিধ প্রসঙ্গের প্রতি পাঠকবর্গের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । এতদ্ব্যতীত মাধুসঙ্গে শ্রীনবদ্বীপধাম, দক্ষিণভারততীর্থ, কেদার-বদ্রী পরিক্রমাদি এবং শ্রীরথযাত্রা, শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত, অক্ষয়-তৃতীয়া, শ্রীজন্মাষ্টমী-রাধাষ্টমী-ব্রত, শ্রীল গুরুপাদপদ্মের ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বিরহতিথি, ব্যাস-পূজা-মহোৎসবাদিও সমিতির বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান । শেষোক্ত পরিক্রমা ও উৎসবাদি অনুষ্ঠানসমূহ ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্গত এবং ভজন-পিপাসু সাধক-সাধিকাগণের পক্ষে অতীব মঙ্গলজনক ।

সতীর্থগণের নিকট কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

আমরা বর্ষান্ত্রে বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বর্তমান বর্ষেই গুণারম্ভ হইয়া শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকৃত “সিদ্ধান্তরত্নম্ বা ভাষ্যপীঠকম্”, “শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ” পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত (তৃতীয় সংস্করণ) এবং “শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা” (৪৮৭ শ্রীগৌরাক্দ) প্রভৃতি উপাদেয় ছুপ্রাপ্য গ্রন্থাদি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে “সিদ্ধান্তরত্নম্ (শ্রীগোবিন্দভাষ্য-পীঠকম্) ও “শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ” প্রকাশনে মদীয় সতীর্থ-প্রবর পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমস্থী মহারাজ এবং শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা সম্পাদনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাদের সকলের নিকট চিরঋণী। তাঁহারা প্রাচীন মহাজনবর্গের রচিত ও সম্পাদিত অপরাপর ছুপ্রাপ্য গ্রন্থাদি প্রকাশপূর্বক শ্রীগুরুবর্গের মনোহভীষ্ট সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছেন দেখিয়া এ অকিঞ্চন বরাকাম্য নিজকে বিশেষ সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছি।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের নিকট কৃপাশীর্ষবাদ প্রার্থনা

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বর্তমান পঞ্চবিংশতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে মদভীষ্টদেব গুরুপাদপদ্ম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীপাদের লিখিত প্রবন্ধ, কবিতা, বক্তৃতা ও পত্রাবলী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ইচ্ছা পোষণ করিতেছি। পরম কৃপালু পতিতপাবন বৈষ্ণববৃন্দ ও সতীর্থগণের নিকট বিশেষ নিবেদন,—তাঁহারা যেন এসকল বিষয়ে সক্রিয় সাহায্য, সহযোগিতা ও সহায়ভূতি প্রদর্শন করেন। অন্তে পুনরায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাজ-রাধাবিনোদ-বিহারীজীউর জয়গানপূর্বক বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

— — — —

FORM IV

**STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND
PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER
“SHRI GOUDIYA-PATRIKA”**

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers
(Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math
Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every
Bengali month i. e. once in a month,
3. Printer's Name—Shri Nabajogendra Brahmachari.
Bhakti-Bandhab.

Nationality —Indian—Goudiya-Vaishnab.

Address—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P. O. — Nabadwip (Nadia), W. B.

4. Publisher's Name — Do
Nationality — Do
Address — Do
5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti
Vedanta Trivikram Maharaj.

Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnab.

Address—Shri Devananda Goudiya Math
Tegharipara, P. O. Nabadwip (Nadia), W. B.

6. Name and Address of Tridandi-Swami Shri
individuals who own the Shrimad Bhakti Vedanta
newspaper and partners or Baman Maharaj, President-
share-holders holding more Acharyya, on behalf of Shri
than one percent of the Goudiya Vedanta Samiti,
total capital.—

I, *Nabajogendra Brahmachari*, hereby declare that the
particulars given above are true to the best of my
knowledge and belief.

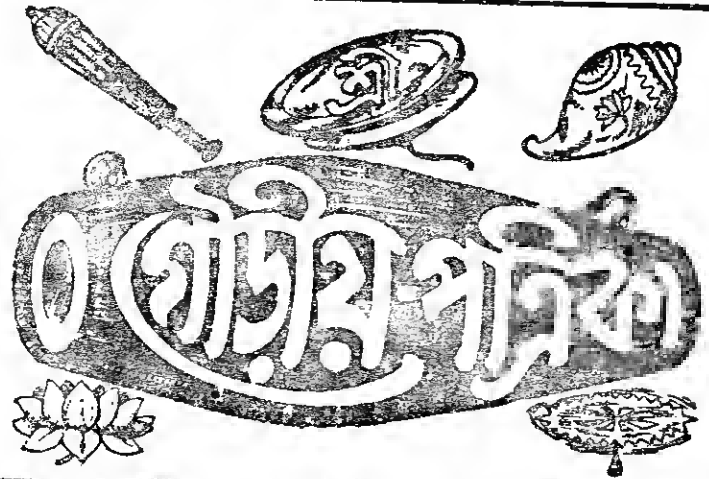
Sd/ Nabajogendra Brahmachari

Dated 24. 2. 73

Signature of Publisher

শ্রীশ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

স টে পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যস্যাক্ষঃ সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিৎশ্রুত ॥

অন্ত ধর্ম স্তূষ্টরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কণায় বতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২৫শ বর্ষ { গর্ভোদশারী, ২৬ বিষ্ণু, ৪৮৭ গোরাঙ্গ
শুক্লাব্দ. ৩০ চৈত্র, ১৩৭৯ ; ইং ১৩৪৮/১৯৭৩ } ২য় সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রী উৎকর্ষাদশকম্

[শ্রীল রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

ছিন্ন-স্বর্ণ-বিনিন্দি-চিকণ-রুচিং স্মরাং বয়ঃসন্ধিতে
রম্যাং-রক্ত-সুচীন-পটুবসনাং বেশেন বিভ্রাজিতাম্ ।
উদযুগচ্ছিতিকণ্ঠ-পিঙ্গু-বিলসদ্বৈগীং মুকুন্দং মনাক্
পশ্যন্তীং নয়নাঞ্চলেন মুদিতাং রাধাং কদাহং ভজে ॥১॥

যাঁহার কান্তি ছিন্ন স্বর্ণের নিন্দাকারিণী ও চিকণ, যিনি বয়ঃসন্ধিতে
অতিশয় রমণীয়া, যাঁহার বসন সুচিকণ ও রক্তবর্ণ, তথা অতিশয় শোভমান-
মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যনীর ময়ূরের পিছে যাঁহার বেণী বিলাসযুক্ত হইয়াছে এবং
যিনি নয়নাঞ্চলদ্বারা মুকুন্দের প্রতি ঈষৎ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, মধুর হাস্য-
মুখী, প্রমুদিতা ও বেশভূষিতা সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে সেবা করিব ? ॥১॥

যশ্চাঃ কান্তঃ-তনুল্লসং পরিমলেনাকৃষ্ট উচৈ-স্মুরদ-
গোপীবৃন্দ-মুখারবিন্দ-মধু তং প্রীত্যা ধয়নপ্যদঃ ।
মুঞ্চন্ বজ্রনি বংত্রমীতি মদতো গোবিন্দ-ভৃঙ্গঃ সতাং
বৃন্দারণ্য-বরেণ্য-কল্পলতিকাং রাধাং কদাহং ভজে ॥২॥

গোবিন্দরূপ ভ্রমর শোভমানগোপীবৃন্দের মুখপদ্মের প্রসিক্ত মধু অতিশয়
প্রীতিসহকারে পান করিয়াও তাহা সত্ত্বঃ পরিত্যাগ করতঃ যাঁহার মনোজ্ঞ
অঙ্গোল্লসিত পরিমূলে সমধিক আকৃষ্ট হইয়া মত্ততাবশতঃ পথে ইতস্ততঃ
ভ্রমণ করিতেছেন, সেই বৃন্দারণ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাধারূপিণী কল্পলতাকে কবে
আমি ভজনা করিব ? ॥২॥

শ্রীমৎকুণ্ড-তটী-কুড়ুঙ্গ-ভবনে ক্রীড়াকলানাং গুরুং
তল্লে মঞ্জুল-মল্লি-কোমলদলৈঃ কল্পে মুহুর্মাধবম্ ।
জিত্বা মানিনমস্ক-সঙ্গরবিধৌ স্মিত্বা দৃগন্তোৎসবৈ-
যুজ্ঞানাং হসিতুং সখীঃ পরমহো রাধাং কদাহং ভজে ॥৩॥

পরমশোভাসম্পন্ন শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরস্থিত নিকুঞ্জভবনে মনোহর মল্লিকা
পুষ্পের সুকোমল দল নিম্নিত শয্যায় কেলি-কৌশলসম্পন্ন ব্যক্তির গুরু,
অহঙ্কারী মাধবকে পাশ ক্রীড়াযুদ্ধে বারম্বার জয় করিয়া তাহাকে উপহাস
করিবার নিমিত্ত যিনি হাস্যবদনে নেত্রাঞ্চল সঙ্কোচদ্বারা সখীগণকে নিযুক্ত
করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ? ॥৩॥

রাসে প্রেমরসেন কৃষ্ণাবধুনা সার্কং সখীভিবৃতাং
ভাবৈরষ্টভিরেব সাত্বিকতরৈর্লাস্তং রসৈস্তত্ত্বতীম্ ।
বীণা-বেণু-মৃদঙ্গ-কিঙ্কিণি-চলস্মঞ্জীর-চূড়োচ্ছলদ-
ক্রানৈঃ স্মৃতিত-সুগীত-মঞ্জুনিতরাং রাধাং কদাহং ভজে ॥৪॥

রাসলীলাতে সখীগণ পরিবৃত্তা হইয়া প্রেমরসিক কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত যিনি
অষ্টপ্রকার মহাসাত্বিকভাবে, বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, কিঙ্কিণী অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা,
চঞ্চলনূপুর এবং চুড়িকা (করভূষণ) প্রভৃতির উচ্ছলিত শব্দের সহিত
সুস্পষ্ট ও সুশ্রাব্য গানসম্বিত সরস, নৃত্য বিস্তার করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকে
আমি কবে ভজনা করিব ? ॥৪॥

উদ্দাম-স্মরকেলি-সঙ্গরভরে কামং বনাস্তঃখলে
কৃষ্ণেনাক্ষিত-পীন-পর্বত-কুচদ্বন্দ্বাং নথৈরস্তকৈঃ ।
তদর্পেণ তথা মদোদ্ধুরমহো তং বিদ্ধমাকুবর্বতীং
দূরে স্বালিকুলৈঃ কৃতশিষমহো রাধাং কদাহং ভজে ॥৫॥

কান্দনের যন্ত্রণায়ে অনিবারিত। ও কতিপয় কান্দনকে সীতকা নখাত্ত-
করা সুবিশ'ল শৈলস্থলা কুণ্ডলকে অঙ্কিত করিলে, যিনি সেই শ্রীকঙ্কর
কাত অহবার করিয়া তৎপ্রকারে তা'দুশ বনোত্তর শ্রীকঙ্কর আশ্রয়
করিতেছেন এবং তদর্পণে দূর কৈতে সখীগণ বাহকে আশীর্বাদ করিতেছেন,
সেই শ্রীকঙ্করকে আশি কবে ভজনা করিব । ১৫।

মিত্রাণ্যং মিত্রৈবুৎক্রেম করিণা নৈব। শিবিত্রাণ্ডিকে

কুঙ্করাবিশেষে বর্ষানি বঠান্দ্রেনে কুঙ্করলয় ।

সাহাং শ্রেষ্ঠ-সখীভিক্ষু-ব-গিরা। ভজা। কিপক্কাঃ কবা

কনৈর্গিলমকোর-নয়নাঃ কাণাঃ কবাঃ ভজে ॥৬॥

দোষধ্বং পর্ত্তেম সখীগণি পথে শুক্ অর্থাৎ পরপ্রবন্ধে শ্রীকঙ্ক
সুলাপি পদাধন্যর পরিবৃত্ত হইয়া বর্ষনকারে বন্ধনে বঠাং বন্ধকিল ধারণ
করাই যিহি হস্তদ্বী সখীগণের শবিত প্রাপ্ত বাক্যের তলী শবকায়ে ও
কৈবর্তের বিবর্তার কঙ্কিতেছেন এবং তৎকালে কঙ্কেশ্বারা বীহার চক্রে
বন্ধন ভবন লোচন বিশালবৃত্ত হইয়াছে, সেই শ্রীকঙ্করকে আশি কবে ভজনা
করিব । ১৬।

পাশাধাঃ বিহাঃ-কৌতুক-অং-পুণে কলারিণা

শ্যারে মানসজাতী কলভবে তর্জাং সখ্যাংপিভাঃ ।

কৌপা নৌকল চেৎ অলৌকিকি মিত্রাঙ্কোদ্বিকীঃ মুদা

শাং বন্ধিত-কঙ্কলিঃ কুণ্ডলং কাণাঃ কবাঃ ভজে ॥৭॥

শ্রীকঙ্ক, শবিতর মানসজাতী গভীরকলে পাশাধার অর্থাৎ পাশাধার
বিহাঃকলিলে বীহকে শাং করিবনে নিমিত্ত একাকিনী নৌকাই উত্তোলন
করিয়া 'অংগার নৌকা কৌপা, বধি জন বধা হত' এই মূলে কঙ্কনিকা তাগ
করাইয়া আনন্দকরকারে বীহার স্তনবৃগল ধারণ করিয়াছিলেন, সেই
শ্রীকঙ্করকে আশি কবে ভজনা করিব । ১৭।

কৌতুকলকলিঃ লোমুগ মনঃপুত মিত্রাঙ্কোদ্বিকীঃ

কৌপা-লম্পটমানসজাতিকিঃ শাং। সখীভিক্ষু-কাম ।

কৌবিল্য। লবলি শ্রিত্রেহঃ ললিল-কৌতুক-বিবর্তঃ কনৈঃ

লিকঙ্কী কলবন্ধু-কণ পয়মাঃ কাণাঃ কবাঃ ভজে ॥৮॥

কলকেনিসোমুগ বীহ মনের কৃষ্টি সাধনার্থ শ্রীকালীন শাং বন্ধরে
কৌতুককলনা সখীগণবিত্ত হইয়া যিহি বাক্যকৃতের বলে কলবন্ধ-
হায়া কলকেনিসুগ শ্রীকঙ্কর কলকণাধ্বরে সেদয় করিতেছেন, সেই
শ্রীকঙ্করকে আশি কবে ভজনা করিব । ১৮।

বাসন্তী-কুসুমোৎকরেণ পরিতঃ সৌরভ্য-বিস্তারিণ।

শ্বেনালঙ্কৃতি-সঞ্চয়েন বহুধাবিভাবিতেন স্মৃটম্ ।

সোৎকম্পং পুলকোদগমৈর্মুরভিদা দ্রাগ্ভূষিতাদীং ক্রমৈ-

মোদেনাশ্রুভরৈঃ প্লুতাং পুলকিতাং রাধাং কদাহং ভজে ॥৯॥

পুলকাকুল ও কম্পমান শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক, সর্বত্র সৌগন্ধ্য-বিস্তারকারী
বসন্তকালীয় কুসুমসকলদ্বারা তথা স্বনির্মিত নানা অলঙ্কারসমূহে যিনি
শীঘ্র ভূষিতাদী হইয়া হর্ষজন্য অশ্রুসমূহে পরিব্যাপ্তা ও পুলকিতা হইয়া-
ছিলেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ? ॥৯॥

প্রাণেভ্যোহপ্যধিক-প্রিয়া মুররিপোর্ধা হন্তু যশ্চা অপি

স্বীয়-প্রাণ-পরাদ্বিতোহপি দয়িতাস্তংপাদরেণোঃ কণাঃ ।

ধন্যং তাং জগতীত্রেয়ৈ পরিলসজ্জজ্বাল-কীর্ত্তিং হরেঃ

প্রোষ্ঠাবর্গ-শিরোহগ্রভূষণ-মণিং রাধাং কদাহং ভজে ॥১০॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসমূহ হইতেও অধিক প্রিয়তমা, কি আশ্চর্য্য !
সেই শ্রীকৃষ্ণের পদরেণুর কণা যাঁহার স্বীয় প্রাণসমূহ হইতেও অধিক
প্রিয়, যাঁহার কীর্ত্তি শোভমানা অথচ ত্রিজগতে সর্বত্র বেগবতী এবং যিনি
শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গের শিরস্থিত উৎকৃষ্ট ভূষণমণিধরূপ, সেই ধন্যতমা
শ্রীরাধাকে আমি কবে ভজনা করিব ? ॥১০॥

উৎকণ্ঠাদশক-স্তবেন নিতরাং নবোন দিষ্টৈঃ স্বরৈ-

বৃন্দারণ্য-মহেন্দ্র-পটুমহিষীং যঃ স্তোতি সম্যক্ সুধীঃ ।

তস্মৈ প্রাণসম-গুণানুরসনাং সজ্জাত হর্ষোৎসবৈঃ

কৃষ্ণোহনর্ঘমভীষ্টরত্নমচিরাদেতৎ স্মৃটং বচছতি ? ॥১১॥

যে ব্যক্তি সম্যকরূপে সুবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উৎকৃষ্ট স্বরসংযোগপূর্বক
অভিনব এই উৎকণ্ঠাদশক স্তবদ্বারা বৃন্দারণ্যমহেন্দ্র পটুমহিষী অর্থাৎ
বৃন্দাবনের মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের সর্বপ্রধান মহিষী শ্রীরাধারানীকে নিরতিশয়
স্তব করেন, শ্রীকৃষ্ণপ্রাণসমা শ্রীরাধার গুণান্বাদন করতঃ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া
তাঁহাকে শ্রীরাধার সেবানুরূপ অমূল্য অভীষ্টরত্ন শীঘ্র স্পষ্টরূপে প্রদান
করেন ॥১১॥

॥ ইতি উৎকণ্ঠাদশক সম্পূর্ণ ॥

পত্রাবলী *

[সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাতাষ-দোষ]

শ্রীশ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠ

পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

ইং ৩।১।১৯৬০

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্দিতিপূর্ব্বিকেষ্ম—

* * তোমার ২৫।১২।৫৯ তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। গত বৎসরের ত্রায় এবৎসরও তোমার ওখানে ব্যাসপূজায় যাইবার ইচ্ছা ছিল। তবে এবার উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব কিনা সন্দেহ আছে। অন্তত কোথাও ব্যাসপূজার বিশেষ অধিবেশন নাই। পরে কি হইবে বলিতে পারিনা।

তোমার প্রশ্ন সম্বন্ধে লিখিতেছি,—শ্রীমদ্বিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ শ্রীবলদেব অর্থাৎ গুপ্তভাবে বলদেব-বিগ্রহই দ্বিত্যানন্দ। সুতরাং লীলাগত বৈশিষ্ট্য থাকায় দ্বিত্যানন্দ প্রভুকে রাধারাণীর সহিত এক সিংহাসনে রাখা হয় না। কিন্তু রাম-নৃসিংহ-বরাহাদি সকলেই সাক্ষাৎকৃষ্ণের অংশ বা কলা। তাঁহারা বলদেব-তত্ত্বের অংশ বা কলা নহেন। অবশ্য এস্থলে লীলাগত তত্ত্বের কথাই স্মরণ রাখিতে হইবে। শালগ্রাম শিলাদ্বারা শক্তি ও শক্তিমৎতত্ত্বের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি অর্চাক্রমে সর্বত্রই অধিষ্ঠিত থাকিবার অধিকারী। বিশেষতঃ তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ—লক্ষ্মী-পতি। শ্রীমতী রাধারাণীকে লক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী, সর্বলক্ষ্মীময়ী প্রভৃতি বলা হয়। সুতরাং শালগ্রাম শিলার সহিত এক সিংহাসনে রাধারাণীর থাকিতে রসাতাষ দোষ হয় না। শ্রীদ্বিত্যানন্দপ্রভু, বলদেব, লক্ষ্মণ প্রভৃতি বিগ্রহগণ অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব হইলেও লীলা ও রসগত-বিচারে সবসময়ে একস্থানে অবস্থান করিতে পারেন না। যেখানে রসাতাষ-দোষের সম্ভাবনা, সেখানে পৃথক থাকেন। লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা-বিধায় দেবরূপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর নিকটে স্নেহের পাত্ররূপে অবস্থান করিলে রসাতাষ দোষ হয় না।

অধিক জানিতে ইচ্ছা করিলে বা তোমার আরও কিছু জানার থাকিলে পত্র দিবে। ইতি—

শ্রীগৌরজনকিঙ্কর—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

*পরমারাধ্যতম ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-কর্তৃক তদীয় সতীর্থ ও অনুকম্পিত জনগণের নিকট বিভিন্ন সময়ে লিখিত।

—শ্রীগোঃ পঃ সঃ

শ্রী গুরু-তত্ত্ব শ্রী গুরুপূজା

[পূৰ্ণকামিত ২০৭ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১ পৃষ্ঠার পর]

তর্কপন্থী গুরুবক্ষাকারী—সদগুরু দর্শনে অনধিকারী

মানব যেকাল পর্য্যন্ত তর্কপন্থ গ্রহণ করে, তে কাল পর্য্যন্ত গুরুব দর্শন নাও ঘটে না। শ্রী গুরুশাসিত্বের বাস্তব বা মত হ'তে পার্শ্বকা লাভ হ'লে অন্য কোন মত হ'তে পারে না—একম বাস্তব মতের প্রতি নির্ভা পরীক্ষা করবার জন্য যে বিপরীত মত, সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাই তর্কপন্থ। গুরুশাসিত্ব বাস্তব অন্য কথা দ'কতে পারে, গুরুশাসিত্ব যে-কথা ব'লেছেন, তা'তে সম্পূর্ণ সত্য নেই, কিংবা অসত্যও বিদ্রিত থাকতে পারে, আমি সেগুলি বাস্তবে দেখে এজন্য বিচারের লাম তর্কপন্থ। বা'রা তর্কপন্থী, তাঁরা গুরুশাসিত্বের অসত্য কবের। একমাত্র গুরুশাসিত্বই সত্য সন্দেহ ও মত বিতর্কন ক'রু'ত সমর্থ। তর্কের প্রতিষ্ঠা ন'ই। অ'মার পথে—শ্রৌতপথে—যেতপথে-বিশ্বদ্রষ্টা যে-মত আবৃত হ'ব তা' পরিবর্তনীয় হয়। সেই অপরি-বর্তনীয় সত্যের—শব্দেব প্রত্যাক্তকে আমরা 'গুরুশাসিত্ব' বলে থাকি। গুরুদেহীর তর্কনিষ্ঠ হুদয়ে যে বিচার-প্রণালী, তা'তে গুরুবক্ষা, শাস্ত্রবক্ষা থাকে। সুতরাং গুরুদেহের তরনে প্রবৃত্ত হ'বার জন্য আত্মদেহ বিশেষভাবে বিচার্য্য বিষয়,—

ম.প্রঃ পিতা ন'তঃ পরমপরাং বিতবৃত্তে ।

বক্তা মাতিঃ যাকঃ করসুপহতে তর্কগর্হনে ।

শিবস্ত ইতিজ্ঞেব ইৎ গুণনামাতিতকমম্ ।

মিতা তিতঃ পুত্রো ন কলু হরিশামাতিতকমঃ ।

গুরুদেবজ্ঞা ত্রুতিশাস্ত্রবিন্দঃ তপাৰ্শ্ববাসো হমিনাতি কল্পমম্ ।

নাটো বলাদ্ বস্ত হি পাপবুজির্ন বিজ্ঞে তস্য যমৈহি তুতিঃ ।

বর্ষত্রতজ্ঞাৎপুত্রানি-পর্ষন্তত্রিমা-নামাতি প্রমাণঃ ।

অপমহাদেব বিহুবেহপাসুভতি যন্তোপদেশ্য শিবনামাতিতকমঃ ।

প্রত্যহপি নামনাত্তো যঃ ক্রীতিরহিতো নবঃ ।

অহঃ অমাদি পরমো বাস্তি পোহপ্যাপনামকমঃ ।

এ জগদগুরু শ্রীম গুরুশাসিত্ব সত্ত্বমতী প্রবুল্লাদি বর্ষক তরী
তলপন্থায় শ্রীম গুরুশাসিত্ব বাস্তব বাস্তব মত হ'লে অন্য কোন মত হ'তে পারে না—একম বাস্তব মতের প্রতি নির্ভা পরীক্ষা করবার জন্য যে বিপরীত মত, সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাই তর্কপন্থ। গুরুশাসিত্ব বাস্তব অন্য কথা দ'কতে পারে, গুরুশাসিত্ব যে-কথা ব'লেছেন, তা'তে সম্পূর্ণ সত্য নেই, কিংবা অসত্যও বিদ্রিত থাকতে পারে, আমি সেগুলি বাস্তবে দেখে এজন্য বিচারের লাম তর্কপন্থ। বা'রা তর্কপন্থী, তাঁরা গুরুশাসিত্বের অসত্য কবের। একমাত্র গুরুশাসিত্বই সত্য সন্দেহ ও মত বিতর্কন ক'রু'ত সমর্থ। তর্কের প্রতিষ্ঠা ন'ই। অ'মার পথে—শ্রৌতপথে—যেতপথে-বিশ্বদ্রষ্টা যে-মত আবৃত হ'ব তা' পরিবর্তনীয় হয়। সেই অপরি-বর্তনীয় সত্যের—শব্দেব প্রত্যাক্তকে আমরা 'গুরুশাসিত্ব' বলে থাকি। গুরুদেহীর তর্কনিষ্ঠ হুদয়ে যে বিচার-প্রণালী, তা'তে গুরুবক্ষা, শাস্ত্রবক্ষা থাকে। সুতরাং গুরুদেহের তরনে প্রবৃত্ত হ'বার জন্য আত্মদেহ বিশেষভাবে বিচার্য্য বিষয়,—

—সম্পাদক

১৯। সাধকের ভবিষ্যদাশা ও স্বরূপের বৃত্তি সম্বন্ধে ঠাকুরের উক্তি কি ?

“For thee thy Sire on High has kept
A store of bliss above,
To end of time, thou art Oh ! His
Who wants but purest love.”

—Saragrahi Vaishnava.

২০। মনুষ্য স্বীয় জীবন-রহস্যভেদে অসমর্থ হইলে অন্তর হইতে কে তাহার অমরত্বের সন্ধান দেয় ?

“Man's life to him a problem dark !
A screen both left and right !
No soul hath come to tell us what
Exists beyond our sight !!
But then a voice how deep and soft,
Within ourselves is left :—
Man ! Man ! thou art immortal soul !
Thee Death can never melt !!”

—Saragrahi Vaishnava.

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ - সার (প্রীতিসন্দর্ভ—২৮)

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, মমতার আধিক্যে প্রীতির উৎকর্ষও অধিক হয়। শাস্ত্র ভক্তগণ শ্রীভগবান্কে কেবল পরমানন্দমূর্তিরূপে অনুভব করেন, তাহাতে মমতাবুদ্ধি নাই। একত্ব ভগবদনুভব প্রীতি-উৎকর্ষের যথেষ্ট কারণ না থাকায় প্রীতি প্রথম স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে। কেহ বলিতে পারেন, সনকাদি শাস্ত্রভক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

কামঃ ভবঃ স্বর্জির্নৈর্নিরয়েষু নঃ স্তাৎ

চেতোহলিবদ্ যদি হু তে পদয়ো রমেত।

[illegible]

प्रायोगिक एवं अनुसंधानिक कार्यका : ४ (का: ७५७/७७)

[illegible]

ଏହି ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରାମ ସାମ୍ବେଦୀ ମାଧ୍ୟମିକ, ଏ କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

ନାମା ଉପାସନା ଲାଠିକାଦେ ଶରଣଂ ବର୍ଷସାର ଧ୍ୟାନେ ଗଳିତଃ କ୍ଳେଶ ସର୍ବାଶ୍ଚ
 ତୀକ୍ଷ୍ଣାଦେବ ଶ୍ରୀତିର ମୀନଃ । ଚିହାତ୍ତ ମତେ ହେତାସି ମର୍ଦ୍ଦାସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଶାନ୍ତ ଚରଣା ।
 ଶ୍ରୀହାସର ମଦକ ବିଶମସ୍ତୁରବର୍ତ୍ତୀ । ଏହି ଚେତୁ ଶ୍ରୀତତ୍ତ୍ୱ ଜେହାସିଜ୍ଞାନ ମନିନତି
 ଚରଣା । ଆମ—

ସର୍ବସୁଧାକାମସମାପ୍ତି ୧୩। ଅରାନ୍
 କୁଳନ୍ ସନ୍ଧୁ ୩। ଅରାନ୍
 ଶ୍ରୀକାଳୀକାନ୍ତାବିଦ୍ୟା ୧୩। ଅରାନ୍
 ସର୍ବସୁଧାକାମସମାପ୍ତି ୧୩। ଅରାନ୍

[illegible][illegible]

লাল্যগণে (শ্রীপ্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধাদি পুত্র-পৌত্রে) সাক্ষাৎ শ্রীবিগ্রহের সম্বন্ধহেতু ভৃত্যগণ হইতেও মমতার প্রবলতানিবন্ধন রাগের প্রাচুর্য্য জানিতে হইবে। সহবিহারশালী প্রণয়বিশিষ্ট সখাগণ হইতেও ইহাদের মমতা প্রচুর।

মুখ্য বৎসল মাতাপিতার পুত্রভাবাপন্ন শ্রীভগবানে সকল ভক্ত হইতে অধিক রাগ। কুন্তীবেদীর বাণী হইতেই জানা যায়—

বিপদঃ সন্ত তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্গুরো।

ভবতো দর্শনং যৎ স্মাদপুনর্ভবদর্শনম্ ॥ (ভাঃ ১৮।২৪)

হে জগদ্গুরো ! যাহাতে আপনার অপুনর্ভব দর্শন মিলে, সে সেস্থানে নিরন্তর সেসকল বিপদ হউক। পূর্ষ প্রবন্ধে ইহা বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সখাগণে প্রণয়োৎকর্ষাংশে রাগের আধিক্য বর্তমান। সুহৃদগণের প্রচুর সন্নৈকটের অভাবহেতু প্রেমই অধিকরূপে বর্তমান। প্রণয় ও মান সখা প্রেমসী উভয়েই সম্ভব। পট্টমহিষিগণে মহাভাবতাউন্মুখ অনুরাগ পর্য্যন্ত প্রীতির সীমা। মহিষী ব্যতীত অগ্নিত্র অনুরাগাবির্ভাবের কথা শুনা যায় না। শ্রীভুক্তদেব বলিয়াছেন—

সতাময়ং সারভূতাং নিসর্গো

যদর্থবাণী শ্রুতিচেতসামপি।

প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতশ্চ যৎ

স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধু বার্তা ॥ (ভাঃ ১০।১৩।২)

অচ্যুতের বার্তাই যাহাদের বাক্য, কর্ণ ও চিত্তের বিষয়, এমন সার-গ্রাহী সাধুগণের স্বভাব এই যে, শ্রুত পুরুষগণের কামিনী বার্তার জ্বায়ে অচ্যুতের কথা তাহাদের নিকট নূতনের মত হইয়া থাকে। এ বাক্যে অনুরাগের লক্ষণ নাই। প্রতিক্ষণে নব্যত্বক্ষুরণ অনুরাগের লক্ষণ নহে।

শ্রীব্রজদেবীগণের প্রীতির সীমা মহাভাব পর্য্যন্ত। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন—

তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা

ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ।

ক্ষণাৎক্ৰীড়াস্তাঃ পুনরঙ্গ তাঙ্গাং

হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ ॥ (ভাঃ ১১।১২।১১)

মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেমাবির্ভাব করা শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব হইলেও কেবল ব্রজদেবীগণেই সেই ভাব আবির্ভূত হয়। অন্তে হয় না।

ক্লৃপ অধিক্লৃপ ভেদে মহাভাব দ্বিবিধ। নিমেষাসহতা প্রভৃতি ক্লৃপ মহাভাবের অল্পভাব। কুরুক্ষেত্রযাত্রায় নিমেষাসহতা ক্লৃপ মহাভাবের আবির্ভাবেই জানিতে হইবে।

পটুমহিষিগণের প্রীতির সীমা অনুরাগ পর্য্যন্ত। গোপিগণের যে ভাব উপস্থিত হইয়াছিল তাহা মহিষিগণের দুর্লভ।

গোপাশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং

যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপত্তি।

দৃগ্ভিত্ত্বদীকৃতমলং পরিরভ্য সৰ্বা-

শুদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুক্তাং দুরাপম্। (ভাঃ ১০।৮২।৩৯)

ঈহার দর্শনে চক্ষুর পক্ষ্ম নির্ম্মাতা বিধাতাকে শাপ দেন। গোপিগণ সেই প্রাণবল্লভ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে দীর্ঘকাল পরে প্রাপ্ত হইয়া চক্ষুদ্বারা হৃদযন্ত্র করত আলিঙ্গনপূর্ব্বক নিত্যযুক্তগণের দুর্লভ শুদ্ভাব প্রাপ্ত হইলেন।

“নিত্যযুক্তগণের দুর্লভ” বলিতে এখানে পটুমহিষিগণের মধ্যে রুক্মিণী প্রভৃতিকেই বুঝিতে হইবে।

সেই নিত্যযুক্তাগণ কীদৃশী? যে সকল নিত্যযুক্তা পটুমহিষী শ্রীব্রজ-দেবিগণকে দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন ইঁহারা বিরহিনী। আমরা প্রতিদিন প্রিয় (শ্রীকৃষ্ণ) সঙ্গ প্রাপ্ত হই। স্মরণ্য আমরা পরমপ্রেমসী। এখন মহিষিগণের যাহা দুর্লভ শুদ্ভাব ভাব ব্রজদেবিগণের উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের পরম অন্তরঙ্গা—ইহাই শ্রীশুকদেবের অভিপ্রায়ে বক্তব্য জানিতে হইবে।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্বক্তৃত্বদেব শ্রোতী মহারাজ

কুলগুরু

আজকাল পরমার্থপ্রিয়ানী বাক্‌রিমাত্রেবঠ প্রশ্ন হইয়াছে—“মহাশয়, কুলগুরু কি ত্যাগ করা যায়?” —তদুত্তরে বলি যায় যে, তিনটী বস্তু আমাদিগকে সংসিদ্ধান্তে উপনীত করায় :—(১) বেদ বা ভক্তি-শাস্ত্র-প্রমাণ, (২) পূর্ববর্তী ভক্তমহাজনদিগের আচরণ, (৩) নিত্যানিত্য-বিবেক বা আত্মানাত্ম-বিচার। কেবল মনঃকল্লিত বিচারে ভুল থাকিতে পারে, কিন্তু সেই বিচার যদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও মহাজনদিগের আচার-পুষ্টি হয় তবে তাত্‌ই সংসিদ্ধান্ত।

সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য

হৃদয়ে করি ঐক্য,

আর না করিও মনে আশ—

—(শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর)

(১) গুরুকরণ-বিচারে বেদ বলেন,— “তদ্ বিজ্ঞানার্থং সৎগুরুমেবাভিগচ্ছৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।” অর্থাৎ ভগবানকে বিশেষভাবে জানিতে হইলে প্রধানতঃ ভগবৎ-সেবা-পরাধন এবং গোণতঃ বেদবিৎ গুরুর সন্নিধানে সর্বদা সমর্পণপূর্বক গমন করিবে। তাত্‌ই হইলেই দেখা গেল, যিনি ভগবানের সেবা-তৎপর এবং শাস্ত্র-তাৎপর্য্যবিৎ, তিনিই গুরু। আবার যিনি সেবা ভগবৎ-সেবা-নিষ্ঠ, তাত্‌ই মায়ার বা ভোগ্য-বিষয়ের সেবা থাকিতে পারে না। তিনি সর্বক্ষণই ভগবানের সেবাতে নিযুক্ত—এক মুহূর্ত্তের জন্তও ভগবদ্‌দেব নশ্বর মাণিক বস্তুতে দৃষ্টিপাত করেন না; যিনি করেন তিনি গুরু (ভাবি) নহেন, তিনি লঘু (হাল্কা) জিনিষ। শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি বেদান্ত বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্রে এবং বহু বহু সাত্তত পুরাণে অসংগুরু-ত্যাগের বিধি বিশেষভাবে লিখিত আছে—

“গুরোরপ্যবলিপ্তস্ত কার্য্যাকার্য্যমজ্ঞানতঃ।

উৎপথপ্রতিপন্নস্ত ত্যাগো এব বিধীয়তে॥”

অর্থাৎ বাহ্যতঃ গুরু হইয়াও যদি তিনি বিষয়-ভোগে লিপ্ত থাকেন, কর্তব্যাকর্তব্য-বিষয়ে অজ্ঞ এবং উন্মার্গ-গামী বলিয়া প্রতিপন্ন হন, তাত্‌ই হইলে তাত্‌ই অক্ষজ-জ্ঞানবশতঃ লঘুত্ব সিদ্ধ হওয়ায় তাত্‌কে ত্যাগ করা বিধেয়। আবার—

অবৈষ্ণবের অর্থাৎ বড়বেগদাস ভুক্তিমুক্তি-সিদ্ধি-কামীর উপদিষ্টমন্ত্রের সাধনে নরকলাভ হয়। পুনশ্চ বৈষ্ণবগুরু অর্থাৎ অধোক্ষজ-সেবাজ্ঞানবিশিষ্ট

নিষ্কিঞ্চন মহাভগবতের নিকটেই আত্মসমর্পণ পূর্বক যথাবিধি বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিবে।

শ্রীজীব গোস্বামীপ্রভু “ভক্তি-সন্দর্ভে” লিখিয়াছেন,—“পরমার্থ-গুরুশ্রয়ো ব্যবহারিক-গুরাদি-পরিত্যাগেনাপি কর্তব্যঃ।” ব্যবহারিক, কৌলিক, বা লৌকিক অযোগ্য গুরু পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক সৎগুরুর আশ্রয় করা কর্তব্য।

(২) এই অযোগ্য-কুলগুরু-প্রথা বঙ্গদেশে ব্যবসায়িগণকর্তৃক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রচলিত হইয়াছে। পূর্বাচার্য বা মহাজনগণ কেহই বিষয়াসক্ত কুলগুরু স্বীকার করেন নাই। লোকশিক্ষক জগদগুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা-অভিনয়, লীলা দেখাইয়াছেন। শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভু যতিরাজ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী বা মতান্তরে শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতি তীর্থকে, শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীকে দীক্ষাগুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর দীক্ষাগুরু যতিরাজ বৈষ্ণবত্রিদণ্ডী শ্রীপাদ প্রবোদানন্দ সরস্বতী পূর্বের রামানুজীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া একান্তভাবে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা গ্রহণ করেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর নিকট এবং শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর নিকট দীক্ষিত হন। আবার শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ঠাকুর ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ঠাকুর শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে গুরুপদে বরণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। এইরূপে দেখা যায়, আচার্য্যগণ প্রায় সকলেই তথাকথিত অঙ্গ কুলগুরু ত্যাগ করিয়া সৎগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণপূর্বক লোকশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং কাহারও কৌলিক, লৌকিক গুরুর অপেক্ষায় বা মিথ্যা অভিশাপের ভয়ে চরম-কল্যাণপ্রদ পরমার্থ-রাজ্যের প্রবেশাধিকার হইতে বিচ্যুত হওয়া কর্তব্য নহে। সাধারণ বিচারেও দেখা যায় যে, নিজের বা প্রিয়তম আত্মীয়ের মুমূর্ষু অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই পারিবারিক চিকিৎসকের অসামর্থ্য দেখিলে কৃতকর্ম্ম ও চিকিৎসানিপুণ কবিরাজকেই ডাকিয়া থাকেন। বাস্তবিক এক অন্ধ কখনও আর এক অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না। যিনি গুরু নহেন (ন গুরুঃ শ্রাদ্ অবৈষ্ণবঃ), তাঁহাকে আবার ত্যাগ কি? তাহা বাস্তবিক গুরুত্যাগ নয়, লঘু বস্তুরই ত্যাগ। অসৎসঙ্গ-ত্যাগ কখনও ত্যাগ নহে,

পরন্তু তাহাই সদাচার; যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই বচন অগ্রাহ্য করিয়া—

“যতপি আমার গুরু শুঁড়ী-বাড়ী যায়।

তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।

শিষ্য-ব্যবসায়ী অনেক অযোগ্য ব্যক্তি বোকা শিষ্যদিগকে ঠকাইতেছে। নিত্যানন্দস্বরূপ সদৃগুরু প্রাকৃত-ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সাদি দোষযুক্ত মনুষ্য নহেন, সুতরাং তাহার কোনও অন্যায় আচরণ থাকিতে পারেনা! শিষ্যের প্রাকৃত দৃষ্টি যদি ঐপ্রকার সদৃগুরুর কোনও অন্যায় আচরণ দেখিতে পায়, তাহা বাস্তবিক গুরুর দোষনহে, শিষ্যেরই দৃষ্টির ভ্রম-মাত্র। এই জন্তই শ্রীমন্নুহাপ্রভুর বাক্য—

“মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।

তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য, কাহিল তোমারে॥”

বাস্তবিক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কখনও মদিরা যবনী গ্রহণ করেন নাই বা করিতে পারেন না অথবা শ্রীরায়রামানন্দ কি শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কখনও বিষয়ী বা ভোগী হন নাই বা হইতে পারেন না। তাহারা কখনও ভোক্তার সজ্জায় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেহ-মনের তৃপ্তি সাধন করেন নাই। পরন্তু সর্বো-
দ্রিয়দ্বারা সর্বক্ষণ অধোক্ষজ হৃদয়কেশেরই সেবা করিয়াছেন—তাহারা নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত পরমহংস। কিন্তু প্রাকৃত লোকের অক্ষজ-দর্শনে যদি তাহাদের আচরণ ইন্দ্রিয়-তর্পণের চলে অহুকরণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে উহা অক্ষজ-স্রষ্টার দর্শনেরই দোষ, তাহাদের দোষ নাই বা হইতে পারে না। সুতরাং হরিবিমুখ বুদ্ধিতে তাহাদের ক্রিয়া-মুদ্রার বিচার করা ধুষ্টতা বা দান্তিকতার চূড়ান্ত পরিচয়, কেননা, তাহারা চিরকালই নিখিল বর্ণাশ্রমী জীবগণের গুরু। কিন্তু তাই বলিয়া যিনি বাস্তবিক গুরু নহেন, ইন্দ্রিয়াধীন লঘুবস্তু বা প্রাকৃত বন্ধজীব, সুতরাং অবধূত পুণ্ডরীক বা রামানন্দের মত পরমহংস নহেন, তাহার সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিচার করিতেই হইবে। মহাকুলজাত হইয়া সকলেই শুঁড়ী বাড়ী গিয়া বা ষড়্বেগলম্পট হইয়া নানাভোগ-বিলাসে মত্ত হইলেই যে তাহাদের এক এক মূর্তি নিত্যানন্দ হইবেন—শাস্ত্রের এখন অর্থ বা অসদাচারের প্রকাশ্য বা গোপনে পোষণ-চেষ্টা কোনপ্রকারেই কোন পরমার্থলিপ্সু নিষ্কপট ব্যক্তি করিবেন না বা করিতে পারেন না। নীলকণ্ঠের ত্রায় ঐশ্বর্য লাভ না করিয়া বিষপানের ত্রায় ঐ সকল অসৎ কনক-কামিনীপ্রতিষ্ঠা-লোলুপ ব্যক্তিগণের অসদাচরণ তাহাদিগকে এবং তাহাদিগের

শিষ্যবর্গকে নরকে লইয়া গিয়া মৃত্যুরই কারণ হয়। দেখিতে হইবে, তাঁহাদের বিসম্যাসক্তি আদৌ ছিল কিংবা আছে কি না? আর তাঁহার কতদূর কৃষ্ণৈকশরণ বা গৃহৈকশরণ ॥ অতএব এই প্রমাণিত হইলে যে ইন্দ্রিয়তর্পণশীল বদ্ধজীব কেবল জড় বিদ্যায় পণ্ডিত হইলেই বা উচ্চকূলে উদ্ভূত হইলেই গুরু হইতে পারে না! কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ বৈষ্ণবই গুরু। এই জন্ত শাস্ত্র বলিয়াছেন—

“মহাকুলপ্রসূতোহপি সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।

সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ শ্রাদ্ধবৈষ্ণবঃ॥”

আর নিখিল জীবের একমাত্র বন্ধু পরমদয়ালি গৌরসুন্দর সমস্ত শাস্ত্রের সার একটী মাত্র পড়েই বলিয়াছেন—

“কিবা বিপ্র, কিবা ভ্রামী, শূদ্র কেনে নয়।

যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।”

এই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাকেই ভাগবত “শাক্তে পরে চ নিষ্ণাতং” বলিয়াছেন। তবে কুলগুরুর মধ্যেও যদি তাদৃশ বৃত্ত, লক্ষণ বা স্বভাব বর্তমান থাকে, তাহা হইলে তিনিও ‘সদগুরু’ শব্দবাচ্য হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু সদগুরুর মুখ্য লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে পদদলিত করিয়া সমাজে এই যে অযোগ্য-কুলগুরুকরণ-প্রথা প্রচলিত আছে, দেখা যায়, তাহা কামী প্রকৃতিজন-সমাজের দৌর্ভল্য-পোষণ-চেষ্টামাত্র, উহা কুযোগী ব্যবসায়ী স্মার্তগণের স্বার্থসিদ্ধির অভিসন্ধিমূলক, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহা কখনই ভগবদ্ব্যনুযায়ী চেষ্টা নহে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদোক্ত হরিজন মহারাজ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্টে ঔ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
শুভানির্ভান-তিথি-পূজা-বাসরে
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

[১]

জয়তু গুরুজী শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান

জয় ভক্ত-প্রাণ-নাথ

দেব-ঋষিগণ মাগয়ে নিয়ত

তব পুত পদরজ ।

মাঘের কৃষ্ণ তৃতীয়া তিথিতে

উদিত হইয়া এ মর জগতে

বাল-পৌগণ্ড-যৌবন-বান্ধকো

লীলা কৈলে নিতি নব,

জগজনে সবে হ'ল বিস্মিত

হেরি' তব বৈভব ।

তব শৈশব-লীলা-কথা স্মরি'

মম হৃদি ওঠে তুলে,

শিশুরূপে কত বিচিত্র খেলা

খেলিলে জননী-কোলে ।

গাহি' হরিণাম আধ আধ স্বরে

নাচিয়া বেড়া'তে শরচ্চন্দ্র-ঘরে,

ভাবাবেশে কভু প্রণমি' নামীরে

ভাসিতে নয়ন-জলে,

নেহারি' সে' লীলা মাতা ভগবতী

নি'ত তোমা' কোলে তুলে ।

‘প্রভুপাদ’-নাম শুনিয়া একদা
 গৃহের বাঁধন ছিঁড়ি’
 হরায় মিলিলে প্রভুপাদ-পাশে
 ভজিতে গৌরহরি ।

নুলোকে তোমারে হেরি’ প্রভুপাদ
 তব শিরোপরে বুলাইয়া হাত
 কহে,—‘বহু পরে পাইনু সাক্ষাৎ
 ছিলে কত ছাড়াছাড়ি !’

তুমিও কহিলে, ‘প্রভুজী তোমারে
 কভু কি ভুলিতে পারি ?’

প্রভুপাদ-সাথে মিলিয়া তোমার
 ঘুচিল জীবন-বাথা,
 তোমার হৃদয়-রাগিনী কি শুধু
 প্রভুপাদ নামে সাধা ?

গোলোকে তোমরা একসাথে মিলি’
 রাধা-শ্যাম সনে কর কত কেলি,
 এখানে এসেও যাওনি’ক ভুলি’
 তোমাদের প্রীতি-কথা ।

তব মন-প্রাণ ছিল যে নিয়ত
 কৃষ্ণ-চরণে বাঁধা !

প্রভুপাদ-আজ্ঞা পালনে কভুও
 কুণ্ঠা ছিল না তব,
 নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া
 ছিলে গুরু-সেবা-রত ।

দেখেছি তোমার দিবা জীবনে
 সবই সঁপিযাছ শ্রীগুরু-চরণে,

গুরুর লাগিয়া অকার্য্য-করণে
 ছিলে সদা নিয়োজিত ।
 হে মহাজীবন, তোমাতেই শুধু
 হেন নিষ্ঠা সম্ভব !
 কত দিকে তুমি জীনাং প্রচারি'
 জীবেরে করিলে ত্রাণ,
 মঠ-মন্দির স্থাপি' দেশে দেশে
 করিলে ভকতি দান ।
 যা'র প্রতি তুমি করে থাকো দয়া,
 অনায়াসে তারে ছেড়ে যায় মায়া,
 চির-পবিত্র হয় তার হিয়া,
 নামে ভরে ওঠে প্রাণ ।
 নাম নিতে ক্রমে দেখে সে নয়নে
 নামী-রূপ-অভিরাম !
 গৌর-করুণা-শক্তি তুমি গো
 প্রভুপাদ-নিজ-জন,
 তোমার চরণ-ছায়ায় থাকিলে
 মিলে-গৌর-প্রেম-ধন ।
 তনু-মন-প্রাণ-যৌবন-ধনে
 সঁপিয়াছি আজি তোমার চরণে
 আর কতকাল এ ভব-বাঁধনে
 র'বে মম এ জীবন !
 লহ দেব মম ভকতি-অর্ঘ্য
 কর কৃপা বিতরণ ।

নিত্যদাসাভিলাষী—

“চিন্তরঞ্জন”

[২]

অজ্ঞান তিমিরান্ধশ্চ জ্ঞানাজ্ঞান শলাকয়া ।
 চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
 মুকং কৰোতি বাচালং পঙ্গুং লজ্জয়তে গিরিমে ।
 যৎ কৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণমে ॥
 জয় জয় শুভ কৃষ্ণ-তৃতীয়া তিথি তুমি ।
 পূণ্যময়ি তিথিবরা তোমারে প্রণমি ॥
 শ্রীকেশব গুরুদেব তব আশ্রয়েতে ।
 মর্ত্যভূমে অবতীর্ণ ব্রজধাম হৈতে ॥
 সম্বৎসর অন্তে তব শুভ আগমন ।
 প্রেমভক্তি দাতা তিথি পূজে সৰ্বজন ॥
 নিতান্ত অযোগ্যা আমি অপরাধ যত ।
 প্রীতি ভক্তিহীন সদা সুকঠিন চিত ॥
 শ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রেষ্ঠজন ।
 জয় শ্রীল গুরুদেব পতিত পাবন ॥
 কেমনে পূজিব তব চরণ কমল ।
 শ্রদ্ধাভক্তি শূন্য মম নাহি কোন বল ॥
 অতান্ত বিহ্বল আমি না দেখি উপায় ।
 তবপদে ভূপতিত প্রণতি জানাই ॥
 নবদ্বীপ মাঝে তুমি শ্রীকোলদ্বীপ ধামে ।
 নিরমিলে মঠগৃহ অতি মনোরমে ॥
 অভীষ্টদেবের সেবা প্রকাশিলে ।
 তব প্রভুর আশীর্বাদ লভিলে ॥
 শ্রীবিগ্রহসেবাবিধি আপনি আচরি ।
 শিখাইলে অনুগত জনে কৃপাকরি ॥
 নবদ্বীপ পরিক্রমা কৈলে প্রবর্তন ।
 আচণ্ডাল-সবে প্রেম কৈলে বিতরণ ॥

ধামের চিন্ময় ধূলি মাখিয়াছ গায় ।
 অপূর্ব লাবণ্য জ্যোতি শোভাময় ॥
 নৃত্যকালে তব সত্ত্বভাবাদি উদগম ।
 দরশনে হরষিত হইত ভক্তজন ॥
 শুদ্ধসত্ত্ব চিত্তে তব ভাব উদ্দিপনে ।
 সর্বক্ষণ রত কৃষ্ণলীলা আশ্বাদনে ॥
 বিপ্রলম্ব ভাব তব দেখি' ভক্তজনে ।
 বিহ্বলিত হোয়ে সবে শঙ্কায়ুত মনে ।
 এইরূপ অত্যন্তুত তব লীলাবলী ।
 করুণা করহ যেন নিত্যকাল স্মরি ॥

—অধমা 'গিরিবালা'

[৩]

নম ও বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।

শ্রীশ্রীমন্ত্ৰিক্রিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ॥

আজ আমাদের শ্রীশ্রীগুরুপূজার দিন । মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমন্ত্ৰিক্রিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ৭৫ বৎসর পূর্বে মাঘী-কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথিতে মাদৃশ হরি বিমুখ পতিত দুর্গত জীবগণকে কৃষ্ণসেবা লাভের পরম সুযোগ প্রদান করিবার জন্ত, আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সংসারে পৌঁছাইয়া দিবার জন্ত, কৃষ্ণেচ্ছায় এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ।

তিনি কৃপাপূর্বক এজগতে আগমণ করিয়া হরি বিমুখ আমাদিগকে হরি-উন্মুখ করিবার জন্ত বহুবিধ উপায় ও বহুপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন । কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া আমরা মায়া'র সংসারে আসিয়া পড়িয়াছি । “কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বর্জিতুখ । অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসারাদি দুঃখঃ ॥” কৃষ্ণ-পাদ-পদ্ম সেবাচাত আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিবার জন্তই শ্রীগুরুমহারাজ “আচার্য্য-সিংহরূপে” এই প্রপঞ্চে আসিয়াছিলেন । তিনি নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য—জগদগুরু । তিনি সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ । তিনি পরমকরুণাময় ।

শ্রীল গুরুমহারাজ পতিত জীবের মজলের জন্ত যে বহুবিধ উপায় ও বহুপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার দু'একটি বিষয় কীর্তন করিয়া

নিজের আত্ম-মঙ্গল সাধন করিতে যত্নশীল হইব। শ্রীবাস পুজায় বাসা-ভিন্ন শ্রীগুরুদেবের গুণগান কীর্তন করিলেই শিষ্যের মঙ্গল সাধিত হয় ; এই শ্রুতি বাক্যই আমার জীবাত হউক।

হে গুরুদেব, আপনার মহিমা অপার। এই নরাধম আপনার গুণ-গান কীর্তন করিতে সম্পূর্ণ ভাবেই অযোগ্য তবুও আশাহত জীবনে অজিকার এই শুভ-তিথি ও লগ্নকে আশ্রয় করিয়া নিজের আত্মমঙ্গলের জন্ত আপনার মহিমা কীর্তনের অভিনয় করিতেছি।

হে গুরুদেব, আপনি আপনার গুরুপাদপদ্ম জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ পরম-হংস স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোহরীষ্ট স্থাপন করিবার জন্ত স্বয়ং সহর নবদ্বীপে কৃপাপূর্বক সমাগত হইয়া “শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি” প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহারই মূল মঠ শ্রীনবদ্বীপ ধামের অন্তর্গত কোলদ্বীপে “শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ” প্রতিষ্ঠিত করিলেন ; কোলদ্বীপে অপরাধ-ভঞ্জনের পাটে কলিহত জীবের সঞ্চিত অপরাধ দূরী-করণ-মানসে সুউচ্চ মঠ প্রকট করিয়া বিভিন্ন প্রকণ্ঠে শ্রীশ্রীগুরুরাজ-রাধা-বিনোদবিহারী-বরাহদেবের (কোলদেব) শ্রীমূর্তিসকল প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগৎসভায় গুরুসেবা-নিষ্ঠার এক আশ্চর্য্য আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।

হে গুরুদেব, আপনি ভারতের বিভিন্নস্থানে বহু মঠ-মন্দির স্থাপন করিলেও শ্রীকোলদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত মঠের বৈশিষ্ট্য সর্বসাধারণের নিকট আলোচনার বিষয়-বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যা-কুল-ধনে-মদ-মত্ত হইয়া শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীল শ্রীবাসপণ্ডিতের পাদপদ্মে যে অপরাধ করিয়াছিলেন সেই অপরাধের স্মৃষ্ণকণাগুলি নবদ্বীপ সহর তথা ভারতের বিভিন্নস্থানে প্রসার লাভ করিয়া, কোমল-শ্রদ্ধা জীবসমূহকে শুদ্ধাভক্তি পথ হইতে আকর্ষণ করিয়া অতীতস্থানে নিক্ষেপ করিতেছিল। হে গুরুদেব, তাহাদের এই প্রকার ছুরাবস্থা দর্শন করিয়া, পরদুঃখেদুঃখী আপনার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল ; সেই হেতু, আপনি কৃপাপূর্বক কলিযুগ-শাশনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল-ভুবন মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমার বিপুল আয়োজন করিয়া ভারতের নানাদিক হইতে ভক্তগণকে আকর্ষণ করতঃ তাহাদের অপরাধ অপনোদন করিবার জন্ত, অপরাধ-ভঞ্জন-পাটে আপনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীহরি-কীর্তন নাট-মন্দিরে আপনার

শ্রীমুখনিঃসৃত দার্শনিক-তত্ত্বপূর্ণ শুদ্ধসত্যকথা শ্রবণে সমাগত শ্রোতৃ-মণ্ডলী বিমোহিত হইয়া সজ্জন-বর্জিত, সদা অনর্থমনা দুর্জ্জন অপরাধী জীবনকে ধিক্কার দিয়া বিগলিতদেহে অশ্রুবর্ষণ করিতেন। হে গুরুদেব, এবম্বিধ দৃশ্য দেখিবার সৌভাগ্য এ দাসের কবে হবে?

হে গুরুদেব! আপনিই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রচারকরূপে শ্রীমঠের বিজয় বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরকে অগ্রে রাখিয়া কীর্তন মুখে শ্রীকেদার বদ্রীনাথ পরিক্রমার ব্যবস্থা করিয়া হিমাদ্রির কোলে লালিত-পালিত জীবকুলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া আপনার গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট পূরণ করিয়াছিলেন। দুর্গম গিরিশৃঙ্গে, পাহাড়-পর্বতের ভয় শঙ্কুল পথে খোল-করতাল সহযোগে শতশত ভক্তবৃন্দেরদ্বারা শোভাযাত্রা করিয়া, ধ্বজা পতাকায় সুশোভিত সিংহাসনে শ্রীমঠের চিত্তাকর্ষক বিজয়-বিগ্রহ রাধাভাবদ্ব্যতি সুবলিত তনু শ্রীগৌরসুন্দরকে অনুগমন করিয়া যে চরিনাম-প্রেমের বত্ম প্রবাহিত করিয়া অলকানন্দা-মন্দাকিনীর জলরাশিকে প্লাবিত করিয়াছিলেন; তাহার একটি ধারা শ্রীবদ্রিনারায়ণের পাদদেশ ধৌত করিয়া শ্রীবাস-গদীর উৎসস্থল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই প্রেম-বত্মাষ প্লাবিত অত্র একটি ধারা মন্দাকিনীকে আশ্রয় করিয়া কুলকুল রবে শ্রীকেদার নাথে উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীশঙ্করের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া শ্রীহরি-কীর্তনের মতিমা প্রচার করিয়াছিলেন। হে গুরুদেব, এরূপ অলৌকিক প্রচার ধারা বাঁহার লীলাতে প্রকটিত হইয়াছেন? তাহার ভজন না করিয়া মাদৃশ অথম অত্র কাহার উপাসনায় নিযুক্ত থাকিব?

হে গুরুদেব! আপনি স্বয়ং ভক্তিবিনোদ-ধারায় স্নাত হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত রূপ ফুলটিকে মস্তকে ধারণ করিয়া “সারস্বত ধারা” প্রচার মানসে ভারতের দিকে দিকে প্রচারক প্রেরণ করিয়া এবং কখনও স্বয়ং প্রচারক হইয়া বিভিন্ন অপসম্প্রদায়ের ভক্তিবিরোধী মতবাদ খণ্ডন করিয়াছিলেন। বেদের শুদ্ধ ভক্তিশাখা, পুরাণের মধ্যে সাত্ত্বিক পুরাণ, সকল দর্শণের মধ্যে বেদান্ত-দর্শন ও তন্ত্রের মধ্যে সাত্ত্বত-পঞ্চরাত্র সমূহের ভক্তিসিদ্ধান্তবানী বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বজ্রনির্ঘোষকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করতঃ শ্রীগুরু-সেবার এক অপূর্ব আদর্শ জগতে স্থাপন করিয়াছিলেন। হে গুরুদেব, আপনার ভক্তিসিদ্ধান্তবানী সুদৃঢ়ভাবে প্রকটিত হওয়ায়, শুদ্ধ-ভক্তিমার্গে বিশ্বাসীজনের যে কতবড় উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার সুবুদ্ধি এ দাসের কবে হবে?

[illegible]

ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଦର ଅବସ୍ଥା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ । ଅବଶ୍ୟକତା ଧାର୍ଯ୍ୟ କ'ରା ନାହିଁ । ଶବ୍ଦ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ।
 ତୁଳନାତୀୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଆଦ୍ୟ ଆଦ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଦର ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଦର
 ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଦର ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଦର ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଦର ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଦର ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଦର ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଦର ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଦର

[illegible][illegible]

*या.प्र. विधि अन्वयेणैव चतुर्णामपि नान्यत्र नान्यत्र

सुखं दुःखं, वसन्ति बालं नन्दय आनन्दं वसिष्ठः । [अक्षयभक्तः]

लेखकावय—'शिवकुमार शास्त्री'।

সদসদাচার

আহার বিহারের সঙ্গে ধর্মের কোন সংশ্রব আছে কিনা এই জিজ্ঞাসা অনেকের মনেই উঠে। তাই চারিদিকে নানালোকে কেউবা সন্ন্যাসী সেজে, কেউবা নামের আগে পরমহংস জুড়ে দিয়ে হিমালয়ের খুব স্বাস্থ্যকর জায়গায় বসে, বাঘের সঙ্গে লড়াই করা শক্তি সঞ্চয় করতে করতে হাম খোদাই মত (আমিই স্বয়ং ভগবান্) প্রচার করতে করতে সকলের দণ্ডমুণ্ডের মালিকের মত হুকুম চালালেন, যা খুসী খাও দাও, আর হামখোদাই সাধ। বাস্ তবেই সিদ্ধি। নইলে রোগা পটকা হয়ে কি হ'বে?" এসব চার্কাক ঋষির সাক্ষরত। তাদের মতলব 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।' ধার কর চুরি কর, যা খুসী করে খুব পোষ্টাই খাওয়া সংগ্রহ কর, সন্তোষাদিতে মত্ত হও, ভগবান আবার কি? সব নিজে নিজে ভগবান বনে' যাও, ছোট কেন হ'তে যা'বে? খাও দাও মজা লোট। আবার কি? মলে' বুঝি আবার কেউ ফেরে? ভস্মীভূতশ্রু দেহশ্রু পুনরাগমণং কুতঃ। "পাপ ফাপ ওসব দুর্ব্বলের কথা। যাদের গায়ে জোর নেই, তা'রাই পাপ পুণ্যের দোহাই দেয়। এইমত তা'রা নানা ভাষাতে প্রচার করে' কত লোক জড় করে বাহবা নিচ্ছে। আর তা নেবে না কেন? বদ্ধ জীবের ত সাধারণ প্রবৃত্তিই যে ভোগ করবে। পশু ধর্ম্মে ত তা ছাড়া আর কিছু কথা নাই। আহার নিদ্রা ভয় ইন্দ্রিয় চেষ্টা নিয়েই ত বদ্ধভাব, সংসার। এ জগতে ঐ কথাইত প্রবল। মনুষ্যই বা কি? দেহে আত্মবুদ্ধি যার আছে তারই ঐ কথা। তবে তারই ভেতরে যারা একটু চালাক তারা একটু রয়ে সম্ভজে চলে। ভোগের মাত্রাটা একটু কম করে, কেননা তাতে বেশী দিন চলবে। তা মাহুষের স্বভাবের চেষ্টায় যখন ভোগ, তখন যদি একজন দলপতি পায়, আর সে দলপতি বলে "যা খুসি খাও। যত পার মজা লোট, কুছ পরোয়া নেই" তখন তাদের আর পায় কে? সব তার চারধারে এসে জড়। আর সেও মাঝখানে থেকে নাম কিনে নিলে। আর বেদ থেকে একটা একানে কথা কার মুখে শুনে (সোহং) সেইটের উল্টো মানে জাহির করে নিজে এক স্বামী হয়ে বসে লোকগুলোর দফা রফা করছে। তাদের বোঝাচ্ছে শাস্ত্রে ওসব ব্যবস্থা আছে। বলছে ইন্দ্রিয় তর্পণ ছাড়া আর কি, জ্যোতিষ্টোমাদি

বল বাসে উজ্জবন্ত আশ্রয়বর হাজা আর কি ? সেবে শার বন পাঁচশাক
হুত্ব হাজা আর কি ? এই বন পাঁচশব কথা বিগ্রব গুণহার বোব
লো কতগুলো সব উৎসব । দিতে বাবাবা । বাব বনব স্বাক্ষব লগ্ন বনব
ববা আত তবব আর কি ? কাল লগ্ন ব্রীণে প্রবব বব । বিবাহব
আদিশ আত, তারি আর বন বক্ত অব বিচাব সুত্ন বব ববব তবব
তবাব হালই ইঞ্জির তপ্পন বক্ত বক্ত । হাববগাবব তবকা বাব আর
কি প্রগাপাম মক্ত বক্ত । কিছু কেবই যে বাংলাব—“মা বিস্তাৎ লজ্জাশি
কুণ্ডাশি” বাবব এই আদিশ চিত্রব পেল । আর বববই যে এই বন বাবকাব
বেশ কাবা কাব শিচ্চ, অর্থব অল্প বাক্য মল । জব জব ! বাগাদেবী
বীণাক এসবি বাক্ষবক্ত ববে বই বিজ্ঞাপা । “লাক বাবলাবিবহজাববা
বিস্তাঙ্ক কাক্ষাবীবি তল ববববা । বাবাক্তিঅবু বিবাববজবুগ্নাবৈবাব-
তবিত্তি বিটা ।” এ ববাক্ত বীণব এ বব কুন্তবক্তি আত্মবিক, তব কক
আব আলাবা কব থোব উত্বব দিতবা । এবব কথা বব যে লোকব
কাব ছিলবা, মোব কোব কাব ইঞ্জিব তপ্পন কবাক্ত । হাজ বাবব বাবাব
লাত বিলবা, তাই বোব যজ তবুাব ববুত, কাতাল ববাক মতলব
ছিলবা, তবু মোব লাবিবাবব কত কতাব । এ ববক কুন্তবক্তি বববীণ-
বাক্তবট আব । এই কুন্তবক্তি বব কববাত্র জেবই যে এই বন বাববা
বি জব আর থোকা লাবিবব বাজবা । বোব যে বিবুজিব লকা কাবই
বিবাববল সুবাক্তাবব বববা ববোহ এই বাক্য কথা সাক্তব কান
বাক্ত হুতাব বা । বাব, বাব ! দুর্ভাগাব তটিল লকব । মোব টাকশই
লাবাক এই বব প্রবৃতি বাক্ত দুটি লব বেতবা, এই দুটি জাল আব
জাবব মলাব বাজা আবক্ত বাব এ বিচাব বা বাব হল বিবা উলটা
বুলি বাব । যাক্তা চাপবা পেল চাপবা বাব যোক্তা বিব বটোত ।
ববেব টাকশ হল বিবুজি, কাব বাক্য লোককলে বলবে যে জাবব
কুবিবট বেত কবি বিবোব । থোব বিকা বিজ্ঞ যে বাবব আবক্ত হাজ
অজ আর ইঞ্জিব বিবাব মালোবি বাক্তবা বাব বাববাক্ত লাপ বাব ।
সে কথা যেব তুলাব দবজাবা বালাব, আববা বেহ বাবি, লাববা
বিন্দু, তাই বাক্ত বাবে বাজি । ইঞ্জিব তপ্পন অববি যবক্ত বাজি ।
জাত কি ? এত বব হোব বাব ।” যেব বিচাব, জাবাবব বুদ্ধি
জোআদবই বাবু, জাবাবব জাববা যেব আবাদের বালাগা ববুগুহিতাক্তে

[illegible][illegible]

अनुसूचित

শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

নিত্যলীলা প্রদীপ্তি ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের পুনঃ প্রবর্তিত শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা অত্যাশ্চর্য বৎসরের শ্রায় এ বৎসরও সমিতির বর্তমান সভাপতি ও আচার্য্য পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের অধ্যক্ষতায় যথারীতি উৎযাপিত হইয়াছেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভুবন মঙ্গলময়ী শুভাবির্ভাব তিথিকে আহ্বান জানাইবার জন্ত তথা জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ধারাকে অনুসরণ করিয়া সমিতির সদস্যবর্গ সপ্তাহ-ব্যাপি নবধাভক্তির পীঠস্থান শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার দ্বারা নবধাভক্তির যাজনোদ্দেশ্যে এই বৃহৎ মহামহোৎসবের আয়োজন করিয়া থাকেন।

উক্ত মহামহোৎসব বিগত ২৪ গোবিন্দ ২৯শে ফাল্গুন ইং ১৩ই মার্চ মঙ্গলবার হইতে ১লা বিষ্ণু ৫ই চৈত্র ইং ১৯শে মার্চ সোমবার পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়া পরিসমাপ্তি হইয়াছে। এই বৎসর প্রায় চার সহস্রাধিক ভক্তবৃন্দ ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে শ্রীধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর জন্মোৎসবে যোগদানের নিমিত্ত সমিতির প্রধান কেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সমাগত ভক্তবৃন্দকে স্বাগত জানাইবার ও শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার সংকল্প গ্রহণ উদ্দেশ্যে মঠস্থ শ্রীহরি কীর্তন নাট্য মন্দিরে সন্ধ্যায় এক মহতী সভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায় পরিব্রাজক আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত বামন মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি ও সমিতির সহঃ সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ বক্তৃতা মাধ্যমে শ্রীনবদ্বীপ ধামই যে অভিন্ন ব্রজধাম তাহা স্পষ্টরূপে পরিবেশন করেন এবং সংক্ষিপ্তভাবে শ্রীধামের মহিমা কীর্তন করেন।


শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির সদস্যবৃন্দ ও তদনুগতভক্তবৃন্দ পরিক্রমা-সূচী অনুযায়ী ২৯শে ফাল্গুন হইতে ৩রা চৈত্র পর্যন্ত যথাক্রমে শ্রীগোড়ম-দ্বীপ (কীর্তনাখ্য), শ্রীমধ্যদ্বীপ (স্মরণাখ্য), শ্রীকোলদ্বীপ (পাদ-সেবনাখ্য) শ্রীখতুদ্বীপ (অর্চনাখ্য), শ্রীজহুদ্বীপ (বন্দনাখ্য), শ্রীমোদক্ষমদ্বীপ (দাস্তাখ্য),

শ্রীকৃষ্ণদ্বীপ (সখ্যাখ্য), শ্রীসৌমন্তদ্বীপ (শ্রবণাখ্য) ও শ্রীঅন্তদ্বীপ (আত্ম-নিবেদনাখ্য) পরিক্রমা সমাপ্ত করেন। উক্ত পরিক্রমাগুলি সহঃ সভাপতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় ও তথা অত্যন্ত সন্মাসী ব্রহ্মচারীবৃন্দের সহযোগিতায় স্তূৰূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিলেন। শ্রীধামের বিভিন্নস্থানে পরিক্রমাতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় নবদ্বীপ মহরত্ম শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীহরি কীর্তন নাট্য মন্দিরে ধর্ম সভার অয়োজন হইয়াছিল। এই সভায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত বামন মহারাজ প্রতিদিন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

২৯শে গোবিন্দ, ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ রবিবার শ্রীগৌরাবির্ভাব বাসরে সমস্ত দিন পাঠ-কীর্তন এবং সন্ধ্যায় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অমৃতময়ী লীলা ও তদীয় শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। পরদিবস শ্রীশ্রীল-শচীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দ-মহোৎসব বিরাটভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিন সকাল ৮ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত অগণিত জনগণকে মহা-প্রসাদাদির দ্বারা আপ্যায়িত কর হয়।

উক্ত পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবে জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল-সরস্বতী ঠাকুরের অনুগৃহীত পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত শুদ্ধাষ্টেতী মহারাজ, সমিতির সভাপতি আচার্য্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, সহঃ সভাপতি ও যুগ্ম সম্পাদক পূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, সাধারণ সম্পাদক পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, পূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত রাধাকান্তী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত সন্মাসী মহারাজ প্রভৃতি ত্রিদণ্ডিপাদগণের মুখঃ নিঃসৃত হরিকথা ভক্তবৃন্দের প্রচুর আনন্দ দান করিয়াছে। এই পরিক্রমায় ব্রহ্মচারীবৃন্দ ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্ত সকলেই তাঁহারা সমিতির বিশেষ ধন্যবাদার্থ।

নিজস্ব সংবাদ

ধর্ম: বহুভিত্ত: পুংসাং বিশ্বকসেন-কথাস্থ য:	<p>ন বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।</p>  <p>অহৈতুক্যপ্রতিহতা যস্মাদ্ভাঃ সুপ্রসীদতি ॥</p>	নোংপাদরেদযদি রুতিং শ্রয়এব হি কেবলম্ ॥
সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যুৎ ॥	অত ধর্ম দুইরূপে পালে যেই জন । হরি-কথায় বক্তি নৈলে পণ্ড সেই জন ॥	

২৫শ বর্ষ { সঙ্কর্ষণ, ২৭ মধুসূদন, ৪৮৭ গৌরগুরু } ৩য় সংখ্যা
 { সোমবার, ৩০ বৈশাখ, ১৩৩০ : ইং ১৮৪৫/১৯৭৩ }

সান্নিধ্যাদি

ব্রতাসুরবাক্যম্

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে
 একাদশাধ্যায়ে ২২-২৭ দ্বাদশাধ্যায়ে ৭-১৫)

পুংসাং কিলৈকান্তুধিয়াং স্বকানাং
 যাঃ সম্পদো দিবি ভূমৌ রসায়াম্ ।
 ন রাতি যদ্বেষ উদ্বৈগ আধি-
 র্মদঃ কলির্ব্যসনং সম্প্রয়াসঃ ॥ ১ ॥

যাঁহারা ভগবানের প্রতি একান্তভাবে চিত্ত সমর্পণ করেন, এবং ভগবান্ ও
 যাঁহাদিগকে নিজ জন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বর্গ,
 মর্ত্য, পাতালে যে সম্পদ বর্তমান রহিয়াছে তাহা দান করেন না। যেহেতু
 তাহা হইতে শত্রুতা, উদ্বৈগ, (অলাভে) মনস্তাপ, গর্ব, কলহ, নাশে দুঃখ
 এবং রক্ষণে ও বৃদ্ধিকরণে অতিপ্রয়াস পাইতে হয় ॥ ১ ॥

ত্রৈবর্গিকায়াসবিঘাতমস্মৎ-

পতিবিধত্তে পুরুষস্য শত্রু ।

ভতোহনুমেয়ো ভগবৎপ্রসাদো

যো তুল্ভোহবিঞ্চনগোচরোহনৈঃ ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র ! আমাদের প্রভু ভগবান্ শ্রীহরি তদীয় ভক্তগণের ত্রৈবর্গপ্রয়াস অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামচেষ্ঠা নিবারণ করিয়া দেন । তদ্বারাই তাঁহার কৃপা অনুমান করা যায় । এতাদৃশ ভগবৎপ্রসাদ একমাত্র নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তেরই লভ্য ; অন্য বিষয়াবিষ্টচিত্তব্যক্তিগণের পক্ষে তুল্ভ ॥ ২ ॥

অহং হরে তব পাদৈকমূল-

দাসানুদাসো ভাবিতাস্মি ভূয়ঃ ।

মনঃ স্মরিতাসুপ্তে গুণানাং

গুণীত বাক্ কৰ্ম্ম করোতু কায়ঃ ॥ ৩ ॥

হে হরে ! যাঁহার তোমার পাদমূল আশ্রয় করিয়াছেন, আমি কি আবার তোমার সেই দাসগণেরও দাস হইতে পারিব ? আমার মন যেন, প্রাণপতি, তোমার গুণাবলী স্মরণ করুক, বাক্য যেন তোমারই গুণ-কীর্ত্তন এবং শরীরও তোমারই সেবাকার্য্য সম্পাদন করিতে থাকুক ॥ ৩ ॥

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং

ন সার্বভৌমং ন রসাদিপত্যম্ ।

ন যোগসিন্ধীরপুনর্ভবং বা

সমঞ্জস ত্বা বিরহস্য কাজ্জেক্ষ ॥ ৪ ॥

হে সর্বসৌভাগ্যানিধে ! আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া ধ্রুবলোক, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর একছত্র আধিপত্য এবং অগ্নিাদি অষ্টসিদ্ধি, এমন কি মোক্ষপ্রাপ্তিও ইচ্ছা করি না ॥ ৪ ॥

অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ

স্তম্ভং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ ।

প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষয়া

মনোহরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্ ॥ ৫ ॥

হে কমললোচন ! অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক যেমন মাতার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে ; রজ্জুবদ্ধ বৎস যেরূপ পীড়িত হইয়া কোন্ সময় স্তন্য পান করিবে, তজ্জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে ; বিষণ্ণ প্রেয়সী পত্নী যেরূপ প্রবাসিপতির দর্শনের অভিলাষ করে, আমার মনও সেইরূপ একমাত্র তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছে ॥ ৫ ॥

মমোত্তমঃশ্লোকজনেষু সখাং

সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকৰ্ম্মভিঃ ।

তন্মায়য়াত্মাত্মজদারগেহে-

স্বাসক্তচিত্তস্য ন নাথ ভূয়াৎ ॥ ৬ ॥

হে নাথ ! নিজকৰ্ম্মবশে সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিতেছি । অতঃপর আমার যেন ত্বদীয় পুণ্যকীর্ত্তি ভক্তগণের সঙ্গে সখ্যলাভ হয় এবং তোমারই নায়ায় আমার চিত্ত যে, দেহ, পুত্র, কলত্র, গৃহ প্রভৃতিতে বর্ত্তমানে আসক্ত হইয়াছে, তাহাতে যেন আর আসক্তি না থাকে ॥ ৬ ॥

যুযুৎসতাং কুত্রচিদাততায়িনাং

জয়ঃ সदैকত্র ন বৈ পরাত্মনাম্ ।

বিনৈকমুৎপত্তিলয়স্থিতীশ্বরং

সর্ব্বজ্ঞমাণ্ডং পুরুষং সনাতনম্ ॥ ৭ ॥

(হে ইন্দ্র), উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ ও অনাদি, সনাতন পুরুষ এক ভগবান্ ভিন্ন দেহধারী বা পরতন্ত্র জীবাত্মা যুদ্ধেচ্ছদ্ শত্রুগণের সর্ব্বদা জয় হইবে,—এরূপ নিয়ম নাই, কোন স্থলে জয় ও কোন স্থলে বা পরাজয় হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

লোকাঃ সপালা যশ্চোমে শ্বসন্তি বিবশা বশে ।

দ্বিজা ইব শিচা বদ্ধাঃ স কাল ইহ কারণম্ ॥ ৮ ॥

লোকপালের সহিত এই লোকসমূহ যাহার বশে থাকিয়া জালবদ্ধ পক্ষিগণের ন্যায় অবশভাবে চেষ্টা করিতেছে, সেই কাল অর্থাৎ ভগবান্‌ই জয়-পরাজয়ের একমাত্র কারণ ॥ ৮ ॥

ওজঃ সহো বলং প্রাণমমৃতং মৃত্যুমেব চ ।

তমজ্জায় জনো হেতুমাআনং মন্যতে জড়ম্ ॥ ৯ ॥

ওজঃ (ইন্দ্রিয়শক্তি), সহঃ (মনঃশক্তি), বল (শরীরের শক্তি) এবং
প্রাণ, অমৃত ও মৃত্যু-স্বরূপ সেই ভগবান্কে না জানিয়া মূঢ়জন এই জড়-
দেহকেই জয়-পরাজয়ের হেতু বলিয়া মনে করে ॥ ৯ ॥

যথা দারুময়ী নারী যথা পত্রময়ো মৃগঃ ।

এবমুতানি মঘবনীশতন্ত্রাণি বিদ্ধি ভোঃ ॥ ১০ ॥

হে মঘবন্, (ইন্দ্র), দারুময়ী নারী কিংবা পত্রময় মৃগ যেমন স্বেচ্ছায় নৃত্য
করিতে পারে না, কিন্তু নর্তকের ইচ্ছায়ই নৃত্য করে, সেইরূপ সর্ববস্তুর
ভগবানের অধীন, কেহই স্বতন্ত্র নহে ॥ ১০ ॥

পুরুষঃ প্রকৃতিবাক্তমাত্মা ভূতেন্দ্রিয়শয়ঃ ।

শরুবন্ত্যস্ত সর্গাদৌ ন বিনা যদনুগ্রহাৎ ॥ ১১ ॥

পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও আকাশাদি পঞ্চভূত, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়
এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত এই সকল বস্তু ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে সৃষ্ট্যাদি
কার্য্য করিতে পারে না ॥ ১১ ॥

অবিদ্বানেবমাত্মানং মন্যতেহশীশমীশ্বরম্ ।

ভূতৈঃ সৃষ্টি ভূতানি এসতে তানি তৈঃ স্বয়ম্ ॥ ১২ ॥

অতএব সর্বনিয়ন্তা স্বতন্ত্র ঈশ্বরকে জীব জানিতে না পারিয়া অনীশ্বর
(পরাধীন) স্বকীয় আত্মাকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া মনে করে । কৰ্ম্ম-সহযোগে
পিতাদিই স্রষ্টা এবং ব্যাঘ্রাদি হন্তা,—এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে, কারণ
প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ই ভূতদ্বারা ভূতের সৃষ্টি ও ভূতদ্বারা ভূতের
বিনাশ করেন, অতএব তাহাতে ভূতের কোন স্বতন্ত্রতা নাই ; ঈশ্বরই
স্বতন্ত্র ॥ ১২ ॥

আয়ুঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিরৈশ্বর্য্যমাশিষঃ পুরুষস্ত যাঃ ।

ভবন্ত্যেব হি তৎকালে যথানিচ্ছাবিপৰ্য্যয়াঃ ॥ ১৩ ॥

বিনাশকালে যেমন পুরুষের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আয়ুঃ, শ্রী ও যশঃ প্রভৃতির
হানি হইয়া থাকে, সেইরূপ জয়কালেও পুরুষের প্রযত্ন ব্যতিরেকেই আয়ুঃ, শ্রী
ও যশঃ প্রভৃতির লাভ হয় ॥ ১৩ ॥

তস্মাদকীর্ত্তিযশসোজ্জয়াপজয়োরপি ।

সমঃ স্যাৎ সুখদুঃখাভ্যাং মৃত্যুর্জীবিতয়োস্তথা ॥ ১৪ ॥

অতএব সমস্তই ঈশ্বরাদীন বলিয়া অকীৰ্ত্তি ও যশঃ, জয় ও পরাজয়, মৃত্যু ও জীবন এবং ইহাদের কার্য্য, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি সকল অবস্থায়ই সমভাবে অবস্থান করিবে ॥ ১৪ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ ।

তত্র সাক্ষিণমাত্মানং যো বেদ স ন বধ্যতে ॥১৫॥

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি প্রকৃতির গুণ, আত্মার গুণ নহে ; এই সত্ত্বাদির পরিণামভূত দেহে অবস্থিত আত্মাকে যিনি একমাত্র সাক্ষী বলিয়া জানেন, তিনি হর্য-বিষাদাদিতে লিপ্ত হন না ॥ ১৫ ॥

পত্রাবলী *

অনুকম্পা শ্রীভগবন্মাম শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণদ্বারা যাবতীয় বিপদাপদের
শান্তি ও অনিত্য জীবনের সার্থকতা (৩)

শ্রী শিগুরু গৌরাসৌ জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ,

ভেষরিপাড়া, পোঃ—নবদ্বীপ (নদীয়া)

১৩।৮।১৯৬০

স্নেহাম্পদেষু—

* * তোমাকে ১৮।৬০ ও ৮।৮।৬০ তারিখে পত্র দিয়াছি। উহা পাইলে কিনা জানাইবে। তোমার সমস্ত পত্র ও টেলিগ্রাম পাইয়াছি। অগ্ ১৩।৮।৬০ তারিখ। এখানকার সংবাদপত্রে * এর সম্বন্ধে একটি বিতীষিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ভজ্ঞম্ন মন খুব উদ্বিগ্ন। এক্ষণে সঙ্কট সময়ে ধীর-স্তির হইয়া যে-কোন অবস্থায় প্রাণরক্ষা করা আবশ্যিক। সর্বদাই ভগবানের নাম স্মরণ রাখিবে।

“যায় সকল বিপদ ভক্তিবিনোদ, বলেন যখন ও নাম গাই।”— স্মরণে নাম-কীর্ত্তনই আমাদেরকে নিশ্চিন্ত করিবে। শত আপদ-বিপদেও হরিসেবা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। তথাপি বুদ্ধিমত্তার সহিত

*পরমারাধ্যতম ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-কর্তৃক তদীয় সতীর্থ ও অনুকম্পিত জনপণের নিকট বিভিন্ন সময়ে লিখিত।—

শ্রীগোঃ পঃ সঃ

জীবনরক্ষা করিয়া যত অধিকদিন হরিসেবা করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্তব্য।

* * * * *

আর একটি পরামর্শ আমার মনে আসিতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের উপাখ্যানে একটি পয়ার লিখিত আছে—“শ্লেচ্ছভয়ে সেবক মোর গেল পলাঞা” (চৈঃ চঃ মঃ ৪।৪২)—এই নীতি অবলম্বন করিবে। আমি তোমাকে নিম্নে চরিতামৃতের আটটি লাইন উদ্ধার করিয়া লিখিতেছি—

“শ্রীগোপাল-নাম মোর—গোবর্দ্ধনধারী।

বজ্রের স্থাপিত, আমি ইহা অধিকারী ॥৪১॥

শৈল-উপরি হৈতে আমি কুঞ্জ লুকাঞা।

শ্লেচ্ছভয়ে সেবক মোর গেল পলাঞা ॥৪২॥

সেই হৈতে রহি আমি এট কুঞ্জ-স্থানে।

ভাল, আইলা তুমি, আমি কাট সাবধানে” ॥৪৩॥

এত বলি’ সেই বালক অন্তর্দ্বান হইল।

জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল ॥৪৪॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৪।৪১-৪৪)

উক্ত বাক্যগুলি আলোচনা করিবে। যদি বিশেষ কিছু অসুবিধা মনে কর, তাহা হইলে * ভক্তগণের উপর শ্রীবিগ্রহগণের সেবাভার অর্পণ করিয়া চলিয়া আসিবে। তোমার পত্র বা টেলিগ্রাম পাইলে এখান হইতে * এবং * কে ওখানকার মঠ চালাইবার জন্ত পাঠাইতে পারা যায়। * প্রভুকে ডাকাইয়া এসব বিষয়ে আলোচনা করিবে। আমি তোমাকে সব রকম কথাই জানাইলাম। নিজে ভালরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে। মঠের অন্ত্যাত্ম সেবকগণকে নিরাপদে রাখিতে চেষ্টা করিবে। * * * তবে একথা খুবই সত্য—মানুষের জীবন অনিত্য। যে-কোন মুহূর্ত্তেই জীবন বহির্গত হইয়া বাইতে পারে। কল্মফল অহুযায়ী মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। তথাপি ভগবৎসেবাস্বারাই সর্বপ্রকার কর্ম্মফলের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। বিষ্ণুশর্ম্মার ‘মিত্রলাভ’ গ্রন্থে একটি উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়—

ধনানি জীবিতকৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসর্জ্যেৎ ।

সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি ॥

অর্থাৎ ধন এবং জীবন—ভগবানের সেবার্থে উৎসর্গ করিবে। জীবন বিনাশশীল হইলেও সংকার্যো নিযুক্ত করা কর্তব্য।

* এর অত্যাঁত্ন যেরূপ বিপদ-আপদের কথা শুনা যাইতেছে, * জেলায় বিশেষতঃ তোমাদের ঐ অঞ্চলে যদি সেরূপ কোন অসুবিধা না থাকে, তাহা হইলে ধীর-স্থিরভাবে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া রহিবে। আবশ্যক বিবেচনা করিলে * ও * কে পাঠাইতে পারি। তবে তাহারা এখন * এর সঙ্গে প্রচারে আছে। সংবাদ দিয়া তাহাদিগকে আনাহঁতে হইবে। ওখানে বিশেষ ঠেকা না হইলে তাহাদিগকে পাঠাইব না।

এখানে মন্দিরের কার্য চলিতেছে। * প্রভু ক্রমশঃ ভাল হইতেছেন। * এখানকার অত্যাঁত্ন সংবাদ ভাল। * র সহিত আবশ্যকমত পরামর্শ করিবে। তোমাদের জন্ত বিশেষ চিন্তিত। প্রত্যেক সপ্তাহে পত্র দিবে। * * সহিত পরামর্শ করিতে পার। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাজী

শ্রীভক্তিপ্ৰজ্ঞান কেশব

শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীগুরুপূজা*

[পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৪ পৃষ্ঠার পর]

ভ্রম-প্রমাদাদি দোষচতুষ্টয়-বর্জিত সাধুগণের শ্রীমুখ-বিগলিত
বাণীতেই বাস্তব কল্যাণ নিহিত

শ্রবণ ক'রতে হ'বে বটে, কিন্তু কি শ্রবণ ক'রতে হ'বে? স্কুল-কলেজে ত' আমরা অনেক শ্রবণ ক'রে থাকি; কিন্তু যাঁরা আমাদের কাছে ঐসকল শ্রবণীয় কীর্তন করেন, তাঁ'রা কে? তাঁ'দের কি ব্যারামটা ভাল হ'য়েছে? ভ্রম প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা—মানবের যেগুলি স্বাভাবিক দোষ আছে, সেই দোষ থাকতে তাঁ'রা কিরূপে স্বতঃ বা পরতঃ আলোচনা ক'রবেন?

* জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-কর্তৃক তদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল পৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের অশ্রকট-তিথিতে প্রদত্ত বক্তৃতা।

—সম্পাদক

যিনি এসকল দোষ হ'তে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত. তাঁ'র আশ্রয় ব্যতীত কি প্রকারে আমরা ভ্রমাদি-নির্মুক্ত সত্যকথা শ্রবণ ক'রতে পারি? যিনি ভগবৎপাদপদ্মের সর্বদা অনুশীলন করেন, তাঁ'র আনুগত্যময়ী সেবা-দ্বারা তিনি যা'র সেবা করেন, তাঁ'র অনুসন্ধান পাওয়া যেতে পারে, অত্যাধিকার পাওয়া যেতে পারে না,—

“জ্ঞানে প্রিয়ামমুদপাস্তা নমন্তু এব

জীবন্তি সনুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।

স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্গনোভি-

র্থে প্রায়শোহজিত জিতোইপাসি তৈশ্চল্লোক্যাম্।”

আমার ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা তর্কপথে জ্ঞানসংগ্রহের চেষ্টা বিপজ্জনক। সেইরূপ জ্ঞান-সংগ্রহের আশায় যতাদিন আস্তা স্থাপন করি, ততদিন সমগ্র জ্ঞান পাই না, বিকৃতজ্ঞান—অসম্যগ্জ্ঞান বা কখনও কখনও আংশিক জ্ঞান লাভ ক'রে থাকি। আংশিক জ্ঞান সংগ্রহ ক'রতে গিয়ে খানিক জানতে জানতেই আয়ুঃ ফুরিয়ে যা'বে। নমস্কারের পছাই স্বীকার্য অর্থাৎ কাণটা পাতা। সাধুগিদের মুখকথিত বার্তা যিনি কাণ পেতে শ্রবণ করেন, তাঁ'রই মঙ্গল হয়। ভবদীয় বার্তা—কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বা কৃষ্ণভক্ত-সম্বন্ধীয় কথা যিনি আলোচনা করেন, তিনিই সাধু। অত্যাধিকার কথা বায়ুরাশিতে বিলীন হ'য়ে যায়। উহা শত শত বৎসর ধ'রে উচ্চারণ করিলে কি ফল হবে?

“হ্রিয়মাণঃ কালনষ্টা কচিৎকুরতি কশ্চন।”

কাল চ'লে যাচ্ছে, তা'তে আয়ুহরণ হ'য়ে যাচ্ছে. এর মধ্যে কে সিদ্ধি-লাভ ক'রবেন? শ্রোতপন্থীই সিদ্ধিলাভ ক'রবেন। বাদের প্রতিবাদ আছে, তর্কের কোনদিন প্রতিষ্ঠা নাই; কিন্তু শ্রোতপথ নিত্য সম্প্রতিষ্ঠিত। যিনি সর্বদা—২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা সর্বেন্দ্রিয়ে হরিকীর্তন করেন, তিনিই সিদ্ধিলাভ ক'রতে পারেন।

শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-কীর্তনকারী

অমানী-মানদ-ধর্মো দীক্ষিত

কীর্তনীয় বিষয়টি কি?—নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা। যদি বাস্তব-বস্তুর নাম কীর্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর রূপ কীর্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর গুণ কীর্তিত হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর পরিকর বৈশিষ্ট্য কীর্তিত

হয়, যদি বাস্তব-বস্তুর লীলা কীৰ্ত্তিত হয়, তা' হ'লেই আমাদের সমস্ত মঙ্গল হ'বে—আমাদের অহঙ্কার নষ্ট হ'য়ে যা'বে—আমাদের অসহিষ্ণুতা নষ্ট হ'বে। জড় প্রতিষ্ঠার আশাকে বর্জন ক'রে সমগ্র বহির্মুখ জগতের নিকট পরম অসাধু ব'লে খ্যাতি লাভ ক'রেও আমরা পরমানন্দ লাভ ক'রতে পারব। ভাগবতের ত্রিদণ্ডীর প্রতি বহির্মুখ জগৎ হ'তে অনেক অত্যাচার হ'য়েছিল। সত্যের কীৰ্ত্তনকারী—হরিকথা-কীৰ্ত্তনকারীর প্রতি অত্যাচার ক'রবার জন্ত সমগ্র বহির্মুখ জগৎ, এমন কি দেবতাগণ পর্য্যন্ত প্রস্তুত। ত্রিদণ্ডী জগতের বহির্মুখ সমাজের কথায় কর্ণপাত না ক'রে আপন মনে হরিকীৰ্ত্তন ক'রতে ক'রতে ভূমণ্ডলে বিচরণ ক'রেছিলেন,—

“এতাং সমাস্তায় পরাঙ্গনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূৰ্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।

অহং তরিষ্যামি দূরন্তপারং তমো মুকুন্দাজিহ্বা নিষেবয়ৈব ॥”

স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর
সম্বন্ধে বহির্মুখলোকের বিভিন্ন ধারণা

কৃষ্ণ যখন “সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” ব'লেন, তখন বহির্মুখ লোক কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রকৃতি-প্রসূত প্রাণিবিশেষ মনে ক'রে ব'লেন, কৃষ্ণচন্দ্র নিজের পূজার কথা নিজে ব'লছেন, কৃষ্ণ কিরূপ আত্মসুখপর! সেইজন্ত সেই কৃষ্ণচন্দ্রই জীবের মঙ্গলের জন্ত গুরুর পোষাকে উপস্থিত হ'লেন। তাঁ'র উপদেশ ও আচরণ হ'লো—কৃষ্ণকে ভজন কর—কৃষ্ণের কীৰ্ত্তন কর। বোকা লোকেরা মনে ক'রলে, একজন সাধক জীব এসে উপস্থিত হ'য়েছেন; বুদ্ধিমানেরা উপলব্ধি ক'রলেন, কৃষ্ণ বড় চতুর, শঠ, তাই ভোল ব'লেছেন, আশ্রয়জাতীয় আবরণ প'রেছেন; তাঁ'কে তাঁ'রা চিনে ফেলেন। আর আমার মত লোক মনে ক'রলে, একজন আচার্য্য, একজন ধর্ম্মপ্রচারক উপস্থিত হ'য়েছেন, তিনি সমাজবিপ্লব সাধন ক'রছেন। “হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই। কৃষ্ণের কীৰ্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়। সেই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥”

শ্রীকৃষ্ণকৃপায় শরণাগতির তারতম্যানুসারে শ্রীগুরুপাদপদ্ম লাভ

যদি আমাদের এমন সৌভাগ্য হয় যে, আমরা ভগবন্তের সঙ্গে পাই তা'হ'লে সেই সন্যোগ করিয়ে দেওয়ার একমাত্র মালিক—কৃষ্ণচন্দ্র। গুরুর হাত দিয়ে তিনি বরাভয়প্রদ ব্যাপারটাকে প্রদান করেন। যা'দের কপালের

জোর আছে, তাঁ'রা এই সুবিধাটা পান। যিনি ঘেঁরুপভাবে শরণাগত হন, তাঁ'র নিকট তদুপযোগী গুরুপাদপদ্ম উপস্থিত হ'ন।

আমাদের কপাল বড় মন্দ ছিল, জাগতিক লেখাপড়া লিখে উঠতে পারি নাই, এমন ব্যক্তিকে ভগবান্ দয়া ক'রেছেন—গুরুপাদপদ্মের সম্মুখীন, ক'রে দিয়েছেন।

ভগবান্-শব্দের সংজ্ঞা ; শ্রীগুরুদেব সাক্ষাদ্ মহাভাবময়ী বৈরাগ্যমূর্তি

‘ভগবান্’ শব্দের অর্থ আলোচনা ক'রতে গিয়ে গল্পের মত স্থলে প'ড়েছিলাম,—

“ঐশ্বর্য্যস্ত সমগ্রস্ত বীৰ্য্যস্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ।

জ্ঞান-বৈরাগ্যযোশ্চৈব যগ্নাং ভগ ইতীদৃশা॥”

‘বৈরাগ্য’ ব'লে কথাটা গল্পের মত শুনেছিলাম, ‘বৈরাগ্যশতক’, ‘শান্তি-শতক’, ‘মোহমুদগার’ প্রভৃতিতে বৈরাগ্যের উপদেশ পাঠ ক'রেছিলাম ; কিন্তু যখন দয়াময় কৃষ্ণ ও দয়াময় কাঞ্চ—উভয়েরই দয়া হ'লো, তখন ভগবানের বৈরাগ্য ব্যাপার শ্রীরূপ ধারণ ক'রে উপস্থিত হ'লেন। মানুষের আকারে এরূপ বৈরাগ্য হয় না। কিন্তু আমরা তা' সাক্ষাৎভাবে দেখতে পেয়েছি, তথাপি আমি ‘যে তিমিরে, সে তিমিরে’। শরীরটা বাধা দিচ্ছে, ২৪ ঘণ্টা গুরুপাদপদ্মের সেবা ক'রতে পারছি না। যে বৈরাগ্যের আদর্শ-মূর্তি দেখেছি, তা' মোহমুদগারের বৈরাগ্যমাত্র নয়—ফল্গুবৈরাগ্য নয়, সে বৈরাগ্য—মহাভাবময়—কৃষ্ণ-সেবার পরাকাষ্ঠাময়।

শ্রীগুরুর প্রতিজ্ঞা এবং শিষ্যের পূর্ণ শরণাগতি

কেবল কনক-কামিনীতে বৈরাগ্য নয়, প্রতিষ্ঠাশায় পর্য্যন্ত যাঁ'র বৈরাগ্য, এরূপ পুরুষ আমার আরাধ্য হউন—একটি শিষ্যও যিনি করেন না, এমন শ্রীপাদপদ্ম আকাজক্ষা ক'রে তাঁ'র নিকট গিয়ে উপস্থিত হ'লাম এবং তাঁ'র কাছে কৃপা ভিক্ষা ক'রলাম। তিনি ব'ল্লেন, আমি একটি শিষ্য ক'রেছিলাম, সে প্রতারণা ক'রে চলে গেছে, আর আমি শিষ্য ক'রব না। আমি ব্যথিত হ'লাম বটে, কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ক'রলাম, দেখি, আমি কতবার প্রত্যাখ্যাত হ'তে পারি। আমি তাঁ'র কৃপা না নিয়ে জগতে বিচরণ করব না।

জাগতিক বিচার গৌরব পারমার্থিকক্ষেত্রে অকিঞ্চিৎকর

সেই গুরুপাদপদ্মের নিকট যখন উপস্থিত হ'লাম তখন তাঁ'র কৃপায় জানতে পারলাম, আমি যাঁ'কে সর্বোত্তম আদর্শ বলে মনে করি, সেই

আদর্শ তাঁ'র নিকট সর্কাপেক্ষা অধম। জগতের সকলের সহিত আমার আদর্শের মিল ছিল না; কিন্তু আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম একটি অলৌকিক বিচার দেখিয়ে দিলেন। পূর্বে 'নেতি নোতি' বিচারপর নির্বিশেষবাদীর অনেক গ্রন্থ আলোচনা ক'রেছিলাম। তাঁর বাস্তব উদাহরণ পেয়ে গেলাম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে জানালেন, তুমি যে আদর্শের অনুসন্ধান ক'রছ, সেই আদর্শ তোমার নহে। আমি মনে ক'রেছিলাম, আমার গুরুপাদপদ্মে অদ্বিতীয় বৈরাগ্য আছে বটে, কিন্তু তাঁ'র পাণ্ডিত্য কিছু কম আছে। তিনি পুঁথি-পত্রের বিচার অহঙ্কারকে চূর্ণ ক'রে দিয়েছিলেন—তাঁ'র কৃপা-মুদারের দ্বারা। তিনি জানিয়েছিলেন, তোমার সর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আদর্শ—প্রকৃতপক্ষে সর্কাপেক্ষা নিকৃষ্ট। যখন তাঁ'র এই বাণী কর্ণে প্রবেশ ক'রেছিল—যখন তাঁ'র কৃপা পেয়েছিলাম, তখন আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে সেই দিব্যজ্ঞান ধারণ করবার ক্ষমতা ছিল না। এতবড় কথাটা তিনিই আমার মত বোকা সব-জাত্যকে শুনবার সুযোগ দিয়েছিলেন।

জড় ভোগেশ্বর্যে সজ্জনগণের নিরপেক্ষনীতি

এক সময়ে বাঙ্গালা দেশের একজন প্রধান ভূম্যধিকারী, আমি কা'র আশ্রিত, অনুসন্ধান ক'রে আমার গুরুপাদপদ্মের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব জেনে আমার প্রভুকে ভূম্যধিকারী মহাশয়ের প্রাসাদে তাঁ'র ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্ত উপস্থিত হ'য়েছিলেন। বৈষ্ণব-ভূপতির সর্দৈন্ত কান্তর প্রার্থনা শুনে আমার গুরুপাদপদ্ম উক্ত ভূপতিকে বল্লেন যে, আমি যদি আপনার প্রাসাদে গমন করি, তা' হ'লে হয়ত' সেখানে আমার থেকে যাওয়ার ইচ্ছা হ'বে এবং আপনার লোকজন আমাকে আপনার সম্পত্তির ভাগীদার মনে ক'রে আমার প্রতি মামলা মোকদ্দমা জুড়ে দিবেন। আমার মামলা-মোকদ্দমা করবার সামর্থ্য নাই, সুতরাং আপনি এই শ্রীধামের গঙ্গাপুলিনে আমার নিকট বাস ক'রে নিশ্চিন্তে হরিভজন করুন। আমি আপনার জন্ত একটি গাড়ীর ছই নিৰ্ম্মাণ ক'রে দিব এবং ভিক্ষা ক'রে আপনার গ্রাসাচ্ছাদন নিৰ্ব্বাহ করা'ব। আর আপনি আপনার সমস্ত বিষয়, সম্পত্তি গোমস্তাগণের হাতে অর্পণ ক'রে বিষয় হ'তে নিবৃত্ত হ'লে বৈষ্ণব হ'তে পারবেন, তখন আমি বৈষ্ণবের প্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত হ'য়ে আবদ্ধ থাক'ব। যদি আমি আজ আপনার নিমন্ত্রণ স্বীকার ক'রে এই অপ্ৰাকৃত গৌরধাম হ'তে আপনার প্রাসাদে গিয়ে বাস করি, তা'হ'লে কিছুদিনের মধ্যেই

রাজার স্বভাব লাভ ক'রে বিপুল ভূমি ও বিষয়-সংগ্রহের জন্ত আমাকে ব্যস্ত হ'তে হ'বে। তা'তে ফল হ'বে যে, কিছুদিনের মধ্যে আমার কৃষ্ণ-ভজনের অভিলাষ বিষয়-সংগ্রহের পিপাসায় পর্য্যবসিত হ'য়ে আমি রাজার হিংসার পাত্ররূপে পরিগণিত হ'ব। পক্ষান্তরে, যদি আপনি আমার কুটীরের পাশে অপর কুটীর স্থাপন ক'রে ভজন করেন, মাধুকরী গ্রহণ ক'রে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, তা'হ'লে কোনদিন আমরা প্রণয়চ্যুত হ'য়ে হিংসায় প্রবৃত্ত হ'ব না। যদি আপনার ছায় বৈষ্ণব-বন্ধু মহারাজ আমার প্রতি কোন কৃপা-প্রদর্শন করতে ইচ্ছা করেন, তা'হ'লে আমার ছায় জীবন অবলম্বন ক'রে হরিভজন করুন, তা'হলেই আমাকে কৃপা করা হ'বে—আমার সঙ্গে আপনার আন্তরিক বন্ধুত্ব হ'বে।

আমার গুরুপাদপদ্মের এইরূপ পরামর্শ শ্রবণ ক'রে বৈষ্ণব-রাজেন্দ্র স্তম্ভিত হ'লেন। যাহাদিগকে তিনি বৈষ্ণব ব'লে পোষণ করেন, তাহাদিগের চরিত্র ও এই মহাত্মার চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করুলেন। রাজার আশ্রিত ব্যক্তিগণ তাঁ'র রূচির অনুকূল বাক্য ব'লে কিছু জাগতিক লাভ অর্জনে ব্যস্ত। আমার গুরুদেব সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, জগতে কাহারও নিকট কোন প্রার্থী ন'ন। সকলে নিষ্কপটে হরিভজন করুন—এই তাঁ'র শুভেচ্ছা। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করাকেই তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক দয়ার কার্য্য জানেন। বিষয়ে রুচি বা কাহারও আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-যজ্ঞে বাতাস দেওয়াকে তিনি 'কৃপা' জানবার পরিবর্তে ভীষণ 'হিংসা' জ্ঞান করেন।

আহার-বিহারাদি জীবনধারণে ভগবদ্ভক্তের কঠোরতা

ও বৈষ্ণবসেবার আদর্শ

আমার শ্রীগুরুদেব নদীয়া সহরের গঙ্গার তটের বিভিন্ন স্থানে পাগলের ছায় প'ড়ে থাকতেন। তিনি পাক ক'রে খাওয়া, কোন বিষয়ীর ভোজ্য-দ্রব্য গ্রহণ করা, বিষয়ীর ঠাকুর বাড়ীতে খাওয়া প্রভৃতিকে সর্বতোভাবে পরিহার ক'রেছিলেন। কখনও কাঁচা চা'ল জলে ভিজিয়ে খে'য়ে থাকতেন কখনও পাক খেয়ে থাকতেন; অধিকাংশ সময়েই নগ্ন থাকতেন, কখনও কখনও শ্মশানে সংকারার্থ আনীত মৃতের পরিত্যক্ত বসন সংগ্রহ ক'রে তা'দ্বারা অঙ্গ আবৃত করতেন। তাঁ'র কাছে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য আসত; অনেক গৃহস্থ-বৈষ্ণব ধনাঢ্য ব্যক্তি আমার প্রভুকে অনেক টাকা, মূল্যবান শাল প্রভৃতি বস্তু দিতেন। টাকা পেয়ে কাপড়ের দুই পাঁচটি গ্রাছি দিয়ে

নানা স্থানে রেখেও অর্থের জন্ত ব্যতিব্যস্ততা দেখা'তেন। মূঢ় অর্থপ্রিয় ব্যক্তিগণ মনে-করতেন যে, তাঁ'র অর্থে প্রচুর লোভ আছে। কেহ তাঁ'কে মূল্যবান বস্তু দিলে তিনি দাতাকে বিশেষ প্রশংসা করতেন এবং সেরূপ বস্তুর অকিঞ্চিৎকরতা জানিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, আমি ত' বৈষ্ণব হ'তে পারলাম না। যে-সকল লোক এ-সকল জিনিষ দিয়ে গেছেন, তাঁ'রা বৈষ্ণবের ব্যবহারের জন্তই দিয়েছেন; সুতরাং বৈষ্ণবেরই উহা গ্রহণ করবার যোগ্যতা--এ ব'লে তিনি অনেক সময় বনমালি রায় ম'শায়ের নিকট ঐ সকল টাকা-পয়সা পাঠিয়ে দিতেন এবং তাঁ'র নিকট চিঠি লিখে জানতেন, তিনি ঐ সকল জিনিষকে বৈষ্ণবের সেবায় লাগিয়েছেন কিনা? বনমালি রায় ম'শায় তখন শ্রীবৃন্দাবনে বৈষ্ণব-সেবায় তৎপর ছিলেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল দাস গোস্বামীর বৈরাগ্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত

আমার গুরুপাদপদ্ম জগতের কোন কথায় প্রবিষ্ট হ'তেন না; কেন-না আমার ছায় অযোগ্য ব্যক্তিকেও তিনি রূপা করবার অভিনয় ক'রেছিলেন। তাঁ'র শতাংশের একাংশের বৈরাগ্যের সহিত জগতের শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্যবানগণের বৈরাগ্যের তুলনা হ'তে পারে না। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্য আমার প্রভুতেই পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত ছিল। তাঁ'র চরিত্র যদি জগতে প্রকাশিত হয়, আমার গুরুবর্গ যদি তাঁ'র অতিমর্ত্য চরিত্রের কথা জগতে অতি সরল ভাষায় প্রকাশ করেন—প্রচার করেন, তা'হলে সমগ্র জগৎ লাভবান হতে পারবেন। আমার গুরুপাদপদ্ম শুধু কনক-কামিনী ছেড়ে দিতে বলছেন, এমন নহে, সাধুগিরি দেখান' পর্য্যন্ত ছেড়ে দিতে বলছেন, তিনি ভাগবত পরমহংস ছিলেন। পরমহংসী সংহিতা ভাগবতের আশ্রয় ব্যতীত কখনও থাকতে পারে না।

অপ্রাকৃত চিন্ময় ধামে প্রাকৃতবুদ্ধি ধামাপরাধ বিশেষ

একবার একটি কৌপীনধারী আমার গুরুপাদপদ্মের নিকট এসে বল্লেন যে, আমি কুলিয়া-নবদ্বীপে পাঁচকাঠা জমি কোন এষ্টেটের কর্মচারীর নিকট হ'তে সংগ্রহ ক'রেছি। তা' শুনে আমার প্রভু বল্লেন, শ্রীনবদ্বীপধাম অপ্রাকৃত, প্রাকৃত ভূম্যধিকারিগণ কি প্রকারে এখানে ভূমি প্রাপ্ত হ'লেন যে' তা' হ'তে সেই কৌপীনধারীকে পাঁচ কাঠা জমি দিতে সমর্থ হ'তে হ'য়েছেন! এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ধনরত্ন বিনিময়ে প্রদান করলেও অপ্রাকৃত

নবদ্বীপের একটি বালুকণার মূল্যের তুল্য হয় না। সুতরাং উক্ত জমিদার অত মূল্য কোথায় পাবেন যে, তাঁর নবদ্বীপের ভূমি বিক্রয় করবার অধিকার আছে? আর কোপীনধারীরই বা কত ভনজ-বল—যা'তে তিনি তজনমুদ্রার বিনিময়ে অত জমি সংগ্রহ করতে পেরেছেন। শ্রীনবদ্বীপধামের ভূমিতে প্রাকৃত-বুদ্ধি করলে ধামবাস হওয়া দূরে থাকে, ধামাপরাধ হ'য়ে থাকে। অপ্রাকৃত-ভক্তকে 'অপ্রাকৃত' জ্ঞান করলে ভাবিত লোক তা'কে 'অপ্রাকৃত সহজিয়া' বলেন।

ভাগবত-পাঠক শাস্ত্র-ব্যবসায়িগণ কনক কামিনী- প্রতিষ্ঠা-লোলুপ

আর এক সময় একজন ভাগবতের কথকতায় বিশেষ নিপুণ, 'গোস্বামী' নামে পরিচিত ব্যক্তির লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার ব্যাখ্যা সাধারণের মুখে শ্রবণ ক'রে তিনি সেই ভাগবত-কথক বহুশিষ্য-সংগ্রাহক গোস্বামী ম'শায়ের ভক্তি-প্রচারের মা'বেশ তথা অলুসন্ধান করেন। সেই গোস্বামী ম'শায় 'গৌর গৌর' বলান ও অসংখ্য শিষ্য-সংগ্রহের চাতুরী জানেন শুনে আমার প্রভু বলেন, ঐ প্রতিষ্ঠাশালী পাঠক ভাগবত-ব্যাখ্যা বা 'গৌর, গৌর' বলান নাই, 'টাকা, টাকা', 'আমার টাকা' ব'লে চীৎকার ক'রেছেন, উহা কখনই ভজন নহে, সত্যস্বের আবরণ-মাত্র; তদ্ব'রা জগতের অনিষ্ট বাতীত কোন উপকার সাধিত হ'বে না।

আমার শ্রীগুরুপাদপদের নিকপটতা ও নিরপেক্ষতার আদর্শ-স্বরূপ অপার্থিব চরিত্রের সম্বন্ধে অসংখ্য কথা আমরা শুনেছি ও প্রত্যক্ষ ক'রেছি।

সাধু শাস্ত্র-গুরুবাক্য—এক তাৎপর্যাতার

সকল শব্দই বিষ্ণুকে উদ্দেশ্য করছে। যে শব্দ বিষ্ণু হ'তে পৃথক হ'য়ে অথ কিছুই উদ্দেশ্য করে তাহা শব্দের অঙ্করুচি; তা'তে কৃষ্ণের অদ্বিতীয় ভোক্তৃষ্ণ-বিচারের পরিবর্তে জীবের মায়া-ভোক্তৃষ্ণের বিচার আনয়ন করে। আমরা দর্শনের বড় বড় কথাগুলি—ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি আমাদের শ্রীগুরুপাদপদে অতি সরলভাবে আকারিত দেখতে পেয়েছি। যদি ভগবানের অলুগ্রহ হয়, তা' হ'লে তিনি অতি দোস্তা কথায় মানবজাতিকে এ সকল কথা জানিয়ে দেন। তখনই তা'রা বুঝতে পারে, বাস্তব সত্য কি জিনিষ আর কাল্পনিক ও আপাততঃ জগতের কাজ চালান সত্য বা আপেক্ষিক সত্য কি জিনিষ।

প্রকট ও অপ্রকট-লীলা উভয়ই লীলা

লোকে বলে,—আজ আমার গুরুপাদপদ্মের অপ্রকটের দিন, কিন্তু আমি মনে করি, আজ তাঁ'র প্রাকট্যের দিবস। তাঁ'র কথা সহস্রমুখে, কোটিমুখে—সহস্র ইন্দ্রিয়ে, কোটি ইন্দ্রিয়ে কীৰ্ত্তন ক'রে নিত্যকাল যেন তাঁ'র পূজা ক'রতে পারি। শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট-স্থাপনকারী শ্রীরূপ প্রভুর মনোভীষ্ট-স্থাপনে যেন আমাদের সর্বেন্দ্রিয় নিযুক্ত হয়।

আমার নিত্য প্রভুর কথা বলবার চেষ্টা দেখা'তে গিয়ে আমি আপনাদের অনেক সময় গ্রহণ করলাম। আপনারা কৃপা ক'রে আমার নিত্যপ্রভুর কথা শ্রবণ ক'রেছেন ; সুতরাং আপনাদের চরণেও গুরু-বুদ্ধিতে প্রণাম করছি।

প্রশ্নোত্তর

(জীবের প্রতি উক্তি)

২১। শ্রীল ঠাকুর শ্রেয়ঃপথের পথিককে কিরূপ দৃঢ় হইতে বলিয়াছেন ?

“Maintain thy post in spirit world

As firmly as you can,

Let never matter push thee down,

O stand heroic man !”

— Saragrahi Vaishnava

২২। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকের প্রতি ঠাকুরের উপদেশ কি ?

“বেদান্তশাস্ত্র ও রসশাস্ত্র যেকোন যত্ন-সহকারে সদগুরুর নিকট পাঠ করিতে হয়, সেইরূপ এই মহাপ্রস্থখানি (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) পাঠ করিবেন।”

—‘প্রবোধন’—অঃ প্রঃ ভাঃ, সঃ ৩।১১

২৩। সদগ্রন্থ-পাঠকের প্রতি ঠাকুরের সতর্কীকরণ কিরূপ ?

“যে গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাহা সম্পূর্ণরূপেই পাঠ করিবেন, নতুবা কেবল নিরর্থক বাদপরায়ণ হইয়া অবশেষে তार्কিকশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইবেন।”

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

২৪। আধ্যাত্মিক গ্রন্থপ্রিয় ব্যক্তির প্রতি ঠাকুরের সহপদেশটি কি ?

“কেবল পুঁথির আলোচনায় আবদ্ধ থাকিবেন না ; সাধুবৈষ্ণবের চরণাশ্রয়ে সাধন, ভাবভক্তি ও প্রেম—এই সকল তত্ত্বের যথাযথ পার্থক্য অনুভব

করিবেন। বৈষ্ণবধর্ম পুঁথিগত তত্ত্ব নয়। ‘নিগ্রহ’ শব্দের দ্বারা শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবদিগকে গ্রহাতীত বলিয়াছেন; অতএব বৈষ্ণবতত্ত্ব—একটি রহস্য।”

—‘সমালোচনা’, সঃ তোঃ ৬।২

২৫। ঠাকুর কর্তৃক কলিত্ত কলিত্ত ভজনকারিগণের প্রতি কোন্ পথ নির্দিষ্ট হইয়াছে?

“সর্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, এ কালটি কলিকাল। যিনি শুদ্ধভক্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন, কলি তাহার সংকার্য্যে বাধা দিবার জন্ত অনেক কুপহা সৃষ্টি করে। মহাপ্রভুর চরিত্র ও উপদেশানুসারে যাত্রা করিবেন, তাহাতে কলির অধিকার নাই।”

—‘বৈষ্ণব-সেবা’ সঃ তোঃ ৬।১

২৬। ঠাকুর সাধকগণকে কিরূপ দৃঢ় ও সহিষ্ণু হইতে বলিয়াছেন?

“তোমাকে কেহ ঠেলিয়া ফেলুক, অপমানই করুক, অসদ্ব্যক্তি বঞ্চিতই করুক, কেহ বা হিংসা করুক, কেহ বা তাড়না করুক, কেহ বা আবদ্ধ করুক, কেহ বা তোমার সম্পত্তি হরণ করুক, কেহ বা তোমাকে খুৎকার করুক, কেহ বা তোমার শরীরে মৃত্যুত্যাগ করুক এবং অজ্ঞব্যক্তিগণ বহুবিধরূপে প্রকম্পিত করুক, তথাপি তুমি দৃঢ়রূপে শ্রেয়স্কাম হও এবং মনকে তজ্জ্যাশ্রিতা বুদ্ধির দ্বারা কুবিষয় হইতে অবশ্যই উদ্ধার করিবে।”

—‘সাধনভক্তিঃ’ শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১২।৫

২৭। শ্রীল ঠাকুর শ্রীমন্নমহাপ্রভুর অকপট সেবককে কিরূপ আশ্বাস দিয়াছেন?

“করুণাময় মহাপ্রভুর কৃপায় অবিলম্বে সমস্ত সামাজিক অমঙ্গল দূরীভূত হইবে, সন্দেহ নাই। অকৃত্রিমরূপে সেই মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করিলে আর কোন বিষয়ের চিন্তা থাকিবে না।”

—‘মহাশয় সম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম, প্রথম প্রবন্ধ’, সঃ তোঃ ২।৭

২৮। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীচৈতন্যগীতা-দর্শনলালসা ও কৃষ্ণ প্রেমলাভার্থ বিশ্ববাসীকে আহ্বান কিরূপ?

“যবে প্রভু গৌরচন্দ্র আনন্দ-তরঙ্গে
রসাইল ভূমণ্ডল, সমুদ্র যেমতি
পুরাকালে ভাসাইল পৃথিবীর উচ্চ
গিরিচূড়া জলবেগে, কেন সে সময়ে
না জন্মিল ভাগ্যহীন নরাধম আমি?
নারিলাম আশ্বাদিতে সে প্রেমলহরী !!

कर्मयोग, भाग्य, देव, कर्म, देवता, मन ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଷଣ ଦେଶ ସିଂହମାନବ ।

কেন্দ্রের সারি কলমে প্রাপ্ত মতামতঃ

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

আজ আধুনিক জিন পদ্ধতি পরিচয় পাওয়া যায়—চিংড়ি, ছোটখাট
জাম্বাশাক। টাটকা মিষ্টান্নও বসিলে তাঁরান পুণ্ডা, অরীসান কদা
কদা। সজ্জাবান্দ মিষ্টান্নও নহ, চিংড়ি ও কদমক আদে পছন্দী, বহিৎ
ছায়ায় প্রণামে পছন্দ পাওয়া যায়। আবার মাঝাঝি ইংরেজ ও মাঝামাঝ
কীভাবে ১০ মিষ্ট আদায় পছন্দ ফকশোনকাজিত ভাঙাওন যায়। একে
মিষ্টান্নও আদায় পছন্দ পছন্দ, পছন্দ পছন্দ পছন্দ। তাঁরান মাঝ
জাম্বা ওন পছন্দ পছন্দ পছন্দ পছন্দ পছন্দ পছন্দ পছন্দ পছন্দ
মিষ্টান্ন এবং চিংড়ি ওন পছন্দ পছন্দ পছন্দ পছন্দ পছন্দ পছন্দ পছন্দ পছন্দ

ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଶିବବ୍ରତକେତବ, ଶିବାବାହୁକ, ଶିବାର ସମୟର ବିଜ୍ଞାପିତ୍ର ଏବଂ
 ଔଷଧୀୟ ଶବ୍ଦର ଶୈଳବାହାବାସନ ଏବଂ ସର୍ବସାର ଅମୃତ କବିତା ବିଶେଷ ଶୁକ୍ତିର
 ମହିତା ସ୍ବର ଓ କୌଣସି ସ୍ବର ଗୁଣରୁ ଗଠିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗରିଷ୍ଠ ଜ୍ୟୋତିର୍ବାହୁକ ।

ଅର୍ଥ:ହୁଏ ନି:ଶି:ସବଦାନ ଶବ୍ଦମ-ହୁଏ-ଈକମାତ୍ର :-

[illegible]

**सूचना प्रणाली विभाग, भारतीय विज्ञान अकादमी, दिल्ली-११००६७*

ଆହାମା କୌଣଃ ଶ୍ଚ ନିକେଶଃ ମହୋକୌତୋଽପି ତ୍ରିବିକ୍ରମଃ ।

ভাৰতীয় অৰ্থ চৰ্চকৰ এজন সফলকোষৰ ৰচয়িতা বিজ্ঞানভৱন ইণ্ডিয়াৰ অধ্যাপক
 বাৰ্জিনাৰ প্ৰামোদকৰ আ ৬৬বছৰৰ বয়সত সৰ্বস্বত্বচাৰী হৈছে, তথাপি "গুণ"ৰ
 সোঁকৰণ। "কৰিগাৰাৰাৰাৰ" "একিছোৰা গাৰাৰ" তথাপি "কৰিগাৰাৰ"
 "কৰিগাৰাৰ" "একিছোৰা গাৰাৰ" "একিছোৰা গাৰাৰ" "একিছোৰা গাৰাৰ"
 "একিছোৰা গাৰাৰ" "একিছোৰা গাৰাৰ" "একিছোৰা গাৰাৰ" "একিছোৰা গাৰাৰ"

এক্ষণে উপাস্ত হরি অনুমানগম্য বা বেদবাচ্য—এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্ম-
সূত্রের তৃতীয় সূত্রের অবতারণা—“শাস্ত্রযোনিভাৎ”

তিনি অনুমানাধীন চিন্তাধারা অনুমেয় নহেন। কিন্তু শাস্ত্র তাঁহার
বোধহেতুরূপে উক্ত হইয়াছে। “তত্ত্ব সমন্বয়াৎ”, “শ্রুতেস্ত শব্দমূলভাৎ”
প্রভৃতি সূত্রও ইহার সমর্থন করিয়াছে। অনুমান বা তর্কাদি দ্বারা তিনি
গম্য নহেন ইহা অতীতও দৃষ্ট হয়। যথা “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ” “তত্ত্বোপনিষদং
পুরুষং পৃচ্ছামি” ইত্যাদি। অর্থাৎ তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। সেই উপনিষদবেত্ত
পুরুষের কথা জানিতে ইচ্ছা করি।

ব্রহ্মবস্তুই নিখিল বেদবেত্ত। অত্ৰ কোন দেবতা বা মনুষ্য, যক্ষ, রক্ষঃ,
কিন্নরাদির কথা বেদাদি শাস্ত্রে কীর্তিত হয় নাই। গীতাতেও ভগবদ্ভক্তি,—
“বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেত্তঃ।” স্থানে স্থানে বিভিন্ন নামের উল্লেখ থাকিলেও
তাহা ব্রহ্মকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। যথা—“আকাশস্তল্লিজাৎ”

চান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্তি—“অস্ত্র লোকস্ত কা গতিরিতি আকাশ ইতি
হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপত্তস্তে আকাশং প্রত্যস্ত
যান্ত্যাকাশঃ পরায়ণম্” ইতি। কো হেবাভ্যাং কঃ প্রাণ্যাদ্ যন্তেব আকাশ ন
আনন্দো ন স্রাৎ” ইত্যাদি।

শালাবত নামক ঋষি রাজা জৈবলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বিশ্বের
গতি কি? রাজা উত্তর করিলেন—‘আকাশ’। কেন না, এই সমস্ত দৃশ্যমান
ভূত-প্রপঞ্চ আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়, আকাশেই লয় প্রাপ্ত হয় এবং
আকাশেই অবস্থিতি করে; এখানে আকাশ-শব্দে ভূতাকাশকে বুঝিতে
হইবে না। কারণ ব্রহ্ম ভিন্ন ভূতাকাশ হইতে কখনও সর্বভূতের উৎপত্তি
সম্ভব নহে। বস্তু কখনই নিজে নিজের হেতু হইতে পারে না। আবার
অতীত দৃষ্ট হয়,—যদি এই আকাশরূপী পরমাত্মা আনন্দস্বভাব না হইতেন,
তাহা হইলে কেইবা বাঁচিত, কেইবা অপান-চেষ্টা করিত। এই প্রকার—

“অতএব প্রাণঃ”, “জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ”, “কম্পনাৎ”, “প্রাণস্তথা-
নুগমাৎ”, “পত্যাশিধেভ্য”, “বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ।” শাস্ত্রদৃষ্টা-
ত্বপদেশো বামদেববৎ, অর্ধ্যমানমনুমানং স্রাৎ,” “শব্দাদিভ্যোহস্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ
নেতি চেন্ন তথা দৃষ্টাপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষবিধমপি চৈনমধীয়তে,” “অতএব
ন দেবতা ভূতঞ্চ” প্রভৃতি সূত্রগুলির বায়ু, ইন্দ্র, বজ্র, আদিত্য, অগ্নি প্রভৃতি
দেবতাকে উদ্দেশ্য করে নাই, কিন্তু উহার ব্রহ্মবাচক।

॥ गङ्गादेव्यै नमः ॥

पुष्प। एतेन पुष्पि किञ्चन कल्प साहित्यम् ।

ਦੇਸ਼ਪਾਲ (ਸ਼ਿਵਿਕ) ਦੇਸ਼ਮ ਕਹਾਏ ਨੁਕਾਕ

ਸੁਰਮਿਯੋ ਫੁਲ ਚੰਦਰਿਕ—

ককিঃ সূত্রঃ ১০০০ঃ সূত্রঃ ১০০০ঃ সূত্রঃ ১০০০ঃ সূত্রঃ ১০০০ঃ

[illegible]

विद्युत्, ऐन, सूर्य, वायु, उष्ण, शक्ति, प्रकाश, ध्वनि, गुरुत्वाकर्षण, ...

गङ्गा। बाला। बाह्यः। विष्णुः। शिवः। श्रीः। लक्ष्मीः। सुतः।

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

কৃষ্ণজান্নাভাট্যঃ জ্যোতিষাঃ জিহ্বিকৃষ্ণা বিদ্যোৎসাহঃ ।

કુલપતિનું અધિકારક્ષેત્ર : સુવર્ણનગર સેક્ટર ૭

॥ १ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତରାଢ଼ିରେ ମିଳିବେ ଖୁସିର ସମୟ । (ସିଆଲକୋଟ୍ ସ୍ଥାନୀୟ)

— 100 —

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ପଞ୍ଚାବତୀରଣ ଶ୍ରୀମାତାଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀ

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible][illegible]

१५॥ अथवा यजि सः सौ सुखी भवति ॥

ଉପରୁ ଅର୍ଥାତ୍, ନାମାବଳୀରାମ ଉପରୁ ଅର୍ଥାତ୍, ଅମରବନ କରେଇ ବନିବା ତ୍ରିମି
 'କର୍ତ୍ତା', ନକାଳର ଉପ ବଳିବା ତ୍ରିମି 'ଈମାର', ଗଦାବର ବଳିବା ଈମାର ନାମ
 'ନିମାବୀ', ବଳିବୁଦ୍ଧର ବନିବା ତ୍ରିମି 'ନିବ' ନକାଳର ଗୋପାବନ କାବର, ଏକକ
 'ବର', ନିମାବ ନୂତ୍ତି କବିରା ତାହାକେ ଗାଳ କାବର ବଳିବା 'କବିରାମ', ନାମାବ
 ବନକ 'ବିବିବି', ଡାହାଁ ନମାବ 'ବ୍ରହ୍ମ' ଏବଂ ଈଶ୍ବରୀକେବୁ 'ବିଷ୍ଣୁ' ବଳିବା କବିରା
 ବନା । ଇତିହାସ ନାମାବି ନାମାବ ଇତିହାସ ଇତିହାସ ବନେ ଏ ପୁରାଣେ
 ଶିବ ହିନ୍ଦୁ ଗାଳେ । (—ଉପାଦେ) । ଉପ ପୁରାଣେ ଶିବ ଗାଳେ,—
 ପୁରାଣେ ଶିବ ଗାଳେ ଶିବ ଗାଳେ ଶିବ ଗାଳେ ଶିବ ଗାଳେ, ଶିବ ଗାଳେ ଶିବ ଗାଳେ
 ଶିବ ଗାଳେ ଶିବ ଗାଳେ । ଉପ ପୁରାଣେ ଶିବ ଗାଳେ,—ଶିବ ଗାଳେ ଶିବ ଗାଳେ
 ଶିବ ଗାଳେ, ଶିବ ଗାଳେ ଶିବ ଗାଳେ ଶିବ ଗାଳେ ଶିବ ଗାଳେ, ଶିବ ଗାଳେ ଶିବ ଗାଳେ
 ଶିବ ଗାଳେ ଶିବ ଗାଳେ ଶିବ ଗାଳେ ଶିବ ଗାଳେ ଶିବ ଗାଳେ ଶିବ ଗାଳେ ଶିବ ଗାଳେ
 ଶିବ ଗାଳେ ଶିବ ଗାଳେ ଶିବ ଗାଳେ ଶିବ ଗାଳେ ଶିବ ଗାଳେ ଶିବ ଗାଳେ ଶିବ ଗାଳେ

আমরা কেন-উপনিষৎ পাঠ করিলে ইহা সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে পারি যে, ব্রহ্মের শক্তি ব্যতীত দেবগণের পৃথক্ শক্তি নাই। ব্রহ্মের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া তাঁহারা যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করেন।

বেদান্তের আরও অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু অল্প সময় এবং অপর বক্তার নিকট হইতে শ্রবণের জন্ত আপনারা উৎকৃষ্টিত; সুতরাং সংক্ষেপে সাধন ও ফল সম্বন্ধে কিছু কীর্ত্তন করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

বেদান্তের ২য় অধ্যায়ে অতীত দর্শনের কথা নিরাস করিয়াছেন। চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ত্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব মীমাংসা, শাক্ত্যেয় বাদ, সমন্বয়বাদ, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি সমস্ত মতবাদকেই বেদব্যাস অসম্পূর্ণ বা বিকৃত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

“আবৃত্তিরসকৃৎপদেষাং,” “প্রকাশচ্চ কৰ্ম্মণ্যভ্যাসাং,” “অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্,” “ধ্যানাচ্চ,” “আত্মীনঃ সন্তুবাং,” “যত্রৈকাগ্রতা তত্রা-
বিশেষাং,” “স্মরন্তি চ,” “পর্য্যভিধানাত্তিরোহিতং ততো হস্তা বন্ধনিপর্য্যায়োঃ”
প্রভৃতি সূত্রে ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে অভিধেয়ের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে।
ক্রটিতেও “শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবেহি,” “ভক্তিরস ভজনং তদিহামুদ্রোপাধি-
নৈরাশ্রেনৈবাস্মিন মমকল্লনমেব নৈকর্য্যম্” ইত্যাদি বাক্যে, তথা স্মৃতিতে
বহু বাক্যে ভক্তিকেই অভিধেয় বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

এক্ষণে ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফল-নির্ণয়ে জীবের চরম ফল নির্ণয়ার্থ কএকটি সূত্র উক্ত হইল,—

“সম্পদ্যাবির্ভাবঃ শ্বেন শব্দাং,” “অভিভাগেন দৃষ্টত্বাং,” “ব্রাহ্মণে জৈমিনি-
রূপত্বাদিভ্যঃ,” “চিতি তন্মাত্রেন তদাত্মকত্বাদিতোড়ুণোমিঃ,” “সকল্লাদেব
তচ্ছ্রুতেঃ,” “অতএব চানুষ্ঠাধিপতিঃ” প্রভৃতি সূত্রে জীবের মুক্তির পরে
স্ব-স্বরূপে অবস্থান, অপহতপাপাত্ম্যাদি গুণাষ্টকাবির্ভাব, সকলানুযায়ী সিদ্ধি
এবং ভগবদ্ ভিন্ন অস্ত্র-নিয়ামক-রাহিত্যাদি অবস্থাসকল উদিত হওয়ার কথা
বর্ণিত হইয়াছে।

“অনাবৃত্তিঃ শব্দাং অনাবৃত্তিঃ অকাং” অর্থাৎ ভগবদুপাসনা দ্বারা অনাবৃত্তি
হইয়া থাকে—ইহা শব্দ-প্রমাণগম্য। যথা—“এতেন প্রতিপাদ্যমানা ইমং মানবং
নাবর্ত্তন্তে। স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাদবায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরা-
বর্ত্ততে।”, “মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্। নাপ্নবন্তি মহাত্মানঃ
সংসিদ্ধিং পরমাং গতঃ”, “আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোহজ্জুনঃ।

মামুপেক্ষা তু কোন্তেষ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে, ॥”, “যে দারাগার পুত্রাপ্তান্ প্রাণান্
বিস্তমিমং পরম। হিহ্ম মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসাহে।”
“ধোতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি । মুক্তঃ সর্বপরিব্রেশঃ পাত্ত্বঃ স্বশরণং
যথা ॥” ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতিবাক্যে জীবের আর পুনরাবর্তনের আশঙ্কা নাই।

শ্রীচৈতন্যদেবের ও বেদান্তের বাণীর সার আমাদের পূর্ববর্তী আচার্য্য—
আমাদের পরাংপর গুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইরূপে
প্রণীত করিয়াছেন—

আয়ায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্বশক্তিং রসাক্ষিৎ
তদ্ভিন্নাংশাংশ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ ভাবাৎ ।
ভেদাভেদ প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ ॥

উপসংহারে প্রকাশানন্দের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তির কতিপয় ছত্র
এখানে উদ্ধৃত করিয়া বক্তৃতা শেষ করিতেছি—

প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন ॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার ।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার ॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন ।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম ।
সর্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম ॥
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে ।
কণ্ঠে এই করি শ্লোক করিহ বিচারে ॥
হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরনুথা ॥

* * *

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব ।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ ॥
যার আগে তুণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥

নিত্যলীলাপ্রবিষ্টে ঔ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতম্
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
শ্রুতানির্ভাব-তিথি-পূজা-বাসরে
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ প্রভু জয় জয় ।
তোমার আবির্ভাব-লীলা শুদ্ধসত্ত্বময় ॥
কৃষ্ণের বাসনাপূর্ণ অন্ত হইতে নয় ।
এই হেতু ধরাধামে তোমার বিজয় ॥
নাম-প্রেমপ্রদান অধমতারণ-লীলা ।
প্রিয়জনে দিয়া করেন এসব খেলা ॥
তুমি কৃষ্ণশক্তি হও জগতের গুরু ।
প্রেম-ভক্তিদাতা তুমি বাঙ্ককল্পতরু ॥
তোমার প্রকট-তিথি যে করে পালন ।
অনায়াসে পায় সেই কৃষ্ণের চরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণে পাইতে যাঁর একান্ত অভিলাষ ।
সব ছাড়ি তুয়া পদ সদা করুঁ আশ ॥
সর্ববন্ধ-বিমোচন যাহা হইতে হয় ।
হেন প্রভু জয় জয় ভক্তি-রসময় ॥
অক্ৰোধ দয়ালু তুমি জীবহিতে রত ।
মায়াতে মোহিত জনে উদ্ধারিছ কত ॥
জীবের পরমবন্ধু সাধু জনে গায় ।
এহেন করুণাময়ে উলুকে না ভায় ॥
নিত্যানন্দময় তুমি চিন্ময়স্বরূপ ।
কাঞ্চন জিনিয়া কান্তি শ্রীঅঙ্গের রূপ ॥
গুধাংসু সদৃশ তোমার শ্রীমুখমণ্ডল ।
মলয়জজিনি স্নিগ্ধ শ্রীচরণকমল ॥
সুধাময় তনুখানি সর্বগুণাশ্রয় ।
দর্শনে পবিত্র হয় সর্বানর্থ যায় ॥

পতিত অধম আমি নাই মোর জ্ঞান ।
 কিরাপে করিব আমি তিথির সম্মান ॥
 কাজালের নাই কিছু পূজিবার ধন ।
 ব্যাকুল হইয়া পদে লইলু শরণ ॥
 নিত্যস্বপ্রকাশ বস্তু কোমল চরণ ।
 ভক্তিহীন হৃদয়ে না হয় ধারণ ॥
 কামনায় পূর্ণ মোর হৃদয়-গগন ।
 কেমনে করাব উদয়, তোমার চরণ ॥
 তব আবির্ভাব প্রভো যেই স্থানে হয় ।
 পরম পবিত্র তথা সর্বশাস্ত্রে কয় ॥
 কৃপা করি ঘুচাও মোর চিত্তের বাসনা ।
 তোমার আবির্ভাব হৃদে করিব ভাবনা ॥
 সর্ব্ব কুদর্শন প্রবেশ তোমা হ'তে যায় ।
 সুদর্শনের প্রকাশ সেইকালে হয় ॥
 তুমি সে করিতে পার কৃষ্ণের বিলাস ।
 এই হেতু তব নামে কৃষ্ণের প্রকাশ ॥
 তোমার উদয় হ'লে কৃষ্ণ প্রকটয় ।
 এই লাগি চৈতন্যগুরুরূপে বাস হয় ॥
 তব আবির্ভাব সদা যাঁর হৃদে হয় ।
 অনায়াসে হয় তাঁর দৈবীমায়া জয় ॥
 নিজগুণে কর দয়া অধমের প্রতি ।
 জন্মে জন্মে যেন তব পদে হয় রতি ॥
 অধম পতিত আমি কেবা কৃপা করে ।
 তোমা বিনা নাই প্রভু জগত ভিতরে ॥
 অগতির গতি তুমি পরশ-রতন ।
 পুনঃ পুনঃ বন্দি তাই ও' চরণ ধন ॥
 আজি শুভদিনে করি (এই) আয়োজন ।
 আত্মনিবেদন জানায় দাস হরিজন ॥

নিত্যদাসাভিলাষী—

—ত্রিদিগ্ভিতিকু ভক্তিবাদান্ত হরিজন

[৩]

(পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭৩ পৃষ্ঠার পর)

এ জগদ্বাসী জীব জানে না কিভাবে কৃষ্ণসেবা করিতে হয়। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম কৃষ্ণের আকর্ষণীশক্তি। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মধ্যে না পড়িলে বস্তু যেরূপভাবে আকর্ষিত হয় না, তদ্রূপ কৃষ্ণাকর্ষণী শক্তি শ্রীগুরুদেবের আকর্ষণের মধ্যে না পড়িলে বা Close Connection-এ না আসিলে তাহার সহিত একচিত্ত-বিশিষ্ট না হইতে পারিলে কোন কালেই হরিভক্তন হইবার আশা নাই। অশোক-অভয়-অমৃতাদার শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে হরিভক্তনের অপূর্ব সুযোগ দিয়াছেন। সেই সুযোগের সদব্যবহারই শুদ্ধবৈষ্ণবগণের আত্মগত্য আমাদিগকে করিতে হইবে।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।

গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৪৭)

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।

গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা করেন ভক্তগণে ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৫)

এই গুরুপাদপদ্মের পূজাই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কৃত্য। ইহারই নাম ব্যাস-পূজা। এই ব্যাসপূজা যে একদিনেই সম্পন্ন হয়, তাহা নহে, ইহা সর্বক্ষণ সর্বতোভাবে কৃত্য। ব্যাস-পূজা নিত্য। শ্রীগুরুপূজা নিত্য ও সর্বপ্রথম বলিয়া অজ্ঞাত দেবদেবীর পূজার পূর্বে শ্রীগুরুপূজার বিধান শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছেন। শ্রীকৃপাত্মগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ এই বিধানকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া তাঁহাদের ভক্তনের পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন।

“প্রথমন্ত গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চনম।

কুর্কন্ সিদ্ধিম বাপ্নোতি অথথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥”

শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্টপূরণই এই ব্যাস-পূজা। শ্রীব্যাস গুরুর কৃপা হইলেই শ্রীভাগবতের বাণী বুঝা যায় বা নামের অনুশীলন সম্ভব হয়। “কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।” এ জগতে ভগবান নামরূপে বা বাণীরূপে অবতীর্ণ। সুতরাং এই বাণীরূপী কৃষ্ণের সেবা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে, যদি শ্রীব্যাস গুরুদেবের কৃপা বা নামাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের কৃপা না হয়? শ্রীগুরুদেবই নাম প্রদান করিবেন, নাম-সেবার যোগ্যতা বা অধিকার প্রদান করিবেন।

মহাজন গীতিতে পাই—

গুরুদেব !

বড় কৃপা করি, গোড়-বন-মাঝে,
গোজ্জমে দিয়াছ স্থান ।
আজ্ঞা দিলা মোরে, এই ব্রজে বসি,
হরিনাম কর গান ॥
কিন্তু কবে প্রভো, যোগ্যতা অর্পিবে,
এ' দাসেরে দয়া করি ।
চিত্ত স্থির হবে, সকল সহিব,
একাগ্রে ভজিব হরি ॥

আমরা আত্মনিবেদন করিতে পারি নাই বলিয়াই মনে হইতেছে শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-দিবসে তাঁর পূজার দিন । বৎসরান্তে একদিন করিয়া এই গুরুপাদপদ্মের পূজার অবসর পাওয়া যায় । শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই বলিয়াই আমরা মনে করি, ইহা বৎসরে মাত্র একদিন, কিন্তু তাহা নহে । এই পূজা নিত্য এবং অবিরাম চলিবে । গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সাক্ষাৎ যেমন নিত্য, গুরুপূজাও তদ্রূপ নিত্য এবং গুরুর মনোঃশীষ্ট-পূরণও শিষ্যের নিত্য ও সর্বক্ষণ কৃত্য ।

শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ আমি জানি না বলিয়াই, আমার কোন সংশ্লিষ্টতা জাগে না । অতএব আমি বঞ্চিত, হতভাগ্য ছাড়া আর কি ? আজ আমার শ্রীগুরুপূজা বা শ্রীব্যাসপূজা একটা লোক দেখান আড়ম্বর ব্যতীত আর কি ?

তাই আজ এই শুভ-বাসরে কৃপাবঞ্চিত, পতিত, পামর, নরাধম, ঘৃণ্য, কাকাল আমি, করুণাময় পতিতপাবন শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজ—আমার নিত্য প্রভুর অমায়্য কৃপাভিক্ষা করিতেছি । তিনি ছাড়া এই হতভাগার বিশ্বে আর কে আছে ? হে শ্রীল আচার্য্যদেব, যদি আপনি আমাকে এই হরিবিমুখ-বিশ্ব হইতে উদ্ধার না করেন তবে আমার গতি কি হ'বে ? মায়াবী নানাবিধ প্রলোভন হইতে কে আমাকে রক্ষা করিবে, যদি করুণাময় শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সেবার সুযোগ দিয়া আকর্ষণ করিয়া না রাখেন ? নিত্য প্রভুকে পাইয়াও তাঁহাকে আপন জন, নিজজন আমার একমাত্র রক্ষক প্রভু বলিয়া বরণ করিতে না পারায় বহুদিন বঞ্চিত হইয়াছি ।

সেই হেতু, বঞ্চিত আমি আজ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজার দিনে শ্রীগুরুপূজার পূজারী কৃপাময় বৈষ্ণবগণের অমায়্য কৃপা প্রার্থনা করিতেছি ।

তাহারা কৃপাপূর্বক আজ এ হতভাগ্য বঞ্চিতকে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবায় বল প্রদান করুন। তাহাদের আরাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্বরূপটী আমাকে শোধিত করিয়া আমার হৃদয়ে প্রতিকলিত করুন। অযোগ্যকে যোগ্যতা দানে কৃতার্থ করুন।

“আমি ভাগ্যহীন অতি অকাচীন,
না জানি ভক্তিলেশ।
নিজ গুণে নাথ, কর আল্লাসৎ,
ঘুচাইয়া ভবক্লেশ।”

—সেবকাধম জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী
আরক্ষা বেতারকেন্দ্র, কৃষ্ণনগর।

পত্র ও উত্তর

সমিতির দীক্ষিতের প্রতি আনুসঙ্গিক সমাজ

[শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারী ওরফে শ্রীগোপীনাথ বসাকের পত্র]

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

গ্রাম—রুণিবাড়ী

পোঃ - নিশাগঞ্জ (কোচবিহার)

তাং ২০।১।১৮০

পরমারাধ্যতম শ্রী শ্রীল গুরুপাদপদ্মে ভক্তিপূর্ণ অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ
প্রণতিপূর্ব্বিকেষু—

হে দেব ! সর্বাগ্রে এ' দাসাধমের ভক্তিপূর্ণ অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম
কৃপাপূর্ব্বক অঙ্গীকার করিতে সন্ধান প্রার্থনা। আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মে
আশ্রয় গ্রহণ করতঃ (দীক্ষা ও সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া) বাড়ীতে আসিয়া বহু
সমস্তায় পড়েছি। কারণ আমাদের সমাজ এমনকি অনেক আত্মীয়-স্বজন
প্রভৃতিও সবদিক দিয়া আদান-প্রদান বা যোগাযোগ প্রায়ই বন্ধ করিয়া
দিতেছে। আমাদের পূর্ব্বের স্বজাতীয়দের নিকট আমি এখন ঘৃণিত।
এমতাবস্থায় আমার নিজের ও আত্মীয়ের মধ্যে যদি কেহ মারা যায় বা জন্ম-
গ্রহণ করে তাহা হইলে আমাকে কিভাবে অশৌচ পালন করিতে হইবে
এবং যদি নিজের মধ্যে এইরূপ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে

কাহার দ্বারা সে কার্য সমাধা করা যাইবে ইহা সঠিক জানা না থাকায় সন্দেহ হইতেছে।

মাছ, মাংস, খাইলে হরিভজন হয় না—এই কথা শুনে এখানকার সাধু-গুরুরা অত্যন্ত খেপেছে তাহারা আমার সঙ্গে গালাগালি করে আর বলে, নিতাই, হরিদাস ঠাকুর নাকি বলেছেন—“মাছ-মাংস-কামিনীর কোল, তাই নিয়ে জীব হরি হরি বল।” আমি বর্তমানে বড়ই বিপদে পড়ে আপনার কাছে পত্র লিখলাম। পত্রের কোন ভুল-ত্রুটি থাকিলে ক্ষমা করিতে প্রার্থনা। কখন আসিবেন, জানিবার আশায় রহিলাম। ইতি—প্রণত

To	{	আপনার অহৈতুকী কৃপালেশপ্রার্থী
His Divine Grace Om		সেবকাধম--
Vishnupad 108 Sri		গোপীনাথ দাসাধিকারী
Srimad Bhakti Vedanta		
Baman Maharaj		
Sri Devananda Goudiya		
Math, Tegharipara		
P. O.—Nabadwip (Nadia)		

উত্তর

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ,

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

তাং ১২।৫।৭৩

স্নেহভাজনেষু,

গোপীনাথ ! পূজ্যপাদ বামন মহারাজের নামীয় তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। বর্তমানে পূজ্যপাদ বামন মহারাজ কোচবিহার শহরে শ্রীমুরেজ্জনাথ সাহা মহাশয়ের (কোহিনুর বিড়ি ফ্যাক্টরীর মালিক) বাড়ীতে আছেন। সেখানে না থাকিলেও তিনি ঐ অঞ্চলে যেখানেই থাকুন না কেন স্মরেন বাবুর ওখানে গেলে খোঁজ পাইবে। তুমি তাহার নিকট গিয়া সাক্ষাতে তোমার সন্দেহের যাবতীয় বিষয় নিবেদন করিয়া সমাধান করিয়া লইবে। আমি নিয়ে তোমার প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর প্রদান করিতেছি।

হরিভজন করিতে গেলে নানা প্রকারের বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হয়। পরম ভাগবত শ্রীল শ্রীহাদ মহারাজ, শ্রীপাণ্ডবগণ, শ্রীল অশ্বরীষ মহারাজ, শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীল ত্রিদণ্ডিভিক্ষু এবং দ্বিজপত্রিগণের আদর্শ সর্বদাই স্মরণ রাখা উচিত। যাঁহারা সদগুরু আশ্রয় করিয়া শুদ্ধভাবে হরিভজনে প্রবেশ করিতে চান, তাঁহাদের বিরুদ্ধে তথাকথিত সমাজ ও স্বজনাক্ষ্য দস্যুগণ তথা আনিকারীক দেবতাগণ এমনকি মায়াদেবী প্রভৃতিও সাক্ষাৎরূপে সাধকের প্রথমাবস্থায় নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করেন। সেই সময় যদি সাধক শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবগণের শ্রীপাদপদ্ম নিকপট-ভাবে আশ্রয় করিয়া ধৈর্য্যসহকারে শুদ্ধভাবে পরমার্থপথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে তাহা হইলে যাবতীয় বিশ্বের আত্মরিকশক্তি, যাবতীয় বাধাবিঘ্ন এমনকি তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পর্যন্তও নতমস্তক হইয়া যান। সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি এবং বহির্লুপ্ত-সমাজের কথাই বা কি?

পরম করুণাময় ভগবান্ সাধকগণের পরীক্ষা-নিমিত্ত এবং পরণাগতি আনিবার জন্ত সাধকের পিছনে পিছনে থাকিয়া এই সমস্ত ব্যাপারসমূহ দর্শন করেন এবং যথাসময়ে তাহাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। বহির্লুপ্তলোক ও বহির্লুপ্ত সমাজের কথা কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া অটল-অচল থাকিয়া তুমি বৈষ্ণব-সদাচার পালন করিবে। তাহাতে যদি সম্পূর্ণ সমাজ, দেশ, জাতি, ভাই, বন্ধু, কুটুম্ব এমনকি স্ত্রী-পুত্রাদি বিরুদ্ধ হইয়া যায় তথাপিও ভ্রক্ষেপ করিবে না। কোন না কোনদিন তাহারা তাহাদের ত্রুটী-বিচ্যুতি উপলব্ধি করতঃ তোমাকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইবে।

দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণবগণের কোন জাত্যাশৌচ বা মরণাশৌচ নাই। শুদ্ধ ভাবে হরিনামগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ সর্বদাই পবিত্র, তাঁহাদের কোন প্রকার অশৌচ পালনের বিধি শাস্ত্রে উল্লেখিত হয় নাই। শাস্ত্রে স্পষ্টরূপে এইরূপ নির্দেশ দেখা যায়। যথা—

সঙ্কল্পং চ তথা দানং পিতৃদেবার্চনাদিকং ।

বিষ্ণুমন্ত্ৰোপদিষ্টশৈলকুর্য্যাৎ কুশধারণম্ ॥ (স্কন্দপুরাণ-রেবতখণ্ড)

অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্রে উপদিষ্ট (দীক্ষিত) হন, তবে তিনি সঙ্কল্প দান, পিতৃ-দেবার্চন প্রভৃতি এবং কুশধারণ করিবেন না।

কিং দত্তৈর্কল্হতিঃ পিতৃগুভয়া-গ্রাদ্ধদিমূলৈঃ ।

যৈরর্চিতো হরির্ভক্ত্যা পিতৃার্থঞ্চ দিনে দিনে ॥ (স্কন্দ-পুরাণ)

অর্থাৎ, হে ঋষে ! যে-সকল ব্যক্তি প্রতিদিন পিতৃগণের উদ্দেশ্যে ভক্তি-সহকারে শ্রীহরির অর্চন করেন, গয়া শ্রাদ্ধাদি বা বহু বহু পিণ্ডদানে তাঁহাদের কি প্রয়োজন ? গয়াশ্রাদ্ধাদি কোনও আবশ্যক নাই।

যদি বৈষ্ণব-পরিবারের কোনও ব্যক্তি স্বধামে গমন করেন (মারা যান) তাহা হইলে দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে কোন অশৌচ পালন করিতে হয় না। তবে বৈষ্ণব-সাত্ত্বতত্ত্ব শ্রীহরিভক্তিবিলাসানুসারে পরলোকগত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রীভগবৎপ্রসাদ অভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণের দ্বারা নিবেদন করাইতে পারেন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কখনও মত্ত, মাংস ও মৎস্যাদি অমেধ্য বস্তুগুলি সেবন করেন নাই। তাহারা ঐগুলি গ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ কোথাও উল্লেখ নাই। বহির্মুখ ধর্ম্মবিরোধী পাষণ্ডীগণ বা শাস্ত্রজ্ঞানহীন মুখগণ ঈর্ষামূলে ঐরূপ অশাস্ত্রীয় কথা প্রচার করিয়া নিজের মরকের পথ পবিত্র করিলেও তুমি মোটেই তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিবে না।

শ্রুতি, স্মৃতি, শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্ত্বতত্ত্ব ও ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আচার্য্যগণের গ্রন্থেও মত্ত-মাংসাদি সেবনের বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি প্রমাণ দৃষ্টি-গোচর হয়। আমি তন্মধ্যে ২১টি প্রমাণ নিম্নে উল্লেখ করিতেছি, যথা—

লোকে ব্যাবায়ামিষমত্তসেবা নিত্যাহি জন্তোনহি তত্র চোদনা।

ব্যবস্থিত্ত্বেষু বিবাহযজ্ঞ সুরাগ্রহৈরাপু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥ (ভাঃ ১১।৫।১১)

বেদের অর্থবাদে রত হইয়া তাহারা সিদ্ধান্ত করে যে, স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ-ভোজন ও মত্তপান বেদের প্রেরণারূপে তত্ত্বযজ্ঞে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তাহারা জানে না যে, ঐ সকল প্রবৃত্তি জন্মমাত্রেরই ত্রিসর্গগত, সুতরাং প্রেরণাকে অপেক্ষা করে না। সেই সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিবার জন্তই বিবাহদ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞবিশেষে আমিষ ভোজন এবং সুরাগ্রহণ ব্যবস্থিত হইয়াছে। অতএব নিবৃত্তিই বেদের গূঢ় তাৎপর্য্য।

যদ্ব্রাণ ভক্ষো বিহিতঃ সুরায়াস্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।

এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রতৌ ইমং বিলুপ্তং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মম্ ॥ (১১।৫।১৩)

ক্রিয়াবিশেষে মদের ভ্রাণকেই ভক্ষণরূপে বিহিত হইয়াছে এবং পশুদিগের অবলম্বনই বিধান,—পশুবধের বিধান নাই। সেইরূপ স্ত্রীসঙ্গ কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্ত বিহিত,—রতির জন্ত নয়। এই বিলুপ্ত বেদ-মতই স্বধর্ম্ম, কি বেদার্থবাদকারীগণ তাহা জানে না।

যে ত্বনেবং বিদোহসন্তঃ স্তৃকাঃ সদাভিযামিনঃ।

পশূন্ দ্রুহন্তি বিশ্রদ্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্ ॥ (ভাঃ ১১।৫।১৪)

অর্থাৎ ধর্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, গর্বিত, সদভিমानी যে-সকল অসাধু ব্যক্তি নিঃসঙ্কচিত্তে পশুদিগকে হনন করে সেই সকল পশু পরকালে তাহাদিগকেও ভক্ষণ করিয়া থাকে। মনুসংহিতায়—

যো সশ্র মাংসমশ্রাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে ।

মৎস্তাদঃ সর্বমাংসাদন্তস্মান্মৎস্তান্ বিবজ্জয়েৎ ॥ (৫।১৫)

যে যাহার মাংস ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি তন্মাংসখাদক বলিয়াই কথিত হয়; কিন্তু মৎস্তভোজী, সর্বমাংসভোজী (যেহেতু মৎস্ত-গরু-শূকরাদি যাবতীয় প্রাণীমাংসই ভোজন করে, সুতরাং এক মৎস্তভোজনে সর্বমাংসই ভুক্ত হয়)। অতএব, মৎস্তভোজন সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

অগস্ত্যসংহিতায়—জলজৈরভিশপ্তানাং নারীনাং বৈধব্যং সদা ।

মাংসং খাদতি নিতাক্ষ সুরথঃ সদৃশো যথা ॥

মৎস্তাদি জলজন্তুগুলিকে যাহারা ভক্ষণ করে সেই মৎস্তাদির অভিসম্পাতের ফলে নারীগণের বৈধব্য প্রাপ্ত হয়। যাহারা মাংস খায় তাহাদের গতি সুরথ রাজার স্থায় অধঃগতি হয়।

শ্রুতিতেও অহিংসা ‘পরমধর্ম’ বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও মত্স-মাংসাদি সেবনকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। “প্রবৃত্তি-মার্গের মুখ্য তাৎপর্য্য নিবৃত্তি-মার্গের দিকে লইয়া যাওয়া, যথা—“প্রবৃত্তিরেশা ভূতানাং নিবৃত্তি মহাফলা।”

যাহারা এই সমস্ত শাস্ত্রীয় কথাগুলি অবগত নহেন এবং মত্স-মাংসাদিতে আসক্ত তাহারা জনসাধারণের নিকটে কতগুলি অশাস্ত্রীয় এবং খামখেয়ালী কথা বলিয়া তাহাদিগকেও অসংপথে লইয়া যান।

অধিক কি, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্শ্বদগণের নামে মত্স-মাংস এবং যুবতী নারী ইত্যাদি সম্বন্ধে ভোগপর যে-সমস্ত ছড়াগুলি অসং ব্যক্তিরা বলে তাহা সম্পূর্ণ কল্লিত এবং অসং উদ্দেশ্যে প্রচারিত। তুমি ঐ প্রকার অসং ব্যক্তির সঙ্গে সাবধানপূর্বক বজ্জন করিবে। আরও কিছু অবগত হইবার থাকিলে জানাইবে।

আমি বিস্তৃতরূপে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় আলোচনা করিব।

নিত্যমঙ্গলাকাজী—

শ্রীভক্তিবৈদান্ত নারায়ণ

শ্রীগৌড়ীয়েব্বর ধর্ম

শ্রীগৌড়ীয়গণের উপাস্ত বস্তু অভিন্ন-ব্রহ্মজ্ঞানন্দন শ্রীগৌড়ীয়েব্বর গৌরান্দ। শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, শিক্ষা দিয়াছেন, তাদৃশ শিক্ষাই গৌড়ীয়গণ অঙ্গুগমন করেন মাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর কি আচরণ করিয়াছেন ও কি শিক্ষা দিয়াছেন, আমরা তাহা বিভিন্ন অক্ষজ-জ্ঞানের চশমা দ্বারা দেখিতে গিয়া নানাপ্রকার দর্শন করি এবং দৃষ্ট বস্তুর অভিজ্ঞতাক্রমে নিজ নিজ মত প্রকাশ করি। আমরা বহুদ্রষ্টা বহুপ্রকার মত প্রকাশ করায় আমাদের মধ্যেও মতভেদ উপস্থিত হয়। এই মত প্রকাশ করিতে যাওয়াই ইন্দ্রিয়জ্ঞানাবলম্বনে প্রভুত্ব অর্থাৎ অধোক্ষজ-সেবারাহিত্য। শ্রীগৌরান্দসুন্দর আমাদের শ্রায় অক্ষজ-জ্ঞানিগণকে সেবক বলিয়া গ্রহণ করেন না, পরন্তু ভোগ প্রদান করিয়া বিড়ম্বিত করেন মাত্র। শ্রীগৌরান্দ-সুন্দরের শক্তি মারা আমাদিগকে অক্ষজ্ঞানের প্রভু সাজাইয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণে মজবুত করাইয়া শ্রীগৌরভক্তি হইতে অনন্তকালের জন্ত অপসারিত করে। আমরা 'শ্রীকৃষ্ণ' 'ভক্তি' 'বৈষ্ণবসঙ্গিনী' 'বিষ্ণুশ্রিয়া' 'গৌরান্দ-সেবক' 'মাধুকরী' পাত্রকার লেখক হই না কেন, নানাপ্রকার কামীগুরু ও আচার্য্য হই না কেন, নানাপ্রকারে লোকরঞ্জক হইতে গিয়া পাঠক ও শ্রবণকারী-দিগের তোষামোদ করি না কেন, অনিত্য ইন্দ্রিয়দ্বারা সুখ-দুঃখের ভোগী হইলে তাহাতে শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিজজনগণ আমাদের প্রতি কখনই প্রসন্ন হইবেন না। ঐ সকল কৃত্য আমাদের ভোগপর প্রত্যক্ষ বিচারে গৌরভক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও বিশুদ্ধ অধোক্ষজসেবা গৌরান্দের বিদেব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। শ্রীগৌরভক্তের চরণে অপরাধ করিতে গিয়া আমরা গৌড়ীয় নামে অভিহিত হইতে গিয়া গৌড়ীয়েব্বর উপদেশাবলী ও প্রবন্ধাদিতে দোষ দেখিতে পাই। এই দোষ দেখার চক্ষু, আশ্বাদনের জিহ্বা, দৃষ্ট কার্য্যের হস্ত আমাদিগকে প্রকৃত গৌড়ীয়েব্বর নিত্য দাস্ত করিতে দেয় না। 'গৌড়ীয় গৌড়ভক্ত আচার্য্যগণ ভ্রমে পতিত, তাঁহাদিগের আচরণ শ্রীগৌরান্দের অভিপ্রেত নহে এবং আমার অক্ষজ্ঞানলব্ধ সাংসারিক চিন্তাময় ভ্রান্তিই তাঁহাদিগের শিক্ষক হউক'—এইরূপ বিচার আমার যতদিন প্রবল থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমি আমার অবিমিশ্র বৃত্তি ভক্তি এবং তাহার স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইব না। যখন আমি বুঝিব যে, আমার ভ্রম-প্রমাদ প্রভৃতি দোষচতুষ্টয় আমাকে গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হয় না, তখনই আমি শ্রীগৌড়ীষ আচার্য্যের চরণে নিত্যকালের জন্ত আত্মসমর্পণ করিয়া

হরিবিমুখতা বা অজ্ঞানের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিব। দিব্যজ্ঞানদাতা শাস্ত্র ও গুরুগণকে কোনও প্রকারে অবজ্ঞা করিব না। সেই শুভদিন উদিত হইলে আমার অহঙ্কারপূর্ণ ভোগপিপাসা ও অজ্ঞান তিরোহিত হইয়া আমাকে ঐ ভোগময় বিচার হইতে মুক্ত করিবে। তখনই আমি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীবৈষ্ণবের নিকট পাঠ করিতে যাইব।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মঃ যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়ান্না স্প্রসাদন্তি।

‘অধোক্ষজের সেবা’ বলিলে আমি ইহাই বুঝি যে, আমার ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপলব্ধ ভোগের দ্রব্য কৃষ্ণ নহে এবং আমার ভোগের বৃত্তি কৃষ্ণভক্তি নহে। আমি যাহা কিছু দেখিব, শুনিব, ভ্রাণ লইব, আহা করিব, স্পর্শ করিব বা চিন্তা করিব, সকলগুলিই আমাকে ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাইয়া কৃষ্ণসেবা হইতে চ্যুত করাইয়া মায়াবর ভোক্তা করাইবে। সেজন্য আমি বারংবার আমার নিজেইন্দ্রিয়দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ইন্দ্রিয়জ্ঞানলব্ধ বিষয়কে কৃষ্ণ বলিয়া ভুল করিব না। আমার ভোগের তৃপ্তির জন্ত কৃষ্ণভক্ত, মহাজন, গুরু ও গুরুবৈষ্ণবের দোষ দেখিতে অগ্রসর হইয়া আমার কোন লাভ নাই—এই সত্য বুঝিতে পারিব। এই দিব্যজ্ঞানে শ্রদ্ধা বা স্নদৃঢ় বিশ্বাস হইলেই আমি গুরুভক্তের শ্রীচরণাশ্রয় করিব। তখন আর আমি গৌড়ীয়েব ধর্ম বলিয়া যে-সকল ভোগের আবাহন করিয়াছিলাম, তৎসমুদায় বুঝিতে পারিয়া সেগুলিকে ভয়ঙ্কর বিপত্তিজনক বলিয়া জ্ঞান করিব। তখনই শ্রীগৌড়ীয়েব উপদেশকে আমার মঙ্গলের একমাত্র কারণ বলিয়া বুঝিব। যাহারা আমাকে গৌড়ীয়েব সজ্জায় বিপথগামী করিয়াছিল, তাহাদিগের প্রতি আর আমার সেরূপ শ্রদ্ধা থাকিবে না। তাহাদের যাবতীয় চেষ্টা, গ্রন্থপাঠ, দেবসেবা প্রভৃতি সকল ক্রিয়াগুলিকেই নিজ নিজ ভোগের আবাহন জানিয়া আমি ভোগ হইতে অবসর গ্রহণ করিব। অধোক্ষজ বস্তু শ্রীগৌর-সুন্দরের সেবার পরিবর্তে—আমি গৌর-নাগরী—আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ শ্রীগৌরসেবা নহে, জানিয়া শ্রীগৌরান্নকে নাগর বলিয়া প্রতিপন্ন করিব না। প্রাকৃত পারকীয় গৌরনাগরী-অভিমানকারিগণ নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন, জানিতে পারিয়া “প্ৰীতি-বিশ্বয়ানন্দে তদাশ্রয়নন্দ” বুঝিতে পারিব এবং ঐ ইন্দ্রিয়ভোগ শ্রীগৌরান্নদেবের ধর্মের প্রতিকূল ভাব বলিয়া দৃঢ়ভাবে জানিতে পারিব।

আমার ভোগের জন্ত—ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্ত, সেবাগ্রহণ-ছলনায় শ্রীগৌরাজ লম্পট হইবেন, আমার নাগাল পাইবার জন্ত শ্রীগৌরাজ আমার মত কামাতুর, মুর্থ, দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট না হইলে আমার ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা হয় না, সেজন্ত শ্রীগৌরাজ যখন পরমেশ্বর, তখন তিনি আমার কামতৃপ্তির মন্ত কেন না হইবেন—একুপ বিচার গোড়ীয়ের নহে। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তম শ্রীগৌড়ীয় আচার্য্যের সহিত আমার নিজের সমবুদ্ধি করিতে যাওয়া বিষম ভ্রান্তি বলিয়া বুঝিতে পারিলেই, আমি অধোক্ষজ-সেবা বুঝিতে পারিব। গোড়ীয় আচার্য্য আমার মত ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-ফলাকাজক্ষী জীব নহেন, বুঝিতে পারিলেই আমি গোড়ীয় হইতে পারিব। অগৌড়ীয় আমি অক্ষজবাদী গোড়ীয় ভক্ত অধোক্ষজ-সেবক শ্রীমদ্ভাগবত। তখন এই বেদমন্ত্র গান করিতে করিতে আমার হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি উদিত হইবে—

“হে বিত্তে বেদিতব্যে ইতি হস্ত যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ।

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোইথর্ষবেদঃ শিক্ষা কল্লো ব্যাকরণং
নিরুক্তঃ ছন্দো জ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥”

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আমি অধোক্ষজ-সেবা-বিজ্ঞায় দীক্ষিত হইব।

“নাম্যমাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যে শুশ্রুব আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং ॥”

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আমি নিজ অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়তর্পণ ছাড়িয়া দিয়া
হৃষীকেশের কৃপাভিক্ষু হইব।

সমানে বৃক্ষে পুরষো নিমগ্নো হনীশয়া শোচতি মুহুমানঃ।

জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্তমীশং তন্তু মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥

তদা পশুঃ পশ্যতে রুদ্রবর্ণং কর্ত্তরামীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং।

যদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধুয নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ঃ”

এই মন্ত্রদ্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে—

“এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাত্মাল্লোকান্ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ”

মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভক্তিধর্মে অবস্থিত হইয়া গোড়ীয় বেদবক্তা
ঠাকুর নরোত্তমের ভাষায়—

“(আমি) এইরূপে ব্রজের পথে চলিব গো,”

এই বলিয়া পুনরায় “নাচ্যঃ পস্থা বিত্তেইয়নায়” মন্ত্র গান করিতে থাকিব।

—প্রাপ্ত

সংগ্রহ করুন।

সংগ্রহ করুন !!

শ্রীবৈষ্ণব-জগতে যুগান্তর আনয়নকারী

সিদ্ধান্তরত্নম্

বা

গোবিন্দভাষ্যপীঠকম্

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য-ভাস্কর

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু

কর্তৃক

বিরচিত স্বটীকাসম্বিত ভাষ্যপীঠক

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিজেরই উক্তি
এইস্থানে উদ্ধৃত হইল,—

“শ্রীব্রহ্মসূত্রের স্বরচিত গোবিন্দভাষ্য ও ঘটসন্দর্ভাদি গৌড়ীয়
দার্শনিক গ্রন্থরাজির সারস্বরূপ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সর্বদর্শন-
সিদ্ধান্তের ব্যুৎপত্তি লাভ হয়।”

এই ভাষ্যপীঠক-প্রকাশনে প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মূল সূত্রগুলি
সুলাঙ্করে এবং বঙ্গানুবাদ সুন্দর হরফে সহজ ও প্রাজ্ঞ ভাষায়
সমৃদ্ধ রহিয়াছে। একরূপ মনোজ্ঞ অনুবাদ ও টীকা সম্বিত প্রকাশন
দুর্লভ। বর্তমানে উক্ত গ্রন্থ টীকা ও মূলানুবাদসহ একান্ত দুপ্রাপ্য।
অতএব প্রত্যেক ভক্ত্যনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরই ইহা অবশ্যই সংগ্রহ করা
কর্তব্য।

সেনাসচিব,

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ
শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব এবং
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব

শ্রী শ্রী গুরুগোরাচৌ ভ্রাতঃ

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ
(গভঃ রেজিষ্টার্ড) তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ।
৩১শে বৈশাখ, ১৩৮০ ; ইং ১৪।৫।৭৩

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

শ্রীগোড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে আগামী ১৫ই আষাঢ়, ১৩৮০ (ইং ৩০শে জুন, ১৯৭৩) শনিবার হইতে ২৫শে আষাঢ়, ১৩৮০ (ইং ১০ই জুলাই, ১৯৭৩) মঙ্গল-বার পর্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, নগরসঙ্কীৰ্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্তাঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে ।

ধর্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন । এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবানুখী স্মৃতি অর্জিত হইবে । পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল । ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যস্বন্দ,

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য ।

—ঃ সেবাপঞ্জী :—

- ১। ১৫ই আষাঢ়, ৩০শে জুন, শনিবার—অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-উপলক্ষ্যে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্তন।
- ২। ১৬ই আষাঢ়, ১লা জুলাই, রবিবার—পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত নগর-সঙ্কীৰ্তন-মুখে গুণ্ডিচাবাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন পরে গঙ্গাস্নানান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন।
- ৩। ১৭ই আষাঢ়, ২রা জুলাই, সোমবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রা। অপরাহ্ন ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্তনমুখে শোভাযাত্রাসহ রথাক্রম্ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে অপরাহ্ন ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।
- ৪। ১৮ই আষাঢ়, ৩রা জুলাই, মঙ্গলবার হইতে ২০শে আষাঢ়, ৫ই জুলাই, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭। টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীগোরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা-সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৫। ২১শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই, শুক্রবার হেরাপঞ্চমী দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়-উৎসব। পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচা-বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ। অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭। টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীৰ্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।
- ৬। ২২শে আষাঢ়, ৭ই জুলাই, শনিবার হইতে ২৪শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই, সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ ৫টা হইতে ৭। টা পর্য্যন্ত মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৭। ২৫শে আষাঢ়, ১০ই জুলাই, মঙ্গলবার—অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্তন-শোভাযাত্রাযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা পরে শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সঙ্কীৰ্তন।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্তনযোগ্য।

সাধুসঙ্গে দক্ষিণ-ভারত-তীর্থদর্শনের

সুবর্ণ-সুযোগ

“গৌর আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ সঙ্গে ।

সে সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি-ভকত সঙ্গে ॥”

শুদ্ধভক্তির অঙ্গরূপে তীর্থদর্শন বিশেষ আবশ্যিক, তত্পরি সাধুসঙ্গে তীর্থযাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ । ভক্তসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করে—ইহা সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । তীর্থভ্রমণহলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান প্রকৃত তীর্থযাত্রার ফল নহে । সাধুসঙ্গই তীর্থযাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য । শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যে দৃষ্ট হয়—“যে তীর্থেতে বৈষ্ণব নাই সে তীর্থেতে নাহি যাই, কি কাজ হাঁটিয়া দূরদেশ ।”

আজকাল বহু তীর্থভ্রমণ-কোম্পানী নানাবিধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর সুযোগ-সুবিধাদানে ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে আকৃষ্ট করিয়া তীর্থভ্রমণ করাইয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তসঙ্গব্যতীত তীর্থযাত্রার প্রকৃত ফল লাভ হয় না ।

আমাদের এই তীর্থভ্রমণের সুদুর্লভ বৈশিষ্ট্য ৪—

- ১। মঠবাসীভক্ত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণের মুখে সর্বদা শ্রীহরিকথা, বিশেষতঃ প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও সঙ্কীর্্তন ।
- ২। সাধুগণ দর্শনীয় তীর্থের মাহাত্ম্য যাত্রীদিগকে বুঝাইয়া দেন ।
- ৩। চলন্ত ট্রেনে থাকাকালেও শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের অর্চন-পূজন, আরতি ও ভোগরাগাদি দর্শন ।
- ৪। প্রত্যহ দুই বেলাতেই শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা ।
- ৫। সঙ্কীর্্তনমুখে যাবতীয় তীর্থ পরিদর্শন ও পরিক্রমা ।
- ৬। রিজার্ভ টুরিষ্টকারযোগে আরামপ্রদ রেলযাত্রা ।

সর্বোপরি এই পরিক্রমায় সমিতির সভাপতি-আচার্য মহারাজ কৃপাপূর্বক সঙ্গে থাকিয়া ভক্তগণের মঙ্গল বিধান করিবেন এবং পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও সন্ন্যাসিগণ যাবতীয় পরিচালনার শৃঙ্খল বন্দোবস্ত করিবেন ।

অতি অল্পসংখ্যক আসন সংরক্ষিত হইতে অবশিষ্ট আছে, সুতরাং যোগদানেচ্ছু ভক্তগণ সত্বরেই আসন সংরক্ষণ না করিলে বিলম্বে হতাশ হইবেন ।

দর্শনীয়স্থান :-

১। পুরী, ২। সিংহাচলম্ (জিওড় নৃসিংহ) ৩। মঙ্গল-
গিরি (পানা নৃসিংহ), ৪। তিরুপতি বালাজী, ৫। বিষ্ণুকাঞ্চী,
৬। শিবকাঞ্চী, ৭। পক্ষীতীর্থ ৮। চিদাম্বরম্ (নটরাজ শিব),
৯। কুম্ভকোণম্, ১০। তাঞ্জোর (বৃহদীশ্বর শিব), ১১। ত্রিচিনা-
পল্লী (রঙ্গনাথ), ১২। রামেশ্বর, ১৩। মাছুরা, ১৪। কন্যাকুমারী,
১৫। ত্রিভেন্দ্রাম্ (অনন্ত পদ্মনাভ), ১৬। মাদ্রাজ।
যাত্রাদিবস—৫ই কার্তিক সন ১৩৮০, ইং ২২।১০।৭৩ সোমবার
প্রত্যাবর্তন দিবস (আনুমানিক)— ২৭শে কার্তিক ১৩৮০,
ইং ১৩।১১।৭৩, মঙ্গলবার।

—৪ নিয়মানবলী ৪—

আগামী ৫ই কার্তিক ইং ২২।১০।৭৩, সোমবার, রাত্র ৮ ঘটিকা
সময়ে হাওড়া ৮ নং প্লাটফর্ম হইতে শুভযাত্রা আরম্ভ হইবে। পরিক্রমায়
আনুমানিক ২৩ দিন সময় লাগিবে। রেলভাড়া, সুদূরবর্তী স্থানের
জন্ম বাসকুলীভাড়া ও ছুইবেলা মহাপ্রসাদাদির জন্ম প্রতি যাত্রীকে
৫০।১'০০ পাঁচশত এক টাকা ভিক্ষাস্বরূপে প্রদান করিতে হইবে।
অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের (১২ বৎসরের কম) জন্ম ৩৭৫'০০ তিনশত পাঁচাত্তর
টাকা দিতে হইবে। ১৫ই আশ্বিন, ইং ২২।১০।৭৩ মধ্যে অগ্রিম
১৫০'০০ টাকা জমা দিলে আসন সংরক্ষিত করা হইবে। অবশিষ্ট
ভিক্ষা যাত্রার ১০ দিন পূর্বে অর্থাৎ ২৫ আশ্বিন, ২২।১০।৭৩ মধ্যে
সম্পূর্ণ জমা দিতে হইবে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ
মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)—
ঠিকানায় অর্থাৎ জমা দিয়া রসিদ সংগ্রহ করিতে হইবে। যাত্রীগণ
একটি করিয়া হাল্কা থালা, বাটী ও ঘটি সঙ্গে আনিবেন। বিছানা-
পত্র ১৫ কিলোর অধিক হইলে ভাড়া লাগিবে, শীতোপযোগী
বিছানার প্রয়োজন নাই। গরম চাদর সঙ্গে লইলেই চলিবে।


পত্রালাপ করিতে হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ
মহারাজ, শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)—ঠিকানায়
পত্র প্রেরিতব্য। ইতি—৩১শে বৈশাখ, ইং ১৪।৫।৭৩

সভ্যবন্দ,

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য :- অনিবার্য কারণ ও দৈব-ভূক্ষিণাকে পরিক্রমা-পঞ্জী
পরিবর্তিত বা বিঘ্নিত হইলে কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবে না। স্বল্পদূরস্থিত দর্শনীয়
স্থানে পদজজে যাইতে অক্ষম ব্যক্তি নিজব্যয়ে যানবাহন গ্রহণ করিবেন।

শ্রীশ্রী গুরুগোরাঙ্গো জয়ত:

ধর্ম: স্বল্পতীত: পুংসাং বিষকুসেন-কথাস্থ য:।	<p>স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।</p>  <p>০ গৌড়ীয়-পট্টিকা</p>	নোংপাদিরেবদি রতিং ভ্রমএব হি কেবলম্ ॥
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যম্মাত্মা সুপ্রসীদতি ॥		
<p>সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম । অল্প ধর্ম সূত্রেপে পালে বেই জন । অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিহীন ॥ হরি-কথার বতি নৈলে পও সেই ভ্রম ॥</p>		

২৫শ বর্ষ { গর্ভোদশায়ী, ২৯ ত্রিবিক্রম, ৪৮৭ গৌরাদ শুক্রবার, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০; চং ১৫৬।১৯৭৩ } ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীললিতাষ্টকম্

[শ্রীল-রূপ-গোস্থামি-বিরচিতম্]

॥ শ্রীললিতায়ৈ নমঃ ॥

রাধামুকুন্দপদসম্ভবঘর্ম্মবিন্দু-

নির্মঞ্জুনোপকরণীকৃতদেহলক্ষাং ।

উত্তুঙ্গসৌহৃদবিশেষবশাং প্রগল্ভাং

দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ১ ॥

শ্রীরাধামাধবের চরণসম্মত ঘর্ম্মবিন্দুর অপনয়নরূপ উপকারে বাহার শরীর নিযুক্ত এবং অত্যন্ত সৌহৃদরসে যিনি অবশ, সেই সৌন্দর্য্য-গান্ধীর্ঘ্যাদি মিশ্রগুণে মনোহারিণী অপ্রগল্ভা ললিতা দেবীকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

রাকাসুধাকিরণমণ্ডলকান্তিদণ্ডি-

বভ্রুশ্রিয়ং চকিতচারুচমুরুনেত্রাং ।

রাধাপ্রসাধনবিধানকলাপ্রসিদ্ধাং

দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ২ ॥

যাঁহার মুখশোভা পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলের কান্তিকেও তিরস্কৃত করিতেছে, চকিত যুগের নেত্রতুল্য যাঁহার নয়নবয় অতি চঞ্চল এবং শ্রীরাধিকার প্রসাধনকার্য্যে অর্থাৎ বেশ-রচনাব্যাপারে যিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠা, সেই অশেষ-জীজনোচিত গুণ-রাশি ললিতাদেবীকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

লাস্তোল্লসন্তুজগশক্রপতত্রচিত্র-

পট্টাং শুকাভরণকঞ্চুলিকাঞ্চিতাক্ষীং ।

গোরোচনারুচিবিগ্রহর্গগৌরিমাণং

দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৩ ॥

উদ্ধৃত নৃত্যে সাতিশয় উল্লষিত ময়ূরের বিচিত্রবর্ণ পিচ্ছের খায় পট্টবস্ত্রের ও আবরণ এবং কুচট্টের (কঁপাচুলীর) দ্বারা যাঁহার শরীর অতি ভূষিত এবং স্বকীয় গৌরবর্ণদ্বারা যিনি গোরোচনার রুচিকেও বিগর্হিত করিতেছেন, সেই অসীম গুণবতী ললিতাদেবীকে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

ধূর্তে ব্রজেন্দ্রতনয়ে তনু সূষ্ঠুবাম্যং

মা দক্ষিণা ভব কলঙ্কিনি লাঘবায় ।

রাধে গিরং শৃণু হিতামিতি শিক্ষয়ন্তীং

দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৪ ॥

হে কলঙ্কিনি ! রাধিকে ! তুমি অতিধূর্ত ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রতি ঔদার্য্য প্রকাশ করিও না, সর্ব্বতোভাবে প্রতিকূলতাই প্রকাশ কর এবং আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ কর, এমন প্রকারে যিনি শ্রীরাধিকাকে শিক্ষাদান করিতেছেন, সেই সমূহ-গুণললিতা ললিতাদেবীকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

রাধামভি ব্রজপতেঃ কৃতমাত্মজেন

কুটং মনাগপি বিলোক্য বিলোহিতাক্ষীং ।

বাগ্ভঙ্গিভিস্তমচিরেণ বিলজ্জয়ন্তীং

দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৫ ॥

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অল্প মাত্রও চাতুরীপর বাক্যবিগ্রাস শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যিনি “তুমি অতি সত্যবাদী, সরল ও বিদগ্ধ প্রণয়ী”

ইত্যাদি বাগ্ভঙ্গিধারা শ্রীকৃষ্ণকে লজ্জিত করিতেছেন, সেই সকল গুণনিলয়া ললিতাদেবীকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

বাৎসল্যবৃন্দবসতিং পশুপালরাজ্যঃ
সখ্যানুশিক্ষণকলাসু গুরুং সখীনাং ।
রাধাবলাবরজজীবিতনির্বিশেষাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৬ ॥

যিনি পশুপাল রাজমহিষীর অর্থাৎ যশোদাদেবীর বাৎসল্যরসের বসতি-স্থান এবং সমূহ সখীদিগের সখ্যাশিক্ষা বিষয়ের গুরু এবং রাধিকা ও বলদেবের অবরজ (কনিষ্ঠা) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার জীবনস্বরূপ, সেই নিখিল গুণসিদ্ধ ললিতা আমার নমস্কা হউন ॥ ৬ ॥

যাং কামপি ব্রজকূলে বৃষভানুজায়াঃ
প্রেক্ষ্য স্বপক্ষপদবীমহুরুদ্যমানাং ।
সদ্যস্তদিষ্টঘটনেন কৃতার্থয়ন্তীং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৭ ॥

বৃন্দাবন-ভবনে যে-কোন যুবতিকে দেখিয়া, বৃষভানুজানন্দিনী রাধার স্বপক্ষজ্ঞানে তৎক্ষণাৎ ঐ যুবতীর অভিলষিত কার্য্যের ঘটনাদ্বারা যিনি কৃতার্থ করিতেছেন, সেই গুণগ্রামসম্পন্না ললিতাদেবীকে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

রাধাব্রজেন্দ্রসুতসঙ্গমরঙ্গচর্যাং
বর্যাং বিনিশ্চতবতীমখিলোৎসবেভ্যঃ ।
তাং গোকুলপ্রিয়সখীনিকুরম্মুখ্যাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৮ ॥

রাধামাধবের সন্মেলনে যে-বিনোদনক্রিয়া তাহাই যাঁহার শ্রেষ্ঠকার্য্য এবং অজ্ঞাত নিখিল উৎসব হইতে তদ্বিষয়ে যাঁহার অত্যন্ত স্পৃহা, সেই গোকুলের প্রিয়সখীদিগের প্রধানতমা ও সকল গুণাশ্রয়া ললিতাদেবীকে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

নন্দনমূনি ললিতাগুণলালিতানি
পত্নানি যঃ পঠতি নির্মলদৃষ্টিরপ্তৌ ।

শ্রীত্যা বিকর্ষতিজনং নিজবৃন্দমধ্যে

তং কীর্তিদাপতিকুলোজ্জলকল্পবল্লী ॥ ৯ ॥

॥ ইতি শ্রীললিতাষ্টকং সমাপ্তং ॥

যে ব্যক্তি আনন্দিত এবং নিৰ্ম্মল অন্তঃকরণ হইয়া লালিত্যাগুণে
অললিত এই ললিতাদেবীর অষ্টকপদ্য পাঠ করে, কীর্তিদাপতি বৃষভাশুরাজার
কুলের উজ্জল কল্পলতা সেই শ্রীরাধিকা তাহাকে প্রীতিপূৰ্ব্বক আকর্ষণ করিয়া
স্বকীয় সখীবৃন্দে পরিগণিত করেন ॥ ৯ ॥

॥ ইতি শ্রীললিতাষ্টক সম্পূর্ণ ॥

— — —

পত্রাবলী *

শ্রীহরিনাম ও হরিনেবাবিহীন অবস্থায় রিপুপরবশ হইয়া
পরনিন্দা-পরচর্চায় অধোগতি

শ্রী শ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

ভৈরৱিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

১লা ভাদ্র, ১৩৬৭

ইং ১৭/৮/১৯৬০

স্নেহস্পদেষু—

* তোমার পত্র * কে দিয়াছি। * এর হাতে যে চিঠিগুলি পাঠাইয়াছি
তাহার মধ্যে * এর লিখিত * দাসের নামীয় পত্র দেখিলাম। * কে
জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল আমি ঐ পত্র দেখি নাই। তাহাকে ঐ পত্র
দিলাম। সে পড়িয়া আমাকে ফেরত দিল। * অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া এই
পত্রখানি দিয়াছে। পত্র পড়িয়া আমার মনে হইল—তুমি, * ও * * এর
বিরুদ্ধে অত্যাশপূৰ্ব্বক Propaganda (প্রোপাগান্ডা) করিতেছ। আমি
এই Propaganda ভাঙিয়া দিব। * মঠের একজন ট্রাষ্ট্রী। আমি ট্রাষ্ট্রীগণের
উপর মঠের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বভার ছাড়িয়া দিব। তোমরা কেহ মঠের কর্তৃত্ব-
ভার লইবার যোগ্য নহ। ক্রোধী ব্যক্তির হস্তে মঠ সমর্পণ করা

পরমারাধ্যতম ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্ৰজ্ঞান কেশব গোস্বামি-
কর্তৃক তদীয় সতীর্থ ও অনুকম্পিত জনগণের নিকট বিভিন্ন সময়ে লিখিত।

—শ্রীগোঃ পঃ সঃ

একটা দেখাকুবী। আমি ইহার প্রস্তাব দিব না। ঘটী ভক্তের
আল, আন্তর প্রেমের দ্বারা সজ্জ। * হৃদয়ের নিকট যেমনবা ইতিম
অন্য যে-দৃশ্য কথা * ও মর্মেই সমস্তে বলিবার ভার আমি অহাও নিকট
হইতে প্রিয়তা কবিবা কবিবাতি। যে সমস্ত কবিবাতে বলিবারে।

* ও তাঁকান দ্বারা * এই দ্বারা লক্ষ্যই বলিবার কথা—আমরাই নির্দেশ।
ইহা অল কবিবাতে দ্বারা না মোহ প্রীতিপ্রেরণ দ্বারা বলিবার দ্বারা
অনুসন্ধান কবিবার দ্বারা বা কবিবার দ্বারা। অহাও তাঁকান দ্বারা মোহ
অপেক্ষা বা অল মোহ কবিবার দ্বারা অহাও অহাও।

অর্থে বলিবার দ্বারা মোহকাবে। উদাহরণ হইলেই মোহ-
প্রেরণা পদবিন্দু পদবিন্দু দ্বারা হয়। তৎকাল প্রেরণা প্রেরণা
মিহা লঃপ্রা দ্বারা আশিষ দ্বারা পদবিন্দু দ্বারা। মোহকাবে
না দ্বারালেই মোহের দ্বারা লক্ষ্যমণী হইয়া দ্বারা। বুঝা সমস্ত
কবিবার দ্বারা অহাও, কি কবিবার দ্বারা উদ্বিগ্ন লক্ষ্য কবিবারে।
তাঁকান দ্বারা একটা কথা আছে—“A Vague mind is the best friend
of the poet” কবিবা, “লক্ষ্যমণী - কবিবার দ্বারা মোহকাবে কবিবারে।”
দ্বারা মোহের দ্বারা মোহ মোহকাবে দ্বারা মোহের দ্বারা মোহকাবে
মিহা পদবিন্দু দ্বারা। এইকাল মোহপ্রা অহাও কবিবারে—“কবিবারে
মিহা কবিবারে। কবিবারে কবিবারে কবিবারে দ্বারা দ্বারা। কবিবারে
না কবিবার কবিবারে দ্বারা। অহাও মোহকাবে কবিবারে। এইকাল
লক্ষ্যমণী কবিবারে কবিবারে দ্বারা। কবিবারে কবিবারে—একই
কথা।

এইকাল দ্বারা দ্বারা আমি লক্ষ্যমণী প্রেরণা দ্বারা কবিবার
মিহা লক্ষ্য কবিবারে। প্রেরণা মোহ দ্বারা কবিবারে ও কবিবারে
লক্ষ্যমণী হইলে। অহাও মোহ কবিবারে হইলে না। মোহ দ্বারা লক্ষ্য
দ্বারা কবিবারে একটা লক্ষ্য আশিষকাল, আমি অহাও প্রেরণা দ্বারা
কবিবারে বা কবিবারে বুঝা অহাও-মিহা দ্বারা লক্ষ্যমণী কবিবারে
আশিষকাল দ্বারা। লক্ষ্যমণী কবিবারে দ্বারা কবিবারে। অহাও এই লক্ষ্য
লক্ষ্যমণী পাঠ কবিবারে কবিবারে এবং লক্ষ্যমণী দ্বারা কবিবারে
লক্ষ্যমণী কবিবারে দ্বারা। ইতি—

দ্বারা লক্ষ্যমণী—

কবিবারে কবিবারে

শ্রীচৈতন্যের দান

শ্রীভগবৎপ্রেমই শ্রীগৌরসুন্দরের অপূর্ব দান

“হেলোক্কুলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া ।

শাম্যচ্ছাত্রবিবাদয়া রসদয়া চিন্তাপিতোন্মাদয়া ।

শশ্বত্তক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া

শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥

যে গৌরসুন্দরের প্রীতিসম্ভাষণ গোড়দেশের অধিবাসিগণ সর্বতোভাবে গৌরবাসিত, যে শ্রীগৌরসুন্দরের মাধুর্য্যকথা আলোচনা ক’রে জগতের সকল লোক শান্তি লাভ করেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দর পরম দয়াময় । আমরা সকলেই দয়ার ভিক্ষুক । মানবজাত—অভাব-ক্লিষ্ট ; সেই অভাব যাঁরা মোচন করেন তাঁঁরা ‘দাতা’ ব’লে গৃহীত হন । জগতে যে-সকল দানের পরিচয় আছে, সেই সকল দান অল্পকালস্থায়ী ও অসম্পূর্ণ । তাঁরপর জগতের দাতৃ-গণের সমষ্টিও অতি অল্প । যদি দানপ্রার্থীর আশা ভরসা বেশী থাকে তা হ’লে সেই সকল দাতা প্রার্থীগণের আশানুরূপ দান দিয়ে উঠতে পারেন না । পণ্ডিত মূর্খগণকে, ধনবান্ দারদ্রগণকে, স্বাস্থ্যবান্ রোগিগণকে, বুদ্ধিমান্ নির্বুদ্ধিগণকে তাঁঁদের আশানুরূপ দান দিতে পারেন না, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর মানবজাতিকে যে-দান প্রদান ক’রেছেন মানবজাতি তত বড় দানের আশা প্রার্থনাও ক’রতে পারেন নাই । এত বড় দান জগতে আস্তে পারে, জীবের ভাগ্যে বর্ষিত হ’তে পারে—একথা মানবজাতি পূর্বে ভাবতেও আশা ক’রতে পারে নাই । শ্রীগৌরসুন্দর যে অপূর্ব দান মানবজাতিকে দিয়েছেন, তা’ সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রেম । জগতে প্রেমের বড়ই অভাব ; সেই জন্যই হিংসা, বিদ্বেষ, কামনা, অগ্ন্যাগ্ন কথায় জীব-কুলকে এত ক্লেশ প্রদান ক’রছে । ভগবানের সেবা করবার জন্য যাঁরা অভিলাষবিশিষ্ট, তাঁদিকে বাধা দিবার জন্য এমন কি দেবপ্রতিম ব্যক্তিগণ—সাক্ষাৎ দেবতাগণ পর্য্যন্ত প্রস্তুত ।

আমরা প্রত্যেক মানুষ অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত—অত্যন্ত খর্বদৃষ্টিসম্পন্ন । আমরা ত্রিগুণে তাড়িত হ’য়ে বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান ক’রতে পারি না । এজন্য অনেক অসত্য কথা প্রলোভনের টোপ নিয়ে উপস্থিত হয় । যদি তা’তে প্রলুব্ধ হ’য়ে পড়ি, তাহলে মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা হয় না ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলার মূলমন্ত্র “অয়ি দীনদয়াদ্রনাথ” শ্লোক

গৌরসুন্দরের দান কোন্ গোমুখীর মুখ দিয়ে বর্ষিত হ'য়েছিল ? শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী সেই গৌরসুন্দরের দান—সেই প্রেমপ্রয়োজন-মহীকুহের মধ্যমূল। যে-প্রেম একমাত্র মৃগা—অধিকৃত আত্মার একমাত্র প্রয়োজন, সেই প্রেম যে-ভাবে পাওয়া যায়, শ্রীমাধবেন্দ্র-পাদ তার একটি মূলমন্ত্র গান ক'রেছিলেন। সেই গান ঈশ্বরপুরীপাদ শু'নেছিলেন, মহাপ্রভু আবার ঈশ্বরপুরীপাদের মুখে সেই গান শুনবার লীলা দেখিয়েছিলেন। সেই গানটি এই—

‘অয়ি দীন’—এই বিপ্রলস্তগীতিই প্রেমের মূলমন্ত্র

‘অয়ি দীনদয়াদ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।

হৃদয়ং হৃদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥”

ভারতবর্ষে এই দান দিয়েছিলেন—মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ; ভারতের অতীত স্থানে দিয়েছিলেন কি না, আমরা তা' জানি না। কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলার এই মূলমন্ত্রটি যে ভারতবাসীর কাণে পৌঁচেছে, তাঁ'রই সর্বার্থ-সিদ্ধিলাভ হ'য়েছে, আর যা'দের কাণে পৌঁছে নাই, তা'রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে আবদ্ধ হ'য়ে রয়েছে। এই মূলমন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা যিনি বুঝলেন না, তাঁর মানবজীবন-ধারণ বৃথা। এই বিপ্রলস্ত-গীতি আমাদের অবিকৃত আত্মার ধর্ম—আমাদের সহজ স্বভাব।

ঠাকুর বিষ্ণুমঙ্গল এককালে কুবিষয়ে অভিনিবিশের অভিনয় প্রদর্শন ক'রেছিলেন। শিখিপিচ্ছমৌলির সেবার নিরত হ'য়ে লীলান্তক তাঁ'র কর্ণামৃতের মধ্যেও বিপ্রলস্তভজনের কথা ন্যূনাধিক গান ক'রেছেন। গৌরসুন্দর মানবজাতিকে যে-কথা বন্বার জন্ত প্রস্তুত ছিলেন, সেই কথার আলোচনা হউক। ‘গোড়দেশের অধিবাসী, অভিমান ক'রে আমরা এখনও বিষয়-কার্য্যে অভিনিবিষ্ট র'য়েছি ! ইহা এতদূর দরিদ্রতা যে, মানবের ভাষাধারা তা' ব্যক্ত হ'তে পারে না। এই দরিদ্রতা মোচনের জন্ত মাধবেন্দ্র-পাদ এই বিপ্রলস্তগীতি গেয়েছিলেন—

“অয়ি দীনদয়াদ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।

হৃদয়ং হৃদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥”

যে-ব্যক্তি আমাদের অভাবের কথা বুঝে না, আমরা তা'কে অনেক সময় ছুঃখের সহিত ঠাট্টা তামাসা ক'রে ব'লে থাকি 'দয়িত'। ব্রজবাসিগণের নিকট হ'তে ভগবান্ যখন মথুরায় চলে গেলেন, তখন ব্রজবাসিগণ নন্দতনুজকে এই কথা ব'লেছিলেন ; আর বল্লেন,—‘মথুরানাথ’ ; ‘বৃন্দাবনপতি’ বল্লেন না। মথুরগানের কথা অনেকেই শু'নে থাকবেন ; এ সকল শব্দ বিপ্রলভময়ী পরিভাষা। যা'কে ‘বিরহ’ বলা হয়, তা'কে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে ‘বিপ্রলভ’ বলে। ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণকে বিরহে বল্ছেন,—তুমি ‘দয়িত’ বটে, কিন্তু তুমি ‘মথুরা-নাথ’ ; আমাদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে চ'লে গেছ ; আমরা কাঙ্গাল, তুমি আমাদের সর্বস্ব, সেই সর্বস্ব আজ লুপ্তিত হ'য়েছে। সুতরাং ছুঃখের কথা বলতে গিয়ে হান্তরস ছাড়া আর কি আসতে পারে ? তুমি আমাদের নয়নের মণি, আজ আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেছ—আমাদিগকে চিন্তাকুল ক'রে মথুরায় চ'লে গেছ।

হে নন্দতনুজ, তুমি কি চিরদিনই অধোজ্ঞ থাকবে ? তোমার এমন সৌন্দর্য্য, রূপ, রস আমরা দর্শন করতে পাব না ? তুমি জ্ঞানগম্য বস্তু ; আমাদের জ্ঞান নাই ব'লে দেখতে পাই না। আমরা যে অজ্ঞান, বালক, অবুঝ। আমাদের সহস্র সহস্র বৎসরের তপস্তা নাই ব'লে তুমি জ্ঞান-ভূমিতে চ'লে গেছ—যেখানে আমাদের ইন্দ্রিয় যায় না। কিন্তু তুমিই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়, আর দয়াতে তোমার চিত্ত আর্দ্র। তোমা'কে কবে আমরা দেখতে পাব ? তুমি দেখা দিয়েছিলে—আমাদিগের চিত্তবিস্ত সে'ই দেখা'দ্বারা হরণ ক'রেছিলে—আমাদের সর্বস্বহরণকারী সেই হরি আজ মথুরায় চ'লে গেলে ! তোমার দর্শনের অভাবে আমাদের হৃদয় কাতর।

“অস্মি দীনদয়াদ্র নাথ হে মথুরা কদাবলোক্যসে।

হৃদয়ং হৃদলোক কাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং কেরোম্যহম্ ॥”

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্তনেই জীবের সর্বশুভোদয়

গৌরসুন্দর ব'ল্লেন,—হে বিষয়নিবিষ্ট-চিত্ত মানবকুল, এই দুনিয়াদারীর ছাই-পাঁশের মুটেগিরি ক'রতে ক'রতেও তা'র প্রতি বিরক্তি এসে কিপ্রকারে তোমাদের মঙ্গল হ'বে, তোমরা কিপ্রকারে উৎকান্তদশায় এসে উপস্থিত হ'বে, সেজন্ত তোমরা এই শিক্ষা গ্রহণ কর, তোমরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীৰ্তন কর।

“চেতোদর্পণমাজ্জ'নং ভবমহাদাবাগ্নিনিৰ্ব্বাপণং

শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধুজীবনম্।

আনন্দাশুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বান্নশূন্যনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তনম্ ॥”

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীৰ্ত্তনে আট প্রকার সুখোদয় হয়। হে কৰ্ম্মঠ জীব-সম্প্রদায়—মনুষ্যজাতি এই কথাটী একটুকু শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের সমাগ-রূপ কীর্ত্তন জয়লাভ করুক। যে-সকল লোকের বিষয় কথা শুন্তে শুন্তে কৰ্ণ একেবারে বধির হ’য়ে গেছে, তা’দিকে কৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তন শুনা’তে হয়। বহির্জগতের চিন্তাশ্রোত তা’দিকে ঠেলে মায়াবাদের অকুলসাগরে ফেলে দিচ্ছে। সংসার-সাগরের বিষয়-ভোগের শ্রোত তা’দিকে মায়াবাদ-সাগরের বিষয়-ভোগের শ্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণবিমুখতার চরম আবর্ত-বিবর্তে পতিত ক’রছে। ‘হাম খোদাই’ বুদ্ধিতে চালিত হ’য়ে মানুষ স্বগত স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেন—ত্রিপুটী বিনাশের বিচার অবলম্বন ক’রে আত্মবিনাশের পথে ধাবিত হন। তা’ হ’তে রক্ষা পেতে হ’লে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীৰ্ত্তন কর ; তা’তে আট প্রকার সুখোদয় হ’বে।

চিত্তদৰ্পণে দৃশ্যজগতের আবহাওয়া নিরন্তর শুপীকৃত আবৰ্জনা এনে ফেলছে। সেই আবৰ্জনারাশি চেতনের বৃত্তিকে চাপা দেয়। চিত্তদৰ্পণে যে ধূলো প’ড়ে গিয়েছে,—তা’র উপর যে-প্রকারে বিকৃতভাবে দৃশ্য জগৎ প্রতিফলিত হ’চ্ছে, যা’র ফলে আমরা কেহ কৰ্ম্মবীর, কেহ ধৰ্ম্মবীর, কেহ কামবীর, কেহ অর্থবীর, কেহ জ্ঞানবীর, যোগবীর, তপোবীর হওয়ার অবৈধ অভিলাষ সৃষ্টি ক’রে তা’তে ধ্বংস লাভ করবার জ্ঞাত উন্মত্ত হ’য়ে উঠেছি—মানব-সমাজ আমরা প্রেম হ’তে দিন দিন কতদূরে চ’লে যাচ্ছি। সেইসব অন্তর্বিধা আনুষ্ঠানিক ভাবে অতি সহজে বিদূরিত হ’তে পারে—কৃষ্ণের সমাগ-রূপ কীর্ত্তনে। কৃষ্ণের সমাক্ষ কীর্ত্তনের অভাবে মানব-জাতির শুভোদয়ের হুভিক্ষ উপস্থিত হ’য়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে মতবাদিগণের কটি কল্পনা

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের—‘শ্রীকৃষ্ণটী, মানুষের মনোবিশ্বের কারখানায় প্রস্তুত কৃষ্ণ ন’ন। ঐতিহাসিক কৃষ্ণ, রূপক কৃষ্ণ, তথাকথিত আধ্যাত্মিক কৃষ্ণ, কল্পিত কৃষ্ণ, প্রাকৃত সহজিয়ার কৃষ্ণ, প্রাকৃত কামুকের কৃষ্ণ, প্রাকৃত চিত্রকরের কৃষ্ণ, যথেষ্টাচারিতার কবলে কবলিত কৃষ্ণ, মেটেবুদ্ধির কৃষ্ণ, কা’রও বাস্তবিক রুচির ইন্ধন সরবরাহকারী কৃষ্ণ, মায়ামিশ্রিত কৃষ্ণ—“শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীৰ্ত্তনের কৃষ্ণ ন’ন।”

বিখ্যাতকীর্তি ঔপন্যাসিক যখন কৃষ্ণচরিত্র বর্ণন ক'রলেন, তখন নবীন বঙ্গীয় যুবকগণ কত উচ্ছ্বাসভরেই না সেই বর্ণনার কীর্তিগাথা বাঙ্গালার হাটে-বাটে-মাঠে গে'য়ে বেড়া'তে লাগলেন। যখন প্রথম কৃষ্ণচরিত্র-গ্রন্থ প্রকাশিত হ'লো, তখন নবীন-প্রবীণ সকলের মুখেই শুন্লাম যে, এবার কৃষ্ণচরিত্রের উপর এক নূতন আলোক এসে গেছে! 'মহাভারতের কৃষ্ণ', 'ভাগবতের কৃষ্ণ' প্রভৃতি কত কি বিচার হ'লো। আমাদের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ সেইরূপ কোন লোকের ইন্দ্রিয়ভূপ্তির ইক্ষন-সরবরাহকারী কৃষ্ণ ন'ন। মানুষের মেটেবুদ্ধি সেই শ্রীকৃষ্ণকে মেপে নিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণনামের চমৎকারিতা ও সর্বব্যাপিত্ব

'শ্রীকৃষ্ণ'—এখানে যে "শ্রী" কথাটি, সেই "শ্রী" আকৃষ্টা হ'য়েছেন কৃষ্ণের দ্বারা; এজন্য "শ্রীকৃষ্ণ"। কৃষ্ণ—আকর্ষক, শ্রী—আকৃষ্টা। শ্রী—পরম সৌন্দর্য্যবতী। পরম সৌন্দর্য্যবতীকে যিনি নিজ সৌন্দর্য্যের দ্বারা আকর্ষণ ক'রতে সমর্থ, তিনি শ্রীকৃষ্ণ।

পঞ্চম-স্বরে যে-বংশীধ্বনি গীত হয়, তা' ত্রিগুণতাড়িত ব্যক্তি শু'নতে পায় না, এমন কি, চতুর্থমানেও শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর পঞ্চম তান অনেকে শুন্তে পান না। তুরীয় রাজ্য বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসকগণ কৃষ্ণ-মুরলীর পঞ্চম তানের মাধুরী বুঝতে পারেন না।

যেক্ষণভাবে রুদ্রের পরিচয়, ব্রহ্মার পরিচয় বা ষিুর পরিচয় হয়, সেইরূপ গুণাবতারজাতীয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ ন'ন। তিনি গুণাবতারগণের অবতারী। জড়বোধ-ব্যাপার-বিশেষমাত্রও তিনি ন'ন। তিনি চেতনাত্মক মনকে মাত্র আকর্ষণ করেন না; তিনি অনাবিল আত্মাকে আকর্ষণ করেন—তিনি সৌন্দর্য্যবান্কে আকর্ষণ করেন—সৌন্দর্য্যবতীগণকে আকর্ষণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের অবতারীত্ব সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতা

আমরা যেখানে অত্যন্ত ভীতি, সঙ্কোচ ও সন্ত্রাসের সহিত পূজা ক'রতে যাই, সেখানে আমরা কৃষ্ণকে পাই না—কৃষ্ণের অবতারসমূহকে পাই। আমরা অভাবক্লিষ্ট, এই হেতুমূলক বোধ তখন আমাদের কাছে ঐশ্বর্য্যবানের উপাসক ক'রে তুলে। গৌরসুন্দর যখন দক্ষিণ দেশে গিয়েছিলেন, তখন সে' দেশ থেকে একখানা গ্রন্থের একটি অধ্যায় তিনি এনেছিলেন, তা'র নাম—'ব্রহ্মসংহিতা'। তা'তে ব্রহ্মা কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণন ক'রে ব'লছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদির্গৌবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

সকল কারণের কারণ অনুসন্ধান কর্ত্তে গেলে কৃষ্ণকেই পাওয়া যায় । কার্য্যকারণ-বাদের মূল চরম বস্তু অনুসন্ধান করা আবশ্যক । সেই অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসার অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণই আবিভূত হন । সৌন্দর্য্য না থাকিলে তিনি আকর্ষণ করেন না । দয়া নিতে হ'লে দয়ার দানীর চিত্ত আকর্ষণ ক'রতে হয়—সকল জগতের সহিত বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন ক'রে দানীর অব্যভিচারী বান্ধব—প্রেমসী হ'তে হয় ।

তিনি সৎ চিৎ ও আনন্দঘনমূর্ত্তি । তিনি নিত্যকাল অবস্থিত ; কাল তাঁ হ'তেই প্রসূত হ'য়েছে, কালের কাল মহাকাল তাঁর অধীন,—তিনি পূর্ণজ্ঞানবস্তু, তিনি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় বস্তু ।

শ্রীনাথের সম্যক কীর্ত্তনেই সর্বসুখোদয়

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক কীর্ত্তনে জীবনে সর্বসুখোদয় হয় । কৃষ্ণের আংশিক কীর্ত্তন ক'রে যদি জীবের সর্বসুখোদয় না হয়, তা'হলে অনেকে কৃষ্ণকীর্ত্তনের শক্তি-বিষয়ে সন্দিগ্ধ হ'য়ে পড়তে পারেন । কৃষ্ণের বিকৃত কীর্ত্তনে জীবের তুচ্ছফল লাভ হ'তে পারে । এজন্ত বুদ্ধিমানগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্যক কীর্ত্তনের বিজয় বাঞ্ছা করেন । *

প্রশ্নোত্তর

(নানাকথা)

১। জীবের ক্রমোন্নতির ভিত্তি কি ?

“স্বীয়-স্বীয়-অধিকারে স্থির থাকিতে পারিলেই জীবের ক্রমোন্নতি হয় এবং অধিকারচ্যুত হইলেই পতন হয় ।”

—‘শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য’, সং: তো: ১০।৬

২। “নিজে শ্রীনাথ গ্রহণ ও প্রচার ব্যতীত ভক্তিধর্ম্মে অপর জীবের শ্রদ্ধা উদিত করা যায় কি ?

“যতদিন ভক্তিবিপরীত বাসনা বিদূরীত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যত সছপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা সমস্তই তাহাদিগের কর্ণ-পথ হইতেই

* জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-প্রদত্ত ভাষণ

—সম্পাদক

প্রত্যাবর্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। অতএব তোমরা যত ভক্তিধর্ম প্রচার কর না কেন, যত ভক্তিকথা আলোচনা কর না কেন, তাহাদের নিজ-কর্মদোষে কোন সুফল প্রদান করিতে পারিবে না। সুতরাং তোমাদিগের বক্তৃতা বা আলোচনায় কিছু ফল হইবে না। তোমাদের প্রতি আমার আজ্ঞা এই যে, * * * দুর্গতজীবের কল্যাণকামী হইয়া তোমরা অমুক্ষণ শ্রীনাম-মহিমা কীর্তন কর। সেই নাম-মহিমার শ্রবণে তাহাদিগের যে-সুকৃতি সমুদিত হইবে—নামের মাহাত্ম্যে যে-বিশ্বাসের সঞ্চার হইবে, তাহারই ফলে নামের কৃপাক্রমে জন্ম-জন্মান্তরে তাহাদিগের শুদ্ধভক্তিধর্মে নিরূপট শ্রদ্ধা হইবে।”

—‘নববর্ষ আর্তি-নিবেদন’, সঃ তোঃ ১৫।১

৩। শ্রী, সুখ-দুঃখ, পণ্ডিত, মূর্থ, পস্থা-উৎপথ, স্বর্গ-নরক, গৃহ, আঢ্য-দরিদ্র, কৃপণ, দৈশ ও অনীশ কাহাকে বলে ?

“নৈরপেক্ষ্যাদি গুণসকলের নামই—‘শ্রী’; সুখ-দুঃখ বিনাশের নামই—‘সুখ’; কামসুখাপেক্ষার নামই—‘দুঃখ’; বন্ধমোক্ষবিদ ব্যক্তিই—‘পণ্ডিত’; যাহার দেহাদিতে অহং-বুদ্ধি, তিনিই—‘মূর্থ’; কৃষ্ণের নিগম বা আজ্ঞাই—‘পস্থা’; চিত্তবিক্ষেপই—‘উৎপথ’, সন্তুগুণোদয়ই—‘স্বর্গ’; তমো-গুণ-বুদ্ধির নামই—‘নরক’; কৃষ্ণই একমাত্র বন্ধু ও গুরু; মনুষ্য-শরীরই—‘গৃহ’; গুণাঢ্য ব্যক্তিই—‘আঢ্য’; অসন্তুষ্ট ব্যক্তিই—‘দরিদ্র’; অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই—‘কৃপণ’; যিনি গুণে অর্থাৎ প্রাকৃত-গুণসমূহে অনাসক্তি, তিনিই—‘দৈশ’; যিনি প্রাকৃত গুণসঙ্গী, তিনিই—‘অনীশ’।”

—‘প্রমাণনির্দেশঃ’, শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১।৪৪-৪৭

৪। শুভাশুভ ফলের জন্তু অদৃষ্টে দায়ী কি ?

“সময় যতক্ষণ মন্দ থাকে, ততক্ষণ কোন সুবিধা দেখা যায় না; সময় ভাল হইলে সকল দিকু প্রশস্ত হয়।”

—ঠাকুরের আশ্চরিত

৫। ‘এঁচড়ে পাকা’ কাহাকে বলে ?

“আজকাল এই একটি রোগ হইয়াছে যে, একটু ‘ক’ ‘খ’ লিখিতে পারিলেই অনায়াসে অজ্ঞাতশব্দ বালকগণ গুরুর হায়ে উপদেশ করিতে থাকে,—ইহাদিগকেই ‘এঁচড়ে-পাকা’ বলে।”

—‘সমালোচনা’, সঃ তোঃ ৬।৪

বিকারকে ‘মিশ্রযুক্তি’ বলে; তাহা দুইপ্রকার—অর্থাৎ কৰ্ম্মমিশ্র ও জ্ঞান-মিশ্র; তাহার অন্ততম নামই ‘তর্ক’ ইহাই মিন্দনীয়।”

—তঃ বিঃ, ১ম অঃ ১৮

১১। জড়-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের পক্ষে চিত্তত্বের মীমাংসক হওয়ার দাস্তিকতা পোষণ করা উচিত কি?

“অপেক্ষা চিকিৎসক যেরূপ অস্বাভাবিক প্রয়োগের দ্বারা সমস্ত শারীরিক পীড়া নিবৃত্তি করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, সেইরূপ আমাদের নব্য জড়বিৎ পণ্ডিতাভিমানিগণ জৈব-জীবনের সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব সিদ্ধান্ত কারবার অভিপ্রায়ে ক্ষুদ্র জড়বাদান্তর্গত বিধিসকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রমাদ-জনিত ক্রেশন না বুঝিয়া অমূলক স্বপ্নবৎ বিচার উপর বিশ্বাস করিয়া সকল বিষয়েরই তথ্য অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।” —‘ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান’, সং. তোঃ ৭৭

১২। কোন্ কারণে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণও শ্রীমদ্ভাগবতের যথার্থ মর্ম্মোদ্ধারে অসমর্থ হইয়াছেন?

“Men of brilliant thoughts have passed by the work (the Bhagabat) in quest of truth and philosophy, but the prejudice which they imbibed from its useless readers and their conduct prevented them from making a candid investigation.”

—The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics and Its Theology.

১৩। কিরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া গ্রন্থ অধ্যয়ন করা উচিত?

“In fact, most readers are mere repositories of facts and statements made by other people. But this is not study. The student is to read the facts with a view to create and not with the object of fruitless retention. Students like satellites should reflect whatever light they receive from authors and not imprison the facts and thoughts just as the Magistrates imprison the convicts in the jail!”

—The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics and Its Theology.

১৪। মহাজ্ঞানগণের বাণী রহস্যাবৃত থাকে কেন এবং উহা কখন সহজবোধ্য হয় ?

“The expressions of all great men are nice but somewhat mysterious—when understood, they bring the truth nearest to the heart, otherwise they remain mere letters that ‘kill.’ The reason of the mystery is that men, advanced in their inward approach to Deity, are in the habit of receiving revelations which are but mysteries to those that are behind them.”

—‘To Love God’ (Journal of Tajpur, 25th Aug. 1871)

১৫। জড়জগৎ চিজ্জগতের কোন ইঙ্গিত দেয় কি ?

“The outward appearance of Nature is nothing more than a sure index of its spiritual face. * * * Matter is the dictionary of spirit and material pictures are but the shadows of the spiritual affairs which our material eye carries back to our spiritual perception.”

—The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics and Its Theology.

১৬। শ্রীচৈতন্য প্রচারিত ধর্মের পণ্ডিত ও মূর্খের সমান অধিকার হইলেও তাহাদের ভজন-প্রণালীতে বৈশিষ্ট্য আছে কি ?

“The religion preached by Mahaprabhu is universal and not exclusive. The most learned and the most ignorant are both entitled to embrace it. The learned people will accept it with a knowledge of Sambandha-tatwa as explained in the categories. The ignorant have the same privilege by simply uttering the name of the Deity and mixing in the company of pure Vaishnavas.”

—Chaitanya Mahaprabhu ; His Life and Precepts.

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-২৯)

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রকট-বিহারকালে একবার কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল। ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানের অধিবাসী, দ্বারকাপরিকরগণ-সহ শ্রীকৃষ্ণ, সপরিকর ব্রজরাজ এবং পাণ্ডবগণও তথায় উপস্থিত হন। তথায় জ্ঞীগণ সমবেত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকথা আলোচনা করিতেছিলেন। কথা-প্রসঙ্গে দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে তাঁহাদিগকে বিবাহ করেন, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বর্ণনা কর। তখন প্রধানা অষ্টমহিষী এবং অন্ত্যাত্ত বোড়শ সহস্রমহিষী সকলেই নিজ নিজ বিবাহ-বিষয়ে বর্ণন করেন। মহিষীগণের শেষ উক্তি,—আমরা পৃথিবীর সাম্রাজ্য, ইন্দ্রপদ, অগ্নিমাди-ঐশ্বর্য্য, ব্রহ্মপদ বা সালোক্যাদি মুক্তি—কিছুই কামনা করি না। কেবল লক্ষ্মীর কুচকুম্ভের গন্ধযুক্ত গদাধরের শ্রীপদরজ মস্তকে বহন করিবার কামনা করি। ব্রজজ্ঞীগণ, পুলিন্দগণ, ব্রজের তৃণলতা এবং গোচারণ-সময়ে গোপগণ যাহা বাজ্ঞা করেন, আমরা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সেই পাদস্পর্শ বাজ্ঞা করি।

মহিষীগণের এইপ্রকার প্রেমাত্মক শ্রবণ করিয়া কুন্তী, দ্রৌপদী, স্তভদ্রা, রাজপত্নীগণ ও গোপীগণ অখিলাত্মা শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণের প্রণয়াত্মক শ্রবণ করিয়া অশ্রুকলায় ব্যাকুলিতা এবং বিস্মিতা হইয়াছিলেন।

ব্রজদেবীগণ বিস্মিতা হইলেও তাঁহাদের প্রীত্যাংকর্ষের কথা পুরন্দ্রো-বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে—

অহো অলং জ্ঞায্যতমং যদোঃ কুল-

মহো অলং পুণ্যতমং মধোঈকনম্।

যদেষ পুংসামৃষভঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ

স্বজন্মনা চংক্রমণেন চাঞ্চতি ॥

অহোবত স্বর্ঘশসস্তিরস্করী

কুশস্থলী পুণ্যযশস্করী ভুবঃ।

পশ্যন্তি নিত্যং যদনুগ্রহেষিতং

স্মিতাবলোকং স্বপতিং স্ম যংপ্রজাঃ ॥

নূনং ব্রতস্মানহতাদিনেশ্বরঃ

সমর্চিতো হস্ত গৃহীতপাণিভিঃ

পিবন্তি যাঃ সখ্যধরামৃতং মুহুঃ

ব্রজশ্রিয়ঃ সংমুহূর্ষদাশয়াঃ ॥ (ভাঃ ১।১০।২৬-২৮)

অহো যত্নকুল অতি প্রশংসনীয়। যেহেতু এই পুরুষোত্তম লক্ষ্মীপতি জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, আর অধ্বাশত্ব পুণ্যতম। কারণ ইত্যন্ততঃ গমনোপলক্ষে তথায় পদনিষ্ক্ষেপ করিয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

যে দ্বারকায় প্রজাগণ হাসাবলোকন-বিশিষ্ট দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদা দেখিতে পান সেই দ্বারকাপুরী স্বর্গের যশঃ মলিন করিয়া পৃথিবীর যশঃ বিস্তার করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ ষাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা জন্মান্তরে কতই না ব্রত স্নান-হোমাদি দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করিয়াছিলেন। ব্রজস্ট্রীগণ যে- অধরাকৃত স্মরণ করিয়া মোহপ্রাপ্ত হইতেন, ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেই অধরামৃত বারংবার পান করিতেছেন।

এই শ্লোকত্রয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে ব্রজ, মথুরা ও দ্বারকাবাসী সমস্ত লোকের ভাগ্যমহিমা বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় শ্লোকে পটুমহিষীগণের ভাগ্য প্রশংসায়ও ব্রজদেবীগণেরই পরমোৎকর্ষ এবং অধিক আশ্বাদাভিজ্ঞতা প্রতীত হইতেছে। যে-অমৃতের মাধুর্য্যস্মরণে দেবগণও মোহপ্রাপ্ত হন, মনুষ্যগণ তাহা পান করিতেছে—এই বাক্যে দেবগণের উৎকর্ষাদি যে-রীতিতে প্রতীত হয়, উক্ত শ্লোকে গোপীগণের উৎকর্ষাদিও সেই রীতিতে প্রতিপন্ন হইতেছে। এস্থলে নিগূঢ় মর্ম্ম এই—শ্রীভগবানের স্বভাব দুই প্রকার—ব্রহ্মত্ব-লক্ষণ ও ভগবত্ত্ব-লক্ষণ। ভক্তগণও দ্বিবিধ—তটস্থ ও পরিকর। তন্মধ্যে কতিপয় তটস্থ-ভক্ত ব্রহ্মত্বসূচক স্বভাবে প্ৰীতিমান। তাঁহারা শান্ত ভক্ত। অত্র তটস্থগণ পরিকরগণের মত ভগবত্ত্ব-বিশেষেও প্ৰীত হন। ব্রহ্মত্বসূচক স্বভাবেও প্ৰীতিমান আছেনই, ভগবত্ত্বসূচক স্বভাবেও প্ৰীতিলাভ করেন। তাঁহারা পরিকরাভিমান প্রাপ্ত হন নাই, তজ্জন্ম তাঁহারা পরিকরগণাপেক্ষা প্ৰীতিবিহীন। শ্রীভগবানে তাঁহাদের মমতা নাই। তাহা অসঙ্গত নহে। যেহেতু শ্রীভগবানের সহিত তাঁহাদের কোনরূপ সম্বন্ধ হয় না। সম্বন্ধ থাকিলেই স্মৃতি জন্মে। তাঁহাদের ভগবত্ত্বজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের অনুরূপ থাকে। যেহেতু ভগবত্ত্বই তাঁহাদিগকে তাদৃশরূপে আকর্ষণ করে। যাহা “আত্মারামাশ্চ” শ্লোকে বলা হইয়াছে। বাস্তবিক প্ৰীতির সহায়তাপক্ষে ভগবত্ত্বেরই প্রাধান্য সনকাদিমুনিগণ অনুভব করিয়াছিলেন। ‘তস্মারবিন্দ-নয়নশ্চ’ শ্লোকে ব্রহ্মানন্দসেবিগণের চিত্ততত্ত্বের ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল।

তথাপি তাঁহারা ব্রহ্মানন্দস্বভাব ত্যাগ করেন নাই বলিয়া প্রীতিচরণের উপাঙ্গও নিকৃষ্ট অর্থাৎ প্রীতিমান পরিকর নহেন।

অঙ্গের অপকর্ষের হেতু সম্বন্ধ জ্ঞানাভাব। যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তাহার প্রতি মমতা জন্মে না। উপাঙ্গের অপকর্ষ হেতু অনুভবের অপকর্ষ। শাক্তভক্তগণে ব্রহ্মত্বানুভব প্রধান। আর ভগবত্বানুভব অল্প থাকে। ব্রহ্মত্বানুভব হইতে যে ভগবত্বানুভব প্রধান, তাহা শাক্ত-ভক্ত-গণের আদর্শ চতুঃসন শ্রীবৈকুণ্ঠদেবের দর্শনকালে অনুভব করিয়াছিলেন।

চতুঃসন শ্রীহরিকে দর্শন করিতে বৈকুণ্ঠে গমন করেন; তাঁহারা প্রবীণ হইলেও পঞ্চবর্ষ বয়স্ক বালকের মত এবং উলঙ্গ ছিলেন। বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়-বিজয় তদ্রূপ দেখিয়া তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলে তাঁহারা কুপিত হইয়া অভিশাপ প্রদান করেন। যে-স্থানে তাঁহারা বাধা-প্রাপ্ত হন, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শ্রীলক্ষ্মীর সহিত তথায় উপস্থিত হন। সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মসমাধিসাধনের ফলস্বরূপ সুস্পষ্ট অশুভুয়মান শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন শ্রীভগবান্ গরুড়ের স্বন্ধে হস্তার্পণ করিয়াছেন। ইহা গরুড়ের পরম সৌভাগ্যের সূচনা করিতেছে।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মুনিগণকে বলিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণ আমার পরম দেবতা। ভূত্যাগণ যাহা করিয়াছে তাহা আমার কৃতকর্ম মনে করি। ইহা দ্বারা শ্রীভগবানের ভূত্যাগণকে আত্মীয়জ্ঞান আর মুনিগণকে প্রসন্ন করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় মুনিগণের প্রতি গৌরববুদ্ধি প্রকাশ করা হইয়াছে। আত্মীয়-বুদ্ধি যতটা কৃপার পরিচায়িকা, গৌরববুদ্ধি ততটা কৃপার পরিচায়িকা নহে। মুনিগণ স্বচক্ষে জয়-বিজয়ের সৌভাগ্য দর্শন করিয়াছিলেন। তজ্জন্তু তাঁহারা শাপপ্রদান জন্ত লজ্জিত হইয়া বলিয়াছিলেন—হে অধীশ্বর! জয়-বিজয়ের প্রতি যদি অবশ্য দণ্ডবিধান করিতে ইচ্ছা করেন কিম্বা তাহাদের জীবিকা বৃদ্ধি করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাই করুন, আর আমরা যে নিরপরাধি ইহাদিগকে অভিশাপ দিয়াছি, তজ্জন্তু আমরা দিগের প্রতি সমুচিত দণ্ড প্রদান করুন।

শ্রীভগবান্ জয়-বিজয়ের প্রতি বলিয়াছিলেন—তোমরা এখান হইতে যাও, ভয় নাই মঙ্গল হইবে। ব্রহ্মশাপ নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেও তাহা ইচ্ছা করিও না। আমার আজ্ঞানুসারেই এই শাপ উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পরাশরবাক্যে জানা যায়—শ্রীভগবানের যুযুৎসাপ্রবৃত্তি হইয়াছিল। রাজা যেরূপ ক্রীড়ার্থ উপযুক্ত ব্যক্তি না পাইলে নিজপারিষদ-গণের সঙ্গে ক্রীড়া করেন। শ্রীভগবানও তদ্রূপ। অর্থাৎ তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করার মত উপযুক্ত ব্যক্তি কেহ থাকিতে পারে না। তজ্জন্ম নিজ-পারিষদগণকে মুনিগণের দ্বারা অভিশাপ প্রদান করাইয়া শত্রুভাবে তিন জন্মে উদ্ধারের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

এস্থলে শাক্তভক্তগণে প্রীতিকার্যের নিকৃষ্টতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। মুনিগণের প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ করিয়া পরিকরগণের প্রতি প্রীতির উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইল।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

আত্মপ্রতি

জীবনের অবশেষ হইল দেখরে মন ॥

এখনো আশার পাশে বন্ধ আছ অনায়াসে
ভাবিলে না কি হইবে বিগত হইলে জীবন।

জীবন সামান্য কাল সন্মুখেতে মহাকাল
সমুদ্রে সুবিন্দু যেন হইতেছে মগন ॥

তবুও সে বিন্দুধনে অসার না জান মনে
অপচয় নাহি কর পরমাত্মা-দত্ত ধন।

এখন যে আছে দিন তাহে শোধ বিভুস্বর্ণ
অনুতাপ-জলে হও অভিষিক্ত অনুক্ষণ ॥

অমরতা ফল পাবে তাপের আশঙ্কা যাবে
নিত্যানন্দে নিত্যকাল সেবিবে তখন।

চৈতন্য আশ্রয় করি ফলবাঞ্ছা পরিহারি
জগতের উপকার করহে সদা সাধন ॥

মায়াবলি এ'সংসারে নাহি দুষ-বারে বারে
নিত্য বিভু অনিত্যে করে করিবে কেন সৃজন।

প্রেমার্ণবে মগ্ন হয়ে শ্রেয় যজ্ঞ ব্রত লগ্নে
কর এবে বিভূপদে আত্মবস্তু সমর্পণ ॥

নদীয়া-সুন্দরের বাল্যলীলা-কণা

উদ্ধতের শিরোমণি ব্রজের ঠাকুরটী এবার অষ্টাবিংশ কলিযুগে শচীনন্দন-রূপে আবিভূত হইলেন। তিনি পূর্বে নন্দ-যশোদার গৃহে বাল্যাবস্থায় যেকল্প জগজন-মাতানো অদ্ভুদ লীলা করিয়া নন্দ-যশোদার প্রাণ-মন উচ্ছ্বসিত আনন্দের তরঙ্গে ভরিয়া রাখিতেন, এবারও তিনি শ্রীজগন্নাথ ও শচীদেবীর মনে বাৎসল্যরসের চরম অমৃতভূতি দান করিয়া নিত্য নূতন দৃষ্টামির মাধ্যমে স্বয়ং ভগবতার চমৎকারিতা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তাঁহার মায়ায় তাঁহার মনোহারিণী বাল্যলীলাবলীর বিচিত্রতা কেহ উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। ছোট শিশু নিমাইয়ের বাৎসল্যরসে মাতা শচীদেবী ও পিতা জগন্নাথ মিশ্র ঠাকুর সর্বদাই অভিভূত হইয়া থাকিতেন। অত্র প্রবন্ধে তাঁহার অগণিত বাল্যলীলাবলীর কণামাত্র উল্লেখ করিয়া তাঁহার লীলার চমৎকারিতা ও অলৌকিক বিস্ময়কর লীলাভঙ্গির অপূর্ব দৃষ্টান্ত উত্থাপিত করিতে প্রয়াস পাচ্ছি।

শিশু নিমাইয়ের চাপল্য দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। প্রতিবেশিনীরা শচীদেবীর কাছে নিমাইয়ের দোঁরাগ্নোর সম্বন্ধে নানা অভিযোগ করেন।

“কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে, কারো ভাত খায়।

হাণ্ডী ভাজে, যার ঘরে কিছু নাই পায় ॥

যার ঘরে শিশু থাকে তাহাকে কান্দায়।

কেহ দেখিলেই মাত্র উঠিয়া পলায় ॥” (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

শচীমাতা তাঁহার নয়নের মণি নিমাইয়ের ঐ সমস্ত উপদ্রব সহ করিতে না পারিলেও পুত্রের প্রতি একান্ত প্রগাঢ় স্নেহবশতঃ পুত্রকে কিছু বলিতে পারেন না এবং প্রতিবেশিনীগণ যাহাতে নিমাইয়ের প্রতি কোনরূপ রুষ্ট না হন সেজন্য তাহাদিগকে নানারূপ মিষ্টবাক্য বলিয়া প্রবোধ দেন। শচীদেবী বসন্তসম্পূর্ণ ভাষণে অভিযোগকারী প্রতিবেশিনীগণ খুশী মনে ফিরিয়া যান। শচীদেবী বলেন,—“আজ নিমাই আসিলে আর যাহাতে সে উপদ্রব না করে সেজন্য তাহাকে বাঁধিয়া রাখিব।” ইহাতে প্রতিবেশিনীরা দুঃখ পাইয়া বলেন,—“আহা, দিদি; শিশু নিমাইয়ের কোমল হাত বাঁধিবে না। আমাদের ঘরে খুঁটিনাটি অত্যাচার না হইলে ভাল লাগে না। তবু সে মাঝে মাঝে বড় অশ্রদ্ধা করে বলিয়া তোমাকে বলিতে আসিয়াছি। আমাদের দিব্যি রহিল তুমি তাহাকে মারিবে না।” ইহাতে শচীদেবী পুত্রের এইরূপ

প্রীতি-অত্যাচারের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। প্রতিবেশিনীগণ শচীমাতার পদধূলি লইয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন। শিশু নিমাইয়ের চাপল্য সকলেই অন্তরে সন্তুষ্ট।

“নিজপুত্র হইতেও সবে স্নেহ করে।

দরশন মাত্রে সর্ব চিত্ত-বৃত্তি হরে ॥” (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

ঈশ্বরীয় লীলায় কি কাহারও বৈরীভাব থাকে বা থাকিতে পারে? প্রেমের ঠাকুরটীর চপলতায় ক্লান্তি নাই; আর ভক্তগণের সেই আনন্দের উন্মাদনায় তাঁর চিন্তায় নিবিষ্ট থাকিতে আলস্য নাই। প্রতিবেশিনীগণ নিমাইয়ের চাপল্যে অতিশয়া মুগ্ধা; নিমাইয়ের নিষ্কলঙ্ক চাঁদ-মুখখানি তাঁহাদের মানসনেত্রে সর্বদাই ভাসমান। নিমাইকে ছাড়িয়া তাঁহারা অলক্ষণে থাকিতে পারেন না। একদিন নিমাই কাহার বাড়ী না গেল সেই প্রতিবেশিনী শচীমাতার নিকট গিয়া নিমাই না যাওয়ার জন্ত ক্লোভ প্রকাশ করেন। নিমাই নদীয়ার সকলের প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের নিধি,..... তাঁহার চঞ্চলতা সকলের কাছেই আনন্দদায়ক। চুরি করিয়া খাওয়ার স্বভাব তো ঠাকুরটীর বরাবরই আছে! এ যুগেও শচীনন্দনরূপে সেইরূপ চঞ্চলতা দুরন্তপনার ব্যতিক্রম হয় নাই।

“শিশুগণ লঞা পাড়া-পড়শীর ঘরে।

চুরি করি’ দ্রব্যখায় মারে বালকেরে ॥” (শ্রীচৈঃ চঃ মৃঃ)

প্রতিবেশিনীদের ঘরে চুরিয়া চুরি করিয়া দ্রব্য খাওয়া ও তার ঘরের যত ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলা প্রভৃতি দোরাঅ্য কার্যদ্বারা তিনি জাগতিক দৃষ্টিতে অশ্রায় করিতেছেন মনে হইলেও প্রতিবেশিগণ কিন্তু তাঁহার এবিধ অশ্রায় কার্যের জন্ত কোনরূপ দোষ দর্শন না করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে নিমাইয়ের এই বাল-চপলতায় আভিভূত হইয়া যান। তাই তাঁহার এই জগমোহনলীলা ভগবন্তারই পরিচায়ক।

“এই মত চাপল্য সব লোকেই দেখায়।

দুঃখ কারো মনে নহে সবে সুখ পায় ॥” (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

ভগবানের কার্যে ভক্ত কি দুঃখ পায় বা পাইতে পারে? ভগবানের চুরি করা আর সাধারণ চোরের চুরি করা—উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। চোর তাহার নিজের লাভের জন্ত চুরি করিয়া থাকে, আর ভগবান্ জীবের সর্ব অনর্থকারী মনকে চুরি করিয়া তাহার কল্যাণ বিধান

করেন। লীগের যম ক গরুর ইঞ্জিনকে অথবা কী রাসায়নিক টাংকিং লম্ব।
 চোবের চুনি কণাও তাহার মধ্যেই আধিক্য চুনি পাঠ্যও অত্যন্তে মনো-
 পাতকপ্রকৃতি কইরা দীর্ঘকালি লাভ করিতে হয়। পরকিরোপাঙ্গর, অল্পবুদ্ধি
 চোব বর্ষস্বাভাব বিবর্তিত হইবার ৭ চৌবাঁচুনিবার। কীচিকা অর্থেই কত
 থাকায় তাহার কোরকমেই করায় হইতে লাগে না। কিন্তু শ্রীতপস্বী চুনি
 কোব অত্যন্তে জ্ঞা এমতান চুনি কণেই, তাহা হইলে সেই কাকর সাপাচর
 কোগারকি বড় সনে কত হইরা কত কণেই যে মনুষ্যচিত্ত চুনি হাত কইতে
 পরিভার পাইয়া অপরোক্ষে বিভাব্যের কত ঠাঁই লাগে—ঐহার আন এ'
 রাগকে পুনর্জন্ম হয় না। তাই চৌবাঁচুনি পদ্য পুস্তক উক্তপদের মত
 আদর্শ হয়। তিনি আমানেন কবর করিয়া থাকেন। চোব তাহার চুনি কণে
 তাহার কণি হয়, আর চৌবাঁচুনি পদ্য চুনি হাতের চুনি কণেই তাহার
 গরুর কলাগ হয়।

মৌর্যগ্রন্থের ঠাঁকুচীৎ অরণে কবি পারিতোষে,—

“প্রজ্ঞা বদন্ত্য নরনীত চৌবঃ শোলামনাংক হৃৎক মৌর্য।

অনেক কথাস্বীকৃত পার চৌবঃ মৌর্যগ্রন্থে পুস্তক মথ্যি।”

মৌর্যচুনিগি সেই মনের ঠাঁকুচীৎ একক নরীনা-নরীনাশে জাতিয়া
 সেইগ্রন্থ বাবাচলভাবনে চুনি কবার অত্যন্ত করিলেন। কিন্তু শ্রীতপস্বীর
 এই চৌবাঁচুনি একক অত্যন্তে চুনি পদ্যচুনি কবি তাহার বিবেচনা।
 একটু চিন্তা করিলে কতই অপরোক্ষে যে, এককই কি অপরোক্ষে
 জিহ্বা চুনি কণেই। অত্যন্তে করত পদ্য তো ঐহারই। তিনিই তো
 অপরোক্ষে প্রতিজ্ঞা-কণার বিচারে। অত্যন্তে প্রতিজ্ঞার পারত্রী
 ঐহারই পারত্রী হইলে কিম্বা তাহার বিবর্তিত হইলে চুনি কণেই
 ঐহার জিহ্বা তিনি লইলে তাহা কি চুনি কণা হয়। তবে শ্রীতপস্বীর,
 কণায় কণার অত্যন্ত কণে চৌবের না। “গুণে পরে প্রজ্ঞা বদন্ত্য
 —ঐহার চুনি বদন্ত্য অপরোক্ষে ঐহার বাবাচলভাব লজ্জিতানন্দর
 কণায় চৌবেরই অপরোক্ষে কণেই। তাই কণেই তাহা তিনি
 করিয়া গ্রন্থ করেন। ইহাই ঐহার উক্ত-অপরোক্ষে। শ্রীতপস্বীর
 প্রতিজ্ঞা—“যে অপরোক্ষে কণা কণা করিবে সেই
 কণে তাহার মনুষ্য চিহ্ন কণায় কণে করায় এবং কণায় তাহা গ্রন্থ
 করায় সেই বিবেচিত পদ্যই কণায় কণা হয়। তাই কণেই শ্রীতপস্বীর

ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাদের নিবেদিত বস্তু তাঁহাদের অসাক্ষাতেই নিমাই গ্রহণ করেন। ইহাতে নিমাই ঐ দ্রব্য গ্রহণছলে তাঁহাদের মন চুরি করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিমাইয়ের এ হেন উপদ্রবে বাৎসল্যপ্রীতিতে উথলিয়া উঠে।

বিশুদ্ধ বাৎসল্যরসে শচী-জগন্নাথের অন্তর ভরপুর। শিশুনিমাই কত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন। তাঁর পিতা-মাতার কাছে তাঁহারা নিমাইয়ের শূন্যপদে শুনিলেন নূপুরের ধ্বনি ;—

“আমার পুত্রের পায়ে নাহিক নূপুর।

কোথা বাজিল বাণ নূপুর মধুর ॥” (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

আবার নিমাই যখন অঙ্গনে খেলা করিতেছেন তখন সেখানে গৃহের মেঝেও অদ্ভুত চিহ্ন ;—

“দব গৃহে দেখে অপক্লপ পদচিহ্ন।

ধ্বজ-বজ্র-অক্ষুশ-পতাকা দিগ্ভিন্ন ভিন্ন ॥” (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

শচী-জগন্নাথ তাঁহাদের পুত্রের এইরূপ নৃত্য নূতন ঐশ্বর্য্য দর্শনে পুলকিত ও বিস্মিত। তবু তাঁহারা বাৎসল্য প্রেমের স্বভাববশতঃ মনে করিতেন ঐ চিহ্নগুলি শালগ্রাম শিলায় অধিষ্ঠিত বালগোপালরই পদচিহ্ন।

একদিন কুমারিগণ আসিয়া কোতুক সহকারে মিশ্রকে নিমায়ের ছুষ্টামি ও চপলতার জন্ত নানাভাবে অভিযোগ করিল। তাহারা বলিল,— ‘নিমায়ের ব্যবহারের জন্ত তাহারা কেহ ভালভাবে গঙ্গা-স্নান করিতে পারে না। পূর্বে যেমন নন্দ-হুলাল নারীগণের প্রতি মন্দব্যবহার করিত, এই নিমাইও সেইরূপ ব্যবহার করে।’ বিপ্রগণও আসিয়া নিমাইয়ের দৌরাভ্যা-সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ করিলেন। পুত্রের এইরূপ অজ্ঞায় আচরণে মিশ্রপ্রবর কুপিত হইয়া কুমারিগণ ও বিপ্রগণকে জিজ্ঞাসাবাদে জানিলেন যে, নিমাই গঙ্গা-ঘাটে স্নানে গিয়াছে। তখনই তাহাকে শাসন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি গঙ্গা-ঘাট-পথে রওনা হইলেন। এদিকে সর্বভূতান্তর্য্যামী নিমাই পিতার আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া অজ্ঞ শিশুগণসহ গঙ্গার জলে শান্তশিষ্ট শিশুর মত স্নান করিতে লাগিলেন। কুমারিগণ নিমাইয়ের বিরুদ্ধে মিশ্রের নিকট নালিশ করায় মিশ্র নিমাইকে মারিবার জন্ত ধাবিত হইতেছেন দেখিয়া তাঁহারা তাড়াতাড়ি গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নিমাইকে পলাইয়া যাইবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। নিমাইকে শাসন করিলে নিমাইয়ের সচ্চিদানন্দতত্ত্ব দুঃখে মলিন হইবে—ইহা তাঁহারা দেখিতে পারিবেন না ; কেননা তাঁহারা যে নিমাইয়ের আনন্দঘন-চাপল্য-রস-সাগরে সর্বদাই

হাবুডবু খাইতেছেন। প্রিয়জনের লাঞ্ছনা কেহ কি স্বচক্ষে দেখিয়া সহ্য করিতে পারে? তখন ভক্ত কুমারিগণের বাহু পূরণার্থে নিমাই পলাইয়া যাইবার মনস্থ করিয়া পিতার নিকট স্নানের ঘটনা গোপন রাখিবার নিমিত্ত সঙ্গীগণকে কহিলেন,—পিতা আসিলে তোমরা বলিবে যে, নিমাই আজ স্নান করিতে আসে নাই। সে পড়াশুনা করিয়া এই পথেই বাড়ী গিয়াছে।’ সঙ্গীগণকে এই কথা শিক্ষাইয়া নিমাই অল্প পথ ধরিয়া গৃহের দিকে রওনা হইলেন। এদিকে মিশ্র ইত্যবসরে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নিমাইকে দেখিতে না পাইয়া শিশুগণকে জিজ্ঞাসা করায় জানিলেন নিমাই আজ পড়াশুনা করিয়া বাড়ী যাওয়ার পর তখনও গঙ্গা-স্নানে আসে নাই। মিশ্র ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করতঃ নিমাইকে অন্বেষণ করিয়াও দেখিতে পাইলেন না। কুমারিগণ ক্রুদ্ধ মিশ্রকে দেখিবামাত্র সে’ স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। তখন যে বিপ্রগণ কোতুকহলে মিশ্রকে নিমাইয়ের দৌরাভ্যের কথা বলিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা পুনরায় মিশ্রের সমক্ষে আসিয়া কহিলেন,—

“কোতুকে বাহারা নিবেদন কৈল গিয়া।

সেই সব বিপ্র পুনঃ বলয়ে আসিয়া ॥

ভয় পাই বিশ্বস্তর পলাইলা ঘরে।

ঘরে চল তুমি কিছু বল পাছে তারে ॥

আরবার আসি যদি চঞ্চলতা করে।

আমরাই ধরি দিব তোমার গোচরে ॥

কোতুকে সে কথা কহিলাম তোমা স্থানে।

তোমা বহি ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে ॥

সে হেন নন্দন যার গৃহমধ্যে বসে।

কি করিতে পারে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শোকে ॥

তুমি সে সেবিলা সত্য প্রভুর চরণ।

তার মহাভাগ্য যার এ হেন নন্দন ॥

কোটি অপরাধ যদি বিশ্বস্তর করে।

তবে তারে খুইবাও হৃদয় উপরে ॥” (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

রসরাজ ও মহাভাব

শ্রীগৌরসুন্দর অন্তরঙ্গ নিজ-জন শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুকে রসরাজ ও মহাভাবস্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। এই কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকগণ পাঠ করিয়াছেন,—

তবে হাস তাঁ'রে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।

‘রসরাজ’, মহাভাব’—দুই একরূপ ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮২৮২) .

এই পদের ‘অমৃতপ্রবাহভাষ্যে’ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—“রসরাজরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবরূপা শ্রীমতী রাধিকা দুই মিলিত হইয়া যে একতত্ত্ব, সেই স্বরূপ দেখাইলেন—অর্থাৎ ‘রাধাভাবদ্ব্যতি-সুবর্ণিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ’ দেখাইলেন। ইহাতে যে একতত্ত্ব দুই এবং দুই তত্ত্বই এক, এইরূপ একটি অপূর্ণস্বরূপ দেখাইলেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহারাই শ্রীস্বরূপগোষ্ঠামীর কৃপায় সেই নিত্যস্বরূপ সেবা করিতে পান।”

শ্রুতি ‘রসো বৈ সঃ’ (তৈঃ আঃ ২।৭) মন্ত্রে পরতত্ত্বকে রস-স্বরূপ বলিয়াছেন। তাঁহাকেই গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মূল মহাজন শ্রীরূপ গোষ্ঠামিপ্রভু ভক্তিরসামৃতাসন্ধুর প্রথম শ্লোকে “অখিলরসামৃতমুত্তি” বলিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোষ্ঠামীর ভাষায় সেই শ্রীকৃষ্ণ—

শৃঙ্গাররসরাজময় মুক্তিধর।

অতএব আত্মপর্যাক্ত সর্বচিত্তহর ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৪২)

আর—

হ্লাদিনীর সার ‘প্রেম’, প্রেমসার ‘ভাব’।

ভাবের পরাকাষ্ঠা নাম ‘মহাভাব’ ॥

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।

সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৬৮-৬৯)

রসরাজকে মহাভাব সর্বতোভাবে রস আশ্বাদন করান। রসরাজের বাঞ্ছাপূরণরূপ আরাধনা-হেতুই মহাভাবস্বরূপিণী ‘শ্রীরাধা’ নামে খ্যাত। রসরাজ কৃষ্ণ সকলকে আকর্ষণ করেন, আর মহাভাবস্বরূপা শ্রীবার্ষভানবী সর্বাকর্ষক কৃষ্ণকে আকর্ষণ করেন। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ভুবনমোহন, আর মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা—সেই ভুবনমোহনের মনোমোহিনী। শ্রীগৌরসুন্দর রসরাজ-মহাভাবমিলিততনু।

রূপানুগগণের মূল মহাজন শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু ‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধু’ ও ‘উজ্জলনীলমণি’ গ্রন্থে এবং রূপানুগবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ‘জৈবধর্ম্যে’ রসতত্ত্বের বিচার করিয়াছেন। সেই রসতত্ত্ব ছুঁকিগাহ, তাহাতে অনর্থযুক্তাবস্থায় প্রবেশাধিকার নাই। শ্রীমদ্ভাগবত (১।১।৩) ‘মুহুরহোরসিকা ভুবি ভাবুকাঃ’—বাক্যে একমাত্র অপ্রাকৃতরস-রসিক অপ্রাকৃত ভাবুককেই নিগমকল্পতরুর শুক-মুখামৃতদ্রবসংযুত গলিত ফলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের অপ্রাকৃত মধুররস আশ্বাদন করিবার জন্ত আহ্বান করিয়াছেন। যেমনি হরিনামের নিকট অপরাধ করিলে জিহ্বায় শুদ্ধ হরিনাম প্রকাশিত হয় না, সেরূপ রসের নিকটও অপরাধ করিলে কখনও রসস্বরূপের সেবোপলব্ধি হয় না। নাম ও নামী যেরূপ অভিন্ন, রস ও রসময়ও সেরূপ অভিন্ন। রসপ্রভুই সাক্ষাৎ রসিকশেখর কৃষ্ণ।

ভক্তিরসে মুখ্য ও গৌণভেদ দৃষ্ট হয়। মুখ্য ভক্তিরসে পাঁচপ্রকার ভেদ থাকিলেও রতির ঐক্যপ্রযুক্ত মুখ্যরস বস্তুতঃ এক, আর গৌণ-রস সাত প্রকার—এই উভয়ে মিলিয়া ভক্তিরস আট প্রকার।

মুখ্যভক্তিরস পাঁচ প্রকার যথা—(১) শান্ত, (২) প্রীত বা দাস্ত, (৩) প্রেমঃ বা সখ্য, (৪) বৎসল ও (৫) মধুর।

গৌণভক্তিরস সাত প্রকার যথা—(১) হাস্ত, (২) অদ্ভুত, (৩) বীর, (৪) করুণ, (৫) রোদ্র, (৬) ভয়ানক ও (৭) বীতৎস।

উপরিউক্ত পঞ্চমুখ্যরস ও সপ্তগৌণরসের প্রত্যেকটির রূপ অর্থাৎ বর্ণ এবং তাঁহাদের অধিষ্ঠাতৃদেবতা আছেন, যথা—

রসের নাম	রসের বর্ণ	রসের দেবতা
শান্ত	স্বেত	কপিল
দাস্ত	চিত্র	মাধব
সখ্য	অরুণ	উপেন্দ্র
বৎসল	শোণ	নৃসিংহ
মধুর	শ্যাম	নন্দনন্দন
হাস্ত	পাণ্ডুর	বলরাম
অদ্ভুত	পিঙ্গল	কুর্ম
বীর	গৌর	কঙ্কী
করুণ	ধূম্র (ছুর্কা-হরিৎ)	রাঘব

রোদ্র	রক্ত	ভার্গব
ভয়ানক	কাল	কিরি (বরাহ)
বীভৎস	নীল	মীন

ভক্তিরসের আশ্বাদ পঞ্চপ্রকারে হয়,—(১) পুষ্টি, (২) বিকাশ, (৩) বিস্তার, (৪) বিক্ষেপ ও (৫) ক্ষোভ।

রস	আশ্বাদন-প্রকার
(১) শাস্ত	পুষ্টি
(২) দাস্ত হইতে হাস্ত পর্য্যন্ত	বিকাশ
(৩) বীর ও অদ্ভুত	বিস্তার
(৪) করুণ ও রোদ্র	বিক্ষেপ
(৫) ভয়ানক ও বীভৎস	ক্ষোভ

রস কাহাকে বলে ?

ব্যতীত্য ভাবনাবজ্ঞা চমৎকারভারতঃ।

হৃদি সন্তোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।” (ভঃ রঃ সিঃ দঃ ৫।৭৯)

ভাবনার পথ অতিক্রমপূর্ব্বক চমৎকারিতাতিশয়ের আধারস্বরূপ যে-স্থায়িভাব শুদ্ধসত্ত্বপরিমার্জিত উজ্জ্বলহৃদয়ে আশ্বাদিত হয়, তাহাই ‘রস’ বলিয়া বিবেচিত হয়।

ভক্তির তিনটি অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ অঙ্গ প্রথমে সাধন-ভক্তিতেই ক্রিয়মাণ হয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত অনর্থসকল যত হ্রাস পাইতে থাকে, ততই শ্রদ্ধাবৃন্তি ক্রমশঃ উচ্চভাব ধারণপূর্ব্বক নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব বা রতি,—এই সকল নামে পরিচিত হয়। সাধনভক্তি হইতেই রতির উদয় হয়, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুশীলনে সেই রতি গাঢ় হইতে থাকে ততই ‘প্রেমাদি’ নাম ধারণ করে। ক্রমশঃ প্রেম-বুদ্ধি, ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অহুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। উদাহরণস্থল এই যে, ইক্ষুরস—যেন রতিস্থানীয় বীজস্বরূপ, তাহা যত গাঢ় হয়, ততই প্রথমে গুরুত্ব, খণ্ডশারত্ব, শর্করাত্ব, সিতা-মিছরিত্ব ও উত্তমমিছরিত্ব,—এই সকল অবস্থা লাভ করে। রতি হইতে মহাভাবপর্য্যন্ত সমস্তই কৃষ্ণভক্তি-রসে স্থায়িভাব বলিয়া পরিচিত; রতিই সর্ব্বত্র ‘স্থায়িভাব’ বলিয়া কথিত হয়।

যেই আবিষ্কার বিজ্ঞান, অনুভব, বাস্তবিক ও ব্যক্তিগত;—এই চারটি
তার মিলিত ঐক্যলব্ধি বস্তুতঃই হয়। কল্পিত-বাস্তব আবিষ্কারে ঐক্যলব্ধ
সাধারণী সাধুত্ব বহির্ভূত 'কল্পিত-কল্পিত' হয়। আবিষ্কারই বস্তুতঃই সাধারণী
যুগ্ম আকার। তাহার যুক্তি বিজ্ঞাননি আবিষ্কার সাধারণী সংশ্লিষ্ট হয়।
অতএব 'আবিষ্কার'ই বস্তুতঃ 'যুক্তি', বিজ্ঞানই বস্তুতঃ 'হেতু',
অনুভবই বস্তুতঃ 'কার্য', বাস্তবিকতারও বস্তুতঃ কার্যনির্ণয় এবং
সফলত্বী ও বাস্তবিকতারও বস্তুতঃ 'সফলত্ব'। বিজ্ঞান দুই প্রকারে
বিভক্ত—'আলম্বন' ও 'উদ্দেশ্য'। আলম্বন অনুযায়ী দুই প্রকারে বিভক্ত—
'বিষয়' ও 'আলম্বন'। কল্পিত-বস্তুতঃ 'আলম্বন', কল্পিত 'বিষয়' এবং
কল্পিত 'আলম্বন'।

অঙ্ক ২৭ - ১৩ প্রকার, — ১। সুকা, ৪। ২। মুঠুন, ৩। ৩। সীত, ৪। ৪। জোশন, ৫। ৫। হুয়েট্টন, ৬। ৬। ইজার, ৭। ৭। জুজর, ৮। ৮। ব. স. ব. ক, ৯। ৯। লাকাতা, ১০। ১০। লাল জোশন, ১১। ১১। অট্টন, ১২। ১২। ব. ব. ব. ১৩। ১৩। ইজার।
 এককলেটে সমস্ত অঙ্ক ২৭-লক্ষ্যে উল্লিখিত ৪৪ ৫। ৫। বাহন কার্যে বেরণ
 ৫। ৫। থাকে, বেরণে কোন কোন লক্ষ্যে সমস্ত ৪৪ ৫। ৫। উল্লিখিত ৪৫।

सामान्यतया ४ प्रकार—(१) कृषि, (२) वाणिज्य, (३) व्यापार (४) उद्योग
(५) सेवा-श्रम, (६) अल्प-संख्या में प्रचलित ।

[illegible]

अभिलेखिका

ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଆଶ୍ରୟର ସହ, ତାହାଙ୍କ ନିଜ-
 କଳ୍ପରେ ହେବ । ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ, ତାହାଙ୍କ ଅତି
 ସମ୍ମାନରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରାବଳୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରାବଳୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ
 ଶାସ୍ତ୍ରାବଳୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରାବଳୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରାବଳୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ
 ଶାସ୍ତ୍ରାବଳୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରାବଳୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରାବଳୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ
 ଶାସ୍ତ୍ରାବଳୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରାବଳୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରାବଳୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ
 ଶାସ୍ତ୍ରାବଳୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରାବଳୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରାବଳୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ

[illegible]

पौष्टिकसिद्धन्त या वाञ्छुदसिद्धन्त

ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ 'ਭੁੱਖਣੀ' ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

କଳକ୍ରମୋଦ୍ଭବ ନାବକ ଓ ନାଳବୀରହ-ହେତୁ ଏହି ନାଟକର ଦୁଇ ପ୍ରମାଣ—
(୧) ଯଦୁଦେବୀଙ୍କ ଓ (୨) ଘୌରଦେବୀଙ୍କା ଦେବଦଳାଭିଧାନ-ଶ୍ରାବଣ “କୃତ୍ତବ୍ୟାସାର
କ୍ରମ” —ଜଣେଜଣ ହେ ବୁଦ୍ଧି, ତାହାକେ “ଘୌରବ” ବଳା ହାସ, ନାଳକେତ ଶ୍ରୀତି
ଉପାଦି ହେ-ଶ୍ରୀତି ତଥା (ନୋବରଶ୍ରୀତି) ।

मन्त्रा वाः ऐश्वर्योत्पत्तिम्

ଜଣକ ଓ ଏକାଧାରକ ଛୁଟି ଶ୍ରେଣୀର । (୧) ମୌସମିକ ଧର୍ମ, ବର୍ଷାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ
 ଉତ୍ସବମାନ, ଆଉ (୨) ଶିକ୍ଷାକ୍ରମିକ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲଜ୍ଜାବଦ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ
 ଶ୍ରେଣୀକ୍ରମିକ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମିକ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମିକ । (୩) ଶିକ୍ଷାକ୍ରମିକ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମିକ
 ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମିକ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମିକ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମିକ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମିକ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମିକ
 ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମିକ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମିକ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମିକ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମିକ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମିକ

पुस्तक-सूची

‘কাসি নব’—এইজন্য কাস, বিষ্ণুভট্টাচাৰ্য্যবিষ্ণু ক’ল’ল’ল’ল’ল’ল’
 হ’ল’ল’ল’ল’ল’ ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’
 ল’ল’ল’ল’ল’ল’ ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’
 ল’ল’ল’ল’ল’ল’ ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’
 ল’ল’ল’ল’ল’ল’ ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’
 ল’ল’ল’ল’ল’ল’ ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’
 ল’ল’ল’ল’ল’ল’ ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’
 ল’ল’ল’ল’ল’ল’ ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’
 ল’ল’ল’ল’ল’ল’ ল’ল’ল’ল’ল’ল’ল’
 ল’ল’ল’ল’ল’ল’ ল’ল’ল’ল’ল’ল’

અધ્યક્ષ-હરિહરભાઈ

[illegible]

প্রধান। একমাত্র কেবল মধুর-রস সর্বোৎকর্ষে বর্তমান। সেই মধুর-রস দুইপ্রকার—(১) বিপ্রলভ ও (২) সন্তোষ।

সন্তোষবিগ্রহই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণকে সন্তোষ করাইবার জন্ত সর্বদা সর্বদা ব্যাকুল মহাভাবস্বরূপ। বিপ্রলভমুষ্টি শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীচৈতন্যদেব এই বিপ্রলভের বিগ্রহরূপে অর্থাৎ শ্রীবৃষভানন্দিনীর ভাব-কান্তিস্থবলিতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

মহাভাব-বিপ্রলভই সন্তোষকে পুষ্টিকরে। বিপ্রলভদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ অধিকতর চমৎকারিতাপূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হয়। মহাভাবের-দ্বারাই রসরাজের লীলার পুষ্টিকরে ও তাহা নবনবায়মান চমৎকারিতার বিভূষণে ভূষিত হইয়া থাকে। যখন রসরাজের চিত্তে মহাভাবের সুখ-আনন্দের তিনটি গুঢ় বাঞ্ছা উদ্ভূত হয়, তখনই মহাভাব-রসরাজমিলিত-তনু বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে অবতারলীলা প্রকাশ করেন। রসরাজ বিষয়ালম্বন আর মহাভাবস্বরূপা রাধিকা আশ্রয়ালম্বন। (১) রসরাজ কৃষ্ণ প্রেমের বিষয় হইয়া আশ্রয়জাতীয় সুখ অমুভব করিতে পারিতেছেন না, সুতরাং আশ্রয়ালম্বন মহাভাবরূপা রাধিকার ভাব অবলম্বনপূর্বক তাহা আনন্দন করিবেন, এইরূপ একটি বাঞ্ছা করেন। (২) রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় বাঞ্ছা এই যে, তাঁহার নিজমাধুরী মহাভাবস্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা যাহা আনন্দন করেন, তাহা জগদাকর্ষক হইলেও কৃষ্ণ আনন্দন করিতে পারেন না। সুতরাং মহাভাবস্বরূপা রাধিকার ভাবকান্তি স্বীকার করিয়া রসরাজ নিজমাধুরী আনন্দন করিতে ইচ্ছা করেন। (৩) বিষয়বিগ্রহ রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের তৃতীয় ইচ্ছা এই যে, তিনি মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধিকার সঙ্গসুখ যাহা লাভ করেন, তাহা অপেক্ষা আশ্রয়বিগ্রহ রাধিকা বিষয়বিগ্রহের সঙ্গে অধিকসুখ লাভ করিয়া থাকেন। কাজেই রসরাজে এমন এক অপূর্ণ রস আছে, যাহার সেবা করিয়া রাধিকার অধিক সুখ হয়। বিষয়-বিগ্রহ-রসরাজের পক্ষে বিজাতীয়ভাবে সেই রস আনন্দন করা সম্ভব হয় না। মহাভাবস্বরূপা রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সঙ্গজাতীয়ভাবে সেই বিপ্রলভ বা মহাভাব-রসানন্দ আনন্দন করিতে পারিবেন, এই বাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্ত রসরাজ মহাভাবস্বরূপা রাধিকার ভাব-কান্তি লইয়া শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হন। তাহাই রসরাজ-মহাভাব-মিলিততনু, বা “রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ”।

এই অপ্রাকৃত রসরাজের রসচমৎকারিতার কথা—অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য-অবতারের গুঢ় উপলব্ধিবিষয়ে অধিকার সুদূর্লভ, এজন্য শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু শ্রীভক্তরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন,—

ফল্গুবৈরাগ্যানির্দ্বন্ধাঃ শুদ্ধজ্ঞানাস্ত হৈতুকাঃ ।

মীমাংসকা বিশেষেণ ভক্ত্যাস্বাদবহির্মুখাঃ ।

ইতোষ ভক্তিরসিকৈশ্চৌরাদিব মহানিধিঃ ।

জরান্মীমাংসকাদ্রক্ষ্য কৃষ্ণভক্তিরসঃ সদা ॥

সর্বথৈব দুঃখহোঃসমভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ ।

তৎপাদানুভবসর্বৈষভক্তৈরেবানুরম্যতে ॥ (ভঃ রঃ সিঃ দঃ ৫।৭৬-৭৮)

যাঁহারা ফল্গুবৈরাগ্যানলের দ্বারা দক্ষ অর্থাৎ ভক্তি-বিষয়ে উদাসীন হইয়া কেবলমাত্র শুদ্ধ-বৈরাগ্যকেই সাধন বলিয়া মনে করিয়াছেন, যাঁহারা শুদ্ধজ্ঞানের আশ্রয়ে হৈতুক অর্থাৎ যাঁহারা ভক্তিকে অনাদর করিয়া কেবল তর্কমাত্রেই নিষ্ঠাবান হইয়াছেন, যাঁহারা মীমাংসক অর্থাৎ কণ্ঠবাদী ও নির্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানকারী—তাঁহারা ভক্তিরস আশ্বাদনে বহির্মুখ। অতএব চোর হইতে যেমন মহানিধি রক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ পূর্ব-মীমাংসককণ্ঠবাদী হইতে সর্বদা কৃষ্ণভক্তিরসকে ভক্তিরসিকেরা গোপন রাখিবেন। অভক্তগণ শুদ্ধভগবদ্ভক্তিরস আশ্বাদন করিতে পারে না। তাহাদের নিকট ভক্তিরস সর্বপ্রকারেই দুঃখ। ভগবানের চরণকমলই যাঁহাদের সর্বস্ব, সেই ভক্তগণই ভক্তিরস আশ্বাদন করিতে পারেন।

এইজন্যই রসরাজ-মহাভাব-মিলিততত্ত্ব গৌরসুন্দরের অবতারের গুঢ় কারণ বর্ণন করিয়া রূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিতেছেন,—

এসব সিদ্ধান্ত গুঢ়,—কহিতে না যুয়ায় ।

না কহিলে, কেহ ইহার অন্ত নাহি পায় ॥

অতএব কহি কিছু করিয়া নিগুঢ় ।

বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মূঢ় ॥

হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ ।

এসব সিদ্ধান্তে সে পাইবে আনন্দ ॥

এসব সিদ্ধান্ত হয় আত্মের পল্লব ।

ভক্তগণ কোকিলের সর্বদা বল্লভ ॥

অতঃক উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ ।

তবে চিন্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥

যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে ।

ইহা বই কিবা স্মৃতি আছে ত্রিভুগনে ॥ (চৈঃ চৈঃ আঃ ৪২৩১-২৩৬)

মহাভাব-রসরাজলীলার পরিকর শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগুরুদেব ও আচার্য্য-দেবের পাদপদ্মের কৃপাবিন্দু যাক্রা করিয়া এই প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়ের দিগ্‌দর্শন করিলাম, ইহাতে আমার ধুষ্টতা ও অজ্ঞানকৃত অপরাধ শুদ্ধ-বৈষ্ণববৃন্দ ক্ষমা করিয়া আমায় আশীর্বাদ করুন ।

—প্রকাশকের সঙ্কলিত

সাধুর মতলব

আমরা পোষাক দেখিয়া সাধু ঠিক করি । সাধুর পোষাক অনেক রকম । গৃহস্থের মত কাপড়চোপড় পরিয়া সঙ্গে সঙ্গে কিছু ধান্নিকের চিহ্ন ধারণ করা এবং ভাল ভাল কথা বলা, ইহাদিগকে গৃহসাধু বলে । আর এক রকম সাধু আছেন, তাঁহাদিগকে ত্যাগীসাধু বলে । ইহারা গৃহস্থের পোষাক ত্যাগ করিয়া গৈরিক কাপড় পরেন, জুটা রাখেন, রুদ্রক্ষাদি ধারণ করেন, গায়ে ছাই মাখেন । আর এক রকম সাধু আছেন, তাঁহারা কাপড় পরেন, বা তাহা না পরিয়া পরমহংসের শুভ্র বসন পড়েন, মাথা মুড়ান, শিখা রাখেন বা অশিখ থাকেন, হরিমন্দির তিলকে ভূষিত হন, গলায় তুলসী ধারণ করেন । এইরূপ অনেক সাধু দেখিতে পাই ।

একটি কথা আছে “ভেকে ভিখ মিলে” । মানুষ যখন পরিশ্রম করিয়া ভাল খাইতে পারিতে পায় না, তখন কেহ কেহ ভিখ পাইবার জন্ত বেশ পরিয়া সাধু সাজেন । এই জাতীয় ভিখারী আমরা প্রতিদিন ঘরে বসিয়া হাজার হাজার দেখিতে পাই । কিন্তু দেখিতে ঠিক ইহাদিগেরই মত, সত্য সত্য সাধু মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান ।

নকল সাধুগুলি গৃহস্থের বাড়ীতে আসিয়া ভিক্ষা চায়, কাকুতি মিনতি করে, আশীর্বাদ করে বা নিরাশ হইয়া অভিশাপ দেয় । তাহারা উদরের চিন্তায় অস্থির, ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত । ইহাই সাধুর বেশধারী অসাধুর মতলব ।

যাহারা যথার্থই সাধু, তাঁহাদিগের অপর নাম ‘সৎ’। ‘সৎ’ বলিলে আমরা সাধারণতঃ ভাল লোক মনে করি—সত্য কথা বলে, ভিত্তিখারী দেখিলে পরসাদ দেয়, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেয়, মাথা উঁচু করিয়া কথা কয় না, কাহাকেও কৰ্কশ কথা বলে না—ইহাকেই সাধারণতঃ সৎ বা সাধু বলে। কিন্তু সাধারণ লোকের বিচার ও শাস্ত্রের বিচার পৃথক্। শাস্ত্রে—যিনি চিরকাল এক অবস্থায় আছেন, যিনি এখন কর্ম করেন না, যাহা বদলাইয়া যায় এমন জিনিষ লইয়া যিনি ব্যস্ত হন না, যাহা পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং যিনি ভগবান্ ছাড়া আর সকল জিনিষকে অসৎ অর্থাৎ অনিত্য বা পরিবর্তনশীল মনে করিয়া তাহা ভোগ করিবার জন্য লালসিত হন না তাঁহাকে সাধু বা সৎ বলিতেছেন।

এই দুই প্রকার সাধুর বিষয় আলোচনা করিলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইব যে, যাহাকে নকল সাধু বলি, তাহা একটি পরিবর্তনশীল মাংসপিণ্ড—আবার মানুষের, উপরে কতকগুলি আশ্রমের পরিচায়ক-চিহ্ন। এই সাধুর মতলব ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা। বিনাশ্রমে বিনাব্যয়ে অপবের মাধায় কাঁঠাল ভাজিয়া খাওয়া। কিন্তু শাস্ত্র লোকের মনেতে ধূলি দেওয়ার জন্য কতকগুলি বেশপরান এই মাংসপিণ্ডকে ‘সৎ’ বা সাধু বলেন নাই। ‘সৎ’ বস্তু একমাত্র ভগবান্—তিনি সৎ অর্থাৎ নিত্যকাল একই ভাবে আছেন, কেহ তাঁহার থাকা লোপ করিতে বা বদলাইতে পারে না। ‘জীব’ তাঁহার অণু অংশ বলিয়া জীবও সৎ। এই জীব বিভিন্ন দেহে থাকিতে পারে—তবুও কিছুমাত্র বিকৃত বা রূপান্তরিত হন না। জীবের এই তত্ত্বটি যে-জীব ভুলিয়া যান, তিনি নিজেকে অ-সৎ বোধ করেন—অর্থাৎ জীবের আশ্রয় দেহটিকে জীব মনে করিয়া সেই দেহটিরই সুখের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ান। কিন্তু যে-জীব বোধ করেন, তিনি যে-দেহটিকে আশ্রয় করিয়া আছেন, তাহা তিনি নহেন—তিনি সৎ—ভগবানের সেবাকারী অণু অংশ, তাঁহাকেই শাস্ত্রে সৎ বা সাধু বলিয়াছেন। আমরা সৎ বা সাধু বলিলে এই বোধসম্পন্ন জীবকেই বুঝিব। এই জীবের মতলব ভিন্নপ্রকার।

এই সাধুর আগমনে গৃহস্থের চিন্তে আহ্লাদের সঞ্চার হয়, দূর দেশ হইতে দীর্ঘকাল পরে পিতার আগমনে পিতার আদর্শ-ক্লিষ্ট পুত্রের যে-প্রকার আনন্দ উছলিয়া উঠে, সাধুর দর্শনে, সাধুর সঙ্গ-লাভে, যাহারা ভগবানের সেবা বা ভজন ছাড়িয়া সংসারের তাপে বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাহারা

পরম আত্মীয়-লাভের হ্রায় উৎফুল্ল হইয়া উঠেন এবং নিজের দুঃখের কথা বলিয়া তাহার প্রতিকার প্রার্থনা করেন। সাধুর মতলব যাহা গৃহস্থ তাহাই চাহিয়া বসে।

সাধুর উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে তিনি দেখিতে পান, জীব নিজেকে অসাধু বা অসৎ বোধ করিয়া কতই না ক্লেশ ভোগ করিতেছে—তিনি তাহার এই ক্লেশের মূল-উৎপাদনে যত্নশীল। জীবের এই দুঃখ শুধু এই এক জন্মের নহে লক্ষ লক্ষ জন্ম সে ভোগ করিতেছে। কি করিলে জীবের এই ক্লেশ দূর হইবে, তাহার ব্যবস্থাও ভগবান্ নিজে বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “জীবে দয়া করিতে হইলে তুমি আমার নামে রুচিবিশিষ্ট হও।” যে জিনিষে আমাদের রুচি জন্মে তাহা আমরা ত্যাগ করিতে কষ্টবোধ করি। স্মরণ্য যাহারা সৎ, তাহার ভগবানের নাম কীৰ্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না, এবং এই-নাম কীৰ্ত্তনদ্বারা তিনি অপর অসৎ-বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবকে সৎ-বুদ্ধিবিশিষ্ট করিয়া দিতে পারেন। স্মরণ্য সাধুর মতলব—“জীবে দয়া—নামে রুচি।”

বাজারে নকল নোট চলে বলিয়া কি আসল নোটের সমাদর নাই? কিংবা নকল নোট বাজারে আছে বলিয়া কি আমরা আসল নোট গ্রহণ করিব না? কিংবা আসল নোটকেও নকলের দলে ফেলিয়া নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হইব? —আমরা এমন বোকা নহি। এই নকল বা চালাকীর দিনেও বাজারে আসলকে পরীক্ষা করিয়া যত্নের সহিত গ্রহণ করিব, নকলকে দূরে রাখিব এবং নকল-প্রদাতাকে বিচারলয়ে প্রেরণ করিব—যাহাতে নকলের প্রসার বৃদ্ধি না পায়।

সাধুর মতলবের মধ্যে এইটীও একটি বড় মতলব। তাহার মেকীর লক্ষণ টেঁড়রা পিটাইয়া সকলকে বলিয়া বেড়ান এবং সকলকে সাবধান করেন। যাহারা নিজেরা মেকী বা নকল, তাহার সাধুর এই মতলবকে ‘নিন্দা’ আখ্যা প্রদান করতঃ অন্ধকারের আড়ালে থাকিয়া গলাবাজি করিয়া বেড়ান। তাই সাধুর কথা—“সাধু সাবধান”!

—শ্রীনিত্যানন্দদাস অধিকারী

কলির আত্মকাহিনী

আমার নাম কলি। আমার নাম সকলেরই সুপরিচিত। আমি অধর্মবন্ধু হইলেও ধার্মিকেরাই আমার মহিমা বিশেষ জানেন। সে অনেকদিনের কথা—যখন মহারাজ পরীক্ষিৎ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন তিনি একদিন আমার একটী আচরণ স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়া আমাকে পৃথিবী হইতে তাড়াইয়া দিবার যোগাড় করিলেন। কিন্তু আমি অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি করিলে তিনি দয়া-পরবশ হইয়া আমার থাকিবার জন্ত চারিটী স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। যথা—১) দূতক্রীড়া, ২) পান, ৩) স্ত্রীসঙ্গ ও ৪) প্রাণি-বধ। আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, সব সময় ঐ চারিটী স্থান পৃথক্ পৃথক্ থাকা অনুবিধা হইতে পারে, তখন পরীক্ষিৎ মহারাজের হাতে পায়ে ধরিয়া এমন একটী স্থান চাহিলাম, যেখানে ঐ চারিটী জিনিষই একসঙ্গে পাওয়া যায়। মহারাজ তখন একখণ্ড স্বর্ণ দিয়া বলিলেন,—এই স্থানে তোমার অভীষ্ট সবই পাইবে। ঐ স্বর্ণখণ্ড হইতে অসত্য, মদ, ক্রোধ ও শত্রুতা—এই পঞ্চবিধ উপসর্গও নির্গত হইল। তাস-পাশা, দশপাঁচিশ প্রভৃতি ক্রীড়া সকলেই আমার বিশ্রাম-স্থান। বিলাতের আমদানী রেস ও লটারী হাউসেও আমারই অনুষ্ঠান। রাজরাজারা আমার স্থানকে বড় ভালবাসেন। পূর্বেই বলিয়াছি, যেখানে স্বর্ণ সেখানেই আমি। নলরাজা, পুষ্কর, যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন, শকুনি, দিল্লীর বাদশারা সকলেই আমার এই স্থানকে বহুমানন করিয়া অবশেষে সর্বনাশ লাভ করিয়াছেন। এখনও আমার এই স্থানটির আদর, পথে যাইতে বাঠতে কত দোকানে, রাস্তায়-বাটে তিলক-মালাধারীদের হোটেলরূপ আখড়ায় দেখিতে পাওয়া যায়।

আমার দ্বিতীয় স্থানটির কথা বলি; আমার এই স্থানটি বিচিত্রতাপূর্ণ। কোনও স্থানে তরল আকারে, কোনও স্থানে পত্র আকারে, আবার কোনও স্থানে ধূম্র আকারে। তবে আমার এই স্থানটির আদর সাধু-যোগীবেশধারীদের মধ্যেই খুব বেশী। এই সকল লোকেরা এতদূর আমার অধীন হইয়া পড়িয়াছে যে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত আমার স্থানটিকে বৈরাগ্য ও ভজনের সহায়ক বলিয়া প্রচার করে। কিন্তু যথার্থ সাধুরা বড় চতুর, তাঁহারা ধরিয়া ফেলেন। তাঁহাদের কাছে আমি কোনও রকমে প্রবেশ করিতে পারি না। আমার এই স্থানটির মহিমা ধার্মিকদের তন্ত্র-শাস্ত্রে এরূপ লিখিত আছে,—

রঙ্গালয় প্রভৃতি স্থান ত আমারই রঙ্গভূমি। সেখানে আমার সমস্তগণসহ অবস্থান করি। আবার আজকাল কতগুলি লোক ডোর কোপীন লইয়াও আমার এই স্থানটির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা আমার এই স্থানের লোভ ছাড়িতে না পারিয়া তাহাদের ধর্মের অঙ্গ বলিয়া প্রচার করিতেছে। আমার আশ্রয়ে আসিয়া কতকগুলি লোক বেশ্যাগমনাদিকেও আবশ্যক পাপকার্য্য বলিয়া থাকে। কেহ যুক্তি দিয়া বলিয়া থাকে, বেশ্যাদিগকে উপেক্ষা করিলে তাহাদিগকে অনাহারে রাখার দরুণ সে-পাপে ভুগিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, জগতের কেহ উপেক্ষার পাত্র নহে—বেশ্যার মাটিও এত পবিত্র যে তাহা মহামায়ার (দুর্গার) মূর্ত্তি গঠনে আবশ্যক হয়; অতএব তথায় যাইতে কোনও আপত্তি নাই। কেহ কেহ রায় রামানন্দ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির দোহাই দিয়া বেশ্যার সঙ্গও ধর্ম-সাধনের সহায়ক বলিয়া প্রমাণ করে। আমারই আশ্রয়ে আবার কোন কোন ব্যক্তি রস-কীর্ত্তনের দল বাঁধিয়া কামিনী সংগ্রহ করিয়া থাকে। কেহ কেহ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভৃতিকে দেখিয়া একাধিক বিবাহকেই ধর্ম-সাধন বলিতে প্রস্তুত।

এইবার আমার চতুর্থ স্থানটির কথা বলিব। নানাভাবে আমার এই স্থানটির আদর সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। রাজারা রাজ্য লইয়া পরস্পর মারামারি-কাটাকাটি আমারই আশ্রয়ে করিয়া থাকেন। এখন যে প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ হয়, তার মধ্যে আমিই থাকি, জিহ্বার লোভে আমার চতুর্থ স্থানটিকে সকলেই আদর করে। যাহারা কিছু বিলেতী হাওয়া পেয়েছেন, আমার এই স্থানের আদর তাহাদের নিকট বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ-সমাজেও খুব প্রচলিত, অনেক তিলক-মালাধারীরাও আমার এই স্থানটিকে তাহাদের সাধন-ভজনের সহায় মনে করে। আমাদের এই স্থানের সাহায্যে বল সঞ্চয় করা তাহাদেরও আবশ্যক হয়। মাতৃভক্তগণ জিহ্বার লোভ সামলাইতে না পারিয়া তাহাদের মা'র নাম দিয়া ধর্ম বলিয়া আমার এই স্থানটির সদ্যবহার করে। সাধুরা তাহাদের কপটতা ধরিয়া ফেলেন; আমার আশ্রিত ব্যক্তির কিস্ত তাহা বুঝিতে পারে না; কারণ আমি তাহাদের ঘাড়ে চাপিয়া বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া থাকি।

ধনীর ছুয়ারে আমি খুব পাকা আসর জমাইয়া বসিয়াছি; কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, পরীক্ষিৎ মহারাজ আমাকে এখানে আর সকল অবস্থানের একত্র

সমাবেশ করিয়া দিয়াছেন। তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা সাধুদের আশ্রয়ে আছেন, সেখানে আমি থাকিতে পারি না। যেমন পরীক্ষিৎ মহারাজের ভয়ে আমি সর্বদা ভীত; অম্বরীষ মহারাজ, প্রহ্লাদ মহারাজের চৌদ্দ সীমানায়ও আমার স্থান নাই। বড় বড় রাজধানীতে আমার খুব আড্ডা আছে। গোড় দেণের রাজধানী, যাহার আগু অক্ষরে আমার নাম আছে, সেখানেও আমি বহুদিন খুব আড্ডা বাঁধিয়াছিলাম; মনে করিয়াছিলাম, চিরকাল এরূপ সুখেই কাটাঁইব। কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ সেখান হইতে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ আমাকে তাড়াইবার যোগাড় করিতেছেন। তাহাদের কাছে আমি কোন চলেই প্রবেশ করিতে পারি না। তাহারা আমার চতুর্বিধ স্থানের কোনটিকেই কোনভাবে আশ্রয় দেয় না। অধিকন্তু, সকল লোককে আমার নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্ত সতর্ক করিয়া দিতেছেন। এখন আমি বড় শঙ্কিত আছি।

যাহা হউক, আমার নাম-ধামের ত কিছু পরিচয় দিলাম। এখন আমার বিক্রমের কথা কিছু বলি, আমার বিক্রমের অনেক প্রশংসা-পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তন্মধ্যে বাহুল্য-ভয়ে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিব। কোনও হিন্দুস্থানী কবি আমার বিক্রমে যুদ্ধ হইয়া এরূপ লিখিয়াছেন,—

সাচ্চা কহে ত মারে লাঠী ঝুঠা জগৎ ভুলাই।

গো-রস গলি গলি ফিরে, সুর বৈঠল বিকাই ॥

চোরকো ছোড়ো, সাধুকো বাঁধে,

পথিককো লাগাওয়ে ফাঁসি।

ধন্য কলিযুগ, তেরি তামাসা

দুখ্ লাগে আউর হাসি ॥

হে কলি তোমাকে ধন্যবাদ! তোমার তামাসা দেখিয়া আমার হৃদয় ও পায়, আবার কান্নাও আসে। এটা তোমারই রাজত্ব বটে! তোমার শাসনে যে সত্য কথা বলে, তাহার লাঠি খেতে হয়, আর মিথ্যাবাদীর কথায় জগতের লোক মুগ্ধ হয়। দুখ গলি গলি ঘুরিয়া বিক্রয় কর্তে হয়, আর মদওয়ালা নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকে, তাহার দোকানে কত খদের। তোমার রাজ্যে চোরকে ছেড়ে সাধুকেই কারাগারে নিক্ষেপ করে, রাস্তার নির্দোষ পথিককে ধরিয়া ফাঁসি-কাঠে ঝুলাইয়া দেয়। তিনি আরও লিখিয়াছেন,—

গোয়া ছকে কুত্তা পালে উসকো বাছুর ভুখা

শ্রালেকো উত্তম খিলাওয়ে বাপ না পাওয়ে রুখা

ঘরকা বহরি পিরীত না পাওয়ে চিত চোরাওয়ে দাসী।

ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা দুখ্ লাগে আউর হাসি ॥

ধন্য কাল, তোমার মহিমার বলিহারী যাই। তোমার তামাসা দেখিয়া
দুঃখও হয়, হাসিও পায়। তোমার বশ হইয়া লোকে গো-বৎসকে অনাহারী
রাখিয়া, তাহার মাতৃহৃৎদ্বারা ঘণ্য কুকুরকে পুষ্ট করে। পরমারাধ্য
পিতৃদেবকে উপবাসী রাখিয়া শ্রালককে চব্য-চুষ্য-লেখ-পেয় যোগায়।
পতিব্রতা স্ত্রীকে ফেলিয়া দাসীর হ্রায় পরিত্যক্তা বারবনিতার সঙ্গে প্রেম করে।

এক সময় জগতে আমার এতদূর বিক্রম প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, দলে
দলে অসুরগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ভক্তিপথ ভ্রষ্ট করিয়া দিবার উপক্রম করিল।
তখন ভগবানেরও চিন্তার কারণ হইয়া পড়িল। তিনি তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত
শ্রীশঙ্করকে অসুরগণকে মোহন করিবার জন্ত মায়াবাদ-নামক একটা কল্পিত মত
প্রচার করিতে আদেশ করিলেন। আমারই সাহায্য পাইয়া এই 'মত' এখন
বহু আকারে জগতে প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে। আমারই আশ্রয়ে শৌক্রে
ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন ব্যক্তিগণ জাত্যাভিमानে ক্ষীত হইয়া অপর কুলজাত ব্যক্তি-
গণকে নানাভাবে পীড়ন করিতে লাগিল—হিংসা-পরবশ হইয়া উপযুক্ত
অধিকারীকেও তাহার প্রাপ্য অধিকার দিতে বিমুখ হইল। এমনই আমার
প্রভাব যে, লোকসকল স্বয়ং ভগবানের সেবা ছাড়িয়া দিয়া নানা দেবতার
পূজায় রত হইল ও ভক্তিবিরুদ্ধ মতসমূহের দ্বারা চালিত হইতে লাগিল।
আমার এমনই চক্রান্ত যে, প্রকৃত সাধুগণ তাহাদিগকে মত কথ্য বুঝাইতে
চেষ্টা করিলেও তাহারা উপেক্ষা করিল। ধার্মিকেরা, জীবগণ যাহাতে আমার
কবল হইতে রক্ষা পায়, তজ্জন্ত কতই না ঔষধের ব্যবস্থা তাহাদের শাস্ত্রে
লিপিবদ্ধ করিয়া গেলেন, কিন্তু তাহাদ্বারা কি আমার করাল কবল হইতে রক্ষা
পাওয়া যায়? আমার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া জীবের উত্তমাগতি-লাভের
একটি অব্যর্থ ঔষধ আছে—তাহা শাস্ত্রে গোপ্য ছিল। সে প্রায় পাঁচশত
বৎসর কালের কথা। স্বয়ং ভগবানের পর্যন্ত আসন টলিয়াছিল তিনি
সন্ন্যাসীর বেশে অবতীর্ণ হইয়া সেই অমোঘ ঔষধি জীবের দুয়ারে দুয়ারে
বিনামূল্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। আমিও এদিকে জাল-ঔষধ তৈয়ার
করিয়া আমার চরগণের সাহায্যে অল্পবুদ্ধি মনুষ্যদিগের নিকট উহা বিতরণ

করিতে লাগিলাম। পাণ্ডিত্যভিমানী ব্যক্তিগণ মহাপুরুষ-প্রদত্ত ঔষধটিকে অতি ক্ষুদ্র মনে করিয়া পরিত্যাগ করিলেন ও নানাবিধ বাহু-চাকচিক্যপূর্ণ আমার ঔষধের আদর করিতে লাগিলেন। আমার এজেন্টগণের পরামর্শে কেহ মহাপুরুষ-প্রদত্ত ঔষধটি পাইয়াও প্লেগ, ওলাউঠা, মহামারী ও পাপ-নিবারণের জন্ত উহা ব্যবহার করিতে লাগিল—সুতরাং ক্ষুদ্র ফলেই মুগ্ধ হইয়া রহিল—সর্বোৎকৃষ্ট ফল লাভে বঞ্চিত হইল। সেই যতীশ্বর জীবকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, তুমি এই অব্যর্থ ঔষধটী সুপথ্যের সহিত দান করিবে। কিন্তু তাহার কথা অমান্য করিয়া কেহ কেহ সুপথ্য গ্রহণ না করায় ঐ ঔষধটীদ্বারা স্বয়ং ফল পাইল না, অথচ তদ্বারা খুব একটা রোজগারের পন্থা বাহির করিয়া লইল। আবার বলিতে লাগিল, কুপথ্য করিয়া ঔষধ-সেবনেও ফল পাইবে। লোভিগণের অনেক স্বেযোগ হইল। কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারিল না যে, তাহারা আমারই চক্রান্তে পড়িয়াছে। লোকে যাহাতে সন্ন্যাসি-প্রদত্ত অব্যর্থ ঔষধটীর প্রকৃত সন্ধান না পায়, এক্ষণ নানাজাল আমি বিস্তার করিতে লাগিলাম। আমার বাহাদুরীর কথা আমি একমুখে আর কত বলিব ?

হিতবানী

অনলে পতিত পতঙ্গের মত

ভস্মীভূত জীব হ'য়ো না, হ'য়ো না।

জ্বালিয়ে প্রবল ভোগ-ত্যাগানল

শান্তিতরু দগ্ধ ক'রো না, ক'রো না ॥

সেবার সাগরে দিবা-বিভাবরী,

খেলিছে প্রেমের আনন্দ-লহরী

ভাসাও তাহাতে এ' জীবন-তরী,

সুধা ফেলি' জড়ে ম'জো না, ম'জো না ॥

ত্যজি' ভোগ-ত্যাগ কুসঙ্গের সঙ্গ,

সিদ্ধান্ত-তরঙ্গে সদা কর রঙ্গ

চাও যদি নিত্য শ্রীহরি-প্রসঙ্গ

গৌরভক্ত-সঙ্গ ত্য'জো না ত্য'জো না ॥

* সবে শুলেছে শরীরে দর্পণে যতো ভ্রুজিহ্বাশঙ্করে । *



০ গার্ভীয় পত্রিকা ০

* অষ্টকৃত্য-প্রতিফল প্রাপ্তা অগ্রসরিত । *

সেই যে সেই ঘাসে আশ্রয়লাভ । পরে পরে হৃদয়ে পাবে যেই ভাব ।
 অধোমুখে খাইয়ে দিও নিশ্চয় । হৃদয়স্থান যদি গৈলে গরু সেই কব ।

১৯৩৭ খ্রিঃ { লক্ষ্যবর্ষ, ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৯৩৭ সৌম্যাব্দ } ৪২ সংখ্যা
 { সোমবার, ৩১ আষাঢ়, ১৯৩৭ : ইং ১ জুলাই ১৯৩৭ }

সাম্প্রদায়িক

শ্রী গোবিন্দ বিক্রমাবলী-স্তোত্রম্

[শ্রীলক্ষ্মণ-ধোয়া-বিচারিত]

ইহং মঙ্গলকথা হ্যং গোবিন্দবিক্রমাবলী ।

যন্তাঃ পঠনমাত্রেণ শ্রী গোবিন্দাঃ প্রদীপতি ॥

বাণী পাঠ্যমাত্র শ্রী গোবিন্দ এসকল কন, সেই মঙ্গলময়ী গোবিন্দবিক্রমাবলী
 বিধিত হইতোক ।

অথ। অম্বাওতাণ্ডে সব সিক্তময়ম জট্টবাক্রীড়মানি

জ্বালুর্ভুজুং চ বেশাধুলিকমতিনা কানি যেন অযোজি ।

জাদুক্রীড়াওকেটীবৃত্তলক্ষুধাঃ যন্ত বৈকুণ্ঠকুণ্ড

কর্তব্য্য তন্ত ক। তে জ্ঞানবিক্রমভিত্তিঃ প্রোক্তব্য নীলারিত্তানি ।

হে সত্যসিদ্ধ নামে শ্রীকৃষ্ণ । তুমি জীভালকমতি হইবা এই প্রকৃতমরো

জীভাশান-বরণ ত্রিগুণম পাই করিবার নিষিত অথাকে বিদ্রুত করিবার

এবং উহা সংহার করিবার নিমিত্ত মহাদেবকে নিযুক্ত করিয়াছ, কিন্তু ঐরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড হৃদীয় বৈকুণ্ঠধামস্থিত বিরজা নদীর অঞ্জলি পরিমিত জলে বিরাজ করিতেছে, স্মরণ্য পণ্ডিতগণ তোমার অপার ঐশ্বর্য্য বর্ণনে অক্ষম হইয়া তোমার মধুর গুণলীলা অর্থাৎ মানবলীলা-সম্ভূত কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা করিয়া থাকেন।

নিবিড়তর-তুরাষাহস্তরীগোম্মসম্প-

দ্বিঘটনপটুখেলাড়ম্বরোমিচ্ছটম্।

সগরিমগিরিরাজচ্ছত্রদণ্ডায়িতশ্রী-

জ্জগদিদমঘশত্রোঃ সব্যবাহুর্ধিনোতু ॥

যিনি শ্রীবৃন্দাবনে বাল্যলীলাচ্ছলে গোবর্দ্ধনধারণ করিয়া ইন্দ্রের হৃদয়গত প্রবল গর্ভ খর্ব্ব করিয়াছেন এবং ঐ সময়ে ছত্রস্বরূপ করিয়া গোবর্দ্ধন ধারণ করায় ষাঁহার বামহস্ত উহার দণ্ডস্বরূপ হইয়াছিল, সেই পাপনাশন শ্রীকৃষ্ণের সেই বামবাহু জগতের সকলকে পরিতৃপ্ত করুন।

চণ্ডবৃন্তায়াঃ কলিকাখ্যায়াঃ নখে বর্দ্ধিতম্।

অভ্রমুপতিমদমর্দিপদক্রম বিভ্রমপরিমললুপ্তসুহৃচ্ছ্রম।

তুষ্টদনুজবলদর্পবিমর্দন তুষ্টহৃদয়স্বরপক্ষবিবর্দ্ধন।

দর্পকবিলসিতসর্গনিরর্গল সর্পতুলিতভুজ কর্ণগকুণ্ডল।

নির্ম্মলমলয়জচ্চিত্তবিগ্রহ নর্ম্মললিতকৃতসর্পবিনিগ্রহ।

তুফরকুতিভরলক্ষণবিম্মিত পুফরভবভয়মর্দনসুস্মিত।

বৎসলহলধরতর্কিতলক্ষণ বৎসরবিরহিতবৎসসুহৃদগণ।

গর্জিতবিজয়িবিভুদ্ধতরস্বর তর্জ্জিতখলগণতুর্জ্জনমৎসর ॥ বীর ॥

তব মুরলীধ্বনিরমরীকামাসুধিবৃদ্ধিশুভ্রাংশুঃ।

অচটুলগোকুলকুলজাধৈর্য্যাসুধিপানকুন্তজো জয়তি ॥

ধৃতগোবর্দ্ধন সুরভীবর্দ্ধন পশুপালপ্রিয় রচিতোপক্রিয় ॥ ধীরঃ ॥

হে কৃষ্ণ ! তোমার গমন দেখিয়া ঐরাবত হস্তির মদগর্ভ খর্ব্ব হয়, তোমার কান্তি ও শ্রীঅঙ্গের সৌরভে আত্মীয়বর্গের শ্রান্তি দূর হয়, তুমি ছুদান্ত দানবগণের বলদর্প দূর করিয়াছ, দেবগণ হুষ্টচিত্ত হইয়া তোমাকে পরম সহায় বলিয়া বোধ করিতেছেন, তুমি স্বাধীনভাবে কন্দর্পজনিত

মুখ্যরস আশ্বাদন করিতেছ, তোমার ভুজদ্বয় সর্পের ন্যায় স্ববর্তুল ও লম্ব-
মান, দোহুল্যমান মকরকুণ্ডলে তোমার কর্ণযুগল সুশোভিত, নিম্নল
চন্দ্রনাদি অতুলেপনে তোমার শ্রীভঙ্গ সুশোভিত, ব্রহ্মাদির অসাধ্য সর্পাকার
অবাসুরকে তুমি বাল্যলীলাচ্ছলে বিনাশ করতঃ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া
তোমার 'অমোঘমোচন' নাম হইয়াছে, ব্রহ্মা তোমার ঐশ্বর্য্য পরীক্ষার
নিমিত্ত গোবৎসাদি হরণ করিয়া ক্রমে বিস্মিত ও মনে মনে অপরাধী হইলে
তুমি দীর্ঘ হস্ত করিয়া তাঁহার অপরাধ ভঞ্জন করিয়াছ, ব্রহ্মা গোবৎসাদি
হরণ করিলে তুমি সেই সেই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বৃন্দাবনবিপিনে বিহার
করিতেছ, এ ঐশ্বর্য্য তোমার প্রিয় অগ্রজ বলদেবই কেবল বুঝিয়াছিলেন,
ব্রহ্মা হৃদীয় ক্রুপায় মায়াশূন্য হইয়া একবৎসর পর ত্বদীয় গোবৎস ও গোপ-
বালকগণকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, নবীন মেঘের গম্ভীর গর্জনের ন্যায়
তোমার গম্ভীর স্বর, তুমি খল ও মাৎসর্য্যপরায়ণ দুর্জ্জনদিগকে পরাতপ
করিয়াছ। যিনি দেবপত্নীগণের কাম-সমুদ্র বৃদ্ধি করিতে শশাঙ্কস্বরূপ এবং
ধীরস্বভাব ব্রজরমণীগণের ধৈর্য্যসমুদ্র-পানে যিনি অগস্ত্যমুনিস্বরূপ, সেই
তোমার মুরলীধবনির জয় হউক। তুমি গোবর্দ্ধনধারী ও সুরভীগণের পালক
এবং পশুপালপ্রিয় এবং ভক্তগণের অদ্বিতীয় সহায়।

ভুজঙ্গরিপুচন্দ্রকক্ষুরদখণ্ডচূড়াকুরে

নিরঙ্কুশদৃগঞ্চলভ্রমিনিবদ্ধভৃঙ্গভ্রমে।

পতঙ্গহুহিতুস্তটীবনকুটীরকেলিপ্রিয়ে

পরিষ্ফুরতু মে মুহুস্তয়ি মুকুন্দ শুদ্ধা রতিঃ ॥ বীরভদ্রঃ ॥

হে মুকুন্দ ! তোমার চূড়া স্নন্দর ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত তোমার অপ্রতিহত
নয়ন সঞ্চালন দেখিয়া ভ্রমরগণ নিস্তর হইতেছে, তুমি কালিন্দীতীরস্থ
নিকুঞ্জকুটীরে কেলি করিতে ভাল বাস, অতএব নিরন্তর তোমাতে আমার
বিশুদ্ধ অনুরাগ হউক।

উত্তদ্বিহ্যদ্যুতিপরিচিতপট সর্পৎসর্পক্ষুরতুরুভুজতট।

খস্থস্থত্রিদশযুবতিনুত রক্তদক্ষপ্রিয়সুহৃদনুসৃত।

মুক্তম্বিকব্রজজনকৃতসুখ নব্যশ্রব্যস্বরবিলসিতমুখ।

হস্তনুস্তম্বুটসরসিজবর সর্জদগর্জৎখলবৃষমদহর।

যুদ্ধক্রুদ্ধপ্রতিভটলয়কর বর্ণস্বর্ণপ্রতিমতিলকধর ।

রুশ্যতুশ্যৎযুবতিষু কুতরস ভক্তব্যক্তপ্রণয়মনসি বস ॥ বীর ॥

তুমি বিদ্যাম্বালার ছায়া পীঠাঘরে সুশোভিত, অকুটিল গতি সর্পের ন্যায় তোমার বিশাল ভুজদ্বয়, অমরবধুগণ আকাশস্থ হইয়া প্রসন্নচিত্তে তোমার স্তব করিতেছেন, স্নেহ বশতঃ রক্ষায় তৎপর শ্রীদ্যুমাধি প্রিয় সুহৃদগণের তুমি সর্বদা অনুগত, তোমার স্নেহভাজন পরমসুন্দর ভক্তগণ ব্রজে বাস করিয়া তোমার লীলারস প্রকাশ করিয়াছেন, নব্য ও সুশ্রাব্য স্বরদ্বারা তোমার মুখাষুজ সুশোভিত, তোমার দক্ষিণ হস্তে লীলাপদ্ম শোভা পাইতেছে, দুর্দাস্ত ও হিংস্রক বুধাসুরের মদগর্ভ খর্ব করিয়াছ ; তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে কোপস্বভাব রিপুগণ বিনাশ করিয়াছ, স্বর্ণবর্ণ তিলকদ্বারা তোমার ললাটে সুশোভিত, প্রণয়-কলহে রুষ্ট ও বিশেষ আদর বশতঃ সমুদ্র লাভে ব্রজযুবতীগণের প্রতি তোমার বিশেষ অনুরাগ, হে বীর ! তুমি ভক্তজনের প্রেমপূর্ণ মানসে বাস কর ।

প্রচুরপরমহংসৈঃ কামমাচম্যমানে

প্রণতমকরচক্রেঃ শশ্বদাক্রান্তকুক্ষৌ ।

অঘহর জগদগাহিণ্ডিহিন্দোলহাসে

স্মুরভু তব গভীরে কেলিসিকৌ রতির্নঃ ॥

উদগীর্ণতারুণ্য বিস্তীর্ণকারুণ্য

গুঞ্জালতাপিঞ্জপুঞ্জাঢ্যতাপিঞ্জ ॥ ধীর ॥

হে অঘহর ! অপূর্ব রস বসিয়া পরমহংসগণ বাহা আশ্বাদন করেন, ভক্তরূপ মকরগণ যাহার মধ্যে নিরন্তর বাস করিতেছেন এবং যাহার তরঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড চঞ্চল হইতেছে, ঈদৃশ অতি গভীর ত্বদীয় লীলাসমুদ্রে নিরন্তর আগার অনুরাগ থাকুক । হে ধীর ! তুমি নবোদিত যৌবন-প্রভাবে সুশোভিত সুবিস্তীর্ণ করুণারসে তোমার সর্বত্র ব্যাপ্ত, তুমি শ্রীবৃন্দাবনে গুঞ্জা ও মাধবীলতা-বেষ্টিত তমালতরু-স্বরূপ ।

উচিতঃ পশুপত্যলংক্রিয়ায়ৈ, নিতরাং নন্দিতরোহিণীযশোদঃ ।

তব গোকুলকেলিসিন্ধুজন্মা, জগদুদ্দীপয়তি স্ম কীর্ত্তিচন্দ্রঃ ॥ সমগ্রঃ ॥

যিনি পশুপতির (মহাদেবের ও নন্দ প্রভৃতি গোপবৃন্দের) প্রধান ভূষণ, যিনি রোহিণী-যশোদার (পক্ষে রোহিণী নক্ষত্রের যশোভাগ্য প্রদান করেন)

আনন্দবর্দ্ধন করেন, তোমার প্রজাপীলাতন-পন্থায় দ্বার্য্য লম্বা, এই
প্রকার প্রবর্তীর ধীরেতে লম্বা কালোচিত করত।

অধিষ্টেখণ্ডর স্বভক্তবর্দ্ধন প্রবৃত্তিচন্দ্রন প্রসন্নমনন।

প্রসন্নচন্দ্রন সুরক্ষপঞ্চল প্রভিলম্বকভ্রমৎকনম্বক।

প্রভুলকন্দর প্রবিত্তিচন্দ্রন প্রবিত্তিচন্দ্রন প্রবিত্তিচন্দ্রন । দেব ।

বৃন্দাবনভক্তবীতে বৃন্দাবনভক্তবীতে বীর ।

বলিত বাগ্ধববৃন্দাঃ সূন্দর বৃন্দাবিকাঃ বরত ১৮ ॥

বলিনীচন্দ্রন সুরক্ষপঞ্চল জননীচন্দ্রন পঞ্চলীচন্দ্রন ॥ বীর ১

হে প্রীতম্! তুমি বৃন্দাবনকে বিদ্যমান করিবার, তুমি নিজ-ভক্তগণের
জন্মের কৃপা, চন্দ্রবাসি অমূল্যপদে তোমার প্রীতম্ অমূল্যপদ, তুমি প্রসন্ন
মনের প্রসন্নপ্রভ, তোমার বরতচন্দ্রন চন্দ্রন ও প্রসন্ন, তোমার পঞ্চলগণে
লম্বাগণ কবচবৃন্দাঃ শোভা বহিঃক্ষেপে, তুমি বিদ্যমান প্রসন্নচন্দ্রন প্রসন্ন
করিলে তব প্রসন্ন অমূল্য শোভা রত, উৎকর্ষিত আভ্যন্তর গম্ভীর জয়
তোমার প্রসন্ন গম্ব । হে বীরা! তুমি বাগ্ধববৃন্দার অমূল্যপ্রভ এবং প্রসন্ন
ভক্ত-লম্বাচন্দ্রন এই প্রীতম্: বৃন্দাবী প্রসন্নবৃন্দাবিনিকে বিদ্যমান বহাইতে।
তুমি বল-ভক্তিব শাস্তা, তুমি সুরক্ষপঞ্চল তুমি জননী বৃন্দাবিনিকে রক্ষা কর,
তুমি গোপীপ্রেম প্রসন্নবর্দ্ধক ।

অমূল্যবৃন্দাঃ পঞ্চলীচন্দ্রনদ্বালে

বলপ্রসন্নচন্দ্রনভক্তবীতানুভবী ।

কলিতপ্রসন্নচন্দ্রন কোহপি সন্তীর্ণগেদী

জয়তি বিবিসকপ্রাকুলবক্তবীরীজঃ ১ অচ্যুতঃ ।

যিনি পঞ্চলীচন্দ্রে অর্থাৎ বরতচন্দ্রন বৃন্দাবিনে অমূল্য (পঞ্চলগণে
কলপ্রসন্নবৃন্দাঃ যিনি ভক্তবর্দ্ধক) যিনি প্রীতম্: বৃন্দাবী অমূল্যপ্রভ আকর্ষণ
করিতেছেন (পক্ষে বরতচন্দ্রন বৃন্দাবিনে অমূল্যপ্রভ আকর্ষণ করিতেছেন),
বৃন্দাবনভক্তবর্দ্ধন সন্তীর্ণগেদী (পক্ষে প্রসন্নপ্রভ চন্দ্রন বৃন্দাবন অমূল্য
বহিঃক্ষেপে), যিনি পুণ্যবর্দ্ধক (পক্ষে বিবিসক) এই প্রকার কালিন্দী-ভক্তবী
বীরপ্রসন্ন সেই প্রীতম্: জয় বক্তক । (ক্রমপত্র)

કે સી ધર્મજોશીવાળી નાદર : ૪૩

400 23 | 23

— ५८७ —

ধাপস, তাকেই উপাসনা থান। উপাসনা বলিতে কৰ্ম বা আত্মকে লক্ষ্য
নংন। উপাসনাক নিত্যক আছে। সুতরাং অক্তি বাতীত ইহার অক
প্রনার কোন স্বৰ্গ নকত নর। কৰ্ম, কাল যে যেস উপাসনা কতে, তাহা
বলিতে কোন অকিক কথা বলকোছোকন। যেমন্ত-বর্ষ, উপনিষৎ প্রকৃতি
আলোচনা করিলে 'উপাসন' কথটী কহাকতে লাভয়া নর। কিন্তু ইহার
'তাক' বাতীত অক স্বৰ্গ বলিতে কোন আত্মের বর্গতি হয় না। বর্গতি না
কইলে সিদ্ধান্তব্ধর আলনা লাভিতমল সিধান বলেম না। এ যাক হকিক,
দীক্ষা লব্ধে এই প্রকৃতি আলোচনা করিগন।

दिनांक: २२/०५/२०२३, नमस्कार, कृपया १५ मिनट का समय।

କଥା କୁହୁଛନ୍ତି ଏହା ଫକୀର ମୋତିଦେବଙ୍କର କାବିତ୍ବ । (ବିଜୁବାବୁ)

[সেহেতু বিবাহের সময়-কাল প্রদান করে এবং শালস (শাল, শালবীজ ও ফলিক) মদ্যুল বিশাল বহির্গা খাটক, সেটে-ক তখনমহাদ্বার, পবিত্রত্বস এই কলহোলাস 'জীকা' নামে আনিবিল করেন ।]

लेखक: अरुण सुखशर्मा एवं राजश्री काण्णाडवा व शिवन,—

^{११}यत्क। यमि ज्ञि कुलति दृष्टवहा सेनामन्त हरेवा ।^{१२}

অর্থী, 'বৃহৎসপ্তম' (ব্রহ্মসপ্তম) শ্রী ১১১ টি গানের মধ্যে ১১১ অধিক টি
অর্থী, 'বৃহৎসপ্তম' (ব্রহ্মসপ্তম) শ্রী ১১১ টি গানের মধ্যে ১১১ অধিক টি

अनुसंधान विभाग

अथवा

ଦୈନିକ ଶ୍ରୀଠୁଳ-ଉପହାସେ କୁମାରାଦିକା

সকলোকেই অংশীদার করে, সুতরাং ভগবানের দ্বারা অধিক লাভই
আছে। ঈশ্বরদ্বারা অধিক লাভ, তাঁরা ভগবানের দ্বারা অধিক প্রার্থনা
না করলেও নিম্ন-মাত্রা কৃষ্ণ-বলেই চলতে পারবে, নিম্ন আচার
সহ অংশীদার নেই, আরও লাভের দাবি, নিম্ন আচার। সুতরাং
ভগবানের দ্বারা অধিক লাভই আসবে অতীত কালেও। সেই কারণে
সকলোকেই অংশীদার করে, সুতরাং ভগবানের দ্বারা অধিক লাভই

● **साप्ताहिक मजदूरीय मजदूरों के लिए** **आरक्षण** **और** **विकास**
मजदूरी **और** **विकास** **—** **सम्पादक**

আমার মঙ্গলের জন্ত “অহং ব্রহ্মস্মি” শ্রোতমন্ত্রের যে প্রকৃত অর্থ,—জীবের চরমাবস্থা লাভের পরে যা’ হয়,—গৌরসুন্দর ‘তৃণাদপি সুনীচ’ শ্লোকে তা’ বলে দি’য়েছেন। অত্যান্ত শব্দ আমাদিগকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা ছুরাকাঙ্ক্ষার শ্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-নাম আমাদিগকে কৃষ্ণের সেবা-পথে ধাবিত করায়—আমাদিগের উপর তাঁ’র পূর্ণ প্রভুত্ব, পূর্ণ স্বারাজ্য বিস্তার করে; সেই নাম-প্রভুকে আমি নমস্কার করি। সেই নাম-প্রভুর দাতা-শিরোমণি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আমি সর্বোৎসাহে বন্দনা করি।

অর্থ ও পরমার্থে পার্থক্য-বিচার, ভগদ্বক্ত অকিঞ্চন

আজকে আমাদের কৃতাপরমার্থ-বিষয়ের আলোচনা। অর্থ ও পরমার্থের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। পরমার্থ—আত্মার পূর্ণগতিকে লক্ষ্য করে। আত্মা—জড়বস্তু নহে যে, তাহার গতি থাকবে না। যখন অনাত্মপ্রতীতি আমাদিগকে জড়ীভূত করে, তখন তা, হ’তে বিমুক্তি লাভের জন্ত আমাদের হৃদয়ে একটা শান্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা হয়। যেহেতু আমরা অশান্ত রাজ্যে বাস করছি, সেই হেতু আমরা শান্তির প্রয়াসী হই। সেই শান্তি কি ভাড়াভাজাতীয় বস্তু? নিশ্চয়ই নহে, পরম গতিবিশিষ্ট—যে গতির ত্রায় আর গতি হ’তে পারে না। অটোমোবাইল, এরোপ্লেন প্রভৃতির জড়গতি সেই গতির সহিত তুলনাই হ’তে পারে না। সেই শান্তি—পূর্ণ প্রগতিময়ী। যেখানে পূর্ণচেতনের ক্রিয়া যত অভিব্যক্ত, সেখানে গতির তত প্রকাশ। এইরূপ প্রগতির পরাকাষ্ঠায়ুক্ত পরমার্থের অনুসন্ধান করা’ আলোচনা করা আমাদের কৃত্য হ’য়েছে। এতদুদ্দেশ্যে আমাদিগকে সহায়তা করবার জন্ত আমরা মনীষিগণের নিকট উপস্থিত হ’য়েছিলাম। আমাদিগকে ইহ জগতের কিছুই নাই—আমাদের আভিজাত্য, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, শ্রী—কিছুই নাই; আমরা অকিঞ্চন।

“তৃণাদপি সুনীচ” হইলেই কীর্তনে অধিকার লাভ হয়

ভগবান্কে আশ্রয় না করলে মায়ার প্রভু হ’বার যে ইচ্ছা আমাদের হৃদয়ে এসে উপস্থিত হয় সেরূপ প্রভুত্বের কামনা বা অহঙ্কার আমাদিগকে যে অর্থের জন্ত চালিত করে, তা’ পরমার্থ নহে—অনর্থ। যেমন গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—

ଶ୍ରୀମତଃ କ୍ରିଷ୍ଣସାବାସି ଚୈତ୍ୟ କର୍ମାଦି ଶ୍ରୀମତଃ ।

अन्यथा विचार्य कर्तव्यमिति मन्तव्यम् ।

সে অসমর্থ—সে আসনাক পরিভ্রাণ কইন মন-শব্দের অর্থ হে যত ভা'য়ে
 সৌন্দর্য্য সহ কথটি বকট অকুণ্ডল ৪৪,—

“कृणुमहि इमीं ह्य आतामहि यजिषुः॥”

সর্বজন ভূগাণনি শ্রীচৈতন্য মহিমা হরি কীর্তনীয়। বানিক
কণের অস্ত্র নৈস্ত্র প্রকাশ কর্লাম—কলটভাঃ মহিঃ আঁকুর্নীঃ
কাঁব দেখা'লাম, লক্ষ্য গাই অহকাঃ ক্রমঃ হ'লাম, সেজন ময়।
আমাদিগা ক ভগবানের নাম এইদে যিনি বোখাতা দিহোছন,
ঐত ভগদে পুনরায় অর্থাৎ দ্বিতীতবার প্রণাম করি।

ଶ୍ରୀମଦ୍‌କୃପାବଳି ଜର୍ନାଲ, ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୫୩ । ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନର ପ୍ରସାର, ଶ୍ରୀମଦ୍‌ କୃପାବଳିରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆଶା କରାଯାଉଅଛି । ଶ୍ରୀମଦ୍‌ କୃପାବଳିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଲେଖାଟି ପଢ଼ାଯାଉ ।

*सुदीरस्य कीडे देशस्य बुद्धिः एव सम्पत्तिः

କଟକରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାପତି ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଏକ ସମ୍ବେଦନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ।

योगेश साह लल्लु (पदमे), श्रीराम साह लल्लु (पदमे)

योगीश्वर शिव भुवनेश्वर के उपासक भूत

এই শ্রমিক শ্রীকৃষ্ণাদিগণের দ্বারা কলকাতা অঞ্চলে হুগলি—উড়িষ্যা
আ' শ্রীকৃষ্ণাদিগণের বাসগৃহের অগ্রদূত হ'লেই লাভ হবে।

জটিলস্বৰূপা-অঙ্কন পৰিচালনপূৰ্বক
ভগবৎসেবায় নিৰ্দেশ

ଜଗତେଶ ସିଂହସମାଜେର ସହିତ ସାକାଳୀନ କହୁଅନ୍ତ ବଡ଼ ଡାହା ଆସାର ଚକ୍ର । ଆମି ଜଗତେଶ ହସଲ ଲୋକଟ ନିକଟ ହେବେ ଅସୁସ୍ଥ ଶ୍ରାବୀ ସାଜି ; ହୃଦୟ ଆସାର ଛାକ ଆହାସତତ୍ତ୍ବେ । ସଂଗ୍ରହକାରୀ ତର ଦେଶର ବାହାର, ତା' ଆମି ନିଃଶ୍ୱାସ ଏବା ସକାଳେ ତା' ସୁନ୍ଦର । ବଡ଼ ଜୟ, ଶ୍ରୀରାମ, କ୍ରତୁ, ନି ଧାବେ, ତା' ଜଗସାନ୍ତ କ ଡାକ୍ତା ସାମନା । ଏହି କୋଷୀକେହି କହାସ ଅସିରା ହସ ସାଜି । ହୃଦୟ ଆସାର ବଡ଼ ନାହିଁକାର ନିଃଶ୍ୱାସ —

¹संदेश विमोचनक सहायक भाषा: जादवपरी की भाषा: मुद्रा: मुद्रा:

ਸੁਸਾਨਹੋਸਾ: ਕੁਬਿਧੋ ਜਨਨਿ ਸਰੋਤਿਦੁਤਾ ਭਾਗਿਸਯਾ ਤਾਨਿ ।

আমার কৃষি নষ্ট হ'য়ে গেছে, সুতরাং ভগবানের সেবা ব্যতীত গত্যন্তর নাই অর্থাৎ আমি যে সর্বাপেক্ষা অধম, এ বিষয়ে আপনাদেরও মন্তভেদ হ'বে না। জন্ম, ঐশ্বর্য, শ্রুতি, শ্রী—যখন কিছুতেই আশা-ভরসা নেই, তখন ভগবানকে ডাকা ব্যতীত আমার আর উপায় নেই। সেজন্তাই আজ আমাকে এরূপ কার্যে নিৰ্ব্বাচিত করা হ'য়েছে।

অতএব আমি অবনত মস্তকে আমার গুরুবর্গের প্রদত্ত তার গ্রহণ ক'রলাম। আমি এজগতের কোন কাব্যশাস্ত্রে পণ্ডিত নই, এজগতের শব্দ-শাস্ত্র, ব্যাকরণে আমার জ্ঞান নেই, এজন্ত আপনাদের নিকট আমার ভাষা কঠিন কিম্বা ব্যাকরণদুষ্ট মনে হ'তে পারে। তথাপি আমি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রীচৈতন্যদেবের যে কথাগুলি শু'নেছি, তা' আপনাদের নিকট বলবার জন্ত আমার অত্যন্ত অভিলাষ হয়। আমি আপনাদের নিকট একটি অভিভাষণ পাঠ করছি। তা'র প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যদেব কি বস্তু তা' বলা হ'য়েছে।

দেহ-মনোধর্ম ছাড়িয়া বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের গুণকীর্তন

চিদচিন্মিশ্র জৈবপ্রতীতিসম্পন্ন আমাদের একমাত্র পরমোপাস্ত বস্তু, বাস্তব-বিষয়াশ্রয় মিলিত-তনু—শ্রীচৈতন্যদেব। চিৎ বা সখিৎ—স্বতন্ত্র, অচিৎ বা অজ্ঞান-অস্বতন্ত্র। জ্ঞান ও জ্ঞানের অভাব—এই মিশ্রতাবসম্পন্ন আমরা বদ্ধজীব-সম্প্রদায়। সেইরূপ আমাদের একমাত্র উপাস্ত—শ্রীচৈতন্যদেব। বিষয় ও আশ্রয় মিলিত হ'য়ে যে অপ্রাকৃত শরীরটী, তিনি সেই বস্তু। জড়বিষয় ও জড় আশ্রয়কে লক্ষ্য ক'রে একথা বলা হচ্ছে না। জড়জগতে অসংখ্য বিষয় ও অসংখ্য আশ্রয়ের অভিমানে সকলে অভিমানী। পূর্ণচেতন কোন অস্বতন্ত্রতার বাধ্য ন'ন, এজন্ত তাঁকেই বিষয়' বলা হয়। তাঁ'র যোষা-সম্প্রদায়কে 'আশ্রয়' বলা হয়। শ্রীচৈতন্যদেব যদি কেবল বিষয়-বিগ্রহের লীলা ক'রতেন, তা'হলে চিদচিন্মিশ্র বদ্ধজীব-সম্প্রদায়ের অত মঙ্গল হ'তো না, তা'হলে তাঁ'র সঙ্গে ঝগড়া বেধে যেতো। “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি” এই গীতার বাক্যানুসারে আমরা যে জড়জগতের কর্তা বা বিষয়াভিমান ক'রছিলাম—শ্রুতির তাৎপর্য্যবোধে বিমুখ হ'য়ে “অহং ব্রহ্মাস্মি” বাক্য উচ্চারণ ক'রে যে 'বিষয়' মাজ'বার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুরাাকাঙ্ক্ষা পোষণ ক'রছিলাম—ক্ষুদ্র হ'য়ে বৃহৎএর প্রতি যে মুখভঙ্গী ক'রছিলাম, সে অমঙ্গলের হাত হ'তে

আমরা উদ্ধার পেতাম না, যদি বিষয়-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর আশ্রয়-বিগ্রহের রূপ ও ভাব অবলম্বন না ক'রতেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেবাধর্মের মূর্তিবিগ্রহ, কিন্তু স্বয়ং—বিষয়তত্ত্ব। যে বিষয়তত্ত্ব হ'তে অনন্ত কোটি জীব প্রকাশিত হ'য়েছে, তিনি সেই বিষয়বিগ্রহ বলদেবেরও প্রভু, পরম বিষয় ; এজন্ত তাঁকে 'মহাপ্রভু' বলা হয়। তিনি বিষয়-বিগ্রহ হ'য়েও আশ্রয়ের ভাব-কাস্তি গ্রহণ ক'রেছেন। এ জগৎ থেকে দেখতে গেলে বিষয়—এক অর্দ্ধ, অপরাধ—আশ্রয়। আমরা বিষয়-বিগ্রহ হ'তে চ্যুত হ'য়ে যে জগতের বিষয়বিগ্রহের অভিমান করছি—মূল আশ্রয়-বিগ্রহের বিষয়বিগ্রহের প্রতি সেবার আনুকূল্য হ'তে পৃথক্ হয়ে বিপথগামী হচ্ছি, তা'হতে রক্ষা করবার জন্ত বিষয়-বিগ্রহ আশ্রয়বিগ্রহের রূপ গ্রহণ ক'রেছেন। তাঁর রূপের তুলনা হয় না। আমি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের ভোগী চিদচিনিশিত জীব, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের পিঞ্জরে—মনোধর্মের পিঞ্জরে আবদ্ধ এমন নরশরীরবিশিষ্ট হ'য়ে সর্বদা পরমার্থ বিহীন—সর্বদা ভগবৎ সেবা-বঞ্চিত ; সুতরাং আমাদের শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় ব্যতীত আর অগ্র গতি নাই। বিষয় একটি—একমেবাদ্বিতীয়ম্ ; ছান্দোগ্য ব'লছেন,—

“শ্রামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছামং প্রপদ্যে”

এখান হ'তে একটি উল্লিখিত গোলোক-পদার্থের একটা দিক্ দেখা যায়, —
অপরাংশ দেখা যায় না—উন্নতাংশে না গেলে দেখা যায় না।

শ্রীচৈতন্যদাসগণই বিষয়াশ্রয়ের বৈশিষ্ট্য সম্যক্ পরিজ্ঞাত

সাধারণ সাহিত্যিক-সম্প্রদায় যে বিষয়াশ্রয়ের কথা আলোচনা করেন, তা'তে বিষয়ের বহুত্ব। ভরতমুনি অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে বিষয়াশ্রয়ের যুক্ত ভাবের কথা আলোচনা ক'রেছেন, তা'তে আমরা জানতে পারি,—বিভাব, অল্পভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারি প্রকার সামগ্রীর সমগ্রতা সম্পন্ন হয়, যদি তা'রা স্থায়ীভাবের সহিত সংযোগ লাভ করে। তা'তে একটি সুন্দরপানা বা রস প্রস্তুত হয়। কেউ কেউ ব'লতে পারেন, রসের সৃষ্টি তা' এ জগতেও হ'চ্ছে। এখানে অসমগ্রের সহিত অস্থায়ীভাবের সম্মিলনে বিকৃত ও খণ্ড রসের উদয় হ'চ্ছে, এজন্ত উহা পরিবর্তনশীল ধর্মের অধীন। শ্রীচৈতন্যদাসগণই এ কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন, অপরের স্ফুটক্লহ ব্যাপার।

অস্বয় ও ব্যতিরেকভাবেই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত আলোচ্য

শ্রী গুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রুত বিষয় ব্যতীত ব্যক্ত বা অব্যক্ত তাকিকের নিকট হ'তে কোন কথা শুন্বার যদিও আমাদের যোগ্যতা নেই, তা' হ'লেও আমরা তাঁদের নিকট হ'তে অনেক কথা শু'নে ব্যতিরেকভাবে সাহায্য পেতে পারি। অসাত্তত-শাস্ত্রমধ্যে অনেক কথা আছে, যা' সত্যের সমর্থকরূপে উদাহৃত হতে পারে। মহাজনগণও অসাত্তত-শাস্ত্র হ'তে বাস্তব সত্যের সমর্থকরূপে অনেক বাক্য উদ্ধার ক'রে প্রমাণ ক'রেছেন যে, সাত্তত শাস্ত্র ত' একথা স্বীকার করেনই. অসাত্তত বিচারকেরও ইহা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে অপর পথ গ্রহণ ক'রেছি ব'লে যে বাহ্য প্রতীতি হ'চ্ছে, তা'তে আমরা বেশী দোষ করি নাই ব'লেই মনে হয়। আমরা অসাত্ততগণের নিকট হতেও এমন কথা পাব, যা' আমাদের সাহায্যে ক'রবে—অস্বয়ভাবে নয়, ব্যতিরেকভাবে সাহায্য ক'রবে। কেবল একমাত্র গুরুপাদপদ্মই অস্বয়ভাবে সাহায্য ক'রে থাকেন। মোট কথা, দুঃসঙ্গ করবার জ্ঞান আমাদের যত্ন হয় নাই।

প্রশ্নোত্তর

(নানাকথা)

[পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৫ পৃষ্ঠার পর]

১৭। অপ্রাকৃত বৈচিত্র্য কি কথায় বুঝাইবার বস্তু ?

“অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যসমূহ বিচার করিবার বিষয় নয়,—আশ্বাদন করিবার বিষয়। যাঁহাদের হৃদয়ে সেই অপূর্ণ আশ্বাদন উদ্ভূত হয় নাই, তাঁহারা কেবল কথায় অপ্রাকৃত তত্ত্ব বলিয়া থাকেন, তাহা যে কি, তাহা বুঝিতে পারেন না।”

—‘সমালোচনা’, সঃ তোঃ ৬২

১৮। স্বরূপসিদ্ধ মহাজনগণ ও ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তবসকল কি নিম্নাধিকারীর বোধগম্য ?

স্বরূপ-সিদ্ধিকালে মহাজনগণ এবং কৃপা-দর্শন-সময়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ কখনও কখনও দর্শনাগুসারে স্তবোদ্ভূতে ভগবানের বর্ণন করেন, কিন্তু তাঁহাদের বাক্যভাবে তাহা সংক্ষিপ্ত হয় এবং নিম্নাধিকারিগণের পক্ষে অস্পষ্টরূপে তাহা প্রকাশ পায়। সেসকল বিচারে ভক্তের প্রয়োজন নাই।

—ভৈঃ ধঃ ৪০ তম অঃ

১৯। জনসাধারণ অপ্রাকৃত ও আধ্যাত্মিকের স্বল্প ভেদ বুঝিতে অসমর্থ কেন ?

“অপ্রাকৃত ও আধ্যাত্মিকে যে স্বল্প ভেদ আছে, তাহা প্রায়ই লোকে ধরিতে পারেন না ; অপ্রাকৃত বস্তুর জ্ঞানাভাবই ইহার কারণ ।”

—ঠাকুরের আত্মচরিত

২০। ত্রিশূলের স্বরূপ কি ?

“জড়ীয় ত্রিগুণ ও ত্রিকালগত পরিচ্ছেদই—‘ত্রিশূল’ ।” —ত্রঃ সং ৫।৫

২১। চিত্রপট-দর্শন বা বিশ্বকোশল-দর্শনটি কি ?

“শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বকোশল-দর্শনের নামই—চিত্রপট দর্শন । মাষিক বিশ্বটি চিত্রবিশ্বের হেয় প্রতিভাও ছবি—ইহা যাহার বোধগ্য হইল, তিনি চিত্রপট দর্শন করিয়াছেন, বলা যায় ।”

—কৃঃ সং ৯।১৭

২২। সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মূলে কাহার কর্তৃত্ব ও বিলাস-ভাব বিরাজিত ?

“জড়-কর্তৃক অথবা শুদ্ধ চৈতন্য-কর্তৃক যদি সৃষ্টি হইত, তাহাতে একরূপ বিচিত্রতা দেখা যাইত না । ইন্দ্রিয়-সকলের সহিত বিষয়-সকলের অচিন্ত্য সম্বন্ধ, শারীরিক অভাবানুযায়ী পদার্থের ব্যবস্থা, জল-জ্বল-বিভাগের দ্বারা মানবজাতির বাস-স্থানের সমৃদ্ধ, গ্রহ-নক্ষত্র ও তারাগণের কার্য্য বিভাগের দ্বারা সৌরজগতের সৌন্দর্য্য ও কার্য্যোপযোগিতা, ঋতুদিগের নিয়ম-সংস্থাপনের দ্বারা কালকাল-নিরূপণ এবং মানব-শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা বদ্ধাবস্থার অভাব-পূরণ প্রভৃতি অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব কার্য্য-সকল কি শুদ্ধ চৈতন্য হইতে উদ্ভূত হইতে পারে ? পরমেশ্বরের বিলাস-ভাব স্বীকার না করিলে কখনই সন্তোষকর সিদ্ধান্ত হইতে পারে না ।” —তঃ সূঃ ৬সূঃ

২৩। ঈশ্বরবিশ্বাস মানবজাতির সাধারণ ধর্ম্ম নহে ?

“ঈশ্বর-বিশ্বাস মানব-জাতির একটি সাধারণ ধর্ম্ম । অসভ্য বহু জাতিগণ পশুদিগের ত্রায় পশুমাংস-সেবনের দ্বারা কালাতিপাত করেন, তথাপি সূর্য্য ও চন্দ্র, বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত-সকল, তথা বড় বড় নদ-নদী এবং প্রকাণ্ড তরু-সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ তাহাদিগকে দাতা ও নিয়ন্তা বলিয়া পূজা করে ।”

—চৈঃ শিঃ ১।১

২৪। ভক্তি-পোষক ধর্ম্ম-মাত্রে অল্প-বিস্তর বৈষ্ণবতত্ত্ব লক্ষিত হয় না কি ?

“জগতে যত প্রকার ভক্তিপোষক ধর্ম্ম আছে, সে-সমুদয় ধর্ম্মে কিয়ৎপরমাণে বৈষ্ণবতত্ত্ব লক্ষিত হইবে ।” —‘খৃষ্ট-হৃদয়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের উদয়’ সং তোঃ ২।৬

২৫। বৈষ্ণব ও হিন্দুর মধ্যে পার্থক্য কি ?

“চার্কালাদি অতি পামণ্ড ব্যক্তিও হিন্দু, কিন্তু বৈষ্ণব নহেন। আমরা বৈষ্ণব হিন্দু, কেবল হিন্দু নই অর্থাৎ আমাদের সমাজ হিন্দু, কিন্তু আমাদের ধর্ম—বৈষ্ণব; তদ্রূপ হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি পুণ্যনীয় পুরুষগণ ‘হিন্দু’ নহেন, কিন্তু সর্বলোক-নমস্কৃত ‘বৈষ্ণব’। বেদশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য-অনুসারে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সর্বজাতিকে বৈষ্ণব-ধর্মের অধিকারী বলিয়া উপদেশ করেন।” —‘সোমপ্রকাশ ও বৈষ্ণবধর্ম’, সঃ তোঃ ২১১০-১১

২৬। বৈষ্ণবতত্ত্বাবধারণে কিরূপ বুদ্ধি প্রয়োজন ?

“বৈষ্ণবতত্ত্বে স্কলবুদ্ধির নিত্য প্রয়োজন। যাঁহারা সম্প্রদায় কল্পনা করিয়া অথবা বৈষ্ণবতত্ত্বকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা—স্কলবুদ্ধি।” —কঃ সং ৮২০

২৭। বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী হইয়াও যাঁহারা কেবল বৈধকাণ্ডে আবদ্ধ থাকেন, তাঁহাদের পরিণতি কি হয় ?

“বৈষ্ণবধর্ম অনন্ত-উন্নত-গর্ভ থাকায় যাঁহারা বৈধকাণ্ডে আবদ্ধ থাকিয়া রাগতত্ত্বের অনুভব করিতে যত্ন না পান তাঁহারা সামান্য কর্মকাণ্ডপ্রিয় জনগণের তুল্য হইয়া পড়েন।” —কঃ সং ৮২০

২৮। শাস্ত্রোপদিষ্ট উদ্দিষ্ট ও নির্দিষ্ট বিষয় কাতাকে বলে ?

“শাস্ত্রসমূহের দুইপ্রকার বিষয়—অর্থাৎ ‘উদ্দিষ্ট’ বিষয় ও ‘নির্দিষ্ট’ বিষয়। যে-বিষয়টি যে-শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, তাহাই তাহার ‘উদ্দিষ্ট’ বিষয়; (আর) যে বিষয়কে নির্দেশ করিয়া উদ্দিষ্ট-বিষয়কে লক্ষ্য করা হয়, সেই বিষয়ের নাম—‘নির্দিষ্ট’ বিষয়।” —গীঃ—রঃ ভাঃ ২।৪৫

২৯। বৈধ ও রাগানুগ ভক্তের স্ব-স্ব অধিকার লঙ্ঘন করা উচিত কি ?

“বৈধ ব্যবস্থাপক যদি রাগানুগের জন্ত ব্যবস্থা করিতে যায়, তাহা হইলে ‘কামারের দই পাতা’র হায তাঁহার ব্যবস্থা কখনও ভাল হইবে না। কোন রাগানুগ ভক্ত বৈধদিগের অনুর্ত্তে কোন বিধির নিন্দা করিলে যেক্রম অবিচার হয়, অনুরাগীর সম্বন্ধে মন্ত্রাচার্য্যের বিধি নির্মাণ করাও সেইরূপ অনধিকার-চর্চা হইয়া উঠে।” — শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক, সঃ তোঃ ৪।১

৩০। মহাজনপদাবলী ও পদকর্তৃগণের মহিমা-প্রচারার্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কি উপদেশ ও অনুরোধ ছিল ?

“আমরা রবীন্দ্রবাবু ও শ্রীশ বাবুকে অনুনয়পূর্বক অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যত্নপূর্বক বৈষ্ণব কীর্তনের একখানি বৈজ্ঞানিক ইতিহাস বা ঐতিহাসিক বিজ্ঞানগ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণবদিগকে যেম বিশেষ সুখী করেন। ঐগ্রন্থে সমস্ত রাগ-রাগিনী, তাল-মান ও কীর্তনের সুর সমস্ত বিচারিত হইবে এবং রেণেটী, গরাণহাটী ও মনোহরসাহী কীর্তনের আচার্য্যাদিগের জীবনী এবং তৎপরবর্ত্তী মহাজনগণের সময় ও বিবরণ যতদূর পারেন. সংগ্রহ করিবেন।”

—‘পদব্রতাবলী’, স: তো: ২৯

৩১। শ্রীমদ্ গোরাক্স-সমাজের ভবিষ্যৎ অন্তরায় বা তিনটি দোষ কি কি ?

“স্বার্থপরতা, প্রতিষ্ঠাশা ও কপটতা ইহাতে বিশেষ সতর্ক না হইলে এই সমাজ (শ্রীমদ্ গোরাক্স-সমাজ) স্থির থাকিবে না। এই বঙ্গভূমিতে যে-সকল বৃহদব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়, সে-সকলই অল্পদিনের মধ্যে উক্ত তিনটি দোষে দূষিত হইয়া নষ্ট হইয়া পড়ে।”

—শ্রীমদ্গোরাক্স-সমাজ’, স: তো: ১০।১১

৩২। মিথ্যার আশ্রয়ে সত্যের প্রতিরোধ সহজসাধ্য কি ? মিথ্যাশ্রিত-জনগণের উদ্ধারও ভাল দিক্ আছে কি ?

“সত্যের প্রতিরোধ করা সহজ নয়। যাহারা সত্যের প্রতিরোধে কৃতসঙ্কল্প হন, তাঁহারা মিথ্যার আশ্রয়ে থাকিয়াও অতি শীঘ্র কালগ্রাসে পতিত হন। মিথ্যার আশ্রয়—নিতান্ত মিথ্যা। এই জগৎ প্রপঞ্চময়; এই জগতে যতদূর সত্যস্বরূপ ভগবন্তের জয় হয়, ততদূরই মায়াজনিত মিথ্যা বিদূরিত হয়। আবার, ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যেখানে সত্যের উন্নতির যত্ন হইতে থাকে, মিথ্যা আসিয়া সেখানে অগ্রসর হয় এবং সত্যের প্রতিরোধে নানাপ্রকার ছুষ্ঠ আচরণ করিয়া থাকে,—ইহাও ভগবানের ইচ্ছা; কেন না, বিপরীত বস্তুর ক্রিয়ার উদয় না হইলে যথার্থ তত্ত্ববল লাভ করিতে পারে না। যেমন অন্ধকার না আসিলে আলোকের আদর জানা যায় না, তদ্রূপ মিথ্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের উদ্ধার না হইলে সত্যশ্রিত ব্যক্তিগণের জয় ও সুখলাভ হয় না।”

—‘বিগত বর্ষের আলোচনা’, স-সঙ্গিনী স: তো: ৮।১

(ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-৩০)

এখানে জিজ্ঞাস্য এই—নিকৃপাধি প্রেমাস্পদের প্রতি যে প্রীতি, তাহাতে পরিকরত্বাভিমান উপাধি হইতে পারে। তন্নিবন্ধন জ্ঞানাত্মিকা ও সামান্য প্রীতি অপেক্ষা পরিকরত্বাভিমানময়ী প্রীতি গোণী হইবে, তাহাতে আপত্তি কি? আর মমতাই প্রীতির কারণ হইলে যে আত্মার সম্বন্ধ হেতু প্রীতিজন্মে সে আত্মাতেই অধিক প্রীতি হউক, ইহাতেই বা আপত্তি কি হইতে পারে? জ্ঞানাত্মিকা ও সামান্য প্রীতিতে শ্রীভগবানের সহিত কোন মমত্বাভিমান থাকে না। আর দাস্তমখ্যাতি প্রীতিতে দাসাদি পরিকররূপ অভিমান থাকে। শ্রীভগবান কোন গুণবিশেষের অপেক্ষার প্রেমাস্পদ নহেন, তিনি স্বভাবতঃই সকলের প্রেমাস্পদ। তাহাতে ভক্তগণের অভিমান-বিশেষের কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই। সুতরাং পরিকরগণের অভিমান বিশেষ প্রীতির উদয়ে বাধা জন্মায় না বলিয়া তাঁহাদের প্রীতি গোণী হইতে পারে না। তাহাতে আবার তাঁহাদের অভিমানবিশেষ হইতে যে মমতা জন্মে, তাহাও প্রকারান্তরে পরিকরগণের প্রীত্যাবির্ভাবের হেতু হয়। এইরূপে দুইদিক (ভগবানের স্বভাব এবং পরিকরগণের অভিমান) হইতে প্রীতির আবির্ভাব হয় বলিয়া পরিকরগণে প্রীতির আধিক্য সিদ্ধ হইতেছে।

আর শ্রীভগবানের স্বভাবানুভূতিই প্রীত্যাবির্ভাবের হেতু। তাহা অনুভূত হইলেই তাঁহাকে আত্মার নিরতিশয় প্রিয় মনে হয়। যেমন সম্বন্ধ বিশেষ নিমিত্ত কোন ব্যক্তি কাহারও প্রিয় হয়, শ্রীভগবান সম্বন্ধ বিশেষের জন্ত আত্মার প্রিয় নহেন, তিনি স্বভাবতঃই প্রিয়।

পরিকরগণের যে দাস-সখা প্রভৃতি অভিমান, তাহা তাঁহাদের স্বভাব-সিদ্ধ। আর লীলাবিশেষের বশবর্তিতায় সেই লীলার প্রাকট্যকালে কোন পরিকরের যে কোন প্রকার অভিমান উপস্থিত হয়, তাহা তাৎকালিক। অবশ্য তাহাতেও শ্রীভগবানের স্বভাবানুসারে সেই অভিমান উপস্থিত হয়।

প্রীতি কোন স্থলে ভগবৎস্বভাববিশেষ এবং তদনুসারে আবির্ভূত পরিকরগণের তাৎকালিক অভিমান-বিশেষযোগে আবির্ভূত হয়; কোন স্থলে ভক্ত-ভগবান উভয়ের স্বভাবযোগে আবির্ভূত হয়। তন্মধ্যে প্রীতির ভগবৎস্বভাবময় এবং ভক্তগণের তাৎকালিক অভিমান-বিশেষময়ত্বের কথা ব্রজমোহনলীলায় জানা যায়।

শ্রীকৃষ্ণের মনোহর মহিমাदर्शन অভিলাষে ব্রজা মায়া বিস্তার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সখাগণকে ও গোবৎসগণকে হরণ করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং

স্বাভাবিক ব্যৱস্থাপন মানন কৰিয়া একে প্ৰতিভাত কামন। তখন অত্যাশীল
ত প্ৰাচীৰণেৰ ইককে ইপ্ৰতাব উপস্থিত হইছিল। ইয়াৰ পূৰ্ণ
উদাহৰণ ইককে যে দীক্ষিত ছিল, তাহা ব্যৱস্থাপনৰ ইপ্ৰতাব পুত্ৰ-
জালনী হিচাপ। আৰম্ভ একোৱাৰনীলাৰম্ভে যথার্থ বোণাৰলক
বোৰংবোৰ উপস্থিত হইলে আৰম্ভেই ইপ্ৰতাবে সেই আৰম্ভ হিচাপ।
একক প্ৰাচীৰণিক প্ৰাচীৰণ। আৰম্ভেই ইককে পুত্ৰতাব অসীকা
কৰিয়াছিল।

ঐতিহ্য ভক্ত-জগদানন্দ ঠাকুর আশ্রমের পুঁটালু—উপজাতি। তিনি
সৈফাঙ্গকে পরিচালিতেন, শৌহা পঞ্চম আত্মজন্মের সুবিধাও গ্রহণ
করে, আবার চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক বহুজ্ঞানে ঐতিহ্য রচিনাট বহু
আবার প্রতিষ্ঠিত।

[illegible][illegible]

ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନିକଟେ ସିଡିଗ ଥାଏ ଆବିର୍ଭୂତ
ହେବ । ସମ୍ବଲ ଜିଲ୍ଲାର ସିଡିଗ ସେକ୍ସନରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ

ভক্তের নিকট সেক্ষপভাবে আবির্ভাব সম্ভব হয় না। তজ্জন্য বিভিন্ন ভক্তের নিকট তাঁহার বিভিন্ন প্রকাশের আবশ্যক হয়। বিভিন্ন ভক্তকে কৃতার্থ করিবার জন্ত যে বিভিন্ন মূর্তিতে আবিভূত হন, সে মূর্তিসকলকে প্রকাশ বলা হয়। উহা স্থূলরূপ হইতে নূন নহেন। যোগিগণের কায়ব্যূহ-বিস্তারের মত ভগবানের প্রকাশ হয় না। কিন্তু প্রকাশ মূর্তিগুলি স্থূলরূপেরই অচ্যুত, অর্থাৎ যখন যেমন প্রয়োজন তখন সেইভাবেই আত্মপ্রকাশ করেন। সকল প্রকাশই শ্রীভগবানে স্বরূপসিদ্ধ, সকলপ্রকাশই শ্রীভগবানে সতত বর্তমান। তাঁহার বহু প্রকাশমূর্তি নিয়ত স্বরূপসিদ্ধ বলিয়া আগমাদি-শাস্ত্রে তাঁহার নানাভাবে উপাসনা বর্ণিত আছে। নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণের নিকট তিনি নিত্যসিদ্ধভাবে নিত্য বর্তমান।

ব্রজবাসিগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ পুত্রাদিস্বভাববিশিষ্ট। তাহাতে তাঁহাদের যে শ্রীকৃষ্ণে মমতা, সেই মমতা হইতে যে প্রীতির উদয় হইয়াছিল তাহার বশবর্তী হইয়া তাঁহারা আত্মরক্ষায় ব্যগ্র হইয়াছিলেন। মরিলে শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ হইবে এইভয়ে তাঁহারা আত্মরক্ষায় ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাঁহাদিগকে রক্ষার জন্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মৃত্যুভয় হইতে শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদভয় গুরুতর, এজন্যই তাঁহারা আত্মরক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করেন।

ভক্তের অভিমান বিশেষময় প্রেম যেমন ভগবৎস্বভাব হইতে আবিভূত ভগবৎপ্রীতিও তদ্রূপ অভিমানযুক্ত। একথা শ্রীভীষ্মদেব শ্রীযুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মায়াদ্বারা লোক-সকলকে মুগ্ধ করিয়া গুঢ়রূপে বিচরণ করেন। যাহাকে তোমার মাতুলের প্রিয়, মিত্র ও সুহৃৎস্ব মনে করিয়া দূত, মন্ত্রী ও সারথী করিয়াছ ইঁনি সাক্ষাৎ ভগবান্। ইঁনি সর্বাত্মা সর্বদর্শী, অদ্বয় ও নিরহঙ্কার। ইঁহার নীচোচ্চকথকৃত মতিবৈষম্য নাই। তথাপি একান্তভক্তে ইঁহার অনুগ্রহ দেখ। আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব জানিয়া ইনি কৃপাপূর্বক আমাকে দর্শন দিলেন। যেহেতু তোমাদের সম্বন্ধ নিমিত্তই প্রাণ পরিত্যাগ-সময়ে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দর্শন দান করিলেন।

আমি অমুক, এই অভিমানদ্বারা শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। যাহার কোনরূপ অভিমান থাকে না, তাহার শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব। অভিমানদ্বারাই পরস্পর সম্বন্ধ ঘটে। অভিমানই সে-সম্বন্ধের মূখ্য হেতু। অভিমানকে সম্বন্ধের মূখ্য হেতু বলায় শরীর তাহার গৌণ হেতু। শ্রীকৃষ্ণের

সহিত পাণ্ডবগণের কেবল অভিমান-বিশেষদ্বারা সম্বন্ধ ছিল না। মানুষের জন্মদ্বারা যে সম্বন্ধ হয়, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবদ্বারা সেই সম্বন্ধ তইয়াছিল। শ্রীভীষ্মদেব নিজ দৃষ্টান্তদ্বারা জানাইলেন—শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের মাতুলেয় বলিয়া তাঁহাদের পিতামহ ভীষ্মের অন্তিম সময়ে তাঁহাকে দর্শন দিলেন। কিন্তু ভীষ্মদেব তাঁহার ভক্ত বলিয়াই এ সৌভাগ্য ঘটয়াছিল নচেৎ শিশুপালাদিও তাদৃশ সম্বন্ধবিশিষ্ট থাকিলেও তাহারা শ্রীকৃষ্ণকৃপার অধিকারী হয় নাই। পরন্তু শত্রুভাব পোষণ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণহস্তে বিনাশপ্রাপ্তি ঘটয়াছিল। সুতরাং ভীষ্মের ঐকান্তিক ভক্তিই ভগবদর্শনের হেতু।

—পরিব্রাজকচার্য্য শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

রথযাত্রা

মণিমণ্ডিত রথের উপরে
বসিয়া রয়েছে হরি,
পার্শ্বে তাঁহার সুভদ্রা-বলরাম
কিবা রূপ মরি মরি !
নেহারি তাঁদেরে শুদ্ধ ভক্তগণ
মহাভাবাবেশে করিছে নর্তন,
শ্রীজগন্নাথের জয়বনি ওঠে
নদীয়া নগর ভরি'।
ঐশ্বর্য্য-পীঠ হ'তে মাধুর্য্য-পীঠে
চলেছে আজিকে হরি।
রথ-কাছি ধরি' ধায় ভক্তগণ
রথী-ইচ্ছা-বশে রথের গমন
নানাবাঘ-রোলে হয় সঙ্কীর্ণন
রথ-যাত্রা-পথ জুড়ি'।
দিব্য রথ' পরে হাসে উল্লাসে
বলরাম-সুভদ্রা-হরি !

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

তপস্যা ও আরাধনার তাৎপর্য

কর্মিগণের কর্মবীরত্ব ও কার্যিক, বাচিক, মানসিক কৃচ্ছ্রতাসাধনকে ‘তপস্যা’ বলা যায়। আর, শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত অত্যাভিলাষরহিত, জ্ঞানকর্মাঘূনাবৃত শুদ্ধভক্তিগণের চেতনবৃত্তির নিখিল সেবাচেষ্টাকে ‘আরাধনা’ বলা যায়। অনেক সময় তপস্যা ও আরাধনার মধ্যে বাহ্যদৃষ্টিগত সাম্যভাব দৃষ্ট হইলেও দুইটি সম্পূর্ণ পৃথগ্-বৃত্তি। তপস্যাটি জীবের ব্যক্তি বা সমষ্টিগত ভোগ ও ত্যাগ বা প্রচ্ছন্নভোগমূলক ব্যাপার; ‘আরাধনাটি’ সম্পূর্ণ কৃষ্ণোদ্ভিত্যতোষণপরা বৃত্তি।

ভক্তিশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীরামনবমী, শ্রীএকাদশী, প্রভৃতি হরিব্রতে নিরম্ব, উপবাসাদির পিধি দৃষ্ট হয়। শ্রীতুলসী-অম্বথ-ধাত্রী-পূজন শ্রীমথুরাদি-ধামে বাস প্রভৃতি ভক্তাঙ্গ-যাজনের উপদেশও পাওয়া যায়। আবার কর্মিজ্ঞানিগণেরও সেই সেই কার্য্যে আগ্রহ কিছু কম নহে। কর্মি-জ্ঞানি-যোগি-সম্প্রদায়ের মধ্যে একাদশী প্রভৃতি তিথিতে নিরম্ব উপবাস, অকু-চন্দন-বনিতাদি বিলাসপরিত্যাগের কঠোর আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। এখন বিচার্য্য এই যে, কর্মি-জ্ঞানি-যোগীর সেই সকল কৃচ্ছ্রসাধন ও কৃষ্ণসুখ-কামী ভক্তের হরিবাসরাদি সম্মান বা “কৃষ্ণপ্ৰীতে ভোগত্যাগ” কি সমজ্ঞাতীয়? এতৎদ্বন্দ্বে শ্রীনারদপঞ্চরাত্র বলেন—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং

নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।

অন্তর্কর্ষিহি যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং

নান্তর্কর্ষিহি যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

যদি আরাধিত বা প্ৰীত হন, তবে তপস্যার কি প্রয়োজন? যদি হরি আরাধিত না হন, তবে তপস্যার কি প্রয়োজন? যদি হরি অন্তরেও বাহিরে থাকেন, তাহা হইলে তপস্যার কি প্রয়োজন? যদি আমাদের অন্তরে ও বাহিরে শ্রীহরি উপলব্ধির বিষয় না হন, তাহা হইলেই বা তপস্যায় কি হইবে?

আমরা অনেক সময় শুদ্ধভক্তি-যাজনের অভিনয় লোক দেখাইবার জন্ত বা প্রতিষ্ঠালাভের জন্ত কিম্বা দৈহিক শমদমাদি লাভের জন্ত যে নিরম্ব উপবাস বা তীর্থাদিতে বাস করিয়া থাকি, তাহা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের স্মরণে-

পাদক না হইলে অর্থাৎ তাঁহাদের প্রীতিসম্বন্ধযুক্ত না থাকিলে ঐ সকল তপস্তায় পরিণত হয়, তদ্বারা 'আরাধনা' হয় না। জন্মাষ্টমী-ব্রতপালন বা পাণ্ডবা নির্জলা-একাদশীর উপবাস করিবার অভিনয়মাত্রই আরাধনা নহে; যদি তদ্বারা হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবাসুখোৎপাদনের বৃত্তিটি হৃদয়ে প্রকাশিত বা তদ্রূপ সেবোন্মুখ-চেষ্টা না থাকে, তবে তাহা তপস্তামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। তপস্তা অধিক দিন স্থায়ী হয় না, তাহা ফল্গুবৈরাগ্যের প্রকার বিশেষে। আরাধনাটী যুক্তবৈরাগ্য অর্থাৎ পরমেশ্বরের স্বরূপশক্তির সেবার সহিত যোগযুক্ত।

আরাধনা'র প্রথম প্রতিজ্ঞাই শরণাগতি। শরণাগতির অভাবে যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ ও কৃচ্ছসাধন তপস্তায় পরিণত হয় ও তদ্বারা তপস্তার ফল লাভ হয়, কিন্তু 'আরাধনা'র ফল যে কৃষ্ণপ্রেম তাহা লাভ হয় না।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বা গৌড়ীয় মিশনের সেবার জন্ত বিপুল চেষ্টা দেখাইয়া অনেকে 'তপস্বী' হইতে পারেন এবং তপস্তার ফল লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদিও হয়ত' অনেকে লাভ করিতে পারেন, কিন্তু কে কতটা 'আরাধনা' করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে, তাঁহার শরণাগতি বা আত্মনিবেদনের আদর্শের মধ্য দিয়া। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, 'আমরাই অমুক মঠ গড়িয়া তুলিয়াছি', কেহ কেহ বলিতে পারেন—'আমাদের দলেরই লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ও উত্তম বেশী আছে বলিয়া আমরাই "খ্যাত-নামা" বা আমাদের দলেই "বড় বড় লোক আছে", কিন্তু সেইরূপ 'বড় আমি' বা 'বড় আমরা' দলের লোক তপস্বী হইতে পারেন, তাহারা 'ভাল আমি বা 'ভাল আমরা' না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণ শরণাগতি, দৈন্য, আত্ম-নিবেদন, আর্তি, দস্তরাহিত্য ও হরিগুরুবৈষ্ণবের সম্পূর্ণ আনুগত্যে উদ্ভাসিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা কিছুতেই 'আরাধক' শ্রেণীর মধ্যে গণিত হইবেন না। জগতে তপস্বীর তপস্তার মাঙ্গল্য অর্থাৎ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা বেশী পাওয়া যায়। তপস্বীগণই অধিক খ্যাতনামা হন, কিন্তু আরাধকের জগতের নিকট সেরূপ খ্যাতি নাই, তাঁহারা সেরূপ খ্যাতির কামলাও নহেন। বহির্গুণজগতের স্তুতিনিন্দা উভয়রেই মূল্য আরাধকগণের নিকট অন্ধ-কপর্দক।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু বা শ্রীধরপণ্ডিত অপেক্ষা শ্রীশঙ্করাচার্য্য বা কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি অনেক বহির্গুণগণ জগতে অধিক "খ্যাতনামা"। শ্রীল

জগন্নাথ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব প্রভুবর প্রভৃতি আরাধক-শ্রেষ্ঠগণ অপেক্ষা চিজ্জড়সম্বয়বাদীর আখড়ার অনেক ব্যক্তির নাম জগতে বহুল প্রচারিত। ইহার মূলে বহির্মুখ জগতের আরাধনা অপেক্ষা তপস্যার ঐশ্বর্য্য ও মায়ার প্রতি অধিক আকর্ষণের প্রমাণই পাওয়া যায়। ‘আরাধনা’র প্রাপক কৃষ্ণ, আর তপস্যার প্রাপক ব্যষ্টি বা সমষ্টি জীব। এজন্ত কোন কোন দেশাত্মবাদী কৰ্ম্মণীর আরাধকশ্রেণীকে অকৰ্ম্মণ্য ও সমাজের ভারস্বরূপ মনে করিয়া তাঁহাদিগকে জগতের তপস্যামূলক অর্থাৎ ভোগমূলক কার্য্যে নিযুক্ত করিবার পক্ষপাতী।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব বলেন,—‘আরাধনাই’ শ্রেষ্ঠ। সর্ব আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর ‘আরাধনা’ সর্বোত্তম, তাহা অপেক্ষাও বৈষ্ণব-আরাধনা উত্তম। তপস্যা অম্বরগণের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। তপস্যাবলে অনেক অম্বর ‘নামজাদা’ হইয়াছেন, কিন্তু তাহা সর্বনাশের হেতু। এক সময় পণ্ডিত শ্রীবাস এক পয়ঃপায়ী, নিষ্পাপ-জীবন ও মহাপ্রভুর সঙ্কীৰ্তন-নৃত্যের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট স্ত্রাবাক্ষণ ব্রহ্মচারীকে তাঁহার গৃহের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। সৰ্বজ্ঞ মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া বলিলেন যে, নিশ্চয়ই কোন “পাষণ্ড” তাঁহার সঙ্কীৰ্তন-রাসমণ্ডলীর কোনও স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, তখন শ্রীবাস শ্রীমন্নমহাপ্রভুকে বলিলেন যে, কোন পাষণ্ড তথায় নাই, কেবলমাত্র একজন পয়ঃপায়ী ব্রহ্মচারী উপস্থিত আছেন।

শুনি ক্রোধাবেশে তবে বলে বিশ্বস্তর।

‘ঝাট ঝাট বাড়ীর বাহির লঞা কর’ ॥

মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি।

পয়ঃপান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি ?

দুই ভুজ তুলি’ প্রভু অঙ্গুলী দেখায়।

পয়ঃপানে কত মোরে কেহ নাহি পায় ॥

চণ্ডালেও মোহার শরণ যদি লয়।

সেহ মোর, মুঞি তার, জানিহ নিশ্চয় ॥

সন্ন্যাসীও মোর যদি না লয় শরণ।

সেহ মোর নহে, সত্য বলিলু বচন ॥

গজেন্দ্র-বানর-গোপে কি তপ করিল।

বল দেখি, ভা’রা মোরে কেমতে পাইল ॥

অসুরেও তপ করে, কি হয় তাহার ।

বিনে মোর শরণ লইলে নাহি পার ॥

প্রভু বলে,—“পর্যাপানে মোরে নাহি পায় ।

সকল করিমু চূর্ণ দেখিবে এখাই ॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩৪০-৪৭)

অপিচ উদ্ধবের প্রাতি শ্রীভগবদ্ভক্তি (ভাঃ ১১।১২।১-৮)—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ ।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥

ব্রতানি যজ্ঞচ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ ।

যথাবরুদ্ধে সংসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥

সংসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা যুগাঃ খগাঃ ।

গন্ধর্বাংসরসো নাগাঃ সিদ্ধাচ্চারণগুহকাঃ ॥

বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্থিয়োহন্ত্যজাঃ ॥

রজসুমঃ প্রকরয়ন্তু স্মিংশু স্মিন্ যুগেহনঘ ।

বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্র-কায়াধবাদয়ঃ ।

বৃষপর্কী বলির্ক্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ ॥

সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বনিকুপথঃ ।

ব্যাধঃ কুজা ব্রজে গোপ্যা যজ্ঞপত্ন্যাস্তথাপরে ॥

তে নাধীতক্রতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ ।

অব্রতাপতপ্ততসঃ সংসঙ্গানামুপাগতাঃ ॥

কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যা গাবো নগা যুগাঃ ।

যেহন্তে মুঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঙ্গসা ॥

হে অনঘ উদ্ধব ! সংসঙ্গ সর্ব্ববিষয়ের আসক্তিবিনাশক বলিয়া উহা আমাকে যেক্রপ বশীভূত করে, যোগ, সাংখ্য, অহিংসাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান, স্বাধ্যায়, তপঃ, সন্ন্যাস, যাগাদি, ইষ্টকর্ম্ম, কুপখননাদি, পূর্ত্তকর্ম্ম, দক্ষিণা, ব্রত, দেবপূজা, সরহস্তমন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম অথবা যম—এই সকল তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না । প্রতিযুগে সংসঙ্গপ্রভাবে রাজস-তামসভাবাপন্ন দৈত্য, রাক্ষস, খগ, যুগ, গন্ধর্ব্ব, অসুরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহক, বিদ্যাধর, মনুষ্যমধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, অন্ত্যজগণ, বৃত্তাসুর, প্রহ্লাদ, বৃষপর্কী, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান, গজেন্দ্র, জটায়ু, তুলাধার

বণিক, ধর্মব্যাবসায়ী, কুজা, ব্রজগোপীগণ এবং যজ্ঞে দীক্ষিত বিপ্রভার্য্যাগণ—
ইহারা আমার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহারা বেদাধ্যয়ন, মহৎসেবা
এবং ব্রত-তপস্তানুষ্ঠান না করিয়া মদীয় সঙ্গবশতই আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।
তন্মধ্যে বৃদ্ধাস্তর প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য কথঞ্চিং সাধনান্তর থাকিলেও গোপী-
গণ, ব্রজগোসমূহ, যমলার্জুন প্রভৃতি বৃক্ষগণ, মৃগগণ কালীয় প্রভৃতি
নাগগণ এবং বৃন্দাবনস্থ তরুগুণ্মাদি অত্যাশ্চর্য্য মূঢ়চিত্ত পদার্থগণ কেবলমাত্র
সংসঙ্গলব্ধ অনন্তভাবেহেতু কৃতার্থ হইয়া সত্ত্বর আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ব্যাসাচরণং ধ্রুবস্ত চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্ত কা,

কুজায়াঃ কিমু নামঃ রূপমধিকং কিং তৎ সূদামো ধনম্।

বংশঃ কো বিদুরস্ত যাদবপতেরুগ্রস্ত কিং পৌরুষম্

ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ ॥

ব্যাসের কি আচরণ, ধ্রুবের কি বয়স, গজরাজের কি বিদ্যা, কুজার
কি রূপাধিক্য, সূদামার কত ধন, বিদুরের কি বংশ এবং যাদবরাজ উগ্র-
সেনেরই বা কি বীরত্ব ছিল? ভক্তিপ্রিয় মাধব কেবল ভক্তিদ্বারাই তুষ্ট
হন, কেবল গুণের দ্বারা নহেন।

প্রভু বলে যার মুখে নাহি ভক্তিকথা।

তপ, শিখাস্ত্রত্যাগ তার সব বৃথা ॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯।১৯৪)

অতএব আমরা যেন তপস্তা-মায়াবীর মোহে মুগ্ধ হইয়া আরাধনাকে
লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা না করি। শ্রীরাধারানী সমস্ত আরাধনার স্বয়ংরূপা
মূলশক্তি। আরাধনা বৃত্তিটি সেই মূলশক্তিরই রূপাবিন্দু। তপস্তা মায়া-
পিশাচীর বহুরূপিণী চেড়ী, শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার ‘ভাবার্থদীপিকা’য়
(১০।৮৭।২৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায়) বলিয়াছেন—

তপস্ত ত্যাপৈঃ প্রপতস্ত পৰ্ব্বতাদটন্ত তীর্থানি পঠন্ত চাগমান্।

যজন্ত যাগৈর্বিবদন্ত বাদৈর্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি ॥

তাপক্লিষ্ট হইয়া বহুবিধ তপস্তাই করুন, ভৃগুপাতেরই অনুষ্ঠান করুন,
বহু বহু তীর্থ বিচরণ করুন, বেদসমূহ অধ্যয়নই করুন, বহুবিধ যজ্ঞের
অনুষ্ঠানই করুন, বহু তর্কই করুন, হরিশ্রবণ বিনা কেহই মৃত্যুকে অতিক্রম
করিতে পারেন না।

मन्त्रिक एवम्

এই পুঁথিটোতে আবলচন্দ্রের নামাবলি জোঁহের সাহা। খীসেব কুশলেন
অচেষ্টক-চোঁহোপাশোয়ী বহু ও ইঞ্জিরমিটার এবং সিহুগবে কী শেহী। এই
ত্রিবিধ কুঁহকান জীনেব জামিতা সিহু হহ। অশবাশন জামি অশোকা
নামবগনেল বিশেষক এই। য, ডাহানেব কুশদর্শন, অতিজাতা পদাম্পন
বাক্যামানেব লাক ও ইহকুট বিশেষক জাহে। কামব এই অশব জামি
অশোকা বিশেষক লাক কবিবা মবহ ও সিহেচল বিচায কাবহে মবহ মল।
নামব মিহ জামিনা উবকটী মামনেব সিহুটী মবহ ও বাচামক এবং সিহিহ
উপাসনাপি লাক কবিহে নামেন। শঙ্করকুট জাহা ওহিহে নামেন।

[illegible]

সুষ্ঠুরূপে চালাবার জন্য যে ঈশ্বরের কল্পনা, সেই ধর্ম কখনই নিত্য নহে ; কিন্তু যাহারা বাস্তব ঈশ্বর-সত্তার অধীনে এই প্রাকৃত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহার অন্তর্গত সমাজ লোকব্যবহারে উপযোগী করিয়া নির্মিত হইয়াছে জানেন, তাঁহাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রীতি প্রবল হইয়া সমাজকে তদধীন বিচার করিবার শক্তি প্রকটিত হয় ।

চীনদেশে আদি পুরুষ পৃথক হইতে চীন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে । এসিয়া মাইনরে আদম হইতে মানবজাতির সৃষ্টি হয় এবং ভারতবর্ষে ব্রহ্মা হইতে ব্রাহ্মণাদি প্রাণিসমূহ উদ্ভূত হইয়াছেন একরূপ বিভিন্ন সামাজিক-বিশ্বাস পরিপুষ্ট হইতেছে । দেশ-কাল-পাত্রভেদে সমাজের গতিবিধি নানাধিক পরিবর্তিত হইতেছে, কিন্তু ইহা নিত্যকালীয় সমাজ নহে । সমাজপতিরূপে পরমেশ্বর-বিপ্রহ অনন্তকালই অবস্থিত—এই কথা অস্বীকার করিয়া অনিত্য সমাজে লৌকিক জ্ঞানে সামাজিক বিধিসমূহ স্থাপিত হইয়াছে । কোথাও লোককল্পিত রক্ষীশ্বরবাদ, কোথাও কৃত্রিম একেশ্বরবাদের অন্তরালে নানাপ্রকার ইঞ্জিয়জ-জ্ঞান প্রবিষ্ট হইয়া সমাজ স্থাপন-কার্য্যে শোচনীয় ফলই উৎপাদন করিয়াছে । দেশ ভেদে, প্রদেশ-ভেদে, পাত্রভেদে শিক্ষাবৈষম্যে নানাবিধ সামাজিক আচার্য্যগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের প্রবর্তকরূপে নিজ নিজ কর্মতৎপরতা প্রচার করিয়াছেন । 'গড্ডলিকা প্রবাহ'-স্থায় অবলম্বন করিয়া বহু অনুসরণকারী ব্যক্তি তাহাদিগকে স্থানীয় আচার্য্যজ্ঞানে তাহাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম শারীর-বৃত্তিসমূহকে তদনুগামী করিতে বাস্তব হইয়াছেন । লৌকিক জ্ঞানে সমাজে বিধি পালন করাই লৌকিক আচার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, প্রদেশে প্রদেশে, দেশে বিদেশে নানাবিধ আচার্য্যের নানাবিধ সঙ্কীর্ণ সমাজ, কোথাও বা অসংখ্যলোকাদৃত সমাজ চলিতেছে । সামাজিক বিধি বহুমানন করিয়া আমরা সদাচার সম্পন্ন ধার্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি । এই সকল ধর্ম ও সমাজ খণ্ডকালের অধীনে পরিবর্তনশীল । এই সকল সমাজের অধীনে স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম মনোজীবীগণ নিজ নিজ নিজ গন্তব্যপথ নিষ্কাশন করতঃ হরিবৈমুখ্যসাধন করিয়া সনাতন ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইতেছেন । তাৎকালিক ধর্ম কিছু সনাতন ধর্ম নহে । সমাজাধীন স্মার্তগণ তত্ত্ব সমাজের বিধিশাস্ত্রকে স্মৃতিশাস্ত্র নামে অভিহিত করিয়া বিধির চালক স্মার্ত নামে আপনাদিগকে সংজ্ঞিত করেন । আমরা বারান্তরে লৌকিক সমাজ ও পরমার্থ বিষয়ে ভেদ আলোচনা করিব ।

—শ্রীরামকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

চাতুর্মাস্য-বিধি

শ্রীহরির শয়নকাল মাসচতুষ্টয় চাতুর্মাস্য-ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক—এই চারি মাসই শ্রীহরির শয়নকাল। চাতুর্মাস্যব্রত শয়ন-একাদশী, কর্কট-সংক্রান্তি অথবা আষাঢ়-পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। একাদশী-পক্ষে উথানৈকাদশী পর্যন্ত ইহার অবস্থিতি; যাহারা কর্কট-সংক্রান্তি হইতে অর্থাৎ আষাঢ়-সংক্রান্তি হইতে এই ব্রত আরম্ভ করেন, তাহারা কার্তিক-সংক্রান্তি পর্যন্ত তাহাদিগের ব্রতযাপন করিবেন। আর আষাঢ়-পূর্ণিমায় আরম্ভ করিলে কার্তিক-পূর্ণিমা পর্যন্ত ব্রত পালন করিতে হয়।

চাতুর্মাস্যের মুখ্যবিধি

শ্রীহরির শয়নকাল মাসচতুষ্টয় ইতর কথা, ইতর চিন্তা হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিমুক্ত হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণকীর্তনে সময় অতিবাহিত করা উচিত। শয়নকালে বিরক্ত করিতে নাই। মানবগণ কৃষ্ণের বিষয়ে প্রমত্ত থাকিলেই শ্রীহরি সর্বাপেক্ষা অধিক বিরক্ত হইয়া থাকেন। আর যাহারা ইতর বিষয় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া চিদ্বৃত্তিতে অবস্থানপূর্বক কৃষ্ণসেবানিষ্ঠ হন তাহাদের মার্জিত শুদ্ধ-চিত্ত-রূপ শ্বেত-সমুদ্রে শ্রীগুরুতত্ত্ব অনন্তদেবের অনন্তমুখী অনন্তসেবা-ফণিতে শ্রীহরি সুখে নিদ্রা যান।

শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিন মাসে ছুন্ধ এবং কার্তিক মাসে বড়বটি, কলাই, সীম প্রভৃতি ভোজন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। লাউ, সীম, বড়বটি, কলিঙ্গ, পটল, বেগুন, সন্ধিত প্রভৃতি চাতুর্মাস্যে নিষিদ্ধ। বড়বটি, সীম প্রভৃতি এবং আমিষজাতীয় খাদ্যগুলি কার্তিক মাসে বিশেষভাবে পরিত্যাজ্য। এই ব্রত-পালন-কালে যাবতীয় বিলাস-সন্তার সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন করিতে হইবে।

চাতুর্মাস্য—বৈষ্ণবব্রত। কোন ব্যক্তি যদি মনে মনেও এই ব্রত আচরণ করেন তাহা হইলেও তিনি শত জন্মের পাপ হইতে বিমুক্ত হন। আর যে ব্যক্তি একাহারী, শাস্ত, নিত্যস্নায়ী ও দৃঢ়ব্রত হইয়া মাসচতুষ্টয় শ্রীহরি-পূজায় নিযুক্ত থাকেন তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। যিনি ভূমীশায়ী হইয়া এই মাসচতুষ্টয় শ্রীহরির অর্চন করেন তিনি বৈষ্ণবী গতি লাভ করেন। কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক প্রত্যেকেরই এই ব্রতপালন বিধেয়।

তৈল, লবণ, মহুয়া, পুষ্পোপভোগ তথা কটু, অন্ন, তিক্ত, মধুর, খার ও অতি কষায় দ্রব্য পরিত্যজ্য। দধি, দুগ্ধ, তক্র, পক্ক-অন্ন প্রভৃতি গ্রহণেরও বিধি নাই; ক্ষৌর-কর্মাদি চাতুর্মাশ্যাকালে গৃহস্থদিগের সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সমর্থ থাকিলে এক দিন পর একদিন ভোজন বিধেয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ত্রীহরি-সেবাই মুখ্যবিধি। যাহাতে সেবার ব্যাঘাত হয় এপ্রকার শুক্ণবৈরাগ্য অবিধা হয় না। পক্ষান্তরে সেবার নামে ভোগে প্রমত্ত হইলে—সাধ্যাত্ম-সারে নিয়ম পালন না করিলেও বিষম অসুবিধায় পড়িতে হয়। বার বার শুভ ও পূজাদ্বারা কৃষ্ণকে প্রসন্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের সহিত মহাপ্রসাদ ও চরণামৃত স্বীকার করিতে হইবে। নীরাঙ্গন করিয়া ত্রীকৃষ্ণকে শয়ন করাইয়া বিষ্ণুস্মরণ-পূর্বক ভূমিতে শয়ন করিতে হয়।

পত্র ও উত্তর *

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

তাং ৩০শে আষাঢ়, ১৩৮০

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসরঃ নিবেদনমেতৎ—

যথাসময়ে আপনার প্রেরিত পত্র পাইয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। শ্রীরথযাত্রা-উপলক্ষে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় উত্তর-প্রদানে বিলম্ব হইল, তজ্জন্য কিছু মনে করিবেন না। প্রশ্নোত্তর নিম্নে দ্রষ্টব্য :—

আপনি লিখিয়াছেন যে, আপনি পূর্বে কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া-ছিলেন, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আপনার প্রকৃত দীক্ষা হয় নাই, জানিবেন। দীক্ষা হইলে এইরূপ মতিভ্রম হইত না। দীক্ষা কাহাকে বলে? দিব্যজ্ঞান যাহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম 'দীক্ষা'। শাস্ত্রে ইহার সংজ্ঞা দিয়াছেন,— “দিব্যং জ্ঞানং যতো দৃঢ়াৎ কুর্ঘ্যাৎ পাপশ্চ সংকরম্।

তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥”

* ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত উর্দ্ধমন্ত্রী মহারাজকে লিখিত ২৪ পরগনা (পঃ বঙ্গঃ) নিবাসী শ্রীশান্তিকুমার হালদার মহাশয়ের পত্রোত্তর।

—প্রকাশক

অর্থাৎ, যেহেতু দিব্যজ্ঞান (সম্বন্ধজ্ঞান) প্রদান করে এবং পাপের (পাপ, পাপবীজ ও অবিজ্ঞা) সমূলে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইজন্য ভগবৎ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অমুষ্ঠানকে ‘দীক্ষা’-নামে অভিহিত করেন।

সদগুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ কর্তব্য। সেইপ্রকার গুরুর লক্ষণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, যথা— “মিবা ত্যাসী কিবা বিপ্র শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥”

আপনি জাগতিক দৃষ্টান্তক্রমে জানিয়েছেন যে, মাতা অপেক্ষা পিতা নিষ্ঠুর Type-এর, কিন্তু সে এই প্রাকৃতরাজ্যে তথাকথিত জন্মদাতা পিতা হইতে পারেন—বিশ্বপিতা যিনি, তিনি কখনও এরূপ নহেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ তাঁহার শ্রীমুখপদ্ম হইতে একথা জানাইয়াছেন—(গীঃ ৯।২৯) ‘সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বৈষোহস্তি ন প্রিয়ঃ।’ জগৎস্বামী বা বিশ্বপিতা সকলকেই সমান চোখে দেখিয়া থাকেন। অপ্রাকৃত জগৎপিতার সাহিত প্রাপঞ্চিক জন্মদাতা পিতার তুলনা করিতে যাওয়া মূর্খতার পরিচায়ক ও অপরাধজনক। স্বয়ং ভগবান্ সর্বনা সকল অবস্থায়ই পরমকরুণাময়।

এখন আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতেছি—

প্রঃ—বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত ব’লে কি শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অত্র দেব-দেবীর ধ্যান করতে পারব না?

উঃ—না। দীক্ষাগুরু শিষ্যকে বিষ্ণু (কৃষ্ণ)-মন্ত্র দান করিলেন। শিষ্য কি তখন স্বচ্ছানুসারে কৃষ্ণমন্ত্র ত্যাগ করিয়া শক্তিমন্ত্র জপ করিবে বা কৃষ্ণ ব্যতীত অত্র দেব-দেবীর ধ্যান করিবে? দীক্ষা-প্রসঙ্গে শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—

“দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্ম সমর্পণ।

সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মদম ॥

সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।

অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥”

গুরুর শাসন না মানিলে শিষ্যের শিষ্যত্বের হানি হয়। তজ্জন্য পূর্বেই বলিতে বাধ্য হইয়াছি যে, আপনার প্রকৃত দীক্ষা হয় নাই।

প্রঃ—আর যদি অত্র কোন দেব-দেবীর ধ্যান করা, তবে কি আমার গুরু-অবমাননা করা হবে?

উঃ—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। গুরুর বিশেষ অবজ্ঞা করা হইবে এবং গুরোর বজ্ঞা নামাপরাধে পতিত হইতে হইবে।

প্রঃ—তাতে কি গুরু আমার প্রতি রুটে হবেন ?

উঃ—নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হইবেন । শাস্ত্রে আছে—

‘কৃষ্ণে রুটে সতি গুরু রক্ষতি তু গুরৌ রুটে কৃষ্ণো রক্ষি তুং ন শক্নোতি’

অর্থাৎ, ‘কৃষ্ণ রুটে হ’লে গুরু রাখিবারে পারে ।

গুরু রুটে হ’লে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে ।’

প্রঃ—আপনি লিখিয়াছেন ‘আমি জানি, আমাদের আদি এবং অনন্ত দেবতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, সেই তো জগৎ-স্বামী, কিন্তু তবুও মনে হয়, ঈশ্বর বলিতে তো কিছুই নাই । ঈশ্বর বলতে বুঝা একটা শক্তি । সেই শক্তিকে যেকোনো চিন্তা বা ধ্যান করি না কেন, ধোয় বস্তু জগৎ-মাতাই হউন, আর কৃষ্ণই হউন, আমার সম্মুখে আবির্ভূত হবেন । তবে কেন বৈষ্ণবমতে দীক্ষা নিলে জগৎ-মাতাকে ধ্যান করিতে পারিব না ?

উদাহরণস্বরূপ বলিয়াছেন—‘নীচু জমিতে ধানের ফসল করা হয়, কিন্তু যদি ভুলবশতঃ সেখানে আলুর চাষ করি, তাহ’লে তো সেই আলু হবে না । সুতরাং যদি আলু ভেঙ্গে আবার সেখানে ধানের চাষ না করি, তাহ’লে তো আলু ও ধান দুটো ফসলই মারা যায় ।’

উঃ—আপনি নিজমুখেই পরস্পর বিরোধী কথা ব্যক্ত করিতেছেন । প্রথমে বলিলেন, ‘শ্রীকৃষ্ণ আদি এবং অনন্ত দেবতা ও জগৎ-স্বামী, আবার পরে ঈশ্বরের একেবারে অস্তিত্ব নাই, স্থির করিলেন,—ইহা বড়ই অসঙ্গত ও বাতুলের প্রলাপোক্তি-সদৃশ । যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, সে তো নাস্তিক । অধিকন্তু যে স্বামীকে না মানে, সে নিশ্চয়ই বেষ্টা । বেষ্টা যেমন বহু পতির সেবিকা, আপনিও তেমনই বহু পতি অর্থাৎ বহু দেবতার আরাধনা করিতে চান । শাস্ত্রে বহু ঈশ্বর-ভজনকারীকে বহুঈশ্বরবাদী বলিয়াছেন ।

তবে আপনার পত্রগর্ভাঙ্কের মর্ম্ম হইতে অবগত হওয়া যায় যে, আপনি একজন শক্তির উপাসক বা শাক্ত । সাংখ্যবাদীরা ‘শক্তি’কে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, কিন্তু শক্তি জড়, তাহার নিজের সৃষ্টিক্ষমতা নাই । বেদান্তদর্শনকার ‘জন্মান্তর যতঃ’, ‘ঈক্ষতের্নাশকম্’ প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রদ্বারা নিরীশ্বর সাংখ্যের এই ‘প্রকৃতিবাদ’কে খণ্ডিত ও নিরস্ত করিয়াছেন । (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরজনকিঙ্কর—

ত্রিদণ্ডিতকু শ্রীভক্তিবেদান্ত উদ্ধমন্তী

শ্রীশ্রীবুলনযাত্রা ও জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাদর আহ্বান

শ্রী শ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে সমিতির সভাপতি-আচার্য্য পরিত্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্রক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের আনুগত্যে আগামী ২৪শে শ্রাবণ (ইং ১৯৮৭৩) বৃহস্পতিবার হইতে ২৯শে শ্রাবণ (ইং ১৯৮৭৩) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বুলনযাত্রা এবং ৪ঠা ভাদ্র (ইং ২১শে আগষ্ট) মঙ্গলবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা এবং বিশেষ ভাবে শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী-রাধাবিনোদবিহারী জীউর মঙ্গলারাত্রিক, সঙ্কীৰ্ত্তন, ভোগরাগাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবে।

অতএব ধর্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সর্বাস্থক যোগদান করিয়া মঠের সদস্যবৃন্দকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবদ্-সেবোন্মুখী স্মৃতি অর্জিত হইবে। ইতি—ইং ১৫।৭।৭৩

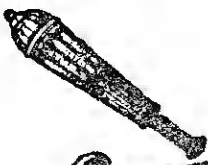


শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সেবকবৃন্দ,



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে জানিতে হইলে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিত্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্রক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট উপরোক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরশ্লোকজে ।

গৌড়ীয়-পট্টিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যন্মাদ্বা স্তুপ্রসীদতি ॥

ধর্ম: স্বহৃদিত: পুংসাং বিশ্বকসেন-কথাস্থ য:

নোংপাদদেহেযদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥

সেই ধর্ম প্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।
অধোকক্ষে অহৈতুকী ভক্তি বিহীন ॥

অন্ত ধর্ম সূত্রেপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার বক্তি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

২৫শ বর্ষ { গর্ভোদয়ী, ৩ হৃষীকেশ, ৪৮৭ গৌরাদ
শুক্রবার, ৩২ শ্রাবণ, ১৩৮০ ; ইং ১৭৮৮/১৯৭৩ } ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী-স্তোত্রম্ [শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

(পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৬৫ পৃষ্ঠার পর)

জয় জয় বীর স্মরসধীর দ্বিজজিতহীর প্রতিভটবীর ।
স্মুরতুরুহার-প্রিয়পরিবারচ্ছুরিতবিহার স্থিরমণিহার ।
প্রকটিতরাস স্তবকিতহাস স্মুটপটবাস-স্মুরিতবিলাস ।
ধ্বনদলিজালস্তবনমাল ব্রজকুলপাল প্রণয়বিশাল ।
প্রবিলসদংসভ্রমদবতংস কণতুরুবংশশ্বনহ্রতহংস ।
প্রশমিতদাব প্রণয়িষু তানদ্বিলসিতভাব স্তনিতবিরাব ।
স্তনঘনরাগশ্রিতপরভাগ ক্ষতহরিয়াগ ত্বরিতধ্বতাগ ॥ বীর ॥

হে বীর ! হে কামরসপ্রবীণ, তুমি সর্বোৎকৃষ্ট, অতএব তোমার জয়
হউক, তুমি দস্তাবলীরদ্বারা হীরকের শোভা পরাভব করিয়াছ, তুল্যবল

যে-সকল বীরপুরুষ তাহাদের প্রতি বিক্রম প্রকাশ কর, হার কেয়ুগাদি
ভূষণে ভূষিত ব্রজরমণীগণে তুমি বিহার কর, তুমি মণিময় হারে বিভূষিত,
তুমি রাসবিহারী, স্নমধুর হাস্যদ্বারা তোমার শ্রীমুখ স্নশোভিত, তুমি স্নন্দর
পটবাস (আবির দ্বারা) স্নশোভিত, কণ্ঠস্থ বনমালায় ভ্রমরগণ গুণ্ গুণ্
শব্দ করিতেছে, তুমি ব্রজবাসীগণের পালক, তোমার কলেবর প্রেমপরি-
পূর্ণ, স্কন্ধলম্বিত কর্ণকুণ্ডল তোমার অপূর্ণ শোভা সম্পাদন করিতেছে,
তুমি মধুর বংশীগানে পরমহংসদিগকেও আকর্ষণ করিয়া থাক, তুমি
আত্মীয়জনের প্রণয়াসক্ত হইয়া দাবাগ্নির শাস্তি করিয়াছ, নবীন মেঘের
গভীর শব্দের ত্রায় তোমার কণ্ঠধর, ব্রজ-রমণীগণের কুচকুসুমাদিরাগে
তোমার কলেবর স্নশোভিত, তুমি ইন্দ্রের যজ্ঞহস্তা, তুমি গোবর্দ্ধন পর্বত
ধারণ করিয়া ব্রজধাম রক্ষা করিয়াছ।

স্থিতিনিয়তিমতীতে ধীরতাহারিণীতে
প্রিয়জনপরিবীতে কুসুমালেপপীতে।

কলিতনবকুটীরে কাঞ্চাদঞ্চকটীরে
স্মুরতু রসগভীরে গোষ্ঠবীরে রতিনঃ।

অস্বাবিনিহিত চুম্বামলতর

বিশ্বাধরমুখলম্বালক জয় ॥ দেব ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি ব্রজরমণীর সহিত বিহার করিয়া বেদবিহিত নিয়ম
অতিক্রম করিয়াছ, তোমার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিলে সকলের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়,
তুমি সর্বদা ভক্তগণে পরিবেষ্টিত, তুমি কৃষ্ণবর্ণ হইলেও কুসুমাদি অনুলেপনে
পীতবর্ণ, তুমি অভিনব কুঞ্জকুটীরে ব্রজগোপীর সহিত বিরাজ কর, তোমার
কটিদেশ স্বর্ণময় কাঞ্চীভূষণে ভূষিত, তুমি সমস্ত রসের আশ্রয়, এজ্ঞ
তোমার গাভীর্য্যের ইয়ত্তা নাই, তুমি ব্রজধামের অধিপতি, অতএব তোমাতে
আমার অবিচলিত অনুরাগ থাকুক। বিশ্বাধর শোভিত ও লম্বিত অলকা-
বলিযুক্ত ত্বদীয় মুখমণ্ডল চুম্বন করিয়া তোমার জননী শ্রীমতী যশোদা
অপার আনন্দ লাভ করেন, অতএব হে দেব ! তোমার জয় হউক।

দৃষ্ট্বা তে পদনখকোটিকান্তিপূরণ

পূর্ণানামপি শশিনাং শতৈতুঁরাপং।

নিবিব্রোমুরহর মুক্তরূপদর্পঃ।

কন্দর্পঃ স্মুটমশরীরতাময়াসীৎ ॥ উৎপলং ॥

নন্তিত-শর্কর-চকৃত-কর্কর বৃদ্ধমরুদ্রতর্দন নির্ভর ।
 দুষ্টবিমর্দন শিষ্টবিবর্দ্ধন সর্ববিলক্ষণ মিত্রকৃতক্ষণ ।
 সদ্ভুজলক্ষিত-পর্বতরক্ষিত-নিষ্ঠুরগর্জ্জনখিন্ন-সুহৃজ্জন ।
 রুষ্ঠাদিবস্পতি গর্বসমুন্নতি তর্জ্জনবিভ্রম নির্গলিতভ্রম ।

শত্রুকৃতস্তব বিস্মরতুংসব ॥ বীর ॥

হে মুরহর! শত শত পুণিমা-শশধরেরও তুল্য ভূদীয় চরণ নখাগ্রশোভা
 সন্দর্শন করিয়াই যেন কন্দর্প বিকূপ ও বিবর্ণ হইয়া অশরীরী হইয়াছেন ।
 হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি শর্করোপল (শর্করা খাবরা, উপল শিলাখণ্ড) বর্ষা
 মহাবাত রূপধারী ভৃগাবর্তনামক কংসভৃত্যকে বিনাশ করিয়াছ, তুমি
 বেদবাহ দুষ্টগণের নিগ্রাহক ও বেদপথপ্রবৃত্ত শিষ্টজনের পরিপালক, তুমি
 সর্কেশ্বর ও সকলের কারণ, তোমার আত্মীয়গণ সর্বদা তোমার উৎসবে
 প্রবৃত্ত, তুমি বামহস্তদ্বারা গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ভয়ানক বাত-বিদ্যুৎ-
 বর্ষা হইতে আত্মীয়গণকে রক্ষা করিয়াছ এবং যজ্ঞবিনাশ হেতু অতিক্রান্ত
 ইন্দ্রের গর্ভ খর্ব করিয়াছ, ইন্দ্রের ভ্রম দূর হইলে তিনি তোমার কণ্ঠ
 স্তব ও উৎসব করিয়াছিলেন ।

বুদ্ধীনাং পরিমোহনঃ কিল হ্রিয়ামুচ্চাটনঃ স্তম্ভনো
 ধর্মোদগ্রভিয়াং মনঃ করটিনাং বশ্যত্বনিষ্পাদনঃ ।
 কালিন্দীকলহংস হন্ত বপুষামাক্ষণঃ সুভ্রবাং
 জীয়াদ্বৈগবপঞ্চমধ্বনিময়ো মন্ত্রাধিরাজঃস্তবঃ ॥

হে যমুনাবিহারিন্ শ্রীকৃষ্ণ! যাহা হইতে ব্রজ-রমণীগণের বুদ্ধিবৃত্তি
 বিমোহিত হয় এবং লজ্জার উচ্চাটন, ধর্মভয়ের স্তম্ভন ও চিত্তহন্তীর বশী-
 করণ এবং শরীরাকর্ষণ হয়, এইরূপ পঞ্চমস্বর শোভিত বংশীধ্বনি-নামক
 তোমার সেই মন্ত্ররাজের জয় হউক ।

কাননারক কাকলীশব্দ পাটবাকৃষ্ট গোপিকাদৃষ্ট ।
 চাতুরীজুষ্ট রাধিকাতুষ্ট কামিনীলক্ষ মোহনে দক্ষ ।
 ভাবিনীপক্ষ মামমুং রক্ষ ॥ দেব ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীবৃন্দাবনে তোমার বংশীস্বরে আকৃষ্ট হইয়া গোপিকাগণ
 তোমার নিকট আগমনপূর্বক তোমার মধুরমূর্তি দর্শন করেন, পরম চতুরা

শ্রীরাধিকাকে দর্শন করিয়া তুমি অতিশয় সন্তোষ লাভ কর. তুমি লক্ষ লক্ষ কামিনীর প্রীতিসাধনে দক্ষ ও তাঁহাদিগের একমাত্র সখা, অতএব হে দেব ! এক্ষণে আমাকে রক্ষা কর ।

অজর্জরপতিব্রতা হৃদয়বজ্রভেদোদ্ধারাঃ

কঠোর বরবর্ণিনী নিকরমানবর্ষচ্ছিদঃ ।

অনঙ্গধনুরুদ্ধতপ্রচল চিল্লিচাপচ্যুতাঃ

ক্রিয়াসুরঘবিদ্বিষস্তব মুদং কটাক্ষেষবঃ ॥ তুরঙ্গ ॥

হে ভক্তগণ ! অঘসংহারী হরির কটাক্ষরূপ শরনিকর তোমাদের অসীম আনন্দবিধান করুন, যাহা কামধেনুর ন্যায় উদ্ধত প্রকার্যুক হইতে নিঃসৃত হইয়া অভেদ পতিব্রতাগণের হৃদয় বজ্রভেদ ও বরবর্ণিনীদিগের কঠোর মানবর্ষচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইতেছেন ।

সঞ্চলবিচকিল কুণ্ডল মণ্ডিতবরতনুমণ্ডল ।

কুণ্ডলিপতিকৃতসঙ্গর খণ্ডিতভুবনভয়ঙ্কর ।

শঙ্করকমলজবন্দিত কিস্করনুতিলবনন্দিত ।

গঞ্জিতসমদপুরন্দর চঞ্চলদমনধুরঙ্কর ।

বন্ধুরগতিজিতসিন্ধুর চন্দনশুরভিতকন্দর ।

সুন্দরভুজলসদঙ্গদ সঙ্গদসখিগণরঙ্গদ ।

বাক্তিকরমণিকঙ্কণ কুন্তললুঠতুরুরঙ্গণ ।

কুকুমরুচিলসদম্বর লঙ্গিমপরিমলডম্বর ।

নন্দভবনবরমঙ্গল মঞ্জুলঘুম্বনমুপিঙ্গল ।

হিঙ্গুলরুচিপদপঙ্কজ সঞ্চিতযুবতিসদঙ্গজ ।

সন্ততমৃগমদপঙ্কিল সংতনু ময়ি কুশলং কিল ॥ বীর ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! সুন্দর মল্লিকা-কুসুমের তোমার বর্ণভূষণ হইয়াছে, তুমি ব্রজ-রমণীগণকে নানাবিধ ভূষণদ্বারা ভূষিত কর, তুমি সর্পরাজ কালিয়-নাগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছ এবং ঐ যুদ্ধে ভুবনভয়ঙ্কর সেই সর্পের গর্ভ খর্ব করিয়াছ, তুমি মহাদেব ও ব্রহ্মার আরাধ্য, ভক্তগণ তোমার কিঞ্চিৎ স্তব করিলেই তুমি আনন্দিত হও, তুমি মদমত্ত পুরন্দরের গর্ভ খর্ব করিয়াছ, তুমি গো-ব্রাহ্মণ-বিরোধি দুষ্টদমনে ধুরঙ্কর, তুমি সুন্দর গমন-

দ্বারা মাতঙ্গগতি পরাজয় করিয়াছ, তোমার গ্রীবদেশে চন্দনাদি-সুগন্ধে
সুবাসিত, ত্বদীয় ভুজদ্বয় সুন্দর অঙ্গদভূষণে ভূষিত, তোমার চিন্তায় ভক্ত-
গণের বিষয়াসঙ্গ দূরীভূত হয়, তুমি নিজসখিবৃন্দের আনন্দপ্রদ, তোমার
হস্তদ্বয়ে মণিময় বলয় থাকায় উহার সুন্দর বাহ্যিক শব্দ হইতেছে, তোমার
কর্ণকুণ্ডলে সুন্দর রঙ্গনপুষ্প শোভিত হইতেছে, তোমার বসন কুঙ্কুমের
শ্রাব্য পীতবর্ণ, সুন্দর পরিমলসমূহে তোমার শ্রীঅঙ্গ সুবাসিত, তুমি নন্দা-
লয়ের পরম মঙ্গলস্বরূপ, কুঙ্কুমাди অনুলেপনে তোমার শ্রীঅঙ্গ সুন্দর
পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে, তোমার চরণতলে হিজুলের শ্রাব্য রক্তবর্ণ, তুমি ব্রহ্ম-
রমণীগণের হৃদয়ে প্রেম পরিবর্দ্ধিত করিয়াছ, তোমার শ্রীঅঙ্গ সুন্দর
মৃগমদ অনুলেপনে পঙ্কিল হইয়াছে, অতএব হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি আমার
কল্যাণ বিস্তার কর।

গিরিতটীকুলটী কুলপিঙ্গলে খলতৃণাবলিসংজ্ঞলঙ্গিলে।

প্রথরসঙ্গর সিন্ধুতিমিঙ্গিলে মম রতিবলতাং ব্রজমণ্ডলে ॥

জয় চারুদাম ললনাভিরাম জগতীললাম রুচিহৃতবাম ॥ ধীর ॥

সুন্দর গৈরিক ধাতুদ্বারা বাহার শ্রীঅঙ্গ পিঙ্গলবর্ণ হইয়া যিনি খলরূপ
তৃণরাশির জলন্ত অনলস্বরূপ এবং যিনি ঘোরতর সংগ্রাম-সমুদ্রের তিমিঙ্গিল
মংসাস্বরূপ, সেই ব্রজমঙ্গলকর শ্রীকৃষ্ণে আমার ভক্তি হউক।

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সুন্দর হারা'দ ভূষণে ভূষিত, ব্রহ্মরমণীগণে পরি-
বেষ্টিত, তুমি বিশ্বের ভূষণ, তোমার শ্রীঅঙ্গের কান্তিতে গোপীকাগণ
আকৃষ্ট হন, অতএব হে ধীর! তোমার জয় হউক।

উন্মিতহৃদয়েন্দুমণিঃ পূর্ণকলঃ কুবলয়োল্লাসী।

পরিতঃ শার্ববরমথনো বিলসতি বৃন্দাটবীচন্দ্রঃ ॥

বাহার উদয়ে ভক্তগণের চিত্তরূপ চন্দ্রকাস্তমণি আর্দ্র হয়, যিনি নিখিল-
কলায় পরিপূর্ণ, বাহার উদয়ে জগৎ উল্লিসিত হয় এবং যিনি সমস্ত দুষ্-
ত্বজনের নিগ্রহকারী (পক্ষে যিনি সমস্ত অন্ধকারের বিনাশী), এই প্রকার
সেই গোকুলচন্দ্র আমার হৃদয়ে বিরাজ করুন।

প্রকটীকৃতগুণ শকটীবিষটন নিকটীকৃতনবলকুটিবর বন-
পটলীতটচর নটনীল মধুর সুরভীকৃতবন সুরভীহিতকর
মুরলীবিলসিত খুরলীহৃতজগদরুণাধর নবতরুণায়তভুজ
বরুণালয়সম করুণাপরিমল কলভায়িতবল শলভায়িতখল

ধবলাধ্বতিহর গবলাশ্রিতকর সরসীকুহধর সরসীকৃতনর

কলশীদধিহর কলশীলিতমুখ ললিতারত্তিকর ললিতাবলিপর ॥ ধীর ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি কারুণ্য বাৎসল্যাদিগুণে পরিপূর্ণ, তুমি অতি শৈশবে কোমল চরণাগ্রদ্বারা শকটভঞ্জন করিয়াছ, তুমি পদ্মপালনার্থ বহুযষ্টি ধারণ করিয়া বৃন্দারণ্যে বিচরণ করিতেছ, তুমি নৃত্যশিয় ও মধুরমুষ্টি, তুমি শ্রীঅঙ্গের সৌরভে শ্রীবৃন্দাবন সুবাসিত করিয়াছ, তুমি সুরভীগণের হিতকারী, তোমার বংশীরবে জগৎ বশীভূত হয়, তোমার অধরবিষ অরুণবর্ণ, তরুণ বয়স হেতু তোমার বিশাল বাহুবর সুন্দর শোভা পাইতেছে, তুমি গান্তার্যো সমুদ্রতুল্য ও করুণা পরিপূর্ণ, তুমি মাতঙ্গতুল্য বলবান, বলদেবদ্বারা প্রলম্বা-সুর বধ করিয়াছ, তুমি মহিষশৃঙ্গের শব্দ করিয়া (শিঙ্গা বাজাইয়া) গাভী-গণের ধৈর্য্য হরণ কর, তুমি বংশীগানদ্বারা নীরস মনুষ্যকেও সরস করিয়া থাক। তুমি বিলাসের নিমিত্ত দক্ষিণহস্তে একটি পদ্মপুষ্প ধারণ করিতেছ, তুমি বাল্যকালে কলসস্থ দধি-মননীত প্রভৃতি উপাদেয় বস্তুর অপহারক, তোমার শ্রীমুখ মধুর স্বরে সুশোভিত, তুমি ললিতার অমুরাগবর্দ্ধক, তুমি যুবতীবৃন্দে পরিবেষ্টিত।

হরিণীনয়নাবৃত প্রভো করিণীবল্লভকেলিবিভ্রম।

তুলসীপ্রিয়দানবান্ধনা-কুলসীমন্তুহর প্রসীদ মে ॥

হে তুলসীপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি হরিণীনয়না গোপ স্নানায় পরিবেষ্টিত হইয়া করিণীপতী মাতঙ্গের হ্রায় কেলি করিতেছ, তুমি দানব-কামিনীদিগকে কেশবিশ্রাস্তাদি বেষভূষায় নিবজ্জিত করিয়াছ, অর্থাৎ উহাদিগকে বিধবা করিয়াছ। অতএব-হে প্রভো ! এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

চন্দন-চর্চিত গন্ধসমর্চিত গণ্ডবিবর্তন কুণ্ডলনর্তন

সন্দলভুজ্জলকুন্দলসদগল বঞ্জুল কুটুলাল মঞ্জুল কজ্জল-

সুন্দরবিগ্রহ নন্দলসদুগ্রহ ॥ বীর ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! চন্দনাদিসুগন্ধে তোমার শ্রীঅঙ্গ সুবাসিত, দোহুল্যমান কুণ্ডল-যুগল তোমার কর্ণযুগলে সুশোভিত, সুন্দর কুন্দমালা তোমার গলদেশে শোভা পাইতেছে, তুমি শ্রীঅঙ্গে অশোক-কলিকানির্মিত ভূষণ ধারণ করিতেছ, দলিত অঙ্গনের হ্রায় ত্বদীয় অঙ্গকান্তি শোভা পাইতেছে, তুমি শ্রীনন্দের প্রিয় ॥ ৭ ॥ (ক্রমশঃ)

পত্রাবলী *

[গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের দাহ করাই বিধি, ত্যাগী
কোপীনধারী বৈষ্ণবগণের ভূ-প্রোথিত
করিয়া সমাধি দিতে হয়।]

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

৪৪ নং কৈলাস বসু স্ট্রীট

কলিকাতা—৬

ইং ৯৬।৬৪

স্নেহাস্পদাযু * * * মা !

* * * * -এর হাতে প্রেরিত টাকা, রূপা ও * * * গিরির টাকা
পাইয়াছি। * * * * নবদ্বীপের ঠিকানায় কুশল জানাইবেন।

গৃহস্থ বৈষ্ণবের সমাধি দেওয়া নিষিদ্ধ অর্থাৎ প্রচলিত নহে। গৃহস্থ
বৈষ্ণবের দাহ করাই বিধি অর্থাৎ আগুন দিয়া দেহ পুড়াইয়া ফেলিতে হয়।
ত্যাগী কোপীনধারী বৈষ্ণবগণের ভূ-প্রোথিত করিয়া সমাধি দিতে হয়।
সাধারণ বৈষ্ণব-সমাজে বা জাতি-বৈষ্ণবগণের মধ্যে এই প্রথার বিপরীত দেখা
যায়। আপনারা সেরূপ করিবেন না। অশাস্ত্রীয় কাজ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত
সমিতি করে না এবং তাহাতে তাহাদের কোন অনুমোদনও নাই।

শ্রাদ্ধ ১১ দিনের দিন হইবে। ১১ দিনের দিন সকালে ক্ষৌরকার্য
করিয়া শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর রচিত সংক্রিয়াসার-দীপিকানুসারে ভগবৎ-
প্রসাদ বা মহাপ্রসাদদ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। স্ত্রী-পুত্র কেহ নামাশ্রিত
বা দীক্ষিত না হইলে তাহাদের বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধে অধিকার নাই। স্মরণ্যং সেরূপ
ক্ষেত্রে কোন গুরুভ্রাতা বা ভগ্নী পরলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদি করিবে।
অদীক্ষিত পুত্র-কন্যাদির কিছুই করিতে হইবে না। কারণ জীবিতাবস্থায়
তাহাদের পাচিত অন্ন-জল বৈষ্ণবগণ অর্থাৎ পরলোকপ্রাপ্ত বৈষ্ণব কখনই
শ্রাদ্ধের সহিত গ্রহণ করেন না।

শ্রাদ্ধের সময় আবশ্যক হইলে মঠের লোক গিয়া পৌরহিত্য করিতে
পারে। আমাদের সমিতির সেরূপ ব্যবস্থা আছে। অধিক কি, আপনার
কুশল সংবাদ জানাইবেন এবং * * বাবুর সংবাদ জানাইবেন। তাঁহার
জগু চিহ্নিত আছি। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাজী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

* পরমারাধ্যতম ও বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীমন্ত্ৰিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-
কর্তৃক তদীয় সতীর্থ ও অনুকম্পিত জনগণের নিকট বিভিন্ন সময়ে লিখিত। —সম্পাদক

পরমার্থ *

[শ্রীল প্রভুপাদের সন্দর্ভাকারে রচিত অভিভাষণ]

চিদচিন্মিশ্র জৈবপ্রতীতসম্পন্ন আমাদের একমাত্র পরমোপাস্ত বস্তু বাস্তব-বিষয়াশ্রয়মিলিত-তনু শ্রীচৈতন্যদেব । তাঁহার আশ্রিত জীবকুল তাঁহার চেষ্টায়ই অনুপ্রাণিত । শ্রীচৈতন্যদেব সারা জীবন ধরিয়া কৃষ্ণানুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন । তাঁহার নিত্যকাল-আশ্রিত আমরা ঐ বৃত্তির অমুসরণ করিলেই ত্রিগুণাত্তর্গত বর্তমান মাণ্ডিক ব্রহ্মাণ্ডের অতীত রাজ্যেরও অনুভূতি লাভ করিব ।

চিদচিন্মিশ্র প্রতীতি আমাদের ন্যূনাধিক ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব-দোষে সংশ্লিষ্ট করিয়া সেই কৃষ্ণানুসন্ধানকার্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন করে । তজ্জন্তু ষাঁহার বিঘ্নসমাকুল নহেন, তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত আমরা ত্রিগুণাতীত অপ্রাকৃত বস্তুর কোন সন্ধান পাই না । আমাদের বর্তমান ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান পূর্ণতার উপলব্ধি করিতে দেয় না, আমাদের নিত্যের পরিচয়, পূর্ণজ্ঞানের পরিচয়, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের পরিচয়, হইতে পৃথক্ রাখে । এখানকার বস্তুবিজ্ঞান জড়তা বা নির্বিশেষ-বিচারে আবদ্ধ । যে কিছু সবিশেষের কথা ইন্দ্রিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের অনুভবের বিষয় হয়, তাহা প্রাপ্তজ দোষ-চতুষ্টয়ের ভূমিকায় অবস্থিত । সেই দোষ হইতে মুক্ত হইতে হইলে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা-বাদের অকর্ম্মণ্যতা স্বীকার করিতে হয় ।

মনোধর্ম্মজীবগণ যে-সকল ভাষায় স্বীয় ভাবের অভিব্যক্তি প্রদর্শন করেন, সেইগুলি ন্যূনাধিক বিপন্ন ও পরস্পর বিবদমান । তাৎকালিক অভিজ্ঞান বাস্তব অভিজ্ঞান হইতে পৃথক্ । বাস্তব অভিজ্ঞানের রাজ্যে অগ্রসর হইয়া বাস্তব বস্তুর প্রেমলাভ-চেষ্টাকেই “পরমার্থ” বলে । ষাঁহার লৌকিক অর্থশাস্ত্র-সমূহে আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাঁহারাও লোকাতে বাস্তব-বিজ্ঞানে আকৃষ্ট হইবার যোগ্য । সচ্চিদানন্দ আকর্ষক ষাঁহাকে যে-পরিমাণে আকর্ষণ করিয়াছেন বা আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা দিয়াছেন, আকর্ষণীয় আমরা সেই পরিমাণে বাস্তব-বিজ্ঞানের অনুভূতি-লাভে যত্নবিশিষ্ট হইতে পারি । ষাঁহার লৌকিক-অর্থ-সংগ্রহ ব্যতীত পরম-ধর্ম্ম, পরম-অর্থ, পরম-কাম, পরম-মোক্ষপদের দিকে যতদূর অগ্রসর হইবার অভিপ্রায় করেন, তাঁহাদের

* পারমার্থিক সম্মিলনের সভাপতিরূপে জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-প্রদত্ত ভাষণ ।

—সম্পাদক

ভাষাসমূহ তত্বে চিন্ময় রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইবে জানিয়া আমরা কতিপয় প্রশ্ন লইয়া সহুস্তর লাভের আশায় পারমার্থিক রুচিসম্পন্ন জনগণের সমীপে উপনীত হইয়াছিলাম।

চিদচিন্মিশ্র ভাবসম্পন্ন জীবগণের নিকট ভ্রমাদি দোষ-চতুষ্টয়-রহিত কৃষ্ণানু-সন্ধানের কথা পাওয়া যাইতে পারে না জানিয়াও অস্বয় ও ব্যতীরেকভাবে তত্ত্ববস্তুর জিজ্ঞাসার উপদেশ লাভ করাও তাদৃশী প্রবৃত্তি। সুতরাং অস্বয় ও ব্যতীরেকমূলে আমাদের অভীষ্ট কৃষ্ণানুসন্ধান ন্যূনাধিক লাভ হইবে জানিয়া পারমার্থিকের সঙ্গ আমাদের লোভনীয় বিষয় হইয়াছিল। পরম ধর্মের প্রতিকূল, পরম-অর্থের প্রতিকূল, পরম-কামের প্রতিকূল, পরম-মোক্ষের প্রতিকূল ভাব ও ভাষা-সমূহ আমাদের উদ্দেশ্য বিনাশ করিবার প্রয়াস করিবে জানিয়াও সেইরূপ প্রতিকূল সঙ্গ হইতে আমাদের প্রাপ্যাংশ গ্রহণ করিতে বাধা নাই, জানিয়াছিলাম। অসাত্বত পুরাণ, অসাত্বত পঞ্চরাত্র ও অসাত্বত দর্শনসমূহ, অসাত্বত ধর্মশাস্ত্র অর্থাৎ রাজস-তামস-দর্শন-পূর্ণ বিভিন্ন উপদেশসমূহের মধ্যেও মঙ্গল-বিস্তৃতি ও অভদ্রনাশের যে সকল কথা সন্নিবিষ্ট আছে, তাহা পূর্ব মহাজনগণ আলোচনা করিয়াছেন এবং অভীষ্ট-সিক্কিলাভেও তাঁহাদের কোনরূপ ব্যাঘাত হয় নাই জানিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি।

কৃষ্ণানুসন্ধান

“কৃষ্ণানুসন্ধান” শব্দে আমরা দুইটি আলোচ্য-ব্যাপার লক্ষ্য করি—“কৃষ্ণ” ও “অনুসন্ধান”। কৃষ্ণ-শব্দে আমরা ঐতিহ্যানুমোদিত বা ত্রিগুণময়ী মানব-বুদ্ধির শব্দার্থ-বৃত্তির অঙ্কুরটি করিব না, পরন্তু বিবদকৃষ্টিতে অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব-বস্তুকেই জানিব। কৃষ্ণমায়াবৃত্ত কৃষ্ণ হইতে বিক্ষিপ্ত-কর্ণেতর অপর জডেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অঙ্কজবস্তুবিশেষের দ্বারা কৃষ্ণ-শব্দকে কলঙ্কিত করিব না। ব্রাহ্মী, খরোষ্টি, সানকি ও পুষ্করাসাদি প্রভৃতি আকর ভাষাগুলি হইতে যাবতীয় ভাষাসমূহের যে-সকল বিভিন্ন শব্দদ্বারা মানবজাতি অভিধাবৃত্তিতে ন্যূনাধিক উদাসীন হইয়া লক্ষণা-চালিত হইবার জন্ম এবং ইতর ইন্দ্রিজ্ঞানের সমর্থনের আশায় যে যত্ন করেন, সেইরূপ শব্দদ্বারা কোন প্রকৃতিজাত দৃশ্য বস্তুকে লক্ষ্য করিবার বাসনা আমরা পরম অর্থের প্রতিকূল বলিয়া জানিব। বিভিন্ন ভাষায় তত্ত্ববস্তুকে বিভিন্ন সংজ্ঞায় উদ্দেশ্যপূর্বক নানা প্রকারে প্রাকৃত-বিচার

অসংখ্য লব্ধিক সংযুক্ত বহিরা তত্ত্ব-অনু বৈ-বাক্য-সং-লাভ হইয়াছে, যে সকল ইতিহাসকারীর অধীন সূত্রসং-মিতকারণার্থে যাত্রা, তাহাগুলিই অ-বাক্য-বাক্যের সমতা লাভ করিয়া পঠ্য হইয়াছে। তৎপাশ্চাত্য তত্ত্ব-অনু-উদ্ভিষ্ট হই, সেই সূত্রের বাক্যই তত্ত্ববাক্য। শ্রীমৌড়ীর লব্ধিক 'এক' লব্ধিক।

'এক' লব্ধিক সূত্রসং-লাভ লব্ধিক বহিরা তত্ত্ব-অনু-উদ্ভিষ্ট হইয়াছে, যে সকল ইতিহাসকারীর অধীন সূত্রসং-মিতকারণার্থে যাত্রা, তাহাগুলিই অ-বাক্য-বাক্যের সমতা লাভ করিয়া পঠ্য হইয়াছে। তৎপাশ্চাত্য তত্ত্ব-অনু-উদ্ভিষ্ট হই, সেই সূত্রের বাক্যই তত্ত্ববাক্য। শ্রীমৌড়ীর লব্ধিক 'এক' লব্ধিক।

একাত্মন পহার বিচার-বৈশিষ্ট্য

বিষয় ও আশ্রয়ভাষ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ অসংখ্য। বিজ্ঞান-বিচারে তাহ বৈশিষ্ট্য আশ্রয়ভাষ্য বৈশিষ্ট্য লাভ করে, তৎপাশ্চাত্য তত্ত্ব-অনু-উদ্ভিষ্ট হইয়াছে, যে সকল ইতিহাসকারীর অধীন সূত্রসং-মিতকারণার্থে যাত্রা, তাহাগুলিই অ-বাক্য-বাক্যের সমতা লাভ করিয়া পঠ্য হইয়াছে। তৎপাশ্চাত্য তত্ত্ব-অনু-উদ্ভিষ্ট হই, সেই সূত্রের বাক্যই তত্ত্ববাক্য। শ্রীমৌড়ীর লব্ধিক 'এক' লব্ধিক।

অনুসন্ধান ও অনুশীলন

‘অনুসন্ধান’ শব্দটী যে-কাল পর্য্যন্ত ‘অনুশীলন’ শব্দের তাৎপর্য্যে নির্বিশেষ না হয়, তৎকালাবধি অনুসন্ধানের বস্তুটীও নানাপ্রকার কল্পনা-শ্রোতে ভাসিয়া যায়। কিন্তু যখন বিষয়-বোধ হয় এবং অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আপনাকে আশ্রিত বোধ করে, তখন আর ‘অনুসন্ধান’ ব্যাপারটী অদ্বয়জ্ঞান বাসুদেবকে পরিত্যাগ করে না। তখন অনুসন্ধান ব্যাপারটী আর অনুশীলনের সহিত পৃথক্ হয় না। অনুশীলনের মধ্যে সম্বন্ধজ্ঞান পরিস্ফুট, উহাই পরে ‘অতিদেয় ভক্তি’ নামে প্রসিদ্ধ হয়। ভক্তিই হরিশ্রেমের অনুসন্ধান দেয়, হরির পূর্ণানুশীলন, নিত্যানুশীলন ও কৈবল্যানুশীলন প্রেমাকেই কৈবল্যরূপে প্রয়োজন নির্ণয় করে।

বিদ্বদ্ভ্রুটিতে কৈবল্য

অনুসন্ধানের পথে অনুসন্ধানকারীর স্বরূপ, অনুসন্ধানের স্বরূপ ও অনুসন্ধয়ের স্বরূপ যাহাতে বাধা প্রাপ্ত হয়, সেট সকল বিঘ্ননাশ করিতে শব্দের বিদ্বদ্ভ্রুটি বৃত্তিই সমর্থ। সূতরাং শব্দের অবিদ্বদ্ভ্রুটির নশ্বর প্রকাশ বিদ্বদ্ভ্রুটি-বৃত্তিতে পর্য্যবসিত হইয়া জীবকে অদ্বয়জ্ঞান পরমসত্য বস্তু হইতে পৃথক্ হইতে দেয় না এবং চেতন কৈবল্যের ব্যাভিচারের প্রশ্রয় দেয় না, পরন্তু কাল্পনিক চিন্মাত্র-বাদের ভ্রান্তি সমূলে উৎপাটিত করে। শ্রীচৈতন্যদেব—বিষয়াশ্রয় কৈবল্য-স্বরূপ, আর কৈবল্য-প্রকাশ নিত্যানন্দ—সেই অদ্বয়জ্ঞানেরই প্রকাশ-বৈচিত্র্য। এই চন্দ্র-সূর্য্যই জীবের চিন্ময় চক্ষুর চিন্ময় বৃত্তির প্রকাশক। কৈবল্যদায়িনী ভক্তিই কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়িনী। কৈবল্যদায়িনী ও অদ্বয়জ্ঞানানন্দিনী শক্তিদ্বয় শ্রীচৈতন্যেই অবস্থিত।

স্ফোটবিচারোথ বৈকুণ্ঠ-বাণীর নিয়ামকত্ব

প্রপঞ্চে আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা যে-দকল প্রতিষ্ঠান রচনা করি, তন্মধ্যে বাগিন্দ্রিয়টী শব্দ শ্রবণের জনক, কিন্তু ঐ বাগিন্দ্রিয়টী শ্রোতপথে সর্ব্বতোভাবে অবস্থিত না হইলে ভাগবত-শ্রুতির বিরোধ আসিয়া অপর কর্ম্মেন্দ্রিয়চতুষ্টয়কে বিপথগামী করায়। স্ফোট বিচারোথ বৈকুণ্ঠবাণী জীবের কর্ণবেধ সংস্কার করাইয়া যে আধ্যাত্মিকতা নিরসন করে, তদ্বারা শ্রোতপথ আক্রান্ত হয় না। জীবগর্ভগমুদ্ভূত দেহে যে দশ সংস্কার মননধর্ম্মযোগে অনুষ্ঠিত হয়, তদ্বারা আধ্যাত্মিক জ্ঞানই সূর্য্যতা লাভ করে;

কিন্তু অধোক্ষজ অদ্বয়জ্ঞানের প্রতি উদাসীত্ব হ'লে পুনরায় প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি-ক্রমে হরি-সম্বন্ধিবস্তু ত্যাগপূর্বক বাস্তব-বস্তুর মায়াশক্তি ভীকে বিক্ষিপ্ত করিয়া চিদ্বিশ্বের প্রতিফলিত অচিং আধারে প্রতিবিশ্বের প্রতিই অধিক আস্থা স্থাপন করায়।

আলোচনার প্রারম্ভে আমার এই সকল কথা বলবার প্রয়োজনীয়তা আছে জান্লেও প্রাপঞ্চিক বিচারের ধারাকে বিপন্ন ক'রবার উদ্দেশ্য আমার নেই; পরন্তু উহাকে সম্পূর্ণ ক'রবার সহুদ্দেশ্যই এই নৈবেদ্য সমর্পণ ক'রলাম। আপনাদের করুণা-প্রভাব-ধারা আমার ক্ষীণা দুর্বলা উক্তির উপর চিরদিনই বর্ষিত হয় জেনে ইহা বলতে সাহসী হ'লাম। আপনারা আশীর্বাদ করুন, যেন আমি অমানী, মানস, তৃণাদপি সূনীচ ও তরোরপি সহিষ্ণু হ'য়ে নিত্যকাল শ্রীচৈতন্য-দাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত থেকে নাম নামীকে অভিন্নজ্ঞানে কীর্তন ক'রতে পারি, কা'রও নিকট অত্ন কোন আশীর্বাদ আমার প্রার্থনীয় নয়।

প্রশ্নোত্তর

(নানাকথা)

(পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৬ পৃষ্ঠার পর)

৩৩। ভারতীয় আর্য্য-সন্তানগণের পক্ষে যে-কোন প্রকারেই মৎস্ত-মাংসাদি ভোজন করা উচিত নয়, তাহার পক্ষে যুক্তি কি?

“আজকাল কতকগুলি লোকের এমন একটি বদ্ধমূল বিশ্বাস হইয়াছে যে, মৎস্ত-মাংস ভোজন না করিলে বহুদিন পর্য্যন্ত নর-শরীরের বল ও ইন্দ্রিয়-শক্তি থাকে না। বিলাতী ডাক্তারদিগের পরামর্শ, মৎস্ত-মাংস-ভোজ্যদিগের প্রবৃত্তি এবং নানাবিধ বৈদেশিক কুসংস্কার হইতে ঐ বিশ্বাসটি জন্ম লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ব্যক্তিগণ ভোগ-লালসা-প্রযুক্ত ঐ মতের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া অস্বদেশীয় যুবকবৃন্দের মৎস্ত-মাংস ভোজনের প্রবৃত্তিকে উত্তেজনা করেন। তাহাতে ফল এই হইতেছে যে, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আর্য্য-সন্তানগণ পৈতৃক ঋণ পরিত্যাগ-পূর্বক বিজ্ঞাতীয় দ্রব্য-সকল আহার করতঃ ক্রমশঃ হীনবল ও বিগত-বীৰ্য্য হইতেছেন।”

— ‘মৎস্ত-মাংস-ভোজন,’ সং তোঃ ২৮

৩৪। স্বার্থই কি স্বাভাবিক নহে ?

“যাহা স্বাভাবিক, তাহাই স্বার্থ ; যেহেতু ‘স্বভাব’ শব্দে স্বীয় অর্থকে বুঝায়। স্বার্থই—স্বভাব ; নিঃস্বার্থ-নিভান্ত অস্বাভাবিক।”

—তঃ বিঃ ১ম অঃ ৯।১২

৩৫। বিষয়ত্যাগের পরামর্শ কেবল কাল্পনিক নহে কি ?

“বিষয়ভোগ ত্যাগ করিবামাত্র জীবের দেহত্যাগ হয়, সুতরাং বিষয়-ত্যাগ—এই পরামর্শ কেবল কল্পনারূপই হইতে পারে, কখনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না।”

—‘অত্যাহার’, সঃ ভোঃ ১০।৯

৩৬। গুরুজনের অত্মায় উপদেশ স্বগিত করিতে হইলে তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত ?

“গুরুজনের অত্মায় উপদেশ প্রতিপালন করিবে, একরূপ নয় ; কিন্তু রূঢ়বাক্য ও অপমানহৃৎক ব্যবহারের দ্বারা তাঁহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশও করিবে না। মিষ্টবচন, নম্রতা, উপযুক্ত-সময়ে বিনয়পূর্ণ বিচারের দ্বারা তাঁহাদিগের অত্মাচারের অনুমতি স্বগিত করিতে হইবে।”

—চৈঃ শিঃ ২।৩

৩৭। স্ত্রী বা স্ত্রীভাবে স্ত্রী-পুরুষের প্রীতি চিরকাল থাকিতে পারে কি ?

“স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ দৈহিক। দেহের নাশ হইলে পরম্পরের প্রেম আর কোথায় থাকিবে ? এক আত্মা স্ত্রী এবং অপর আত্মা পুরুষ—একরূপ নিত্যভাবে আছে, এমত বোধ হয় না, যেহেতু স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব কেবল শরীরগত ভেদমাত্র, আত্মগত নয়। সেন্সলে মরণ পর্য্যন্ত স্ত্রী-পুরুষের প্রেম থাকিতে পারে। যদি বৈদান্তিকদিগের ত্রায় জন্মান্তরবাদ ও স্বর্গবাদ স্বীকার করা যায় এবং সেই অবস্থায় ঐ কৃত্রিম প্রেমের চরিতার্থতা লাভ হয়, একরূপ বিশ্বাস করাও যায়, তথাপি সম্পূর্ণ মোক্ষাবস্থায় স্ত্রী-পুরুষের প্রেম অবস্থিতি করিতে পারে না।

—প্রঃ প্রঃ, ২ম প্রঃ

৩৮। নীতিশাস্ত্রের মূল ও উদ্দেশ্য কি ? পার্থিব নীতি কত প্রকার ?

“সুখ-দুঃখের মূল যে মাত্রাম্পর্শ অর্থাৎ চিন্তের অনুকূল বিষয়ে প্রীতি ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ, তাহাই নৈতিক জ্ঞানের বিষয়, যেহেতু সেই সমুদয় ঘটনা লইয়া একটী নীতিশাস্ত্র যুক্তি দ্বারা কল্পিত হয়। প্রীতির উন্নতি ও

দেখ খরঁ করিবার বিধানও তাহাতে আবশ্যক হইয়া পড়ে। নীতি অনেক প্রকার যথা,—রাজনীতি (Politics), দণ্ডনীতি (Penal code), বণিক-নীতি (Law of trade), প্রয়োজনবিজ্ঞান (Utilitarianism), শ্রমবিভাগ (Division of labour), শারীর-নীতি (Rules of health), সংসার-নীতি (Socialism), জীবন-নীতি (Rule of life), ভাবসাধন (Training and development of feelings) ইত্যাদি। কেবল নৈতিক জ্ঞানে পরলোক-জ্ঞান বা ঈশ-জ্ঞান থাকে না। কোন কোন ব্যক্তি নৈতিক-জ্ঞানকেও সাক্ষাৎ জ্ঞান বলিয়া ইহাকে Positivism বা নিশ্চয়-জ্ঞান বলিয়া নাম দিয়া থাকেন। কিন্তু মানব-প্রকৃতিতে আরও উচ্চতর বৃত্তি থাকায় কেবল নৈতিক জ্ঞানদ্বারা মানবের সন্তুষ্টি হয় না। নৈতিক জ্ঞানে নাম-মাত্র ধর্মাদর্শ, পাপপুণ্য আছে ও তাহার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ফলও আছে, কিন্তু মানবের মরণান্তে তাহার নিজের পক্ষে যশঃ বা অযশঃ ব্যতীত অত্র কোনও ফল নাই এবং আশাও নাই।

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৩৯। স্বীয় আচার্য্যের মত স্থাপন করিতে যাইয়া বিদেশে বিবাদ সৃষ্টি করা উচিত কি ?

“নিজ দেশের আচার্য্য যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা সর্বদেশের আচার্য্যের শিক্ষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—নিষ্ঠালাভের জন্ত এরূপ বিশ্বাস করিলেও, অত্যাচার দেশে সেইরূপ বিবাদজনক প্রতিষ্ঠা প্রচার করা উচিত নয়; তাহাতে কিছুমাত্র জগতের মঙ্গল হয় না।”

—চৈঃ শিঃ ১।১

৪০। গৌতমাশ্রম কোথায়? ঐ স্থানের উন্নতিকল্পে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কি করিয়াছিলেন?

“গোদনা গৌতমাশ্রম। তথায় অহল্যা পাষণ হইয়াছিলেন। গৌতমের আশ্রম হইলে (তাহা) কাজে কাজেই ত্রায় শাস্ত্রের জন্মস্থান। সেই স্থানটি উন্নত হয় এবং তথায় একটি ত্রায় শাস্ত্রের টোল হয়—এই মানসে ছাপরায় একটি সভা করিয়া ‘গৌতম স্পিচ’ বলিয়া একটি বক্তৃতা করিলাম।”

—‘ঠাকুরের আত্মচরিত’

৪১। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনে কিরূপ আনন্দ অনুভব করেন?

"বুদ্ধাচাৰ্য্য হোতা স্বামিন্‌কান্তে'ষ স্ব'যত কথোপকথনং হৌতাত্মিল। তি'ম
আমাৎকে বেবিয়া ন'হিতুষ্টে কটুক'ণ। জন্মে তি'তি লগ্ন-শ্যাতিজ্ঞা প'দ্বিতে-
খিলন্ত । এ'ভাস ব'ধ্যাব'ধঃ স'ক্ষিপ্ত'স্তি বেবিয়া আ'হ'ত ম'ল্লকটি কটীল ।"

— ५१ —

३२ । श्री= हेतुन सहस्रिहस्र। एव= अन्तः-यात्रा-प्रकाश दिहन् ।

“সাবি পুরীতে বারীজ নামের একশে কবিলায় ৯ ম ৯ ৯ এবং
শ্রীমদ্ধাযক ও গীটবক্তাবিদ্যাসুত লটবা পুরী মারবার প্রতিজাবে
কলিককোত্র খেলান। ৯ ৯ ম ৯৯৯ দিনে পুরী পণ্ডিছিলায় ১ কতকে
একবার, বাপেখার এককাজ ও কটকে একবারে বিবাহ।”

— 'अङ्गुलीय' आसुतविषय

৪৩। ঠিকের অধিক বিশেষে ক্রমবোধের এ বস্তুবিধিযে কি নি বর্ণন
কবিলাস ?

“আদি কুব্জবেষ্টিত খেলাস। বেধায়ে আশান পত্রিত গোপীনাথ বিস্ত
 ষ্ট আয়ে কবেগজব পত্রিত পুরী বটীত আবিবা কুটিলেব। অশ্বায়ে
 বগ্গাবি বেধিলাস। বগ্গাবি গোপীনাথ বিস্ত ‘হু’। পত্রিতগোপীনাথ
 মগ্গো গুণাঙ্গী ল’ত কুব্জ।”

—“श्रीकृष्णस्य भावः प्रियः”

ଉତ୍ତର । ଶ୍ରୀମତୀ ଡାକ୍ତର କଳିକାବିହାରୀ କବିର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲମ୍ବର ବର୍ଣ୍ଣନା ? ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଏକାଦି ଗପ କହି ଯୋଗାଯୋଗ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ କି କି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ?

[illegible]

হইল। তথা বহুত সৈন্যবাদ হইবা আদ্যাবা পৰব হইল। লাক্ষ্মি
মৌর্য্যাক্ষাৎ মহাব পুঞ্জই সৈন্যবাদ আদিবা বাঙ্গালী একটি বাহু
বাহা পৰবাস কবিলান। পটবিবা পাপ্রভাব বাটে আবাদি হইল। পট
বিনসেই ল'লী বরব হইল। কাশীত তিহু বাহুৰ বাটতে অবতান চল।"

—'ঠাকুরের আন্তরিকত'

৩৬। ঈশ ঠাকুর লখন ঈশবপুত্র, মেঘাতি, কুলীক-গ্রাম কবগ্রাম
বর্ষ কয়েক।

"পারি ঈশবাপুত্র ধাকি। বাধিকা, কয়ল ও বিমল ঈশবপুত্র পকে
১৮৮৩ বালেই আদি আছিল। কবল, বিমল একে একে। বাধিকা ও কুলীকগ্রাম
দাই। আবাদি পম সন্তগ্রাম বর্ষ কয়েক।"

—'ঠাকুরের আন্তরিকত'

৩৭। ঈশ ঠাকুর লখন বৈষ্ণবাপাড়া, লালুয়া কংবদ, প্যারিধক,
মেহক, ইজার্কপুত্র, ককশালী, পূর্ণকলী, কুনিয়া সংখীপ, আমলামাতা
প্রভৃতি স্থান পব লাগল।

"১৮৮৩, ২৫শ বর্ষ ঈশাট বাহবাপাড়া বিলা কাপুতে ধাকি। তথা
কুল পমিসর্গ ও লাচাতিহ মাধী কবি। ঈশবাপ বর্ষ কংবদ।
৩৬ বর্ষ আবিবে মাগলাব কুনিয়া প্রেলাব। ২৫শ বর্ষ কাপুত হ'ত
পাকল গ্রাম বিয়াতিহাব। ৩৬ ৩৮ ঈশিলা প্যারিধকর মকুল-কলচী
পাট বর্ষ কবিলান। ৩৬ ৩৮ বর্ষে ঈশিলা মাইগ্রাম পব। ৩৬ ৩৮
কুলববদার ঠাকুর পাট বর্ষ কবি। ৩৬ ৩৮ বৈ মেহকর গোলাব,
লগালব মাক লনগ্রাম ইজার্কপুত্র পতঃপাব হইবা ককশালী, কুলুপি বিলা
পূর্ণকলী বাব'র বিলা আবাদিহা কবি। পমিসর্গ ল'ত্রে কংখীপ ক'মিলা
বিলা লগলাবদা বাবাচীল ককল কুলিত বর্ষ কবি। ৩৬ ৩৮ ৩৯
১৭ই জু পববাব বর্ষবাব বাট। ১৮ই আট্টাবব অপরাহু আবাদাড়া
পব। [আলাপপুত্র ও আমলামাড়ার বক্তব্য।]"

—'ঠাকুরের আন্তরিকত'

৩৮। ঈশকিমিহ'র কুদাবনেবা কানু কানু বাধাবি বর্ষ কাপুত।

"১৮৮২ বালত ২৫শে কাপুত আবিবে চকিত্ত বকশাত ১৮ই ঈশাম
কুদাবর মাতা কবি। সেট ক'ম আমলামাতা। মেহক বাব'র মফ মফ
পাকী কবিবা। ককলাবদেব বাটীতে কইল। ঈশবাপাড়া বাবাচী

মহাশয়ের সহিত হরিবাসর। পরদিন তথাকার প্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। ২৯শে ফাল্গুন গিধৌড়। ৩০শে বক্শর। ১লা চৈত্র, এলাহাবাদ উমানাথের বাটীতে। ৬ই চৈত্র এলাহাবাদ হইতে এটওয়া। ৮ই চৈত্র হট্টাস। তথায় পকেট হইতে টাকার সহিত মনিব্যাগ খোয়া গেল। ৯ই চৈত্র শ্রীবৃন্দাবনে। ১১ই চৈত্র বিল্ববন হইয়া ভাণ্ডীরবন দেখিয়া মাঠগ্রামে অবস্থিতি। ১২ই চৈত্র মান-সরোবর। ১৩ই, ১৪ই শ্রীবৃন্দাবন। ১৫ই মথুরা। ১৬ই গোকুল দর্শন। ১৭ই মধুবন, মুহলী গ্রাম, কৃষ্ণকুণ্ড, তালবন, বলদেবকুণ্ড, কুমুদবন (ভোজন), শান্তনুকুণ্ড, বহলাবন গমন। ১৮ই রাধাকুণ্ড হইয়া গিরি-গোবর্দ্ধন। ২০শে একায় শ্রীবৃন্দাবন।

—‘ঠাকুরের আশ্রয়চরিত’

৪৮। বিভূ-চৈতন্য ও অণু-চৈতন্য পরস্পর প্রীতির লক্ষণ কিরূপ ?

“আকর্ষসন্নিধৌ লৌহঃ প্রবৃত্তো দৃশ্যতে যথা।

অণোর্মহতি চৈতন্যে প্রবৃত্তিঃ প্রীতিলক্ষণম্।”

—দঃ কৌঃ

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

মায়া

শ্রীভগবানের শক্তি মায়া দুইপ্রকার। যোগমায়া ও মহামায়া। যোগ-মায়ার কার্য উন্মূখ-মোহন, আর মহামায়ার কার্য বিমূখ-মোহন। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১।২৫ শ্লোকে দেখা যায়—‘বিক্ষোর্ময়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ। আদিষ্টা প্রভুগাংশেন কার্যার্থে সন্তবিষ্যতি।’ শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের টিকায় বলিয়াছেন—স্বলীলা পরিকরাণাং ভক্তানাং শুদ্ধদ্বিবাং কংসাদীনাঞ্চ মোহনার্থং যোগমায়াং মায়াঞ্চাদিশং। প্রভুনা কৃষ্ণেন আদিষ্টা সতী অংশেন সহ স্বাংশভূতবহিরঙ্গমায়াসহিতৈ কার্যার্থে প্রাত্তর্ভবিষ্যতি। যয়া জগৎ সংমোহিতং স্বাংশভূতমায়েত্যর্থঃ। যদ্বা জগৎ অপ্রাকৃতং প্রাকৃতং চ যেন স্বাংশেন চ সংমোহিতং। অর্থাৎ স্বলীলাপরিকর ভক্তগণের এবং ভক্তদেবী কংসাদির মোহনার্থ যোগমায়া ও মায়াকে আদেশ করিয়াছিলেন। অথবা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত জগৎ যোগমায়া ও তাঁহার অংশভূতা মায়াদ্বারা মোহিত হয়। আবার শ্রীমদ্ ভাগবত ১০।২।৭-৯ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—

গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্ ।
 রোহিণী বসুদেবস্ত ভাৰ্য্যাস্তে নন্দগোকুলে ।
 অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি ॥
 দেবক্যা জঠরে গৰ্ভং শেবাখ্যং ধাম মামকম্ ।
 তৎ সন্নিভস্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয় ॥
 অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ স্প্রভ্রতাং শুভে ।
 প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি ॥

বিশ্বাত্মা ভগবান্ নিজজন যাদবগণের কংস হইতে ভয় উদ্ভিত হইয়াছে জানিয়া যোগমায়াকে আদেশ করিলেন,—হে দেবি, গোপগোপী ও গোপণ শোভিত ব্রজে গমন কর । সেই নন্দগোকুলে বসুদেবমহিষী রোহিণী আছেন । তুমি দেবকীর উদরে আমার দ্বিতীয় স্বরূপ সংকর্ষণ, যিনি অংশে শেষ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত, তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে স্থাপন কর । তৎপরে আমি দেবকীর পুত্রস্ব স্বীকার করিব, আর তুমি নন্দপত্নীর গর্ভে আবিভূতা হইবে । দেবকীর গর্ভাকর্ষণ, যশোদার নিদ্রানয়ন প্রভৃতি কার্য্য যোগমায়ার এবং যশোদার কণ্ঠারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া কংসবধনা কার্য্য করা মহামায়ার কার্য্য । শ্রীমদ্ভগবদগীতায়ও দুই প্রকার মায়ার উল্লেখ আছে—

নাহং প্রকাশঃ সৰ্ব্বশ্চ যোগমায়াসমাবৃতঃ ।
 মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজসবায়ম্ ॥ (৭।২৫)
 দৈবী হেবা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
 মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে ॥ (৭।১৪)

আমি যোগমায়া সমাবৃত হইয়া সকলের নিকট প্রকাশিত হই না । মূঢ় লোকগণ অজ ও অব্যয় অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু-রহিত আমাকে জানিতে পারে না ।

আমার গুণময়ী মায়া দৈবী ও দুরতিক্রমা । ইনি বহিরঙ্গা ত্রিগুণময়ী, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এবং দুরতিক্রমা ।

জানাতে্যকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা ।
 যা পরা পরমা শক্তি র্মহাবিস্মুঃ-স্বরূপিণী ॥
 একেয়ং প্রেমসৰ্ব্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী ।
 অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোহখিলেশ্বরঃ
 অস্তা আবরিকাশক্তি র্মহামায়াখিলেশ্বরী ।
 যয়া মুঞ্চং জগৎ সৰ্ব্বং সৰ্ব্বৈ দেহাভিমানিনঃ ॥

শ্রীভগবানের “একা” পরাশক্তি কান্তকে জানেন। ইতি সর্বশক্তিশ্রেষ্ঠা মহাবিশ্বস্বরূপিণী। ইহার তত্ত্ব জানিতে পারিলে পরাংপর দেব অখিল জগতাদির ঈশ্বর শ্রীভগবানের শ্রীচরণপ্রাপ্তি স্থলভ হয়। ইনি প্রেম সর্বস্ব-স্বভাব গোকুলেশ্বরী (শ্রীমতী রাধা) ইহারই আবরিকা শক্তি মহামায়া অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বরী যাঁহারদ্বারা জগতসহ দেহাভিমানী জীবগণ মুগ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের অন্তঃস্বাশক্তি যোগমায়া ভগদত্তগণকে মোহন করিয়া লীলাপুষ্টি করিয়া থাকেন। দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মৃদভক্ষণ-লীলায় দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণ একদিন বাল্যলীলাকালে মৃত্তিকাতক্ষণ করিতেছিলেন। তখন বলদেব এবং অন্ত গোপবালকগণ যশোদা দেবীকে নিবেদন করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছে। পুত্রহিতৈষিণী মাতা পুত্রের তাদৃশ কার্য্য জানিয়া মৃত্তিকাতক্ষণে অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া কৃষ্ণের হস্তধারণ করতঃ বলিলেন,—হে অশান্তাচিত্ত! তুমি নির্জনে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছ কেন? কৃষ্ণ বলিলেন, আমি মাটি খাই নাই। উহারা সকলে মিথ্যা অভিযোগ করিতেছে। যদি উহাদের বাক্য সত্য হয়, তবে তুমি আমার মুখ দেখিতে পার। আচ্ছা মুখ খুলিয়া দেখাও—যশোদা এই বাক্য বলিলে শ্রীকৃষ্ণ যখন মুখ ব্যাদান করিলেন তখন জননী পুত্রের মুখমধ্যে স্থাবর, জঙ্গম, অন্তরীক্ষ, দিক্, পৰ্ব্বত, দ্বীপ, সমুদ্র, ভূতল, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, তারকা, জ্যোতিষ্কত্র, জল, তেজ, আকাশ, অহঙ্কার জাত ভূতসকল, ইন্দ্রিয়, মন, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, জীব, কাল, স্বভাব, কৰ্ম্ম সংস্কার ও চরাচর বিচিত্র বিশ্ব এবং নিজের সহিত ব্রজধাম দর্শন করিয়া পুত্রের অনিষ্টাশঙ্কায় ভীতা হইলেন এবং বিতর্ক করিতে লাগিলেন—ইহা কি স্বপ্ন অথবা দেবমায়া কিম্বা আমারই বুদ্ধির বিকার অথবা আমার এই শিশুর কোন অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য। কিম্বা চিত্ত, মন, কৰ্ম্ম ও বচনদ্বারা যিনি তর্কের বিষয়ীভূত হন না, যিনি জগতের আশ্রয়, যাঁহা হইতে এই জগৎ দৃষ্ট হইয়াছে এবং যাঁহাদ্বারা ইহার অস্তিত্ব প্রতীত হইতেছে, তাঁহার শ্রীচরণে আমি প্রণাম করি অর্থাৎ তাঁহার স্মরণ-চিন্তাদি করিতে আমি অসমর্থ, যাঁহার মায়াবলে নন্দরাজ আমার স্বামী, শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্র এবং আমি নন্দমহারাজের সমস্ত সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী, গোধনসহ গোপ-গোপীগণ আমারই অমুগত—এইরূপ কুমতি হইতেছে সেই ভগবানই আমার আশ্রয়। যশোদার এইরূপ অবস্থা অবগত হইয়া যোগমায়াদ্বারা তাঁহাকে

পুনরায় মোহিত করিয়া সমস্ত বিস্মরণ করাইয়া দিলেন। তখন যশোদা পুত্রস্নেহে বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মমোহন-লীলায়েও দেখিতে পাওয়া যায়—ব্রহ্মা গোবৎসগণকে ও সখাগণকে গোপন করিয়া দিলে কৃষ্ণচন্দ্র নিজে ভক্তরূপ ধারণ করিয়া লীলা করিতেছিলেন, তখন একদিন ভগবান্ বলদেব দেখিলেন যে ধেনু-সকল ও গোপগণ স্তম্ভপানবিরত বৎসগণের প্রতি অত্যধিক স্নেহ প্রদর্শন করিয়া স্তম্ভপান করাইতেছে এবং গোপগণও পুত্রগণকে অধিক মমতা দেখাইতেছেন। তাহা দেখিয়া বলদেব তাহার কারণ অবগত হইতে না পারিয়া বলিতেছেন—

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্যুতাসুরী।

প্রায়ো মায়াস্ত মে ভর্তৃর্নাত্মা মেহপি বিমোহিনী ॥

(ভাঃ ১০।১৩,৩৭)

এই মায়া কীদৃশী? দেব, মনুষ্য বা অসুরকৃত? কোথা হইতেই বা ইহা আসিল? সম্ভবতঃ ইহা আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মায়া। কারণ অন্য মায়া আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে না, এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্ঞানচক্ষুতে দেখিতে পাইলেন যে, সেই সমস্ত গোবৎস ও গোপবালক শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ। তাহার তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি পূর্বে জানিতাম যে, গোপবালকগণ দেবতা বা ঋষি কিন্তু এখন সকলের মধ্যে তোমাকে প্রকাশিত দেখিতেছি, ইহার কারণ কি তাহা সংক্ষেপে বল। তখন শ্রীকৃষ্ণ সম্যক্ বৃত্তান্ত বলিলে বলদেব তাহা অবগত হইলেন।

রাসলীলার বিষয় আলোচনা করিলে জানা যায় যে স্মধু ভক্তগণ কেন ভগবান নিজেও তাহার মায়াতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

যে বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।

যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে ॥

আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।

দুহাঁর রূপ-গুণে দুহাঁর নিত্য হরে মন ॥

ধর্ম ছাড়ি রাসে দুহঁহে করয়ে মিলন।

কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥

এই সব রসনির্যাস করিব আশ্বাদ।

এই ভারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ ॥

বাহার মায়ায় সমস্ত জগৎ—সুরাসুর মনুষ্যাদি সকলেই মুগ্ধ। সেই সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বচ্ছায় নিজ-যোগমায়াতে মুগ্ধ হইয়া রাসাদি বিচিত্রলীলা করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার লীলাবৈচিত্র্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অনেকে মহামায়াকে যোগমায়া বলিয়া ভ্রান্ত হন বা শাক্ত-সম্প্রদায়ের ধারণা যে এই শক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠতত্ত্ব। কিন্তু তাহা তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা। চণ্ডীর বাক্যেও তাহা সিদ্ধান্তের বিষয় হইতে পারে না। শক্তি শক্তিমানে তত্ত্বতঃ ভেদ না থাকিলেও শক্তি নিত্যকাল শক্তিমানের সেবা করিয়া থাকেন। আমাদের দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি প্রভৃতি যেমন আমাদের দৃশ্য ও শ্রাব্য বস্তু দেখাইয়া বা শুনাইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীভগবানের অনন্ত শক্তি তাঁহার অনন্ত সেবা করিয়া থাকেন, তথাপি শক্তিমানেরই শক্তি ইহা নিত্য প্রচলিত। দর্শনশক্তিহীন মানুষ বা অল্প প্রাণী হইতে পারে কিন্তু মনুষ্যহীন শক্তি কখনও হয় না। অর্থাৎ শক্তির স্বতন্ত্র সত্তা নাই। শক্তি-মানেরই অধীন বলিয়া শক্তিকে জানা যায়।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমন্মুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রীমন্মধবাচার্য্য

দাক্ষিণাত্যে মহাদ্রি় পশ্চিমে ‘কানারা’ জিলা; ‘দক্ষিণ কানারা’ জিলার প্রধান নগর—‘ম্যাঙ্গেলোর’, তদুত্তরে ‘উড়ুপী (উডিপী)’।

উড়ুপী হইতে সাত মাইল পূর্বে দক্ষিণ তীরে পাপনানিনী নদীর তীরে “বিমানগিরি” নামক একটি উচ্চ পর্বত আছে। বিমানগিরি হইতে প্রায় এক মাইল পূর্বদিকে পরশুরামের স্থাপিত ধনুস্তীর্থ বিরাজিত। এই তীর্থের সন্নিহিত প্রদেশই ‘পাজকাক্ষেত্র’ নামে প্রসিদ্ধ। এই পাজকাক্ষেত্রে বেদবদাঙ্গ-কুশল, সদাচাররত, জনৈক নিঃস্ব ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। মধ্যগেহ-বংশোৎপন্ন সেই ব্রাহ্মণের নাম ‘নারায়ণ ভট্ট’। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী বেদবতী (বা বেদবিদ্যা) দেবীর সহিত পরশুরাম-পীঠস্থ স্বকুল-দেবতা শেষশায়ী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিতেছিলেন। বেদবতীর গর্ভে একে একে দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইয়া অচিরকাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ব্রাহ্মণ-দম্পতি পুত্র-সুখে বঞ্চিত হইয়া অমর-পুত্র-প্রাপ্তি-কামনায় দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত দুঃখমাত্র

[illegible]

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাঙ্গালার বর্ণমালা জন্মান কথিত। অষ্টম বর্ষে উপহার-সংস্কার লাভ করেন। উপহার দানক বেলগারানের অল্প শ্রমকর্তা ক্রম ইহা ক আদিত্ব ফেল শ স্তমভাগে অবস্থিত "দন্তীর্ষক"-বাক্য কানে শ্রমকর্তা-সংস্কার জটিলক (বিশেষ বিকট বেলগারানার) উপস্থিত হয়। কিন্তু তখন উপস্থিত ইহা: বেলগারানার লবিত দানদান ক্রীড়াকর এমনকি থাকিতেন। বেলগারান লতাগার ক্রীড়ার কোন এককি বেলগারান অর্থাৎ দুই ক্রীড়ার। অধ্যাপক বাঙ্গালার লবিতবর্ষে ক্রীড়ারিতে "বলু" (বিশেষ) পাইয়া এককি ক্রীড়াকর বিশেষকরে ভবিতা করেন। বাঙ্গালার তৎকালীন অধ্যাপন-লবীনে অর্থাৎ অধ্যাপক লবিত (বলু-বল) অবস্থিত উপস্থিত কথিত। অধ্যাপক লবিত লবিত উপস্থিত কথিত।

[illegible][illegible]

কালে গৃহধর্ম্মে আসক্ত হইবেন না, বুঝিতে পারিলেন। তিনি বাসুদেবকে বিবাহ-বন্ধনদ্বারা গৃহে আবদ্ধ করিবার জন্ত সঙ্কল্প করিলেন। বুদ্ধিমান বাসুদেব কিন্তু মাতাপিতার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। বাসুদেব মাতাপিতা, স্বজন বন্ধু কাহারও কোন প্রকার অনুমতি অপেক্ষা না করিয়া কিংবা তাঁহাদের নিকট নিঃসঙ্কল্প না জানাইয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সে শ্রীরঙ্গতীর্থপুরে শ্রীঅচ্যুত-প্রেক্ষের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। রঙ্গতীর্থপুরস্থ মাধবগণের মতে হংসরূপী নারায়ণ হইতে চতুর্ন্থ ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে চতুঃসন, চতুঃসন হইতে দুর্কাসা, দুর্কাসা হইতে যতী, পরতীর্থ পরতীর্থ হইতে সত্যপ্রজ্ঞ, সত্যপ্রজ্ঞ হইতে প্রাজ্ঞতীর্থ শিষ্য-পরম্পরায় বিষ্ণুপাসনায় দীক্ষিত হন।

বাসুদেব 'আনন্দতীর্থ' বা তাৎপর্য্যায় 'মধ্ব'—এই সন্ন্যাস নাম প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-বিরচিত ভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে 'মধ্ব' শব্দের ব্যাখ্যা একটি শ্লোক এইরূপ গ্রথিত আছে—

মধ্বত্যানন্দ উদ্দিষ্টো বরিতি জ্ঞানমুচ্যতে ।

মধ্ব আনন্দতীর্থত্বাৎ তৃতীয়া মারুতীতমুঃ ॥

'মধ্ব' শব্দে আনন্দ উদ্দিষ্ট হইয়াছে এবং 'ব' দ্বারা জ্ঞান কথিত হইয়াছে। সুতরাং 'মধ্ব' এই শব্দের অর্থ আনন্দতীর্থ। 'তীর্থ' শব্দের অর্থ জ্ঞান। আনন্দতীর্থ তৃতীয় মারুতী তমু অর্থাৎ বায়ুর তৃতীয় অবতার। শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের অধস্তনগণ শ্রীমধ্বাচার্য্যের পরিচয় প্রদান কালে এইরূপ বলিয়া থাকেন—

“স্বস্তি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যত্বাৎনেকগুণগণালঙ্কৃতপদ-বাক্য প্রমাণ পারাধার-পারঙ্গত সর্ব্ব-তন্ত্র-স্বতন্ত্র-শ্রীমদ্ভৈরবী-সত্যভামা-সমেত-শ্রীগোপালকৃষ্ণ-পাদপদ্মারাধক-শ্রীমৈন্দ্র-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-প্রতিষ্ঠাপনাচার্য্য-শ্রীমদ-আনন্দ-তীর্থাপরনামক-শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যঃ।”

উড়ুপীর অষ্টমঠে ও মধ্বাচার্য্যাহুগত সমস্ত মঠে আচার্য্যের নামের পূর্বে এইরূপ সম্প্রদায়-বৈভব-গৌরব লিখিবার পদ্ধতি অতাবধি প্রচলিত আছে।

শ্রীমন্মধ্ব বাসুদেব-নামক জনৈক তার্কিক পণ্ডিতকে শাস্ত্রাহুকুল বিচারে জয় করিয়া তাঁহার নিকট হইতে 'জয়পত্রিকা' গ্রহণ করিলেন। এইরূপে 'বাদিসিংহ', 'বুদ্ধিসাগর' প্রভৃতি প্রচণ্ড মায়াবাদী কুটতার্কিকগণের অপ-সিদ্ধান্তকে শাস্ত্রযুক্তিমূলে ছেদন করিয়া সত্যতত্ত্বগণের বিশেষ প্রকৃতিজন

হইলেন। কিয়ৎকাল পরে আচার্য্য শ্রীরামেশ্বর-দর্শনাভিলাষের ছলে দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে অনন্ত-শয়ন পদ্মনাভ-ক্ষেত্রে (Trivandram) আগমন করিলেন। অনন্তশয়ন দেবালয়ে বেদান্তসূত্র-ব্যাখ্যা-কালে তদানী-ন্তন শঙ্করাচার্য্যকে বিচারে জয় করিলেন। ক্রমে রামেশ্বর দর্শন করিয়া শ্রীরঙ্গমাদি প্রসিদ্ধক্ষেত্রে পরপক্ষের মতবাদসমূহ খণ্ডনপূর্বক পয়স্বিনী-নদী-তটে সান্ন-বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণ-সভায় বৈষ্ণববিরোধী স্মার্তমত ও মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া “সর্ববজ্র যতি”—এই খ্যাতিলাভ করিলেন। অতঃপর কতিপয় শিষ্য পরিবৃত হইয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বদরিকাশ্রমের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় শিষ্যগণের নিকট স্বকৃত-গীতাভাষ্য উপদেশ করিতে থাকিলেন। শিষ্যগণ আচার্য্যের নিকট বদরিকাশ্রমের কোন একটি সন্নিহিত প্রদেশে গীতাভাষ্য শ্রবণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, আকাশমার্গে একটি অপূর্ব তেজঃপুঞ্জ বিচরণ করিতে করিতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মুখজ্যোতিঃসহিত মিলিত হইলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, বেদব্যাসের দ্বারা মহাবদরীতে আহূত হইয়াছেন, বুঝিতে পারিয়া একাকী শ্রীবেদব্যাসের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীবেদব্যাসের চরণ-কমল হইতে নিখিল বেদ-বেদান্ত-সূত্র-ভারত-ভাগবত-শাস্ত্রের শ্রীব্যাখ্যাভিমতানুযায়ী শ্রৌত-তাৎপর্য্য, সিদ্ধান্তসার ও উপদেশাবলী লাভ করিলেন। শিষ্যগণ-সহ হিমালয় পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া দ্বারকা, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, প্রয়াগ, কাশী, গয়া, প্রভৃতি বিষ্ণুতীর্থসমূহে বিচরণ করিতে করিতে তত্রস্থ পণ্ডিত-সভামধ্যে কুসিদ্ধান্ত খণ্ডন ও স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে লাগিলেন। বদরিকা হইতে আনন্দমঠে প্রত্যাবর্তনকালে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সূত্রভাষ্য-রচনা শেষ হয়; তৎসঙ্গী ও তচ্ছিষ্য সত্যতীর্থ সেই সূত্রভাষ্য লিখিয়া দেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাঁহার অমুভাষ্যে একবিংশতি ‘দুর্ভাষ্য’ খণ্ডনপূর্বক স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বদরী হইতে গঙ্গামে গোদাবরী প্রদেশে গমন করেন। তথায় তাঁহার সহিত শোভন ভট্ট ও স্বামীশাস্ত্রী নামক পণ্ডিতদ্বয়ের মিলন হয়। তাঁহারাই শ্রীমধ্বপরম্পরায় শ্রীপদ্মনাভতীর্থ ও শ্রীনরহরিতীর্থ নাম লাভ করেন। উড়ুপীতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য একদিন সমুদ্র-স্নানে যাইতে যাইতে পাঁচ-অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র রচনা করিলেন। সাগর-নৈকতে উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, একখানি নৌকা বালুকার প্রোথিত-প্রায় হইয়া বিপন্ন হইয়াছে; নাবিক তাহার বহু চেষ্টায়ও

দ্রব্যপূর্ণ নৌকাটিকে কিঞ্চিন্নাত্রও বিচলিত করিতে পারিতেছে না। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ইহা দর্শন করিয়া নৌকা সঞ্চালনের জন্ত হস্তদ্বারা মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন, মুদ্রা প্রদর্শন মাত্র নাবিকের নৌকাটি ভাসিয়া উঠিল, নাবিক সমুদ্রতীরস্থ সন্ন্যাসিবরের এইরূপ অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য দর্শনে বিস্ময়াপন্ন ও পরম উপকৃত হইয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে তাঁহাকে স্বীয় নৌকা হইতে কিঞ্চিৎ দ্রব্য গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য দ্বারকায় গোপী-সরোবর হইতে আনীত একটি বৃহৎ গোপীচন্দনখণ্ড-মাত্র অভিলাষ করিলেন। ঐ বৃহৎ গোপীচন্দনখণ্ড পথে আনিতে আনিতে ‘বডভণ্ডেশ্বর’ নামক স্থানে ভাঙ্গিয়া যায় এবং তন্মধ্য হইতে একটি অপূর্ব ভুবনমোহন বালকৃষ্ণমূর্ত্তি পাওয়া যায়। মূর্ত্তির এক হস্তে দধিমহ্নন-দণ্ড, অপর হস্তে মহ্ননরজ্জু। কৃষ্ণমূর্ত্তিলাভ হইলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ‘দ্বাদশ-স্তোত্রের’ অবশিষ্ট সপ্ত অধ্যায় রচনা করেন। ত্রিশজন বলবান্ লোক ঐ কৃষ্ণমূর্ত্তিকে তুলিতে অক্ষম হওয়ায় হনুমান্, ভীমসেন বা পরব্যোমহ্ম সর্বব্যাপী বায়ুর অবতার শ্রীমন্মধ্ব স্বয়ং সেই বালকৃষ্ণমূর্ত্তিকে স্বীয় মঠে লইয়া গেলেন এবং গোপীচন্দন-লিপ্ত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে উড়ুপীস্থ বৃহৎ সরোবরে স্নান করাইয়া উড়ুপীতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্বপ্রতিষ্ঠিত বালকৃষ্ণপূজা প্রবর্ত্তন ও স্বসিদ্ধান্ত-প্রচারকাম হইয়া স্বীয় আটজন ব্রহ্মচারী শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের উপর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সেবাকার্য্য ও শাস্ত্র-অধ্যাপনার ভার হস্ত করিলেন। অনন্তর জনৈক গৃহস্থাশ্রমী শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়া তাঁহাকে ‘পদ্মনাভতীর্থ’ নাম প্রদান করিলেন। আটজন সন্ন্যাসী শিষ্যের মধ্যে প্রত্যেকের শ্রীকৃষ্ণ-সেবাকার্য্য ছইয়াস করিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন এবং বাকী সময় শাস্ত্র-প্রচারাদির জন্ত নির্দেশ করিলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আট জন শিষ্যের নাম এই—(১) শ্রীহরীকেশ তীর্থ, (২) শ্রীনরহরি তীর্থ, (৩) শ্রীজনার্দন তীর্থ, (৪) শ্রীউপেন্দ্র তীর্থ, (৫) শ্রীবামন তীর্থ, (৬) শ্রীবিষ্ণুতীর্থ, (৭) শ্রীরাম তীর্থ, ও (৮) শ্রীঅধোক্ষজ তীর্থ। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য উড়ুপীক্ষেত্র হইতে প্রায় পঁচিশ কোশ দক্ষিণে কটতিল ক্ষেত্রে নিজকৃত সমুদয় গ্রন্থ তাম্র-পত্র মধ্যে অঙ্কিত করিয়া সেইস্থানে প্রোথিত করেন এবং তত্পরি নবনীতধর তাম্রময়ী শ্রীকৃষ্ণময়ী শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই স্থানটি ব্যাসতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। এই পীঠের উপর কৃষ্ণসর্প বাস করিয়া অজ্ঞাপি যুক্তিকা-

প্রোথিত আচার্য্য-গ্রন্থাবলীকে সংরক্ষণ করিতেছে, এইরূপ কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অলৌকিক পাণ্ডিত্য দৈশ্বরানুগত্যের কথা ভারতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। শৃঙ্গেরিমঠাধিপ তদানীন্তন শঙ্করাচার্য্য বিশেষ উদ্ভিগ্ন ও চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। শঙ্কর-মতাবলম্বিগণ আপনাদিগের প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইতেছে দেখিয়া মধ্ব-নির্য্যাতনে ব্যস্ত হইলেন। মধ্ব-মতাবলম্বিগণকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং মধ্বমত অবৈদিক ও অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপাদন করিবার বিপুল বড়যন্ত্র হইল।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শিষ্যগণের নিকট ঐতরেয়োপনিষদ্-ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে করিতে মাঘী শুক্লা নবমী তিথিতে অনন্তেশ্বর দেবালয়ে অদৃশ্য হইলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ৭৯ বৎসর লোকলোচনের নিকট প্রকট ছিলেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য জগতে দ্বৈত-সিদ্ধান্ত-প্রচারের জন্য বহুবিধ-গ্রন্থ নিৰ্ম্মাণ ও মঠাদি স্থাপন এবং তথায় সেবা-পূজাদির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। জয়তীর্থ-কৃত ‘গ্রন্থ-মালিকা-স্তোত্রে’ আমরা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যরচিত গ্রন্থাবলীর নাম যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—(১) গীতাভাষ্যম্, (২) সূত্রভাষ্যম্, (৩) অনুব্যাখ্যানম্, (৪) অণুভাষ্যম্, (৫) গীতাতাৎপর্য্যনির্ণয়ঃ, (৬) ঐতরেয়-ভাষ্যম্, (৭) বৃহদারণ্যক-ভাষ্যম্, (৮) ছান্দোগ্য-ভাষ্যম্, (৯) তৈত্তিরীয়-ভাষ্যম্, (১০) কাঠক-ভাষ্যম্, (১১) আথর্ব্বণ-ভাষ্যম্, (১২) মাণ্ডূক্য-ভাষ্যম্, (১৩) দৈশবাস্ত-ভাষ্যম্, (১৪) তলবকার-ভাষ্যম্, (১৫) ষট্‌প্রশ্ন-ভাষ্যম্, (১৬) ঋগ্-ভাষ্যম্, (১৭) তত্ত্বসংখ্যানম্, (১৮) তত্ত্ববিবেকঃ, (১৯) তত্ত্বোক্ততঃ, (২০) মায়াবাদ-খণ্ডনম্, (২১) মিথ্যাত্বানুমান-খণ্ডনম্, (২২) উপাধিখণ্ডনম্, (২৩) কথা-লক্ষণম্, (২৪) প্রমাণ-লক্ষণম্, (২৫) কন্মনির্ণয়ঃ, (২৬) বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়ঃ, (২৭) ত্রায়বিবরণম্, (২৮) কৃষ্ণামৃতমহার্ণবঃ, (২৯) সদাচারস্মৃতিঃ, (৩০) দ্বাদশ-স্তোত্রম্, (৩১) নরসিংহ-নখ-স্মৃতিঃ, (৩২) জয়ন্তীনির্ণয়ঃ, (৩৩) শ্রীকৃষ্ণগতম্, (৩৪) শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ঃ, (৩৫) শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ঃ, (৩৬) যমক-ভারতম্, (৩৭) যতিপ্রণবকল্পঃ।

শ্রীগৌরগণোদেশদীপিকা-কার শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী এবং শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যকার শ্রীল বলদেব বিদ্যভূষণ প্রভু অম্বদগুরুপরম্পরায় শ্রীপদ্মনাভতীর্থকে শ্রীমদানন্দতীর্থপাদের শিষ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমৎ পদ্মনাভতীর্থ উড়ুপীক্ষেত্রস্থ উত্তরাদি মঠের মূল মঠাধীশ ছিলেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রোতপথ ও আশ্রয়-ধারায় নিত্য জগতে প্রকাশ করিয়া-
ছেন। নিয়ে তাহার প্রচারিত সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল—

“শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগত্তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তিনৈজস্বখানুভূতিরমলা ভক্তিঞ্চ তৎসাধনং
হৃৎকাদি ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলায়ায়ৈকবেদ্যো হরিঃ॥”

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভগবান্ বিষ্ণুই সর্বোত্তম, জগৎ সত্য ;
দৈশ্বর্য, জীব ও জড়ে পরস্পর পঞ্চভেদ সর্বদা নিত্য ; জীবসমূহ শ্রীহরির
অনুচর ; জীবগণের মধ্যে পরস্পর যোগ্যতা-তারতম্য বর্তমান ; জীবের
স্বরূপানুগত ধর্মের অভিব্যক্তিই ‘মুক্তি’ ; নিশ্চলা, শুদ্ধা ও অহৈতুকী ভক্তিই
জীবের স্বরূপানুগত ধর্মের অভিব্যক্তির সাধন ; শব্দ, অনুমান ও প্রত্যক্ষ—এই
ত্রিবিধ প্রমাণ ; শ্রীহরি একমাত্র অখিল-আশ্রয়-বেদ্য।

মাধব-গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও স্বরচিত
“প্রমেয়রত্নাবলী” গ্রন্থে প্রমেয়সমূহের উদ্দেশ্যমুখে নির্মলখিত শ্লোকটি গ্রথিত
করিয়াছেন—

“শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমাখিলায়ায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণ-জুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণুজিহ্ম লাভং তদমলভজনং তস্মৈ হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ক্ষেত্ৰ্যপাদশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥”

শ্রীমধ্ব বলেন—(১) বিষ্ণুই—পরতম বস্তু, (২) বিষ্ণু—অখিল বেদবেদ্য,
(৩) বিশ্ব সত্য, (৪) জীব বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, (৫) জীবসমূহ হরিচরণ-সেবক,
(৬) জীবের মধ্যে বন্ধ ও মুক্তভেদে তারতম্য বর্তমান, (৭) বিষ্ণুপাদশদ্ব লাভই
—জীবের মুক্তি, (৮) বিষ্ণুর শুদ্ধভজন—জীব-মুক্তির কারণ, (৯) প্রত্যক্ষ,
অনুমান ও বেদই প্রমাণত্রয়। শ্রীমন্মধ্ব-কথিত এই নয়টি অপ্রমেয়ই ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উপদেশ করিয়াছেন।

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর উপরিউক্ত বাক্য
হইতে জানা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীমন্মধ্ব-আশ্রয় স্বীকার
করিয়াছেন। এই জন্তই শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় মাধব-গৌড়ীয় বা ব্রহ্ম-মাধব-
গৌড়ীয়-সম্প্রদায় নামে সজ্জন-সমাজে পরিচিত।

पुस्तक

ଓହେ !

জীবের হিতৈষী

বৈষ্ণবমণ্ডলী

আমারে করুণা করি ;

শিখাইয়া দাও

বৈষ্ণব-সেবন

যেন এ' সংসার তরি ॥

বৈষ্ণব-কৃপায়

কৃষ্ণভক্তি হয়

শাস্ত্রের নির্দেশ সার ।

ভক্তের সেবিয়া

কৃষ্ণ ভজে যদি

তবে হয় মায়া পার ॥

কেবল অচ্যুত

সেবে যেই জন

সিদ্ধিতে সন্দেহ তবে,

অনন্য ভক্তের

সেবারত হ'লে

অবশ্য সে সিদ্ধি লভে ॥

মায়ান্ড জীবের

বৈষ্ণব-সেবায়

যে মঙ্গল লাভ হয়,

কোটি কল্পকাল

জ্ঞান-যোগ-কর্ম

କଢୁ ତାହା ଲଭ୍ୟ ନୟ ॥

সে' হেতু সৃজন

দুর্জ্জন ত্যাজিয়া

সুশান্ত জনের সনে ।

শ্রী কৃষ্ণ-ভଜନ

করিয়া যতন

শিখিবে সরল মনে ॥

নিষ্কাম যে'জন

মায়ার বাঁধন

ছেঁদিতে সমর্থ হয় ।

(তাই) আশ্রয় মাগিছে,

প্রার্থনা করিছে,

‘সদাশিব’ অতিশয় ॥

—ଶ୍ରୀମଦାଶିବଦାସ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ



নদীয়া-সুন্দরের বাল্যলীলা-কণা

(পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৪ পৃষ্ঠার পর)

নিমাইয়ের প্রতি বিপ্রগণের ও কুমারিকাগণের এবস্থিধ প্রীতি-আচরণ সাধারণ মনুষ্যমধ্যে দেখা যায় না। ভক্ত ব্যতীত ভগবানকে কেহ কি চিনিতে পারে ? স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনই এই মরজগতে নদীয়ানাথ-রূপে অবতরণ করায় তাঁহার লীলাপুষ্টি হেতু ব্রজ-পরিকরণ তাঁহারই ইচ্ছায় ঐ সমস্ত বিপ্ররূপে আবিভূত হন। তাই অতি সহজেই তাঁহারা নিমাইকে চিনিয়া ফেলিলেন। নিমাইয়ের প্রতি তাঁহাদের আকর্ষণ এমনই যে, নিমাইয়ের দুরন্তপনায় তাঁহাদের প্রাণ-মন বিহ্বল হইয়া যায়। নিমাই তাঁহাদের সর্বস্ব—তাঁহাদের হৃদয়ের ধন। নিমাইয়ের এই লীলা ভক্ত-হৃদয়ের গভীর হইতে গভীরতম প্রদেশ আলোড়িত করিয়া দেয়। ভগবান্ নিমাই তাঁহার নিজ-সেবকগণের সহিত লীলাবিলাসে রত থাকায় তাঁহার লীলা এত বিচিত্র—এত মধুর ! ভাগবতপ্রবর শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় বিপ্রগণের ভক্তির মহিমা কীর্তন করিয়া তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করিতেছেন ;—

“জন্মে জন্মে কৃষ্ণভক্ত এ’সকল জন।

এ সব উত্তম বুদ্ধি ইহার কারণ ॥

অতএব প্রভু নিজসেবক সহিতে।

নানাক্রীড়া করে কেহ না পারে বুঝিতে ॥”

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

মিশ্র তখন তাঁহার পুত্রের প্রতি বিপ্রগণের গভীর শ্রদ্ধা দেখিয়া আনন্দ-ভরে কহিলেন,—“নিমাই শুধু আমারই পুত্র নহে, সে আপনাদের সকলেরই পুত্র-বোধে আপনারা তাহার অপরাধ লইবেন না।” অনন্তর বিপ্রগণের সহিত কোলাকুলি করিয়া মিশ্র তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। বিগুঞ্চস্বত্ব জগন্নাথ মিশ্রের ইহাই বিগুঞ্চ বাৎসল্য। যাহাতে পুত্রের চঞ্চলতায় কেহ দোষারোপ না করেন এবং পুত্র যাহাতে সকলের স্নেহভাজন হয় তাহাই মিশ্রের একান্ত কামনা। পিতা মিশ্র তাঁহার পুত্র নিমাইকে সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্ মনে করিয়াও বাৎসল্য স্বভাবে পুত্র-রূপেই জ্ঞান করিতেছেন। দাস্ত ও সখ্য-ভাব অপেক্ষা বাৎসল্য-ভাব শ্রেষ্ঠ।

আবার তদপেক্ষা মধুরভাব আরও শ্রেষ্ঠ । শ্রীভগবানকে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামক ও সর্বভূতান্তর্যামী মনে করিলে স্বভাবতঃই তাঁহাতে পূজ্যবুদ্ধি আসিয়া পড়ে ও তাহাতে তাঁহাকে বাৎসল্যভাবে মত এতখানি সমাদর ও আপন করিয়া ভাবা যায় না । শ্রীভগবান্ সর্বদাই ভক্তের অধীন হওয়ায় ভক্তের পুত্ররূপ অঙ্গীকার করিয়া তিনি নরবপু ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আসেন । এক্ষণে তিনি স্বয়ং নদীয়ায় শচী-জগন্নাথের পুত্ররূপে আসায় তাঁহার শৈশব-চাপল্য, মধুর বাক্য, মন্দ হাস্য ও ক্রীড়া প্রভৃতি বাৎসল্য রসেরই উদ্দীপন করে ।

পুত্র নিমাইয়ের চাপল্যে পিতা মিশ্র অভিভূত হইয়া অগ্র পথে গৃহে ফিরিয়াই দেখেন,—নিমাই তাহার পুঁথি পত্র লইয়া ‘মা’-‘মা’ বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে গৃহে প্রবেশ করতঃ স্নানে যাইবেন বলিয়া তৈল মাখিতেছেন । তখন শচীদেবী ও মিশ্রজী উভয়েই নিমাইয়ের আপাদ-মস্তক ভালভাবে নিরীক্ষণ করিতে করিতে হতচকিত হইয়া ভাবিতেছেন,—কুমারিকাগণ ও বিপ্রগণ কিছুক্ষণ পূর্বে জানাইয়া গেলেন যে, নিমাই গঙ্গায় স্নান করিতেছেন, কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য, .. নিমাইয়ের সঙ্গে স্নানের কোনই চিহ্ন নাই ; —পরিধানে সেই শুকবস্ত্র ও হাতে সেই পুঁথি এবং সর্বাঙ্গ ধূলায় ব্যাপ্ত অবস্থায় নিমাই উপস্থিত ! মিশ্রজী পুত্রের এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ও অভাবনীয় লীলা-দর্শনে বাহুজ্ঞান-হার হইয়া নিমাইকে কোলে করিয়া কুমারিকাগণ ও বিপ্রগণের অভিযোগের কথা বর্ণনা করিয়া কহিলেন,—‘নিমাই, তোমার দুর্কবুদ্ধির জন্ত আমি মুখ দেখাইতে পারিতেছি না । তুমি ঘাটে সকলের প্রতি অত্যাচার কর কেন ? এবং বিষ্ণুপূজার নৈবেদ্যই বা কাড়িয়া খাও কেন ? ছিঃ-ছিঃ, আর একরূপ করিও না ।’ তখন শিশু নিমাই সূচতুর অভিনেতার মত বাস্পরুদ্ধকণ্ঠে গদগদ স্বরে কহিলেন,—‘বাবা, আমি আজ ঘাটে গিয়াছি কিনা তুমি বালিকদের দ্বিজ্ঞাসা করিয়া আইস । আমার সঙ্গিগণ অগ্রে যাইয়া সকল লোকের সহিত ‘অব্যভার’ করিতেছে । তাহারা ছুটামি করে আর দোষ হয় আমার ! আমি না গিয়াও যদি আমার বদনাম হয়, তাহা হইলে আমি সত্যই ঐ সমস্ত ‘অব্যভারই’ করিব ।’ এই কথা বলিয়া নিমাই হাসিতে হাসিতে ও তৈল মাখিতে মাখিতে গঙ্গা-স্নানের নিমিত্ত বহিগত হইয়া গঙ্গা-ঘাটে সঙ্গিগণের সহিত মিলিত হইয়া জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন । নিমাইয়ের এমনই বুদ্ধি-চাতুর্য্য ! তিনি গঙ্গাস্নান-রত

অবস্থায় উঠিয়া আসিয়াছেন বলিলে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে স্নানের চিহ্ন পরিদৃষ্ট না হওয়ায় তাহা একদিকে যেমন পিতামাতার নিকট মিথ্যারূপে অসুমান হইতে পারে, আবার অন্যদিকে তেমনি তাঁহারা নিমাইয়ের এই অলৌকিকত্ব দর্শনে তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন। তাই নিমাই প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া পিতামাতার বিস্তৃত বাৎসল্যরস আরও অধিকতর ঘনিভূত করিয়া তুলিলেন। “আপনা লুকাইতে প্রভু কত যত্ন করে”—শিশু নিমাই নিজেকে লুক্কায়িত রাখিবার তথা ভগবত্যা গোপন রাখিবার ইহা এক অভিনব ফন্দী ! নিমাই যাহাতে শান্ত-শিষ্ট ছেলের ত্রায় ব্যবহার করে মিশ্রজীর মনে সেইরূপ কামনার উদয় হওয়ায় ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীনিমাই পিতার সমক্ষে শান্ত-শিষ্টের ত্রায় প্রতিভাত হইবার জন্ত সঙ্গিদের সহিত গঙ্গার ঘাটে অশান্ত পরিবেশে না থাকিয়া ঐরূপ স্নান-চিহ্ন-বিহীন অবস্থায় গৃহে উপস্থিত হইলেন। এইভাবে নিমাই বুদ্ধি-চাতুর্য্য-বলে তাঁহার পিতার শাসন হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার সঙ্গিগণ পুলকিত হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অতএব নিমাই সকলের নিকটই প্রশংসার্ত হইলেন। নিমাইয়ের এই বাল্যলীলা প্রাকৃত নহে,—ইহা দৈশ্বরীয় অপ্রাকৃত-লীলা।

“এই মত নানা ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায়।

বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায় ॥” (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

নিমাই স্নানে চলিয়া গেলে শচীদেবী ও মিশ্রজী পুত্রের এইপ্রকার অলৌকিক লীলা-দর্শনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ;—

“যে যে कहিলেন কথা সেহ মিথ্যা নহে।

তবে কেন স্নান-চিহ্ন কিছু নাহি দেহে।

সেইমত অঙ্গে ধূলা সেইমত বেশ।

সেই পুঁথি সেই বস্ত্র সেই মত কেশ ॥

এ বুঝি মনুষ্য নহে শ্রীবিশ্বম্ভর।

মায়াৰূপে কৃষ্ণ বা জন্মিল মোর ঘর ॥ (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

শচীদেবী ও মিশ্রজী নিমাইয়ের ভগবত্যা-ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াও যোগমায়া-প্রভাবে বিস্তৃত বাৎসল্যজ্ঞানে তাঁহাকে বুঝিতে পারিলেন না। পুত্র-স্নেহের কাছে সমস্ত অলৌকিকত্ব মুহূর্ত্তে ধূলিস্থাৎ হইয়া গেল। নিমাইয়ের অলৌকিকত্ব ও ঐশ্বর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া পিতামাতা তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য

নহে বুঝিয়াও কোনক্রমেই স্বয়ং ভগবান্ জ্ঞান করিতেছেন না। বাৎসল্য প্রেমাবিষ্ট শচী-জগন্নাথের আদরের ধন নিমাইকে তাঁহারা কি কখনও ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানের আসনে বসাইতে পারেন? তাঁহারা পুত্রকে দেখিবা-মাত্রই বাৎসল্য স্বভাবে পুত্রের আলোককস্থ ভুলিয়া যান। শচী-জগন্নাথের এই বাৎসল্য-প্রেম নূলোকে স্তূর্ণলভ। পিতামাতার আদর-শাসনের ভিতর দিয়াই ভগবান্ নিমায়ের বাল্যলীলা অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে।

“এইমত ক্রীড়া করে বৈকুণ্ঠের রায়।

বুঝিতে না পারে কেহ তাঁহার মায়ায়।” (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

এমনিভাবে নিমাইয়ের ঐশ্বর্য্য মাতা শচীদেবী ও পিতা মিশ্রজীর কাছে গোপনই রহিয়া গেল। এই শিশু শুধুমাত্র শচীদুলাল নহেন, ইনি নদীয়া-দুলাল। তাই নদীয়ার বিপ্রগণের স্বতঃস্ফূর্ত বাৎসল্যরস স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশমান। এই লীলা-কথনের অপূর্ব চমৎকারিতা ভক্তের হৃদয়ে বাৎসল্য-রস উদ্দীপিত করে।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

পত্র ও উত্তর

(পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯১ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমদ্ভগবদগীতায়ও ইহার সমর্থন দৃষ্ট হয়, যথা—

“ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃযতে সচরাচরম্।

হেতুনানেন কোন্তেয় জগদ্বিপর্যবর্ততে ॥” (গীঃ ৯।১০)

অর্থাৎ, হে অর্জুন! সর্বৈশ্বর আমি যে-প্রকৃতিতে কটাক্ষ করি, তাহাতেই সর্বকার্য্যে আমার অধ্যক্ষতা আছে। সেই কটাক্ষ-চালিত হইয়া প্রকৃতি এই চরাচর প্রসব করেন। এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাহুভূত হয়।

ভগবচ্ছক্তির অনন্তত্ব শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়, যথা—

‘কুতঃ পুনর্গুণতো নাম তস্ত মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্ত।

যোহনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো মহদুগুণত্বাদ্ যমনন্তমাহঃ ॥

(শ্রীভাঃ ১।১৮।১৯)

স্বতগোষ্ঠামী শৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে ভগবানের মহিমা-কীর্তন-প্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে কহিলেন,—

(হে ভবিষ্যৎ!) যিনি সুস্বপ্নদর্শনে একান্তে পরাভ্রাংগ, সেই ভগবান্ শ্রীমন্মথ নাম উচ্চারণ করিলে যে নীকুলে কল্পিত কল্পনিত যথাশীতলা নিহুতিত হইবে, এ নিম্নে আন লিখিত কি বলিব? বাহ্যিক শক্তি অনন্ত, যে ভগবান্ নিশেধ অনন্ত, যানান গুন প্রতি যৎনু একত্রেই আছে, সুতরাং সেক্ষেপে বাহ্যিক অনন্ত নলিয়া কামেন, উদ্যান বাহ্যিকবাহীনে নে নীচ জাতিতে কল্পিত কল্পনিত যনোভেদনা অনন্ত হইবে, তাহাতে আন লিখিত কি?

আননি বসন উচ্চাষ বা বস্তুনিষ্ঠপনে পাশ্চাত্তিক আইদা উপদেশ লাগেই কত এ অননেন নিকটে পুনশাশয় হইয়াছেন, ভগবান্ আননাং তাহাবল্যাপনে নিম্নত্ব কিছু পাশ্চাত্তিকের লক্ষণক আশেইলা করিব। যদি তানা বস্ত্র-পনিমাণের উপলক্ষি করিতে লাগেন, তাহা হইলে নিম্নত্ব বস্ত্র মনে লিখিব।

পরমার্থকর অর্থ ২ ভগবতঃ 'অথং নমসোংগোচর'। কেবল নানা হুফ পুচ্ছনই জাহ। নবজীব পতন্ত্রতানে নানা বাননা করিতে তানা নকলই হুল ধাপনা। এ বিধে আশায়ে পাশ্চাত্তিক অজ্ঞান, কামিন্যুত প্রতিবে এবং ভগবতঃ শ্রীমদ্ভাগবতকেই উপনোক্ত নিন্দ অনল প্রমাণ নির্দ্ধাচিত্ত করিয়াছেন। সেখানে যানবস্তু প্রাচীনত্ব: পরমার্থকর নিরূপণ করিতে অনন্ত হইয়া লিখিয়া, সেখানে 'লম' অর্থং দেব-দেবীত্ব, বীজ, ভগবতঃ প্রকৃতি পাশ্চাত্তিক হুল প্রকাশ। অতএব আশা পুনরতঃ নিরূপণ করিতে বিদ্যা শিকের বিচারের উপন নিম্নে প্রদে। না করিয়া উক্ত পাশ্চত্বে নেই নথকে লি লনা নইতানে নিম্নলিখা করিব যত বিত্ব করিবে। নিম্ন প্রাচীনিক পাশ্চাত্তিক হইতে নথকে বনেবটি প্রমাণ উক্ত করিতেছি।

এখন বেশ অবদিত হিলে প্রবল কল্পন :—

আননাং পরাভ্রাংগে যে বাহ্য ও আনুন জানের উদাহরণ উপাখন করিয়াছেন, ভগবতঃ আনান বস্ত্রবা এই যে, কল্প-কল্পের উপাখনাতে বাহ্য এবং অন্তর দেব-দেবীত্ব উদাহরণকে আনু মনে করিব। প্রতি, উপলিখন, পদলিখন, যানানন, যৎসংস্কৃত এবং অন্তর প্রাচীনিক পাশ্চত্বে উক্তকত্রেই 'নকলত্ব' এবং অজ্ঞান দেব-দেবীত্বকে বস্ত্রের বাহ্য-বাহী নলা হইয়াছে।

ক) কল্প, লম, বস্তু, অর্থক এনা প্রমাণ প্রমাণ উপলিখনে—

"ও তত্ত্বিচ্ছা: পরমং লমং দয়া পত্তি হনক।"

অর্থাৎ সেই কিছুই পদমণ্ডলের (অথবা কিছুই পদভুক্তক) তত্ত্ববিধান—
যুক্তপুঙ্খবশ মর্শ্বের দর্শন করেন ।

উক্ত বস্তুটি চারি খণ্ডের অতিষ্ঠিক বস্তু, স্থান, বাসবিশু, বাসবৈশ,
বাসবিশু, বাসবিশিখা, বাসবৈশতাপিনী, বাসব, মৈশল, বাসবৈশ পূর্ণ-
তাপিনী, গোপাল পূর্ণতাপিনী, যুক্তিক প্রভৃতি আশ্রিত অনেক উপবিভক্তও
পাওয়া যায় । এই কিছুই মর্শ্বের মধ্যম অর্থাৎ মধ্যম ভাবভাব বুল । শ্রীকৃষ্ণ
আত্মবিশিষ্ট কামাল লক্ষণবিশিষ্ট পূর্ণতা কহা হয় । শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত এইকল্প
কহা হইয়াছে—“বিশুঃ মর্শ্বাঃ মৈশলঃ” (বৈশ্বকোষ ভাষ্যে ১১১১)

ইতিহাসভুক্ত ‘বিশুপদভুক্তবস্তুই শ্রীকৃষ্ণ’ এইকল্প আটকান অতি-
শাশ্বত হইয়াছে—

কিঞ্চিৎকিঞ্চিৎ তত্ত্ববিশুদ্ধিবিধিক বিচ্ছেদঃ । (ভাঃ ১-১১১১১১)

এখানে তত্ত্ববিশুদ্ধিক বস্তুভেদ কহাই ‘বিশু’-শব্দ উক্ত হইয়াছে । পুনঃ
ইতিহাসভুক্ত—

এতে চাশকল্য পুংসঃ কক্ষত অলবান্ অমন্ ।

ইতি‘বস্তুকল্য’ লোকং যুক্তবস্তি যুগ যুগ । (ভাঃ ১-১১১১১)

[পূর্ণাৎ খণ্ডকল্য অবতারের বিষয় কীর্তন করা হইয়াছে, কীর্তনের
বস্তু কৈব বা পূর্ণতাবতার কাবচ-বিশিষ্ট বাসববিশু অংশ, কৈব বা
আবেশবস্তু । এই সকল অবতার বৈজ্ঞানিকভাবে কল্পনাক্রমে বলা তত্ত্ববিশুদ্ধি
বিধিক প্রতিকুলে অবশীর্ণ হয় । কিন্তু প্রাকৃতিকতাব শ্রীকৃষ্ণ কহা অবস্থান,
অবতারের মূল পুঙ্খ আশ্রিতবস্তুবতার বাসববিশুও আদি ।]

অন্যবিভাগেও বলিবার মত—

ইখা পদমণ্ড কক্ষত নক্ষিতবস্তুবিধিকঃ ।

অন্যবিভাগেও বলিবার মত—

অর্থাৎ, মধ্য, চিত্র ও আনন্দময় বিষয় শ্রীকৃষ্ণই পদমণ্ডবস্তু । তিনি যতঃকল্প
অবস্থি এবং সকলের আদি ও মর্শ্বকর্তার মত ।

সেই কক্ষ যুক্তপ্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির অমাক বা পরিচালক—

মধ্যমাক্ষণ প্রকৃতিঃ যুক্তে চ্যকিতঃ ।

কৈবর্তবস্তু কৌতব অমাক্ষণবস্তুভুক্তঃ (ভাঃ ১-১১১)

অর্থাৎ, আশ্রিত চিত্রকল্য-মধ্যমী বস্তু হইতে যে প্রকৃতিতে কষ্টক কষ্ট,
তাইতেই মর্শ্বকারী আশ্রিত অমাক্ষণ আছে । সেই কষ্টক কলিত হইয়া

একটিই এই চরিত্রের অপর প্রথম অংশে । একবিবর্তন এই অপর পুনঃ পুনঃ
আহুত্ব হইবে ।

অতীত কি, ভবিষ্যৎ পাইলেই আত্মকর্তা পরিত্যক্ত প্রতিপাদিত
পাইয়াছেন—

নতঃ পরিত্যক্ত নাকি কিসিও নহয় ।

যদি সর্গদেব প্রোক্ত পুত্রের বিবরণ হইবে । (শ্লোক ১৭৭)

[৫৭ পদ্য । অর্থাৎ অপরোক্ত প্রোক্ত আশ কিসিও নাই । অর্থাৎ যেহেতু
মহিমা প্রাপ্তি ও ব্যক্তি, সেইজন্য অর্থাৎ এই সমস্ত বিবরণ অধিক আশ
অর্থাৎ প্রোক্তভাবে বলের প্রদর্শনে ।]

ঐহিকায়ত্ত্ব হইবে—

যথা প্রোক্তদ্বিধাভিবেদনেন ষণ্মাশ্রিত্য কংকল্পকুলোপনাথঃ ।

প্রাণোপহায্যায় যথেষ্টায়াং তদৈব সর্গদেবমুদ্বৈতজ্ঞাঃ ।

(শ্লোক ১৮০)

অর্থাৎ, যেহেতু যুদ্ধে যুদ্ধে অসমর্থন কবিলে উহাও সকল পদ্য ও
উপদ্য প্রাপ্তি সকলেই সমর্থিত হইবে, প্রাণ অর্থাৎ প্রাণ কবিলে
(কোনও কবিলে) যেহেতু কংকল্পকুলোপনাথ হইবে, সেইজন্য একবার
ঐহিকের পুরানাতাই বিবিধ হেব-হেবীন পুত্র হইয়া থাকে ।

ঐহিকায়ত্ত্ব ঐহিক উপদেশ করিতেছেন—

“যাতি যথেষ্টা সেবাশ্চ শিত্ত্ব যাতি শিত্ত্বতাঃ ।

ভূতানি যাতি কৃত্যেয়া যাতিদ্ব্যভিনোদপি যাদ্ধি” (শ্লোক ১৮২)

অর্থাৎ, দেহোপাশ্রয়ণ যথেষ্ট প্রাপ্ত, শিত্ত্বপূর্বকন শিত্ত্বলোক লাভ
করেন, ভূতপূর্বকন ভূতলোক লাভ করেন এবং আবার পুত্রোপাশ্রয়ণ
আনাকেই পাইয়া থাকেন ।

অতএব ঐহিকই পবিত্রত্ব, বনাদি সর্গদেবিনা ঐহিক তাৎপর্য
প্রদর্শিত—

“তমেব পরমঃ গচ্ছ সর্গভাষেন ভারত ।

কংক্রান্তায়াং পরাং যাতিং কাম্য প্রাপ্তি সাধকঃ” (১৮৩)

সেই পবন কংক্রান্তের সর্গভাষে পরম লইলেই ঐহিক অর্থাৎ পবিত্র
লাভ করিতে পারিবেন ।

এখন শাস্ত্রপ্রমাণ অনুসারে দেখা যাইতেছে কৃষ্ণই পরতত্ত্ব। তিনিই সকলের উপাস্ত। ব্রহ্মা, শিব, ভূর্গা এবং অত্যাণ্ড সকল দেবতাগণ সকলেই তাঁহার সেবক-সেবিকা। সেই কৃষ্ণকে বাদ দিয়া অত্যাণ্ড দেব-দেবীর উপাসনাই হইতেছে ধাত্ত বাদ দিয়া আলুচাষ করা। এখন অনুপযুক্ত আলু-চাষ উৎপাটন করিয়া ধাত্তেরই চাষ করা অর্থাৎ কৃষ্ণেরই উপাসনা করা কর্তব্য। কারণ দেব-দেবীর স্বতন্ত্র-ঈশ্বর-বুদ্ধিতে পূজা করিলে সফল হয় না। তাহা সম্পূর্ণরূপে অবিধিপূর্বক করা হয়। গীতায় ৯২৩ শ্লোকে স্পষ্ট রূপে বলিয়াছেন—

যেহপ্যন্তদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াষিতাঃ।

তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্তাবিধিপূর্বকম্।

অতএব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অত্যাণ্ড দেব-দেবীর ভজন করিলে পরমমঙ্গল লাভ করা যায় না।

আপনার অত্যাণ্ড প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে এইরূপ জানিবেন—

প্রঃ—সন্ন্যাসধর্ম্ম না নিয়ে গৃহে থেকে কি সাধন ভজনের বাধা আছে ?

উঃ—সাধন-ভজন গৃহে এবং বনে (সন্ন্যাস আশ্রমে) সর্বত্রই হইতে পারে। যদি গৃহে উপযুক্ত কৃষ্ণতত্ত্ববিদ সাধুগণের সঙ্গ পাওয়া যায় এবং ভজনের সর্বপ্রকারের অনুকূলতা থাকে, তবে গৃহে থাকিয়াও সাধন-ভজন করা যায়। যে-গৃহে ভজনের প্রতিকূলতা আছে এবং উপযুক্ত সাধুসঙ্গ পাওয়া যায় না, সেস্থলে ঐগৃহস্থ-শ্রম পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে হরি-ভজন করাই শ্রেয়ঃ। সংস্কার পদাশ্রয় করিয়া কায়মনোবাক্যে ভগবৎ-সেবার নামই সন্ন্যাস।

প্রঃ—ধ্যান করিবার নিয়মই বা কি ?

উঃ—সর্বপ্রথমে শ্রদ্ধাসহকারে সাধুসঙ্গ করিয়া গুরুপদাশ্রয়, তৎপরে হরিকথা শ্রবণ ও কীর্তন, পরে অনর্থ নিবৃত্তি হইলে নিষ্ঠা, কৃচী এবং আশক্তি উৎপন্ন হইলে চিত্তরূপী দর্পণ মার্জিত হইলে স্বতঃই সমাধিতে ভগবৎ দর্শন হইবে। ইহাই ভগবৎ দর্শনের প্রকৃষ্ট বিধি। এই ভগবৎ দর্শনের যত্নতত্ত্ব সর্বত্রই সহজভাবে ভগবানের ধ্যান হইবে। এই পদ্ধতিছাড়া যাবতীয় ধ্যানই সকপোল-কল্পনা।

প্রঃ—মন শুদ্ধির দরকার না বেশভূষণ শুদ্ধির প্রয়োজন ?

উঃ—তুইটারই কোন প্রয়োজন নাই। প্রথমে সদৃশুর পদাশ্রয় করিয়া তাঁহার উপদেশ মত সাধন-ভজন করিবেন। ক্রমশঃ আপনার উপযুক্ত অবস্থা অনুসারে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম যেরূপ আদেশ করিবেন সেইরূপ চলিবেন। গুরুকে বাদ দিয়া উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্বক ঐকান্তিকভাবে সাধন-করিলেও তাহা উৎপাতের কারণ হইয়া থাকে। অতএব এবিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে কিছু না করাই ভাল, শ্রীগুরুদেবের আশুগতো শ্রীহরিনাম শ্রবণ-কীর্তনের দ্বারা মন নিজে থেকে শুদ্ধ হইয়া যায়—পৃথকভাবে তাকে শুদ্ধি করিবার অস্ত্র কোন প্রয়োজন হয় না। ভগবদ্ আরাধনা—শ্রীহরিনামগ্রহণদ্বারা মনশুদ্ধির অস্ত্র কোন উপায় নাই।

জীবমাত্রেরই হরিভক্তনের অধিকার আছে। অতএব আপনার স্থূল শরীরের যাহাই নাম ও রাশি-নক্ষত্র থাকুক না কেন আপনি অবশ্যই হরিভজন করিতে পারেন। শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস। অতএব আপনিও স্বরূপত কৃষ্ণদাস। শাস্ত্রে আরও আছে—

চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।

স্বকর্ম করিতেও রোরবে পড়ি' মজে ॥

অতএব গীতার উপসংহারে—

সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ (১৮।৬৬)

[সর্বপ্রকার ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও। আমি তোমাকে সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না।]

উক্ত শ্লোকে অন্ত্যাত্ম দেব-দেবীর উপাসনা এবং অন্ত্যাত্ম শরীর ও মনের যাবতীয় উপধর্ম্মসমূহকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই একান্তভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। তাহাতেই পরমা শান্তি এবং পরমধাম প্রাপ্তি হইবে। আপনার নাম 'শান্তিকুমার', আপনি শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়া শান্তিকুমার নামের সার্থকতা উপলব্ধি করুন, ইহাই কামনা করি।

শ্রীগৌরজনকিস্বর—

ত্রিদণ্ডিতিক্ষু শ্রীভক্তিবৈদান্ত উর্দ্ধমহী

ବିଜ୍ଞାନ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାପନ

অষ্টাদশ বহাণুবাণ ক ঈশপুণ্যপেত্র প্রাণ প্রত্যেক পুণ্যবৈ বাহবা
 বিস্তারিত যে "একাদশীক" লক্ষণ যাবতেরই কর্তব্য। লক্ষণ পুণ্য লক্ষণ
 করিয়া পাঠ করিবার ব্যতীতই অন্যভাবে নাই আদ্যে। এই প্রণোদিতকরের
 কণাশাখা তত্ত্ব-ই পঞ্চ পণ্ডিত ব্রহ্মচাৰ্য্যবচনপ্রব শিল যোগাশাখা তট
 যোগাশাখা প্রবৃত্তি এই শিবব্রহ্মকিৰিমাণের বাহবা বিশাল পাঠ করিলেই
 বিশেষ জ্ঞানে ইহাও ব্যর্থকল্প ঈশপুণ্য কর্তব্য পাঠেরে।

ବୁଦ୍ଧି-ବୃଦ୍ଧି-ନିବିଡ଼ାସୀ ସମସ୍ୟା-ମଧ୍ୟଜାତୀ ଜାଲିମାତ୍ର ଅନ୍ତର ମୁଦ୍ରାବଳି
ଜାଣିବା-ଶୀଳ—

“बदली की गति या सातो है बन्द। बन्द। बन्द।”

ଆମର ମା ବାବୁଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପଞ୍ଜି ।

উক্ত শাস্ত্রীয় আখ্যানটির প্রেক্ষিত অর্থ বুঝিতে তা না হইয়া, তাহারই অর্থ বিকট
 নিকেদের আত্মজিজ্ঞাসা-অনিষ্ট হৃদয় পাণ্ডিত্য দেখাইয়া, তৎ আত্মত্ব হ্রাসের
 হৃদয়-অভ্যুত্থান হ্রাস অশীত ত্রিৎকার করতঃ বলিয়া থাকে, "সম্মি হীনিক
 থাকিতে জীলোকেরা জববদ একার্যনীত্ব করিবে না। দেহবধী এই ক্রমে
 করিবে, তিনি আত্মিক রসদাত্ত বরদ করিয়া সবচে পথ করিবে।" এতলে
 উপরেই লিখিত হুল স্নেহের "এতকবে" রকের অর্থে কেবলমাত্র একাধীন-
 ত্ব জিন্ন অটোজগৎ অজ্ঞাত হইত লম্বিতই বুঝিতে হইবে। ইহাতে কে'র
 স্নেহই হই। অথচ অগত্যা গলিবারে,—

ନାମ । ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଡିସ୍ଟ୍ରକ୍ଟରଙ୍କ ନାମ ସହିତ ପଠାଇବାକୁ ।

देवनागरी लिपि में लिखें

—नमो भगवते वासुदेवाय, द्विवाक्योपनिषत्, २३/७७ ।)

তলি বহুকাণ্ডে একাদশীভূত করিলেই সকল যক্ষ ও দ্বন্দ্বল প্রকাণ্ড ভক্তের
ফল লাভ হইয়া থাকে। অতএব 'একাদশী'-নামক এই মহাভক্তের স্মৃতি
কথনও অক্ষাণ্ড এই বিদ্যা কোর স্থা কর্ণেই হুলা হইতে পারে না।
ঐক্যবৈবৰ্ণ-পূরণে ঐক্যের বহুভেদে বহু অসংখ্য ইহা স্নোক হইতে
বহু স্নোক সেহু।

এক পুৰাণেও ২২৮ অধ্যায়, পঞ্চমুখৰ ত্ৰিবিম্বোক্তকালের ২২৭ ও ১৩৭
অধ্যায়, বুদ্ধভক্তিপী পুৰাণের ২৪৭ অধ্যায় একাদশীভক্তের দ্বাৰা আৰম্ভ

ভবিষ্য পুরাণের উত্তরখণ্ডে উহার উৎপত্তি-বিবরণ বর্ণিত আছে। একাদশী-ব্রত যে-সকল মানবেরই কর্তব্য, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে, ভক্ত পাঠক-বৃন্দ স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন।

দেবপুরাধিপতি মহাভাগবত রুক্মাঙ্গদ রাজা তাঁহার হস্তীশালার সর্ব-প্রধান হস্তীপৃষ্ঠে পটহ স্থাপন করিয়া তন্নিমিত্ত-সহকারে তাঁহার রাজ্য-মধ্যে সর্বত্র এইরূপে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে,—

অষ্টাবর্ষোহধিকো মর্ত্যোহশীতি নৈব পূর্য্যতে।

যো ভুঙ্ক্তে মামকে রাষ্ট্রে বিষ্ণোরহনি পাপকৃৎ ॥

স মে বধ্যশ্চ নির্বাস্তো দেশতঃ কালতশ্চ মে।

এতস্মাৎ কারণাদ্বিপ্রা একাদশমুপোষনম্ ॥

কুর্য্যান্নরো বা নারীবা পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥

—শ্রীনারদীয় পুরাণ

যাহার বয়ঃক্রম অষ্টবর্ষের অধিক অথবা অশীতি বর্ষের নূন, এরূপ কোন ব্যক্তি যদি আমার রাজত্বমধ্যে একাদশীর দিন অন্নভক্ষণ করে তবে সে আমার বধ্য, অথবা তাহাকে আমার রাজ্য হইতে নির্বাসিত করা হইবে। সুতরাং কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই গুরু ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবে।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

ভূয়ো ভূয়ো দৃঢ়া বাণী শ্রীয়াতাং শ্রীয়াতাং জনাঃ।

ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং হরেদ্দিনে ॥

—পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার ১২।৫৩

আমি বারংবার দৃঢ়ভাবে বলিতেছি, হে জনগণ ! তোমরা শ্রবণ কর, যেন শ্রীহরিবাসরে (একাদশীদিনে) কদাচ অন্ন ভক্ষণ করিও না।

ন শৈব নচ সৌরোহমৌ ন শাক্তো গণসেবকঃ।

যো ভুঙ্ক্তে বাসরে বিষ্ণোজ্জৈর্যঃ পঞ্চাধিকো হি সঃ ॥

—পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড ৩৭।৬০

শৈব, সৌর, শাক্ত ও গাণপত্য প্রভৃতি কেহই একাদশীতে অন্ন ভোজন করিবে না, যে ব্যক্তি ভোজন করিবে, সে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

(ক্রমশঃ)

জগদগুরু সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব

আধুনিক শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের যুগান্তর আনয়নকারী নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে পূর্ব পূর্ব বৎসরের ত্রায় এই বৎসরও মহা-মহোৎসবের বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। উক্ত অনুষ্ঠান বিগত ১৫ বামন, ১৫ আষাঢ় (ইং ৩০।৬।৭৩), শনিবার হইতে আরম্ভ হইয়া ২৫ বামন, ২৫ আষাঢ় (ইং ১০।৭।৭৩), মঙ্গলবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী সাড়ম্বরের সহিত উদ্‌যাপিত হয়।

উক্ত উৎসব-উপলক্ষ্যে অন্যান্য বৎসরের ত্রায় জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিতে তদীয় অলৌকিক জীবন-চরিত আলোচনা-সভায় পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, ভক্তিগীতি-কীর্তন এবং শ্রীরথযাত্রার প্রাক্‌দিবস শ্রীগুণ্ডিচা-মার্জ্জন, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে নির্দিষ্ট যাত্রা ও পুনর্যাত্রা দিবসদ্বয়ে কীর্তনমুখে শ্রীরথাকর্ষণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসকল যাজিত হয়।

তদুপরি শ্রীরথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উপলক্ষ্যে আহুত ও অনাহুত অনেক সজ্জনবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই শ্রীরথযাত্রার সময় প্রায় দশ/পনের সহস্রাধিক দর্শনার্থী সন্নিবেশিত হইয়াছিলেন।

নিবেদন

‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা’ এই সংখ্যা ২৫শ বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যা-রূপে প্রকাশিত করা হইল। সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট সাহ্ননয় নিবেদন, যাঁহাদের আনুকূল্য এখনও প্রদত্ত হয় নাই, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া অবিলম্বে উহা পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবায় সহায়তা ও উৎসাহিত করেন।

বিনীত নিবেদক—

সেবাসচিব,

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়

স বৈ পুংসাং পন্নো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরম । অত ধর্ম স্মরুপে পালে যেই জন ।
 অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যুত ॥ হরি-কথার বতি নৈলে পও সেই প্রশ্ন ॥

২৫শ বর্ষ { সঙ্কর্যণ, ৫ পদ্মনাভ, ৪৮৭ গৌরাক্দ
 (সোমবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৩০ : ইং ১৭/১১/১৯৭৩ } ৭ম সংখ্যা

সান্ন্যাসাদং

শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী-স্তোত্রম্ [শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

(পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮ পৃষ্ঠার পর)

রতিমনুবধাগৃহেভ্যঃ কষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা ।

সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা বরবংশজকাকলী দূতী ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! যিনি সঙ্গশত্রু ও দূতীর সার্থ্য করিতে বিশেষ বিচক্ষণ, যিনি
 শ্রীরাধিকার হৃদয়ে অহুরাগ সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে অরণ্যপ্রদেশে
 আনয়ন করেন এই প্রকার তদীয় সেই বংশীধ্বনিরূপ দূতীর জয় হউক ।

॥ মাতঙ্গখেলিতম্ ॥

নাথ হে নন্দগেহিনীশন্দ পুতনাপিণ্ডপাতনে চণ্ড
 দানবে দণ্ডকারকাথণ্ড সারপৌগণ্ডলীলয়োদণ্ড

ଗୋକୁମାଳିନୀପୁତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ପୁଷ୍ପିତାମଳାଦିକାମଳ
 ବେତସୀକୁଞ୍ଜବାସୀପୁତ୍ର ଶୋବ ନାମହୃଦୟଃସଂସ୍ତମ
 ଦୀନିତାବତ୍ କେଳିତାମ୍ର ଗୋପନାତ୍ମକ ଶୋଭନାତ୍ମକ
 କାବିତାତ୍ମକ ଦେଶିକାମଳନେତ୍ରବାମନ ଯୋଗିତାତ୍ମକ
 ମାଳିକାମଳ ଚନ୍ଦ୍ରରୋମକ ମାଳିକାବତ୍ କୋକୁତଃକୁଟ୍
 ପାଟିଳୀକୁଳ ନାମବୀକୁଳ ସେବିତୋକ୍ତକ୍ତେଶବତୋଽମଳ
 ଯାଃ ମମା ହସ୍ତ ମମାତାବତ୍ସୁ ଯ ବିଧି ॥

ହେ ବାବ ଶ୍ରୀକୃତ ! ତୁମି ବଳଦେବୀର ସ୍ଥିତି ସମୋଦାର ଆନନ୍ଦପ୍ରାଣ, ତୁମି
 ପୁତ୍ରବାସୀସହସ୍ରାତ କବିବାହୁ ତୁମି ବାଳାକାଳେ ଅସଂସାଦ ଭଲବୀର୍ଯ୍ୟ-ପ୍ରଭାବେ ବଡ଼
 ନାମବଳନ ବିଦ୍ରାଫ କବିତାତ୍ମକ, ସେ ସୋପାନେ ତୁମି ଶେଷ ଦିବ୍ୟମାଳତୀ ପତ୍ରରୁ ଅବତ
 ବନ୍ଦାଳଦେବ ବାବବ ବଳିଷ୍ଠାତମ ପୁତ୍ରପାତ୍ର ଅବତଃସ କାଳିତତ୍ତ, ତ୍ରିବାହିକ'ବ
 ବାବେ ଅସୀବ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧିବ କବିତେଜ, ତୁମି ବାବନୀମତା ଓ ବାବନୀମତାମନୁଷ
 ଅବତତ, ଚିକ୍ତୁରମୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣାବ ବସୁଧାବତ ହୈମେ ଐଶ୍ବର୍ୟ ଶ୍ରୀକୃତ ଅବତ ଆବାସ
 ଶ୍ରୀକଳ ଆଶିବ କାବ, ବଳବତ୍ତେବ କ୍ରମ ଶ୍ରୀକଳ ଆଶି କଳର୍ଣ୍ୟ ଆଦ୍ୟାଜ୍ଞାପ୍ରଦେବ
 ବାବ କଟକ ଆନନ୍ଦ ବତ୍ତ, ଶ୍ରୀକଳବୀର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ବ ବଡ଼ିଆ କେବଳ ଦେବ'ବ ଶ୍ରୀତି
 ହୈକ" ଐକ କାବନା କବିବା ଅମଳୁଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତ ଯୋଗଦେ ଆଶିକଳ ଚାରିକେବେବ,
 କୋବାବ ଚର୍ଚ୍ଚିବ ବଳାକାତ-ମାତ୍ର ଆବତ୍ତ ହୈବା ଐଶ୍ବର୍ୟ ବଳବତ ଶୁଭ ଶୁଭ ଲକ
 କବିତାତ୍ତେ, ତୁମି ବର୍ଣ୍ଣନା କୋକୁତଃସିବ, ପାଟିଳୀ, କୁଳ, ନାବୀ ଶ୍ରୀକୃତି କୁହରବାରା
 ଯୋଗାର ହୃଦା ଶ୍ରୀକୃତିକ, ଅତଃବାହ ଅବତ ! ତୁମି ବର୍ଣ୍ଣନା ଐକ ବୋବ ମାମାବ
 ବଡ଼େ ଆବାବେବ ବଳା କବ ।

ମୁରଦିନୀବରମୁକ୍ତ ମାତ୍ରତରାବ ମତଃଶ୍ରୀକଳ ।

ଯାଃ ତବ ମମାଟିବିନ୍ଦେ ବଳବତ ମଜେବ । ମାବିନ୍ଦେ ବ

କୁଳଦର୍ଶନ ବଜ୍ରତମନ କୁଳବଳନ ବାବାବନ ॥ ଦେବ ॥

ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ! ଦିକବିକ ଶ୍ରୀକୃତେବ କାବ । କାବବ ଅଳବ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବ ତୁମି
 ଶ୍ରୀକାବ ଆନନ୍ଦର ସୁଲବଜନ, ଅତଃସ କୋବାବ ନାବ'ବ'ବ'ବ'ବ' ଆବାବେ
 ଆବକିତ କବ । ହେ ବଳବତ ! କୋବାବ କବିଦେଶ କାକୀକୁବେବ କୁବିତ,
 କୋବାବ ସିନ୍ଦୁବେ ବର୍ଣ୍ଣନା ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଶୋଭା ମାତ୍ରତରା ଏବ ବର୍ଣ୍ଣେବ କାବ ଶ୍ରୀକୃତେବ
 ତୁମି ଶ୍ରୀକୃତିକ ।

ସମୀପ ଖରବୁଡ଼ା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ । ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ।

ଭୁବନେଶ୍ୱରୀମେଘନାଥମାଳା-ସ୍ୱରମଧୁକିରିମେଘସବି:

सिद्धिचक्रसूत्रः प्रथमः अध्यायः अष्टोत्तशः

ବିଷୟ ଓ ନାମ ସ୍ଥିତି-ପ୍ରାପ୍ତିକାମିନିମୟ । ଶିଳ୍ପକା ॥

[illegible]

অঞ্চলকাল সন্নিহিত টাঙ্গাইল নটরপটিমহা কলিগতিয়ন ।

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

कुश्कटेश्वर हरिहाराभारतियन गुरुभक्त्युपाधिपति मन्त्रविरुद्ध

ગણતંત્રપ્રમુખ મુનશીલાલજીના સુવર્ણમિયલકર સંકલનકલિંગકર

बालकृष्णसिंह बालिकसुन्दरसुख कनकचक्रवर्त्यकुलकुलसुख ।

સુમતિભુજય સુકલજય નિઃપુત્રઃ ખલિષિઃ મિઠુદિન યજ્ઞભયમિદમ્ ।

[illegible][illegible]

इति श्री कृष्ण कव्य दत्तगोत्राचार्यः। समुद्राण्ड कश्चित्। विद्याः।

बनभनभेनिसुपडिडः कस्यभानु ध्येयाः धानसि ॥

बुद्धयपूर्वकं चिन्तितपूर्वकं बुद्धलक्षणेन वर्तमानं ॥ (इव ॥

[illegible]

मःसुखाज्योत्नाहमकुजांलिगामहाप्रकृष्टात्र

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

ହେ ଶୁଭାକ୍ଷର ଶମ୍ଭବ ! ତୁମି ବଢ଼ିବ-ନରକ । ମୋମାନସର ନରକ-ଆସନ୍ନେ ସଦୃଶ ।
ମାରିବଦଳ ଏକ । ତୁମେ ମୋହରାସି ପ୍ରାଣାଦିତ୍ତ, କାନ୍ତର ସାଥୀ । ତ-ମାତ୍ରେ କୁହ
କରିବେକି :

। उद्यमस्य विधिः न पश्यते ॥

कस्य भक्त्याऽपि अथर्ववेदेऽपि अयं ज्ञानसकः शिवोऽस्ति ननु

सुटेकम्भुजशनिधु लडक कर्मदेवद्वय अतिरिक्त

संस्कृत-संज्ञासूची

सन्देश २६ अक्टोबर २०१७

[illegible]

अपि कुरुनक्षत्रं शुभितुं उद्योगमिति विद्वत्सौकुटुम्बसन्तो-

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ। ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ

उ.प्र.सरादेव, कुलमुचर्तदेव, देवदत्तदेव, क. क.प.प.

मर्मद्वयं किल यत् ॥ १० ॥

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ विष्णुः भगवत्पिताम्हम् ॥

सा ब्रह्मसामन्तः प्रमत्तः कुरु एतौ हि र्गो, श्रीः त्रयः ।

प्रा. प्रो. दिव्यश्यामल देवि 'कवि' का प्रमाण प्रस्तुत किया।

ଉପାଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଓ ମୁଦ୍ରା: _____

[illegible]

सिद्धान्तिक गणितसूत्रसंग्रहः अष्टादशस्कन्धसिद्धिनिवृत्तः ।

मदल्लतवसकुगल्ल इवद्धि इत्त मसुणवुत्तित्थिगल्लमिधुत्तउत्त ॥ १० ॥

সে নাম । কোরবে কল্যাণে অগুণি কুসুর মিলকে হ্রাসকৃত, যদুৎপাদিত
 অধিকার কিছিনী জোড়ার কটিলেখ বিদ্যায় কথিতোহ, / ত'থাই শ্রীজ্ঞান
 কথিতোহ যদীন কলরবে কথিতোহ জগদ্রত রতনকে, তুবি যদুৎপাদিত
 অগুণি কলরবে কথিতোহ জগদ্রত রতনকে, তুবি যদুৎপাদিত

कामदः मित्रः सुखदा इत्यस्मै । मज्जिमसूत्रम् ॥

নবজন্মমণ্ডল পিছনে এঁকিতাড়াই হয় যৌনসুফনে ।

মনোজ কুসুম-বস্ত্রী ধারার কর্ণকুসুম, ত্রিবি সুবতীপুষ্পের বস্ত্র-চকোব
পঙ্কজ এবং অ-ভিষক কুসুমাপুষ্পের ধারার শ্রীবক লীলবর্ণ, দেহের বৈদ্য শোণ-
রাজ ক্রোডেননন্দন ক্রীতক্ষে আহার অটল। তাকি বউক ।

॥ সিতকল্পম্ ॥

জয় কটককদ্যুতিসমুদকমুখিমপকন্তবকিতলিঙ্গ-
সুদিত বিচিত্রকন্ত ত্রিবিবুজব্রজলিতকল্পমুখমপুঞ্জ-
ক্রতমুহুশিঙ্গ দ্বিমদ্বিগঞ্জ ত্রুতিমু খল্লববসমজ-
মুদনকিতলিঙ্গ জবলিতমুখানন্দকর গুণ্যপ্রিয় ত্রিবিবুজ-
জিত ত্রুতিসজ্জাকর মরকজামলকর বর্ণামিলকর সজ্জী-
ত্রুতবপলীপরিমলসজ্জীবিতনরলকাপুর্ণশবলজা।

বর্ণাঙ্কিতপঙ্কজমন্দম । মীম ॥

হে ইত্যম । কোমার চূড়াশ্রমজী বসুপুত বক বক পংকজায়া জিব
কলিত হইয়া অমর যোজা পাঠ্যকরে, ত্রিবি ত্রব্যার আদ্যাবা, কোমার কট-
কটপক মুখ্যাকি কুসুমকাম প্রবর করিও কোর তর বেন প্রবরা শ্রীকামবনেত
মুখকমলার অমর পংকজ অমরকর ত্রিভেদে, কু'ব কালিবলপেব গজী
বর্ণ করিহাজ, বক বক বকম-মক লিত কুসুমবেরুবায়া কোমার শ্রীবক পিঙ্গল-
বর্ণ বকটারে, ত্রিবি প্রবীজ বাব'বল মিলার করিহাজ, ত্রিবি কল্লকুসবে
জ্বরিত, ত্রিবি ত্রুতি-লালুপ হইয়া গোবর্জীর নি-কুজে পঙ্কজপুর্জিত তথাক
কমপবিত্র কট, অমর কল্লপম জাতি কোমার বসুপুগল, কোমার বসুপ মুপুজ-
মদ প্রবরে কদম্ব পুনর্জীৱিত করিও যেন বিকটবৌ বরাবেরকে পবনকর
করিবার বিবিত্র হৌ করিও কটে ।

কনিকারকৃতকনিকাহ্যাকির্কনিকালদবিবুজমৈগরিকা ।

মেটক। মমসি মে টকানতু তে মেটকাকটপ কামিনী তত্বা ॥

বারাতে কণিকার কুসুম কর্ণকুসুম হইয়া পোতা। আইকরে ব'মালিবি
গৈরিক বাজুনারা বাবা অমূলিঙ্গ অমর মুখপুঙ্কে বারি অশোভিত ও
সম্মীরনেত কাম ককবর্ণ, কোমার বৈদ্য দেহী শ্রীকৃতি বর্জনা আহার জবরে
বিবাজিত কটক ।

(ক্রমশঃ)



[শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ব্যতীত জড়িত
অনুষ্ঠানও কৰ্ম হইয়া যায় ।]

শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো নমঃ :

৪৪৩. ঠৈলদাস বোস ইট

কলিকাতা—৩

ইং ২৫/৫/১৯০৪

স্নেহান্বিতধেনু * * *

বগতা হইতে তোমার লিখিত পত্র পাইলাম। তুমি যে খুব এচাফাদি করিতেছ ইহা আনন্দের কথা, তবে যে এচাফ গুরুশাসনও হইতে পৃথকভাবে করিলে তাহা কর্তব্যার্থে পরিণত হয় : “আশ্রয়” “” “” “অকারণ”। তুমি যেসকল আদর্শ দেখাইলে তাহা তোমার লক্ষ্যে আগুনো সজ্জ হইয়া সারি। ষষ্ঠশাসিত্বের বিশেষতঃ ষষ্ঠশাসিত্ব বা রূপে তাঁহারা লোক-লিঙ্গকল্পে কর্মের বিচরণ করিবেন। সুতরাং সকল কথা অসঙ্গ হইলে চলিবে কেন? শ্রীমদ্ভিষাকের প্রভু, শ্রীশ ব্রহ্মের ঠাকুর লাক্ষ্যবশে বিদ্য হইয়া বুঝে থাকুক পারীক্ষিক আবার পরীক্ষা যত্ন করিয়াছেন। “অবোধশি মহিমা” মহাপ্রভুর লিখা কোথায় প্রবৃত্ত হইয়া? নিজের জীবনে যতি তাহা প্রতি কলিত করিতে যা পাছা যত্নে ভক্তবে অগ্রসর হইবে কি করিয়া? বাবা হউক তুমি শিখল। হইতে উৎসাহি শেষ করিয়া অবিলম্বে চলিয়া আসিবে।

* * * প্রভুর নিকট তোমার লাবাধ জাবিবার জন্য পত্র দিরাছিলাম। তিনি তোমার প্রাথমিক সংবাদ আমাকে জাবাইয়াছিলেন। হস্তে লিখিয়াছেন যে, * * * কোথায় আছে তাহার সংবাদ তিনি জানেন না। তাঁহাকে জাবি লিখিয়াছিলাম, * * * এর সংবাদ লইয়া পত্রপাঠ তাহাকে অম্বার নিকট বাঠাইয়ের। তোমার সকল বা পাইয়া তিনি পাঠাইতে পারেন নাই।

* * * লক্ষ্যে দিয়াছিলাম, তিনি যেহে অরোধে বোধ লইয়া শিখলদা বঠে লইয়া আসেন এবং উৎসাহের পর যেন এখানে পাঠাইয়া যেন। ইতিমধ্যে তোমার সংবাদ পাইয়া নিশ্চিত হইলাম। তুমি শিখলদা হইয়া এখানে আসিবে।

* * * আর কিব পরে ভোবার অগ্রদূতদ্বারা যেসিদ্ধীপুত্র প্রাচীনে
যাইবার কথা ছিল, কিন্তু কান্যার রাজা কবিবার পূর্বে ভোবার পত্র আনিয়া
পৌহিনাথে ; সুতরাং তাহাকে পাঠাইবার আর অংকন নাই ।

* * * এর লক্ষ্যে তুহি বাল্য লিখিয়াছ ভালা ভালাকে প্রতিভা
তুলাইয়াছি । * * * রাজা হইক, তুহি লিঙ্গলদায় দিরা উৎসব শেষ কবিতা
অবিলম্বে চলিয়া আনিবে । আবার লগীর মধ্যে কয়েক দিরা সুব বাহান
হইয়াছিল । এখন ক্রমশঃ ভাল হইতেছি । কলিকাতার আর কয়েকদির
ধাকিয়া চুঁচুড়া হইয়া বঙ্গীয় বারি । * * * ইত্যামূল্যে লিখা কবিতা যাইয়া
S.P. য় Molora Academy হইয়া ওয়াঃ গণপাঠালে আছে । তবে
তবে তরপ নাই । কিছুদিন কষ্ট পাইবে * * * বহায্য চুঁচুড়ার
বিবরণ । * * * ইতি -

নিবাসলাকারী—
ঐকজিপ্রজ্ঞান কেশর

সম্মানার্থে

(পূর্বাভ্যাসিতঃ ২০শ বর্ষ, ৭ষ্ঠ সংখ্যা, ১৭৬ পৃষ্ঠায় পত্র)

অম্বি ইকলপারবাস্য প্রবৃত্তি হইত । বহুতল্য আভ্যন্তর্য প্রাচীনিক
কতকগুলি কথা গুল্যাব সুযোগ হইবে । কিন্তু তেবির আভ্যন্তর্য কেনে
প্রভাবিত হিঃবহু বধ্য বলা কব নাই । সুতরাং অম্বি একবিষয় লিখিতে
প'বেতি । একে আলোচনার উদ্দেশ্যে, যে, অম্বি । কিছু ভাল জ'বুতে ল্যব্ব্য
বা'বা এ লিখিতে অগ্রদূতদ্বিগিষ্ট বা এ লিখিতে বিপুলতা ল্যত হ'বেতি,
ক'বের রাজ বেকে আবহা কিছু কথা ক'বুতে চ'বেতিবার ।

গুণদৈবতায়্য সেবকের বিচার

অম্বি বধ্য কতপারবাস্য বিজ্ঞিত পত্রলিখ্য, তখন আরতা কের
অলম্বের কতকগুলি ক'বুতে চাই, এই সময়ে কের কের : হু ক'বুতে পাঠের ।
এতদ্ব্যবস্থায় অম্বি পত্রল্য ক'বিত্ব আভ্যন্তর্য ক'বেতি । অম্বি
পাই হ'তেত ক'বিত্ব কের উদ্দেশ্যে আভ্যন্তর্য পত্রতা ক'বনের কের অম্বি

* গাঃগাঃগাঃ গাঃগাঃগাঃ গাঃগাঃগাঃ গাঃগাঃগাঃ গাঃগাঃগাঃ
লক্ষ্যতী প্রাচীনিক-সম্বন্ধ বিবরণ ।
—সম্পাদক

অনুভূত বিবদ উভয় কথের অথবা সাক্ষ্যের একাধিক প্রমাণের আশ্রয়
করেন। অথবা অপর কথার অথবা প্রমাণের অপর প্রমাণের
অধিকতর দৃষ্টি লাভ করিতে পারেন। অথবা অন্য প্রমাণের
প্রমাণের অধিকতর প্রমাণ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁ'র
প্রমাণের অধিকতর প্রমাণ লাভ করিতে পারেন। তাঁ'র
বিবদিত প্রমাণের অধিকতর প্রমাণ লাভ করিতে পারেন। তাঁ'র
এক প্রমাণের অধিকতর প্রমাণ লাভ করিতে পারেন। তাঁ'র
এই প্রমাণের অধিকতর প্রমাণ লাভ করিতে পারেন। তাঁ'র
এই প্রমাণের অধিকতর প্রমাণ লাভ করিতে পারেন। তাঁ'র
এই প্রমাণের অধিকতর প্রমাণ লাভ করিতে পারেন। তাঁ'র
এই প্রমাণের অধিকতর প্রমাণ লাভ করিতে পারেন। তাঁ'র

‘लोकि को देखिकी वानि सा कुरु। जिनके मुखे ।

ବନିମାବାହୁଡ଼ୈନର ନା କାର୍ଯ୍ୟ: ଚକ୍ରିପିଞ୍ଜର ।"

ଆମରା ସ୍ୱର୍ଗର ଉପହାସକେବଳ ସାଧକ — ଆମରା ସର୍ବଦା କସ୍ତି-ଆତ୍ମାମୟେବ ନେଷକ
 ବହି — ଆମରା ଶରଣ କଟିକରମ୍ୟୁକ୍ତେର ମାତୁକାବରଣକାମୀ, ଶ୍ରବଣ ଧ୍ୟାନାନ୍ତରାମୀ,
 କର୍ତ୍ତା, କୋପି-ବ୍ୟଗ୍ରହାନ୍ତେର ମୁକ୍ତିର ଆତ୍ମାବରାଜାକାର ମିତ୍ରାବ ଆହି — ଆମ ସର୍ଗ
 ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକାକାର କଳା ନାହିଁ । ଉଦ୍ଦେ ଆତ୍ମାବର ଆତ୍ମକ ମହତ୍ତ୍ୱାର୍ଥ ମିତ୍ରାବ ବହି
 କେବଳ ଅନ୍ତରାତ୍ମାବର ମହତ୍ତ୍ୱର ଶେଷ, ଶ୍ରୀଦେବ ଆମର ବାମା ଜାବାବ କରୋ ଯଦି
 ଆତ୍ମାଦେବ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମକୁଳା କର୍ତ୍ତୃତେ ମାରଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶ୍ରୀଦେବ ମିତ୍ରାବ କଟକକଟାମି
 ଶ୍ରୀଦେବେବ ବ୍ୟାପିତମ୍ଭିଳ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବମିତ୍ରାବ ଶ୍ରୀଦେବ ବାବେବ
 ବାହି । ଆମରା କି ଶ୍ରୀଦେବେବ କି ଶ୍ରୀଦେବ ବ୍ୟାପିତମ୍ଭିଳ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ
 ବୁଦ୍ଧତେ ମାରଣର ନାହିଁ । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶ୍ରୀଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଦେବ ଆତ୍ମକ
 ବ୍ୟାପିତମ୍ଭିଳ ଆତ୍ମାବର କାର୍ଯ୍ୟର ଆତ୍ମ ନାହିଁ । କେବଳ କେବଳ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ
 ନା ମେବେବ କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ କେବେବେବ । ଆମରା
 ନେ-ସକଳ ଉପାଦାନାମିତ୍ରାବ ମାତ୍ର କର୍ତ୍ତୃତେବ ।

ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ସଫଳର ଅଭିଳାଷ-ତାରିକ୍ୟ

কতকগুলি শোক কর্ণধীরগণের আর বস্তু ক'রেছিল—কতকগুলি শোক
অকৃতকিলাবেব ভক্ত যাহ ক'রেছিল—কতকগুলি শোক প্রত্যাশুশবানের আর
বস্তু ক'রেছিল—কতকগুলি শোক ঐকবল্যনির্ভর কত বস্তু ক'রেছিল ; কিন্তু
স্বাধীন। আসি—দর্প, আর্দ্র, কাদে বা মোক্ষের উপলব্ধি। বলনা। হায় অর্থাৎ।

নতুন কেন্দ্র আঁতাব ফলস্বার্থপরতার পবিত্র ল: দ্বিষ্ট। তা' দু'ক আত্ম-
 কথ। ১৬, Liberated soul এন কথ। নর Conditioned soul (বদ্ধকৌর)-
 এক এলাপ ঘটি। শ্রী: গৌরহৃদয় এ কবিন ভাষ্যেতে ন: দ্বিষ্টান ভাষন ক'রুতে
 ক'রুতে উপদেশ ক'রেছিল।—

‘ਬਾਇਬੇਲ ਦੇ, ਭਾਇਬੇਲ ਨਾ ਕਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ।’

આમાં ૬ આશાન કુળ સહિત ૧૪૧ વંશો અને ૮૧૬ વંશો

ଆନାଦେବ ଉଦ୍ଧବ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହିନ୍ଦୁ ବିଜ୍ଞାନ, ଆନାଦେବ ବହି ସିଂହବା ମିତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଛପା, ଫା. ୧୯୫୫
ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗେ ପଢ଼ାଯାଇ ଆନାଦେବ ବହିଦ୍ଵାରା ୬

कथम सिद्धीयचरणम वर्तते ? ३२८३

^१किंगड ना बाबिद न एक गाड दिशक एकदक

सुखसि आहे हे अविश्व मान्य (व्यास मुनि)

[illegible]

⁺इहं वन। यथोक्तं च नो। न। नाय-

५१०७ सनसम-सना ३३-नायसला १

দোলালেবড় একত্রিত-নিযুক্তি নব্বো

श्रीतिरः अथवा विष्णुः विष्णुनाथः ॥ २५ ॥

यथन काकाशमीर रिजिट केन्द्रित रहे, कथन सन्नि,—

*କାଳୀପତି ଉଦ୍ୟାନୀୟ ଉପାଦେୟାଧିପତି

নবমোপনিষদা দেবী শক্তিঃ ১৫ কৃষ্ণাং নমঃ ।

નાનકિ વિદ્યાવતી કહેડક કિયા દોન, તાણે તેનાકહે બદલકાક વિનહે થઈલ
 રૂકિ નાક રાક રાક, એકલ ધ્યાનના આચર, કહિ ના । આમિતો રૈયાવર નિહલે

উল্লিখিত হ'লে বলি,—‘কৃত্যে যাঁহি হউক’ আশ্রয়ণ আশীর্বাদ কলম ।
 চরিত্রের শোক ক্রোধের বিষয় বিবরণী হ'বার অল্প প্রার্থনা কমে ধাঁকস ।
 কিন্তু আশ্রয়ণ কল্পনার সময় উপলক্ষ কমেই,—বিষয় একমাত্র কল্প । অশ্রয়-
 প্রতীতিমান যদি আশ্রয়ণের প্রকারভেদেই থাকে তাহা হইলে, তা' হ'লে সেই আশ্রয়ণের দ্বারা হইতে উদ্ধার লাভের অল্প আশ্রয়ণ হইতে,
 একজনই আশ্রয়ণের প্রকার । অন্যের পক্ষেই যাহা যেমন—অন্যের অশ্রয়ণ
 করা—একজন যাহা প্রার্থিত আশ্রয়ণের নাই । তা'হা কাম-কল্পের সেবা
 ক'রসময়ে, তা'হা অশ্রয়ণ বিচার ক'রতে পারেন । বিশ্ব আশ্রয় আশ্রয়ণের
 পূর্ণতর বল সামান্য প্রার্থনার সময় নিকট হইতে আসে ।—

‘কাম্যদীপ্যে কতি ন কতিবা দালিতা বিনাশনা-
 ক্ষেপাং দ্বাভা যার ন কল্পা ন কল্পা দোষপাতি ।
 উৎসাহকাম্যে বহুপথে লাভ্যেৎ লক্ষ্যবুদ্ধি-
 দ্বাভাভাঃ সুর্যসময়ঃ যাহা বিদুজ্জ্বলিতাঃ ।’

আশ্রয়ণ কল্পে, তা' হ'লে অ.ব.বা. ক'রিতেইলা কাম্যদীপ্যে কতি ন কতিবা
 আশ্রয়ণ কতি দ্বি—একজন বাহু-লক্ষ্যেইলা কতি ন কতিবা কতি ন কতিবা
 তা' হ'লে পত্রম সংকল্পিত হইবে ।

আশ্রয়ণ কতি,—

‘সন্তে বিদ্যে কল্পকং সন্তে বিদ্যে
 কল্পকং কল্পকং সন্তে বিদ্যে কল্পকং
 সন্তে বিদ্যে কল্পকং সন্তে বিদ্যে কল্পকং
 সন্তে বিদ্যে কল্পকং সন্তে বিদ্যে কল্পকং ।’

শ্রীচৈতন্যদেব ও লক্ষ্যবিচার

শ্রীচৈতন্যদেব যে বিশেষ কথা ব'লেছেন—সামান্য কতি ন কতিবা
 হ'বার পত্রম পত্র ব'লেছেন, তা' আর কতি ন কতিবা,—কল্পকং আশ্রয়ণ কতি ।
 কতি ব'লেছেন,—

‘নিদিক্শতঃ কল্পকং সন্তে বিদ্যে
 পাত্রা পত্রা বিদ্যে কতি ন কতিবা
 সন্তে বিদ্যে কল্পকং সন্তে বিদ্যে কল্পকং
 হা হা হা বিদ্যে কতি ন কতিবা ।’

বিবাহের মতই বাগদান, তাহাও কয়েকজন বিবাহী ও বিবাহের সম-
করা কর্তব্য নয়। প্রতিজনকে আরও কয়েকটি বিবাহের সক্তি লক্ষ্য
হইবে। তাই লক্ষ্যের বর্ধিত হওয়া। কারণ—যিনি কয়েকবার বিবাহ
হইয়াছিলেন, তিনি যুদ্ধে অনেক বাগদান করত। কারণ—যিনি কয়েকবার
পথে আসেন হইয়াছিলেন, তিনি তাঁর সারাজ একটু কয়েকজন বিবাহের
অভিলাষ—একটু মৎস্যের মতই—তাঁর মতই বিবাহের অভিলাষ (১)
কয়েকবার একটু বাগদান স্মৃতি তাঁর মতই তাঁকে বিবাহ-শিষ্ট হইতে
লাভ করিতে হইয়াছিল। তাই অতীতের অনুশাসন অনুসরণ করেন—
লক্ষ্যের বাস্তবিক আন আনানের কোন কর্তব্য হাই—‘অন্য বিবাহ’
একবার আদর্শ।

नलिनभद्रा माता मन्त्रांशौ

ঐগৌরবপূৰ্ণ খৰণ অবৈধাৰ্য্যৰ জৰুৰ অবৈধতাক লক্ষ্যলীলা মন্ত্ৰ
কৰ্মৰাজ অম্ল ঐমাত্ৰাপুৰ হ'ক বিস্তাৰক প্ৰভুৰ সনে লম্বিতপুৰ ম'ৰে
শান্তিপুৰে বাহিনীয়েন, অকল লালিতপুৰে একজন দাতী মন্ত্ৰাধীৰ সহিত তাঁৰ
বাক্যে মন। লীলা মন জৰুৰে মন এক উৎসাহে বহি দাতী মন্ত্ৰাধীৰ
দানক হ'ল উক্ত মন্ত্ৰাধীৰ ঐমন্ত্ৰাধীৰকৈ ব'লক বিচাৰ আশীৰ্বাদ কৰে
বলেন,—

[illegible]

এমাত্রকু মহাত্মার এই আশীর্বাদ শুনে কলম, ইন্. আশীর্বাদ
নয়,—অজিলাপ। "কলম-জবাব লাগে হ'ল"—এইজন আশীর্বাদই প্রবর্ত
আশীর্বাদ। দ্বিতীয় মহাত্মা এই কথা জান মধ্য প্রদেশে বলছেন,—"স্বাধি
পুর্কে য় শুনেছি, আজ প্রত্যেক তাম নিবর্তন মন্যাম। আজ-কাল লোককে
তাম বললে লোক তাঁকে ঠিমা নির হাফুতে র'য়।" এই ব্রহ্ম
জ্ঞানেরও ব্রহ্ম আচরণ দেখছি। তাহার আমি পরম মহাত্মার একে
ধনে শুনে লক্ষ্যান্ত স্বয়ং রম বিলাস—এম উপহার ক'হুতে গলাম,
আমি এই ব্যক্তি সেই উপহারকে অম্বকার চে'নে আমাকে চে'নোমোণ
ক'হুতে উত্তর মীলা। নিম্নোক্ত প্রকৃতির একটু প্রবীণ ও অজিলাপকর
কাম ভাষ্য প্রদর্শন ধ'নে দ্বিতীয় লক্ষ্যালীকে র'হুতে পারবেন,—আমার এই
বালাকম র'হে বিচার করা কার্য নয়, আমি আমায় বক্তা দূরত
দেখছি। "সামান্য দিকে চে'নে এমাকান হোয় দেখেন না।" (ক্রমশঃ)

প্রয়োজন

(প্রয়োজনতত্ত্ব)

১। ‘প্রয়োজন’ কাকে বলে ?

“‘আমি কে ? এই জড়ব্রহ্মাণ্ডই বা কি ? ভগবৎসুখই বা কি ? এবং আমাদের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি ?—এই চারিটি প্রশ্নের সদর্থ পাইলে ‘সম্বন্ধ-জ্ঞান’ হয়। সম্বন্ধজ্ঞান প্রাপ্ত পুরুষের কর্তব্য কি ? ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া সেই কর্তব্যাবলম্বনকেই শাস্ত্রের ‘অভিধেয়’ বলিয়া জানিতে হইবে। কর্তব্যানুষ্ঠানের পর যে-রকম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই নাম—‘প্রয়োজন’।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ অ ৭।১৪৬

২। প্রকৃত প্রয়োজন কি ?

“সুখই প্রয়োজন বটে, কিন্তু জড়ীয় দেহ-সুখ বা বাসনা-সুখ যথার্থ নিত্য-সুখ নয়। চিংসুখই সুখ। তাহাই প্রয়োজন। অত্যন্ত মোক্ষে অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তি বই কোন প্রকার সুখ নাই। সুতরাং নিত্যসুখরূপ প্রয়োজন-জ্ঞানদ্বারা সম্বন্ধ-জ্ঞানের পুষ্টি এবং অভিধেয়-আচরণের দৃঢ়তা ও শুদ্ধতা হয়।”

—‘প্রয়োজন-বিচারঃ’, শ্রীভাঃ মাঃ ১৭।২

৩। একমাত্র মঙ্গলময় প্রয়োজন কি ?

“তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, প্রীতিই জীবের প্রয়োজন। প্রীতির জন্ত মানবগণ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জন করেন। প্রীতিই মধু। প্রীতি কৃষ্ণ বিষয়ক হইলে অত্যন্ত উপাদেয় এবং ইতর বিষয়ক হইলে অত্যন্ত হেয়। সুতরাং পূর্ত, তপস্যা, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি সমস্ত শুভকর্মের, অষ্টাঙ্গ-যোগ এবং ব্রহ্মজ্ঞান, সমাধি প্রভৃতি সমস্ত শ্রেয়শ্চেষ্টার চরমফলরূপে ভগবৎপ্রীতিকে নির্দেশ করা হইয়াছে। তাহাই জীবের শাস্ত্রাভিধেয় পালনের একান্ত মঙ্গলময় ফল।”

—‘প্রয়োজন বিচারঃ’, শ্রীভাঃ মাঃ ১৭।১১

৪। কৃষ্ণোদ্ভিদ-প্রীতিবাঞ্ছা ও আয়েন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা কিরূপ ?

“‘আমি কৃষ্ণদাস’—এই বুদ্ধির অনুগত যে-সমস্ত বাঞ্ছা, তাহাই কৃষ্ণোদ্ভিদ-প্রীতিবাঞ্ছা হইতে পারে। ‘আমি ফলভোক্তা’—এই বুদ্ধি হইতে যে-সমস্ত বাঞ্ছার উদয়, সে সমস্তই কামবাঞ্ছা।”

—‘অঃ প্রঃ ভাঃ অ ৪।১৬৫-১৬৮

৫। জীবাত্মার আত্মাত্মিক ভাবন কি ?

‘জীবের শব্দে ক্রমিক বিশেষ্যগত ভাবই আত্মাত্মিক ভাবন ।’

— অঃ ঐঃ ভাঃ নঃ ৩১৩৭

৬। ঐতিহ্যকৃত্যগোত্রিঃ ভবনেন কংকণাতুর্বা কি ?

‘বর্ষাঋতু ভবে অশ্রুতত জীব অশ্রুতত শোলীয়েক লাভ করিত।
ঐতিহ্যকৃত্যে বীক কুলগ্রন্থা সর্বাৎ কুলে মালাবানীভাষ্য অধিকৃত ভবতঃ
বাজে নিরন্তর ভাব-আশ্রয়-পূর্ণক কুলের জীবন ‘জীব’ শব্দেব ঐতিহ্যে বান্ধিত
পরিচয়্য কনাই ঐতিহ্যকৃত্যগোত্রিক ব্যক্তির ভবন-ভাটুর্বা।’

— পীঃ মাঃ পুঃ ১১, পঃ ভোঃ ৩১১

চতুর্বিধ

১। বর্ণাধি-জীবাত্মার ঐক্যবাস-প্রত্যাধি-পাদ্যমের নাম। চতুর্বিধন বিন
হব কি ?

‘ওনে ঘন, বর্ণেরে কুলনে গেল কাল ।

বর্ণাধি হুখের আশে, বড়িলাব কণ্ঠকোনে,
উপবাস-বন কর্ণকাল ।

উপবাস ব্রত বচি’, মান কাহ্নকোণ বরি’,
জাম্বুদ্বীপ গেলিবা অশ্রুত ।

বড়িলাব নিজ-গোনে, জবা-মগনেন কীটেন,
বইগনে বাড়িহু উদ্যোগ ।’

— ‘অনু-প্রাণ-লক্ষণ-উল্লেখ’ ও, কঃ ৩ঃ

২। ‘কার’ ও ‘গ্রেহ’ কি বক্তব্যতা এক ?

‘কার-প্রেম্যে দেন ভারি, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
কহু কাম ‘গ্রেহ’ নাই হব ।

জুনি ত’ গরিলে কার, যখন্য তাহে ‘গ্রেহ’ নাম
আজ্ঞাপিলে কিলে প্রভ হব ।’

— উপদেশ ১৮, কঃ ৩ঃ

৩। কেবল্য বা ইন্দ্র-লালুকা জীবের সর্ববাসকর কেন ?

‘কেবল বৈরাগ্য করি’, তাহা না পাইতে পাতি,
কেবল জাম্বুতে জায়া নাই ।

বৈরাগ্য-জ্ঞানের বলে, বিষয়বন্ধন গলে,
 জীবের কৈবল্য হয় তাই ॥
 কৈবল্যে আনন্দ নাই, সর্বনাশ বলি তাই,
 কৈবল্যের নিতান্ত ধিক্কার ।
 এদিকে বিষয় গেল, শ্রেষ্ঠ কিছু না মিলিল,
 কৈবল্যের করহ বিচার ॥”

—নঃ মাঃ ৭ম অঃ

৪। সাযুজ্যমুক্তি নির্বর্থক কেন ?

“ব্রহ্মবাদীদিগের ব্রহ্মতত্ত্বে আত্মার লয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাযুজ্যরূপ মোক্ষানু-
 সন্ধানটী নিতান্ত আত্মচৌর্য্যরূপ দোষ-বিশেষ ; যেহেতু তাহাতে কিছুমাত্র
 আনন্দ নাই ; জীবেরও কোন প্রভেদ নাই এবং ব্রহ্মেরও কোন
 প্রকার উদ্দেশ্য সাধন হয় না ।”

—কঃ সঃ ৮।২৩

৫। সাযুজ্যমুক্তি শ্লাঘা নহে কেন ?

“যে-সকল দৈত্যকে শাস্ত্রে গো-বিপ্রাদিঘাতী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন,
 সেই কংসাদি দৈত্য যে সাযুজ্য-মোক্ষ লাভ করিয়াছেন, সেই মোক্ষকে
 কিরূপে শ্লাঘা বলা যায় ?”

—বঃ ভাঃ তাৎপর্যাভুবাদ

৬। ব্রহ্মসাযুজ্য হইতেও ঈশ্বরসাযুজ্য অধিকতর ঘৃণার্থ কেন ?

“সাযুজ্য দুইপ্রকার—ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বরসাযুজ্য । মায়াবাদী বৈদান্তিকের
 মতে, জীবের চরম ফল—ব্রহ্মসাযুজ্য ; পাতঞ্জল-মতে, কৈবল্য-অবস্থায় ঈশ্বর-
 সাযুজ্য । এই দুই সাযুজ্যের মধ্যে ঈশ্বরসাযুজ্যই অধিকতর ঘৃণার্থ ! ব্রহ্ম-
 সাযুজ্যে নির্বিশেষ-জ্ঞানদ্বারা নির্বিশেষ-গতি-লাভ ; কিন্তু সর্বিশেষ-ঈশ্বরকেই
 ধ্যান করিয়া যে কৈবল্যরূপ ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ হয়, তাহাই বাসনা-দোষে
 অতিরিক্ত পতনরূপ ফল । ‘ক্লেশকর্মবিপাকশয়ৈরপরানুষ্ঠঃ পুরুষবিশেষঃ
 ঈশ্বরঃ ।’ ‘স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালানবচ্ছেদাৎ ।’ এতদ্বারা সর্বিশেষ ঈশ্বরের
 নিত্যত্ব দেখা যায় । পুনরায় ঐ পাতঞ্জলে কৈবল্যপাদে ‘পুরুষার্থ-পুণ্যানাং
 প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিত্তিশক্তিরিতি’—এই সূত্রদ্বারা
 সাধকের সিদ্ধাবস্থায় অত্র পুরুষ ঈশ্বরের অবস্থানাভাব । সর্বিশেষ-তত্ত্বাশ্রয়-
 ছলে যোগমার্গ নিতান্ত অকিঞ্চিংকর । তাৎপর্য্য এই যে, (যোগ-পন্থায়)

সংশ্লিষ্ট জাতিসংঘ ঊনবিংশত সন্নিবেশ কন ভা ৫৫৫। অতীত প্রদত্ত দিক্‌ব-
যোগ্য কন ৫৫৫।*

— ४३ —

୩ । ମାୟୁକା-ସ୍ତୁତି ଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନେ କାଳି ହାସନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ବୋଲି କେହି କହିଲେ ।
 “ମାୟୁକା-ସ୍ତୁତି ଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନେ । କବଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଶୁଭସାଧ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଶକାବ୍ଦ ।
 ତାଙ୍କୁ ଥିବ ଏକଜାଣ ବର୍ତ୍ତମାନେ କାଳୁ ଶକ୍ତେ । ଶ୍ରୀବିଦିଏ ସଦା ଶାନ୍ତିବିଳାସ—
 ସମୁଦ୍ରୀକ୍ଷୟ, ଶୁଭସାଧ : ଶୁଭସାଧକାବ ଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ମହାଶୟ ବିମଳୀକ୍ଷୟ ଶ୍ରୀବିଦି ।
 ଶ୍ରୀବିଦି । କାଳୁ ଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନେ କାଳୁ ଶକ୍ତେ ବାରି, ଶ୍ରୀବିଦି ମହା ଶାନ୍ତି ।
 କାଳୁ ଶକ୍ତେ ।”

— ୩୫ — ଚନ୍ଦ୍ର ଚଉକାଶିକା

—कर्मसुख हीन उक्तिविरोध के लिये

শ্রী ১০ শব্দার্থের কৌশল

[illegible][illegible]

কগবানু ঐক্যচেষ্টায় সীলপত্র অথবা বিচ্ছিন্নতা আছে। সুতরাং অর্থ-প্রাধান্যের জারকা রাজনীতে বাণবাণ্য বিনাশ হচ্ছে, কিন্তু কৃষকদের বিশ্বাসের শিক্ত অর্থব্যয় পুস্তকায় জ্ঞানময় কঠিনে কঠিনে জ্ঞানময় জ্ঞান

বিনাশ করেন। অত্যাঁচ অসুরগণকেও অনায়াসে বিনাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার সমস্ত লীলার মধ্যে রাসলীলার বৈচিত্র্য অতি অদ্ভুত। অনেকে ইহার তত্ত্ব অগত হইতে না পারিয়া অনেক প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়—“কৃষ্ণচরিত্র” পুস্তক লিখিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের রাসলীলাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কৃষ্ণকে আদর্শ নৈতিক চরিত্রবান সাজাইয়া ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, পরমারাধ্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বঙ্কিম বাবুকে উহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু বাংলা সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বঙ্কিম বাবু উহা প্রকাশ করিয়া একটা অকীর্তি লাভ করিয়াছেন মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলায় অন্তে একটী শ্লোকে বলিতেছেন—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ

শ্রদ্ধাবিতোহনুশৃণুযাদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামঃ

হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ (১০।৩৩।৩৯)

আজন্ম ব্রহ্মচারী পরমহংস শ্রীশুকদেব গোস্বামী অগণিত রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষি পরিবেষ্টিত সভায় উপবেশন করিয়া আসন্নমৃত্যুমুখে পতিত মহারাজ পরীক্ষিতের পারত্রিক কল্যাণের নিমিত্ত যাহা বর্ণন করিয়াছেন তাহা কখনই প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার কামক्रीড়া হইতে পারে না। তিনি পরীক্ষিৎকে বঞ্চনা করিয়া তাঁহার সংসার-মুক্তির জন্য প্রতারণা করিতে পারেন না। বিপ্রে'র শাপ মোচনের জন্ত যিনি প্রায়োপবেশন করিয়াছেন, অগণিত ঋষি যেখানে উপস্থিত, যাহাদের নিকট মুমূর্ষুঃ কর্তব্য-বিচার জানিতে চাহিয়াছিলেন, সেই সভায় সকলের বিভিন্ন মতবাদকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া শ্রীশুকদেব স্রিয়মাণ ব্যক্তির হিতের কথা উচ্চকণ্ঠে কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের-লীলা, যাহা সমস্ত লীলার মুকুটমণিস্বরূপ, উহা কখনই প্রাকৃত কামক्रीড়ার উপাখ্যান হইতে পারে না। সেই জন্তই প্রাচীন টীকাকার শ্রীধর-স্বামী এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—‘ব্রহ্মাদিভ্যসংক্লটদর্পকন্দর্পদর্পহা। জয়তি শ্রীপতি গোপীরাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ ॥ তস্মাদ্রাস ক্রীড়া-বিড়ম্বনং কাম-জয়া-খ্যাপনায়েতি তত্ত্বম্। কিন্তু শৃঙ্গার কথা ব্যাপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি, অর্থাৎ কামাধিষ্ঠাত্রী দেবতা মদনের প্রভাবে ব্রহ্মাদিদেবগণ পর্য্যন্ত কুপথে পরিচালিত হইয়াছেন। এজন্ত মদনের গর্বে অত্যন্ত বৃদ্ধি

হইয়াছিল। মদনের তাড়নায় দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমপত্নী অহল্যাতে উপগত হইয়াছিলেন, ব্রহ্মা নিজকন্যাগমনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, চন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারার সহিত বিহার করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীপতি কৃষ্ণচন্দ্রের কৈশোর লীলাকালেও তাঁহার উপর মদন কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। ওখানে তাঁহার দর্প চূর্ণ হইয়াছে। তাই বলিলেন—রাসক्रीড়া বিড়ম্বন কামজয় খ্যাপনের হেতু। শৃঙ্গার ব্যপদেশে ইহা পরম নিবৃত্তিপূর এই রাসপঞ্চাধ্যায়।

শ্যামসুন্দরের এই রাসলীলাকথা শ্রদ্ধাবিত হইয়া অশুক্ষণ অবগণ করিলে এবং তৎপশ্চাৎ অশুকীর্ণন করিলে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে পরাভক্তি লাভ ও হৃদরোগ-কাম অচিরে নাশ প্রাপ্ত হয়। শ্রীভগবান্ আত্মগুরুদ্বন্দ্বসৌরভঃ অর্থাৎ রমণী মিলনে পুরুষের যে বিশেষভাব হয় তাহাকে সর্বতোভাবে অবরুদ্ধ অর্থাৎ বশীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন। এজন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

চড়ি, গোপীমনোরথে,

মন্মথের মন মথে.

নাম ধরে মদনমোহন ॥

আবার শ্রীমদ্ ভাগবতে (১০।২৯।৪২) উক্ত হইয়াছে—আত্মারামো-
হপ্যরীরমৎ। তিনি আত্মারাম। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আরাধনাদ্বারা ভীষণ
আত্মারাম হইয়া যায়। আত্মাতে রমণশীল ব্যক্তি জড়ীয় বস্তুতে রত হন না।
জগতের জীব কোন না কোন কামে অভিভূত হইয়া বিবিধ কাম্য বস্তু
উপভোগের জন্ত ব্যস্ত। কেহ সর্বতোভাবে কামজয়ী হইতে পারে না।
যাহারা ভোগ-কামনা ত্যাগ করে, মোক্ষকামনা বা সিদ্ধিকামনা তাহাদের
হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু সর্বপ্রকার কামনা জয় করিতে
হইলে সাক্ষাৎশ্রীমদ-শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মই একমাত্র আশ্রয়—একমাত্র
গতি হওয়া চাই। শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণ-সেবালাভকে সংসার
নিবৃত্তির উপায়রূপে কীর্ণন করিয়াছেন। আত্মনি যঃ রমতে এই বুৎপত্তি লভ্য
অর্থে আত্মারাম-শব্দে জানা যায় যে, যিনি আত্মাতে সম্যক্ রমণশীল, তিনি
আত্মারাম। সাধারণ জীবের কোনপ্রকার আনন্দ উপভোগ করিতে হইলে
শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগ করিতে হয়। কিন্তু আত্মারামের
আনন্দ ভোগে কোনপ্রকার বাহ্য বস্তুর প্রয়োজন হয় না। তাঁহার স্বরূপানন্দেই
পরিপূর্ণ ও আনন্দিত, আত্মারামগনের কোনরূপ কার্য্যও দেখা যায় না।
শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—

যজ্ঞাত্মরতিরেব জ্ঞানাত্মতৃপ্ত মানবঃ ।

আত্মত্বে চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥

যাঁহাদের কেবল আত্মাতেই প্রীতি, আত্মস্বরূপানন্দে যাঁহারা তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট, তাঁহাদের কোন কার্যেরই প্রয়োজন হয় না। সাধন প্রভাবে মানবগণ আত্মারামতা লাভ করিয়া বিষয়মুক্ত ও আত্মস্বরূপানন্দে পরিপূর্ণ হন। অতএব অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর আত্মারামশিরোমণি শ্রীভগবানের কোনরূপ বিষয়-সম্বন্ধ বা কামাধীনতা থাকিতে পারে না। তথাপি তিনি আত্মারাম হইয়াও রমণ করিয়াছিলেন। তাহা কি প্রকার, তাহা বলিতেছেন—

রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্ষথার্ককঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥ (১০।৩৩।১৬)

ক্রীড়ামোদী বালক যেরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত নিজ মূর্ত্তির সহিত ক্রীড়া করে, শ্রীভগবানও তদ্রূপ নিজ প্রতিবিম্বস্বরূপা গোপীগণের সহিত রমন করিয়াছিলেন। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-

স্তাভির্ষ এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।

গোলোক এব নিবসত্যখিলাতুভূতো

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (৫।৩৭)

ব্রজদেবীগণের সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের যে কান্তা-কান্ত ভাবময়ী লীলা, উহা কামক্রীড়া-বিলাস নহে, হ্লাদিনীশক্তির বিলাস-বৈচিত্র্য মাত্র। কারণ ব্রজদেবীগণ তাঁহার নিতালীলার পরিকর ব্যতীত ভিন্ন কোন বস্তু নহে। আবার অষ্টত্রেণ- (ব্রহ্মসংহিতায়) বলিয়াছেন—“লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি”—এই ব্রজরমণীগণ শত শত লক্ষ্মীবিশেষ। তাঁহারা সর্বদা সন্ত্রমসহকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবানিরতা। স্বয়ং ভগবান্ যাঁহাদের সহিত লীলাবিলাস করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহারই দারা স্বরূপা অর্থাৎ অভিন্না। অতএব উহাতে কামসম্পর্ক-লেশও থাকিতে পারে না।

কামের তাৎপর্য্য নিজসন্তোগ কেবল ।

কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য প্রেম ত' প্রবল ॥

লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম ।

লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ আত্মসুখ-মর্ম্ম ॥

দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ-পরিজন ।

স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভৎসন ॥

মর্কত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন ।
 কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম-সেবন ॥
 ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ ।
 স্বচ্ছ ধোতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ ॥
 অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর ।
 কাম—অনুতমঃ, প্রেম—নির্মল ভাস্কর ॥
 অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ ।
 কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র প্রেমের সম্বন্ধ ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অঃ ৪।১৬৬-১৭২)

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় লিখিয়াছেন—অথ ব্রহ্মেন্দ্রাগ্নি-
 বরুণাদীনাং দর্পং শময়িত্বা কন্দর্পশ্চ দর্পং শময়িতুং যুগপদনেকরমণীকদম্বমঘালতং
 রাসাখ্যং লাস্ত্রমারিস্পূর্ভগবানেকদা স্বযোগবৈভবং প্রাদুশ্চকার । তত্র রাসশ্চ
 লক্ষণং—

নর্তকীভিরনেকাভির্মণ্ডলে বিচরিকুতিঃ ।
 যত্রৈকো নৃত্যতি নটশূদ্রৈঃ হল্লীশকং বিদুঃ ॥
 তদেবেদং তালবন্ধগতিভেদেন ভূষসা ।
 রাসঃ স্থান্ন স নাকেপি বর্ততে কিং পুনরুবি ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া গো-গোপগোপীসহ বিচিত্র
 লীলারসাস্বাদন-প্রসঙ্গে ব্রহ্ম-মোহনলীলায় ব্রহ্মার, গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলায়
 ইন্দ্রের, দাবাগ্নিমোহন-লীলায় অগ্নির এবং নন্দমোক্ষণ-লীলায় বরুণের দর্প
 চূর্ণ করিয়া পরিশেষে কন্দর্পের দর্প খণ্ডন করিবার জন্ত অগণিত ব্রজরমণী-
 সম্বলিত রাসনৃত্য করিবার ইচ্ছায় অচিন্ত্য মহাশক্তি-বৈভব প্রকাশ করিলেন ।
 রাসের লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে কথিত আছে—মণ্ডলাকারে নৃত্যপরায়ণা অসংখ্য
 নর্তকীর মধ্যে যদি কোন নট নৃত্য করে, তবে সেই নৃত্যকে “হল্লীশক” নৃত্য
 বলা হয় । সেই নৃত্য যদি বিবিধ তালবন্ধ ও বিবিধ গতি সমন্বিত হয়,
 তাহা হইলে তাহাকে ‘রাসনৃত্য’ বলে । এই রাসনৃত্য স্বর্গে দেবতাগণও
 জানেন না ; সুতরাং পৃথিবীস্থ কোন ব্যক্তির কথা বহু দূরে ।

অতএব এই রাসনৃত্য সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে । শ্রীভগবান্ অত্যাশ্র
 অবতারে অনন্তলীলা প্রকাশ করিলেও একাধিক মহিবীর সহিত সম্বন্ধ রাখেন
 নাই ; সুতরাং সে সকল মূর্তিতে রাসের কোন কথাও আসিতে পারে না ।

একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অগনিত গোপ-রমণীর সহিত এই রাসনৃত্য করিয়াছিলেন। এই লীলার মাধুর্য্যে শ্রীভগবান্ নিজেও আত্মহারা হইয়া যান। তিনি যদি ষড়্-বিধ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া এই লীলা করিতেন, তবে তাহা সর্ব্বতোভাবে মাধুর্য্যময় হইতে পারিত না। তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্যের কথা ভুলিয়া গিয়া স্নিগ্ধ-শান্ত-মনোহর মূর্ত্তিতে গোপীগণের প্রেমের অমুরূপ-ভাবে তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছেন।

তাসামতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ ।

প্রামুজ্যং করুণঃ প্রেমা শন্তমেনাদ্ধ পাণিনা ॥

(শ্রীভাঃ ১০।৩৩।২০)

করুণাময় ভগবান্ তাঁহার পরমসুখজনক করপল্লব দ্বারা রাসনৃত্যে পরিশ্রান্ত গোপীগণের বদন মার্জ্জন করিয়াছিলেন। গোপীগণও ভগবানের ঐশ্বর্য্যাদি স্বরূপ ভুলিয়া তাঁহার মাধুর্য্য রসে ডুবিয়া তাঁহার সঙ্গে বিবিধ প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্তই বংশীরবে তাহাদিগকে যমুনা-তীরে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের সহিত রাস-ক্ৰীড়া করিয়াছিলেন। যদিও বংশীরবে সমস্ত ব্রজমণ্ডল মুখরিত হইয়াছিল কিন্তু কোন গোপীগণ বাতীত তাহা অস্ত্রের কর্ণগোচর হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত গোপীর সহিত রাসনৃত্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বজনগণ বা তথাকথিত পতিগণ কৃষ্ণচন্দ্রের এই লীলাতে কোনরূপ অসুখা প্রকাশ করেন নাই ; কারণ শ্রীশুকদেবের উক্তি—

নাস্থয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতান্তস্ত মায়য়া ।

মমুমানাঃ স্বপার্ষস্থান্ স্থান্ স্থান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥

(ভাঃ ১০।৩৩।৩৭)

ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া-প্রভাবে নিজ নিজ পত্নীকে নিজ নিজ পার্শ্বেই অসম্প্রিত দেখিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোন দোষারোপ করেন নাই। বাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসহচরী, তাঁহারা কখনও অল্প ভোগ্যা হইতে পারেন না। সুতরাং যোগমায়া তাঁহাদের অমুরূপ স্ত্রীমূর্ত্তির প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের নিকট রাখিয়াছিলেন।

—পরিব্রাজকচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

প্রবাসী

পিত্রালয় ছেড়ে সাগরের পারে ভিন্ দেশেতে বেঁধেছি ঘর ।
আপনার জন আত্মীয়-স্বজন ভাবছি যারে, আসলে পর ॥
পেয়েছি যে-সব বন্ধু ও বান্ধব সবাই লুটে খাবার তালে ।
সারা বছরের রুজি-রোজগার দিয়েছি তুলে তাদের গালে ॥
নতুন নতুন বসন-ভূষণ আধুনিক বলে বাজারে যা' ।
দাসের মতন হরেক রকম যাই চেয়েছে, দিয়েছিও তা' ॥
ভেবেছিছু হয় ! বলবে আমায় ঢের হয়েছে আর দিও না ।
শুধু ইশারায় এইটি জানায়, পরেও কিন্তু আরো চাই, হ্যা ॥
অশেষে বিশেষে নিষ্ঠুর আদেশ পালছি আমি বোকার মত ।
এখন দেখছি হাপিয়ে পড়ছি প্রাণ যে আমার ওষ্ঠাগত ॥
এমনি করে যে, কতকাল গেছে অনিত্য সুখ পাবার তরে ।
পরিণামটায় যারা দুঃখ দেয় তাদের স্নেহ-আদর করে ॥
রূপ-ধন-জন, জীবন-যৌবন, বল ও বিদ্যার বাহাদুরী ।
এক নিমেষেতে কালের ইঙ্গিতে ব্যার্থ জীবের সব চাতুরী ॥
আমি ও আমার মায়া অহঙ্কার কৃষ্ণকৃপায় ছাড়ব যবে ।
প্রবাসের বাড়ী পরিত্যাগ করি গৃহে ফিরবার ইচ্ছা হবে ॥
যবে কৃপাকরি দয়াময় হরি দাসের দাস করিয়া লয় ।
তবে সুখ শান্তি অবসান ক্রান্তি নইলে আর কিছুতে নয় ॥
থাকতে বললে বিদায়ের কালে বলব শুধু একটি কথা ।
প্রবাসীর লাগি হয় অহুরাগী মায়াব্দ জীবের এ' মূর্থতা ॥

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীএকাদশী ব্রত

(পূৰ্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩১ পৃষ্ঠার পর)

যানি কানিচ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানিচ ।

অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সম্প্রাণে হরিবাসরে ॥

সু

—বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ২১ অঃ ৮ শ্লোক

ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যাবতীয় উৎকট পাপই একাদশীর দিনে অল্পকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, একত্র একাদশীতে অন্ন-ভক্ষণকারীর কখনও পাপ হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই ।

ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বা বানপ্রস্থোহথবা যতিঃ ॥

একাদশ্যাং হি ভুঞ্জানো ভুঙ্তে গোমাংসমেব হি ।

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস, ১২ বিঃ ১৫ শ্লোক

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, কিম্বা যতি প্রভৃতি যে আশ্রমীই হউক না কেন, একাদশীতে অন্নভক্ষণ করিলে তাহার গো-মাংস ভক্ষণ করা হয় ।

মাতৃহাঃ পিতৃহাশ্চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহাস্তথা ।

একাদশ্যাস্ত যো ভুঙ্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ ॥

—স্কন্দপুরাণ, শ্রীহরিভক্তি বি, ১২ বিঃ ১৩ শ্লোক

একাদশীতে অন্ন-ভোজনে মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও গুরু-হত্যার পাপ হয়, একত্র ভোজনকারী ব্যক্তি (অত্রাণ্ড পুণ্য করিলেও) শ্রীবিষ্ণু-লোকে গমন করিতে সক্ষম হয় না ।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রীনারায়ণ মহর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন—

সত্যং সৰ্বাণি পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ ।

সন্তোবোধনমাশ্রিত্য শ্রীকৃষ্ণব্রতবাসরে ॥

ভুঙ্তে তান চ সৰ্বাণি যো ভুঙ্তে তত্র মন্দধীঃ ।

ইহাতিপাতকী সোহপি যাত্যন্তে নরকং ক্রবন্ ॥

একাদশী প্রমাণানি যুগসংখ্যাকৃতানি চ ।

কুন্তীপাকে মহাঘোরে স্থিতা চণ্ডালতাং ব্রজেৎ ॥

গলিত ব্যাধিযুক্তশ্চ ততঃ সপ্তম্ জন্মযু ।

পশ্চান্মুক্তো ভবেৎ পাপাদিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥

—শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ২৬ অঃ, ২৪-২৬ শ্লোক

একাদশীতে সকল প্রকার মহাপাপই অন্নাশ্রিত থাকে। যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি একাদশীতে অন্ন ভোজন করে, সে ইহলোকে মহাপাপী বলিয়া পরিগণিত হয় এবং মরণান্তে একাদশী-পরিমিত যুগ পরিমাণে কুস্তীপাক নামক নরকে অবস্থান করতঃ চণ্ডাল-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সপ্ত জন্ম পর্যন্ত গলিত-কুষ্ঠব্যাদিযুক্ত হইয়া বহু যন্ত্রণা ভোগের পর মুক্ত হইতে পারে, ইহা কমল-যোনি ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন।

ব্রহ্মহত্যা দি পাপানাং কথঞ্চিন্মুক্তির্ভবেৎ ।

একাদশীন্ত যো ভুঙ্ক্তে নিষ্কৃতি নাস্তি কুত্রচিৎ ॥

—বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ২১ অঃ ২ শ্লোক

ব্রহ্মহত্যা মহা মহাপাপ হইতেও কোন প্রকারে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু একাদশীতে অন্ন-ভোজনকারী ব্যক্তির কখনও নরক-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি নাই।

একাদশীর উপবাসে মানবগণের সকল প্রকার পাপই বিনাশ হইয়া যায়। পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে “দেবদূত-কুণ্ডল” সংবাদে লিখিত আছে—

একাদশেন্দ্রিয়ৈর্পাপং যৎকৃতং বৈশ্য মানবৈঃ ।

একাদশ্যুপবাসেন তৎসর্বং বিলয়ং ব্রজেৎ ॥

হে বৈশ্য ! মানবগণ একাদশ ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পানি, পাদ, গুহ, উপস্থ ও মনদ্বারা যে-সকল পাপ করিয়া থাকে, তৎসমুদয়ই একাদশীর উপবাসদ্বারা বিলীন হইয়া থাকে। অতএব—

গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ আহিতাগ্নিযতিস্তথা ।

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥

—অগ্নি পুরাণে ; শ্রী, হ, ভ, বি, ১২ বিঃ ৩০ শ্লোক

গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, আহিতাগ্নি ও যতি ইহারা কেহই গুরু ও কৃষ্ণ—এই উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবেন না।

যথা গুরু তথা কৃষ্ণ বিশেষো নাস্তি কশ্চন ॥

—বিষ্ণুসংহিতা

বিশেষং কুরুতে যন্ত পিতৃহা স প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

—গরুড় পুরাণ, শ্রী হ, ভ, বি, ১২ বিঃ ৫১ শ্লোক

গুরু ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষের একাদশীই সমান, ইহাতে কিছুই প্রভেদ নাই। যে ব্যক্তি ভেদজ্ঞান করে, তাহার পিতৃ-হত্যার পাপ হয়।

একাবল্যে ন সুকীৰ্ত্তি ঘাই বুটে বজতপি ।

—বিষ্ণু বংশিকা

গীলোক বজবলা বইলেও একাদশীতে তোমহে করিবে না ।

দ্বিধা লাগেষ্ঠীতে বলিবাছে—

বৰ্ণাধাং আশ্রয়াদাকৈব সৌখ্যং বহুবর্ণিণি ।

একধেতুপথ্যন্ত কর্ণবোঃ সাত্ৰ বংশবঃ য

—পদ্মপুরাণ, উদয় বক্ত

হে লোকোত্তি ! স্বকল বর্ণেণ্ড লকল আশ্রয়েষ এবং লকল গীলোকেওই একাদশীর উপহাস কথা কর্ণবঃ ইত্যাদি কোন লবেষ ঘাই ।

ঐশ্বৰ্য্যকবীজ পটীকাক্রমে বলিবাছিলে—

একদ্বিধা স্বাতন্ত্র্যে কথিতাঃ প্রণমি ।

একু কবে, সাত্ৰঃ ঘোরে দেখ একবানি ।

সাত্ৰা বংশে তাই বিধ, সুমি বা সাত্ৰিবে ।

একু বলে, একাদশীতে অহু না ঘাইবে য

পটী কবে, বা ঘাইবে, তালাই কছিল ।

সেই ঘাইতে একদেখী করিতে লাগিল য

—ঐশ্বৰ্য্যকবীজপুস্তক, আদি ১৫ পঃ ৮ (অঃ ১০ কঃ)

বহুবর্ণ লভ্যাকাংক্ষা বহুধৈৰ্য্যকিৎসুতঃ ।

একাদশীমূল্যবৎ পক্ষযোজ্যবোবশি ।

—বিষ্ণুবংশোত্তর বক্ত

দ্বীপ পুত্র, সাত্ৰা এবং বহুবর্ণগণের লবিত কক্তি-বহুকাংক্ষা ও ক্তা ও ক্তা এই ক্তব পক্ষের একাদশীতে উপহাস করিবে ।

প্রাচ্যকবীজবিশাং সূত্রাণ্যকৈব বোধিতাঃ ।

মোক্ষদঃ কুর্জয়াঃ ক্তাঃ বিস্তাঃ প্রোক্তয়াঃ বিজাঃ ।

—বৃহদ্রাঘবীর পুৰাণ, ২১ অঃ ২ শ্লোক

প্রাচ্য, কবির, বৈষ্ণব, পুত্র ও স্ত্রীপণ ইত্যাদি সকলেই ঐবিষ্ণুর পরম প্রিয় একাদশী ত্রয় কবিলে মোক্ষ (বিষ্ণুবহুধৈৰ্য্য বি বোধন্য বীজীকিত— পদ্মপুরাণ) অর্থাৎ ঐশ্বৰ্য্যকবীজ লাভ করিতে পারিবেন ।

একাদশ্য উপবাস যঃ সদা তু কুরুতে নরঃ ।

স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবোহরিঃস্থিতঃ ॥

—অগ্নিপুরাণ ; শ্রী, হ, ভ, বি, ১২ বি, ৭১ শ্লোক

যে ব্যক্তি সদা একাদশী উপবাস করেন, তিনি যেখানে স্বয়ং শ্রীহরি অবস্থিত, তথায় গমন করিয়া থাকেন ।

একাদশীব্রতং ভক্ত্যা যঃ কৰোতি নরঃ সদা ।

স বিষ্ণুলোকংব্রজতি যাতি বিষ্ণু-স্বরূপতাম্ ॥

—গরুড় পুরাণ

যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে একাদশীর ব্রত করেন, তিনি শ্রীবিষ্ণুস্বরূপ লাভ করতঃ শ্রীবিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন ।

একাদশীব্রতং যস্ত ভক্তিমান্ কুরুতে নরঃ ।

স যাতি পরম স্থানং যত্র দেবো হরিঃ স্বয়ম্ ॥

ভাঃ-১০।২৮।১ শ্লোকের সিদ্ধান্তপ্রদীপ টীকা

যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক একাদশী ব্রত করেন, সেখানে স্বয়ং শ্রীহরি অবস্থিত । তিনি সেই পরম দুর্লভ গোলোকধামে গমন করিয়া থাকেন । এস্থলে একটি গল্প মনে পড়িল, সেটি বাল্যকালে ঠাকুর মার নিকট শুনিয়াছিলাম ।

গল্পটী, যথা—

“পল্লীগ্রামের বৃদ্ধ পুরোহিত হবানন্দ ঠাকুরের পত্নীর জ্বর হইয়াছিল । ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীর চিকিৎসার জন্ত প্রাচীন কবিরাজ শত্ৰুনাথ বিশ্বাসকে ডাকাইয়া আসিলেন । শত্ৰুনাথ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রোগিণীর হস্তধারণ করিয়া বসিয়া ছিলেন । ৪৫ ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে তিনি রোগিণীর প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে শুষ্ঠী, কণ্ঠিকারী ইত্যাদি পঞ্চপদী পাঁচন সেবন করাইবার জন্ত বড় বড় অক্ষরে বর্ণমালার মত একখানি তালিকা লিখিয়া দিয়া সোয়া চারি আনা ভিজিট লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । হবানন্দের বিদ্যাভাস মাত্র সেকালের ফলা বানান পর্য্যন্ত, বেদ পাঠ করা ত’ দূরের কথা আটআনা মূল্যের একখানি অভিধান, কিম্বা চারিআনা মূল্যের একখানি ব্যাকরণও তিনি দেখেন নাই । বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য পিতার নিকট মৌখিক যে-মন্ত্রগুলি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, সকল মন্ত্র তাঁহার মুখস্থ না থাকিলেও

কেবল “অং আং” “নমো নমঃ” এবং “চট্টাং মট্টাং” ইত্যাদি অর্থাৎ শুধু অনুসার-সংযুক্ত শব্দ উচ্চারণ করিয়াই তিনি যজ্ঞমানবাড়ীর পূজা-পার্বণের কার্য্য শেষ করিতেন। আজ হবানন্দ, পাঁচনের তালিকাখানি একবার-দুইবার করিয়া পাঁচ-সাতবার পাঠ করিয়াও ‘গোক্ষুর’ শব্দের যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে রাত্রি হইল। সে দিন মাঘমাসের অমাবস্তা। ব্রাহ্মণ সেই অমাবস্তার গভীর নিশিতে শিশিরসিক্ত-কলেবরে দারুণ শীতে কাঁপিভে কাঁপিতে যষ্টি হস্তে শিষ্যবাড়ীর গো-শালায় প্রবেশ করিয়া স্ত্রীর প্রাণরক্ষার জন্ত শিষ্যের বড় আদরের সেই দুগ্ধবতী নবপ্রসূতা গাভীটির দক্ষিণ পদের ক্ষুরটী কাটিয়া আনিয়া দিলেন।” সকল ব্রতের মার এই একাদশী নামক মহাব্রত পালন করিতেও যাহারা নিষেধ করিতে পারেন, তাহাদের ব্যবস্থা যে হবানন্দ ঠাকুরের গো-হত্যার দ্বারা, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

হে শ্রীশ্রীহরিভজনপরায়ণ ভ্রাতা ভগিনীগণ! একাদশী নামক যে-মহাব্রত পালনের ফলে মানবগণ নির্ঝিল্লি ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, পবন, যম, হতাশন এবং শিব-শিবানীর চিরবাস্তিত পরম রমণীয় অতি সুদুল্লভ নিত্যানন্দময় নিত্যধাম শ্রীগোলোকে গিয়া শ্রীশ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ-সন্নিধানে বাস করিতে পারেন, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রত এই মর্ত্যভূমিতে আর কি আছে? এই জন্তই শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন :—

একাদশীব্রতং যে চ ভক্তিভাবেন কুর্ষতে ।

পায়ন্তি মম নামানি জ্যেষ্ঠে বৈষ্ণবজনাঃ ॥

যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে একাদশী ব্রত পালন করিয়া শ্রীহরিনাম কীর্তন করেন, তাহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে। অতএব তार्কিক শৃংগালের সহিত “ফেউ ফেউ” করিয়া বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া আমাদের সর্বদা প্রভুর এই উপদেশটী মনে রাখা কর্তব্য—

“কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি’ অনাচার ।

জীবে দয়া নামে রুচি—সর্ব ধর্ম্ম মার ॥”

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীনাথের কুপা

(একাক্ষ নাটিকা)

—চরিত্র—

রামচন্দ্র খান—বেনাপোলের জমিদার

নায়েব—ঐ কর্মচারী

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর

১ম বারাজনা

২য় বারাজনা

৩য় বারাজনা

প্রথম দৃশ্য

বেনাপোল গ্রাম

জমিদার রামচন্দ্রখানের দরবার

(রামচন্দ্রখানের প্রবেশ)

রামচন্দ্র—হরিদাস, হরিদাস, কেবল ঐ বেধর্মী হরিদাসের কথা ছাড়া
কি জনগণের মুখে আর কোন কথা নেই? ছচুকপ্রিয় জনগণ কি
একটুও ভেবে দেখে না যে কেন ঐ কাজাল ভিখারী ছুঁছুঁকি হরিদাস
বৈরাগীর ভেখু ধরেছে? ভণ্ডামি না করলে হা-ভাতে ছোঁড়াটার
ভাতের অভাব দূর হবে কি করে? বেটার ঐ দূরভিসন্ধি বুঝতে
পেরে ইসলামী সম্প্রদায় তা'কে বয়কট করেছে! মুসলমান-বংশে
জন্মেও সে মুসলমানদের কাছে ঘৃণ্য হওয়ায় নেহাৎ বাঁচার তাগিদে
মান রক্ষার জন্ত হিন্দুয়ানার অভিনয় করছে। নিজের বংশের ও নিজের
জাতির প্রতি যার প্রীতি বা মমতা নেই, তার আবার ভিন্ন জাতি
হিন্দুর প্রতি কোন প্রীতি থাকে? 'মা'-কে 'মা' না বলে যদি কেউ
মাসীকে 'মা' বলে ডাকে তথা মাকে অবজ্ঞা করে যদি কেউ মাসীকে
ভক্তি করে তবে ঐ ভক্তি কি সজ্জনের কাছে প্রশংসাই হয়? সেই
মাতৃ-অবজ্ঞাকারীকে সজ্জনে যেমন প্রশংসা করে না, তেমনি ঐ
হরিদাসের স্বজাতি ও স্ববংশকে অবজ্ঞা করে হিন্দুয়ানায় পরিচিত

হওয়ার ব্যাপারটা কখনই সজ্জন কর্তৃক অনুমোদিত হতে পারে না।
তবু,—তবু কেন হরিদাসকে অজ্ঞ, মুঢ়ি, মেথর থেকে আরম্ভ করে
সজ্জন, ব্রাহ্মণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত সকলেই প্রশংসা করে ?
হরিদাসের ঐ সকল কার্য যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও দুরভিসন্ধিপূর্ণ
তাহা কি জমগণ বুঝতে পারে না ? আমি এই গ্রামের জমিদার
অথচ আমার প্রজারা আমার সামনেই আমাকে এড়িয়ে ঐ হরি-
দাসকে ভক্তি করে ! না—না—এ বড় অসহ ! আমারই অধীনস্থ
দরিদ্র প্রজা আমাপেক্ষা বেশী সম্মান পাবে,—এ' হ'তে পারে না !
এর উপযুক্ত বিহিত করতেই হবে। দেখি, নায়েব কি বলে !
নায়েব,—নায়েব !

(নায়েবের প্রবেশ)

নায়েব—(কুর্নিশ করতঃ) হজুর !

রামচন্দ্র—আজ হরিদাসের কোন খবর আছে ?

নায়েব—আছে হজুর ! লোকের মুখের কথায় বিশ্বাস না করে আজ
আমি নিজে হরিদাসের কুটীরে গিয়ে দেখে এসেছি, এই গ্রামের বহু
গণ্যমান্য ব্যক্তি হরিদাসকে প্রণাম ক'রে তার পদধূলি নিচ্ছে।

রামচন্দ্র—কি বললে ?...হরিদাস আবার পদধূলি দিতে আরম্ভ করেছে ?
হঁ—হঁ..., ভেখ্ না করুলে কি ভিক্ষা মেলে ? বৈরাগীর ভেখ্ ধরে
সে বেটা কিছু রোজগারের সঙ্কল্প করেছে মনে হয়। তার হিন্দু-
বৈরাগীর বেশ দেখে হিন্দুরাও কি তার পদধূলি নিচ্ছে।

নায়েব—সে অদ্ভুত দৃশ্য হজুর ! উচ্চ কুলজাত হিন্দুরাও উদ্গ্রীব হয়ে
স্বৈচ্ছায় এসে তার পদধূলি নিচ্ছে। আমি সেই হিন্দুদের জিজ্ঞাসা
করলাম—হরিদাস মুসলমান, ওর পদধূলি নিচ্ছেন কেন ?

রামচন্দ্র—(পাষাচারি করিতে করিতে) তারপর,...তারপর তারা কি
বল্ল ?

নায়েব—তারা জানাল, মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই হরি-ভজনের
অধিকার আছে। সাম্প্রদায়িক মতবাদে কোন উদারতা নেই।
হরিদাস মুসলমান-গৃহে আবিস্কৃত হ'লেও ওঁর প্রাক্তন সংস্কার-ক্রমে
হরিভজনে রতি হওয়ায় ও কৃষ্ণ-কৃপাক্রমে বিস্তৃত প্রেম লাভ হওয়ায়

উনি শুদ্ধভক্ত বিধায় ঠুঁকে মুসলমান বলা অপরাধ। প্রহ্লাদ দৈত্য-কূলে জন্মেও যেমন পরম ভাগবত, তেমনি হরিদাস মুসলমান-কুলোদ্ভব হলেও ভাগবতৌত্তম এবং তাই ঐ হরিদাসের পদধূলি তাদের কাছে বড়ই আদৃত।

রামচন্দ্র—বাঃ, হরিদাসকে ভক্তরূপে প্রচার করার জন্তু তারা তো বেশ সুন্দর যুক্তি খাড়া করেছে! তারা হরিদাসকে প্রহ্লাদের মত ভক্ত বললেই কি সে ভক্ত হয়ে গেল? একটা চোরকে কতকগুলো লোক সাধু বললেই কি সেই চোরটা সাধু হয়ে যাবে? যত সব নিকরোধ লোকেরাই ঐ বেধর্মীটাকে ভক্ত সাজিয়েছে।

নায়েব—হরিদাসকে শুধু ভক্ত বলেই তারা যে ক্ষান্ত তা' নয়, তারা দলে দলে হরিদাসের কুটীর-প্রাঙ্গণে গিয়ে নামগান করছে। সেখানকার বিপুল জন-সমাবেশ ও তাজ্জব ব্যাপার দেখে-শুনে আমি বিস্মিত। সেক্সপ লোকের সমাগম আপনার দরবারে কখনও দেখি নি হজুর!

রামচন্দ্র—আমার দরবারের চাইতেও সেখানে লোকের ভীড়! আশ্চর্য্য! ঐ বেধর্মী ভিখারী হরিদাসের প্রতি লোকের এত আকর্ষণ! কিসের নেশায়, কি পাবার আশায় এত লোক তার কাছে ছুটছে?

নায়েব—হজুর, লোকে যে তার কাছে কি পায় তা' জানি না। তবে দেখেছি হরিদাস কারোর কাছে কিছু চায় না ও তার রোজগারের কোন স্পৃহাও নেই! তবুও সবাই তা'কে ফলমূল ইত্যাদি স্বেচ্ছায় দিয়ে আসে।

রামচন্দ্র—কিছু না নিলেও লোকে তা'কে দেয়,—এ বড় আশ্চর্য্য ঘটনা নায়েব! একটা ভিখারীর এতখানি সম্মান আমি জমিদার হয়ে চোখের সামনে দেখে কি করে সহ্য করি?

নায়েব—আপনার ত্রায় প্রভাবশালী ও প্রতাপশালী জমিদারের পক্ষে এ ঘটনা কোন মতেই সহ্য করা যায় না, হজুর! ঐ ফকির হরিদাসের এত স্পর্দ্ধা যে আপনার সম্মান ক্ষুণ্ণ করে বড় হ'তে চায়? আমার মতে তাকে এই দেশ-ছাড়া করে দেওয়াই ভাল।

রামচন্দ্র—বিনা কারণে তা'কে উচ্ছেদ করলে জনগণ আমাকেই দোষ দেবে নায়েব। ফলে তার সম্মান আরও বেড়ে যাবে। তার সাধুতা

সম্পর্কে দেশে জনগনের মনে সংশয় না জাগা পর্যন্ত তার সম্মান ক্ষুণ্ণ করা হুজুর। জনগণ যদি তাকে একবার অসাধু বা অসচ্চরিত্র বলে বুঝতে পারে তা'হলেই তার সম্মান চিরতরে খর্ব্ব হবে।

নায়েব—জনগণের মধ্যে তার চরিত্র বিষয়ে অসৎ ধারণা আনা কি করে সম্ভব হবে?

রামচন্দ্র—তোমার সাহায্য পেলে সেও সম্ভব।

নায়েব—হুজুর, আমি আপনার দাস। দাস কি কখনও মণিবকে সাহায্য না করে থাকতে পারে? আপনার সাহায্যকল্পে আমি সর্বদাই কৃত-সম্বল।

রামচন্দ্র—তোমাকে ধন্যবাদ! তুমি ঐ হরিদাসের চরিত্রে দোষারোপ করতে পারবে?

নায়েব—হরিদাসের চরিত্র তো নিষ্কলঙ্ক। তার চরিত্রের কোন দোষ তো এখানে গুনি নি। আমি একাত্ম তার বিমল চরিত্রে দোষারোপ করলেই কি লোকে তা' বিশ্বাস করবে?

রামচন্দ্র—তোমার একার কথায় লোকের বিশ্বাস নাও আসতে পারে,—এ কথা সত্য। কিন্তু যদি কোন গণিকার দ্বারা তার মহৎ চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করার ব্যবস্থা করতে পার তা'হলে তখন লোকে ঐ হরিদাসকে নষ্ট-চরিত্র জেনে আর সাধু বলে সম্মান দেবে না। তখন হরিদাস চিরতরে গণিকার দাস হয়ে পড়বে।

নায়েব—বাঃ, সুন্দর যুক্তি!...একমাত্র গণিকার দ্বারাই হরিদাসের সর্বনাশ-সাধন সম্ভব।

রামচন্দ্র—আর শুভ কাজে বিলম্ব ক'রো না নায়েব! তুমি এখনই সেরা গণিকাদের এখানে ডেকে নিয়ে এস। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে জেনে নিই তারা ঐ কাজে কে কতদূর পারদর্শী হবে।

নায়েব—যথাদেশ হুজুর। (প্রস্থান)

রামচন্দ্র—(পায়চারি করিতে করিতে) আশ্চর্য্য! এই বেনাপোল গ্রাম হ'ল কি? 'হরিদাস'-নামে কান পাতা যায় না। যেখানে যাই সেখানেই গুনি হরিদাস মণ্ড বড় সাধু, হরিদাস সাক্ষাৎ পীর—সর্বজন-প্রণম্য! আমার প্রজারা কিনা আমাকে উপেক্ষা করে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ছে? আমার এত লোক-লস্কর, টাকা-কড়ি থাকতেও ঐ

দীন-হীন ভিখারীর এত সম্মান ! তার ঐ সাধুগিরীর মূলোৎপাটন না কর্তে পারলে আমার সম্মান ফিরে আসবে না । এইবার দাবার চাল দিয়েছি এতে কিস্তিমাৎ হবেই । এইবার তার সাধুতার পরীক্ষা । আগুণের কাছে ঘি থাকলে তাকে গল্তেই হবে ; যুবতী গণিকার মোহ-জালে এবার তা'কে পড়্তেই হবে । গণিকাগণ এলে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রূপসী ও পুরুষদের বশে আনতে বেশী ওস্তাদ-তাকেই হরিদাসের কুটীরে পাঠাবো । দেখি, হরিদাস কত বড় চরিত্রবান্ পুরুষ !

[তিনজন গণিকা সঙ্গে লইয়া নায়েবের প্রবেশ]

(নায়েব ও বারাজনাগণ খাঁসাহেবকে কুর্নিশ করিল)

নায়েব—হজুর, আপনার নির্দেশমত আমি সেরা বারাজনাদের নিয়ে এসেছি ।

রামচন্দ্র—(সোল্লাসে) তোমাকে ধন্যবাদ ! তুমি আমার প্রকৃত বন্ধুর কাজই করেছো ।

(বারাজাদের প্রতি) বারাজনাগণ ; হরিদাসের বৈরাগ্য-ধর্ম্ম নাশ করার জন্ত আমি তোমাদের ডেকেছি । তোমাদের মধ্যে কে এই কাজ সব চেয়ে তাড়াতাড়ি করতে পারবে ?

বারাজনাগণ—হজুর ! আমরা সবাই ঐ কাজে অভ্যস্ত । আমাদের মোহে পড়ে চরিত্রবান্ ব্যক্তিরও চরিত্র নষ্ট হয় ।

রামচন্দ্র—হরিদাস বিশেষ চরিত্রবান্, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই । তোমাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী তাকেই এই কাজে প্রয়োজন ।

১ম ও ২য় বারাজনা—(৩য় বারাজনার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক) এই বারাজনাই আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী । এ খুব তাড়াতাড়ি হরিদাসকে বশীভূত করতে পারবে । আপনি এর উপর ঐ কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ।

রামচন্দ্র—অতি উত্তম কথা ! তোমাদের মধ্য থেকেই যখন সুন্দরী বারাজনার নাম প্রস্তাব কর্ছ তখন ওকেই আমি এই কাজের ভার দিলাম ।

(৩য় বারাজনার প্রতি) কি গো সুন্দরী ; ঐ হরিদাস ছোঁরাটার চরিত্র নষ্ট করতে পারবে তো ?

৩য় বারাজনা—হজুর, আমি এই অল্প বয়সে অনেক পুরুষকে দেহ দান করেছি। বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তিও এই সুন্দরী বারাজনার কবলে পড়ে হিম্মসিম্ খেয়ে গেছে। ঐ হরিদাস যত বড় সাধুই হোক সে তো যুবক! কাজেই আপনি চিন্তা করবেন না। আমাকে মাত্র তিন দিন সময় দিন, তার মধ্যেই আপনি হরিদাসের ছুঁচরিত্ততার প্রমাণ পেয়ে যাবেন।

রামচন্দ্র—বহু-আচ্ছা বারাজনা! তোমার কথায় আমি খুব খুশী। তোমার ঐ কাজ সম্পন্ন হলে তোমাকে আমি অনেক অর্থ পুরস্কার দেবো! এখন এই কিছু অর্থ রাখ।

(৩য় বারাজনাকে থলিভর্তি অর্থ প্রদান করিলেন)

৩য় বারাজনা—(অর্থের থলি গ্রহণপূর্বক হাসি মনে নীরবে কুর্নিশ করিয়া দণ্ডায়মান রহিল।)

নায়েব—(৩য় বারাজনার প্রতি) শুনলে সুন্দরী, আরও অনেক অর্থ পাবে। তোমার শেষ বয়স সুখে চলে যাবে; অর্থের জগু ভাবতেই হবে না। এখন যে কোন উপায়ে তিন দিনের মধ্যেই হরিদাসের বৈরাগ্য-ধর্ম নাশ করে হজুরের মান বাঁচাও!

৩য় বারাজনা—নায়েব মশাই! একবার এই সুন্দরীর খেলাটা দেখুন। তিন দিন পরে দেখতে পাবেন ঐ হরিদাস ছোঁড়াটা আমার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুরুষকে বশে আনার কৌশল আমার ভালই জানা আছে।

নায়েব—হজুর, এই বারাজনা যেমন রূপে অতুলনীয়, তেমনি হরিদাসকে বশীভূত করতেও দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন। এই বারাজনা যে হরিদাসের বৈরাগ্য-ধর্ম নাশ করবেই—এতে কোন সন্দেহ নেই!

রামচন্দ্র—হাঃ-হাঃ-হাঃ..., দেখা যাক সুন্দরীর কেরামতি! শোন নায়েব, তুমি এখনই এই বারাজনাকে নিয়ে গিয়ে হরিদাসের কুটীরটা চিনিয়ে দাও গে!

নায়েব—জি আজ্ঞে! চল গো বারাজনারা।

(খানসাহেবকে কুর্নিশ করতঃ সকলের প্রস্থান)

রামচন্দ্র—এইবার আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে। পুরাকালে মুনিরাও যে নারীর মোহ আকর্ষণ এড়াতে পারে নি, সেই নারীর দুর্নিবার

আকর্ষণে ঐ হরিদাস ছোঁড়াটা কি স্থির থাকতে পারে ? ঐ গণিকার ঋগ্নরে পড়ে তার চরিত্র ভ্রষ্ট হবেই। সে একবার চরিত্ররত্ন হারালে আর তাকে কেউ সাধু বলে ভক্তি করবে না। এখন হরিদাস সাধু-শিরোমণি হয়ে যে সম্মান লুটছে তখন লম্পট-শিরোমণি হয়ে জনগণের খুৎকার কুড়াবে।

হাঃ-হাঃ-হাঃ..., আর মাত্র তিন রাত্রি বাকী। তারপর হরিদাসের কলঙ্ক দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে ; তখন ঐ সাধুর নাম মুখেও আনবে না। দেশের লোকের কাছে তখন আমি প্রচুর সম্মানে ভূষিত হ'ব ; আমারই দরবারে হবে দেশের গণ্যমান্ত লোকের ভীড় ! কি স্মৃতি ! কি স্মৃতি !! [প্রস্থান] (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

সমিতির উৎসব-বার্তা

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-মহোৎসব

অত্যাশ্চর্য বৎসরের জায় এই বৎসরও শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা উপলক্ষ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল কেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ তথা তদধীনস্থ অত্যাশ্চর্য শাখা মঠসমূহে শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর হিন্দোল-লীলা ২৪শে শ্রাবণ (ইং ১৮।৭৩) বৃহস্পতিবার হইতে ২৯শে শ্রাবণ (ইং ১৪।৮।৭৩) মঙ্গলবার পর্যন্ত মহাসমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

স্থানাভাবে এস্থলে আসামস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ ও উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচার কেন্দ্রের শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-মহামহোৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ হইতেছে।

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে

উক্ত অনুষ্ঠান শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবরূপে প্রতি বৎসরই বিশেষ সাড়ম্বরের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। উক্ত মঠের মঠরক্ষক ত্রিদিগ্‌নামী শ্রীমন্ডকিবাদান্ত বৈষ্ণব মহারাজের বিশেষ প্রার্থনায়

সমিতির আচার্য্য-সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্ত্ত্রিবেদান্ত বামন মহারাজ সদগবলে উৎসবের কয়েক দিবস পূর্বেই সেখানে শুভবিজয় করেন। তাঁহার আগমনে শ্রীমঠ আরও আনন্দমুখর হইয়া উঠে।

শ্রীঝুলনযাত্রার পূর্ব দিবস অর্থাৎ ২৩শে শ্রাবণ (ইং ৮।৮।৭৩) হইতে বিবিধ পুষ্প, পত্র, কদলীবৃক্ষ প্রভৃতিদ্বারা শ্রীমঠের তোরণ তথা শ্রীবিগ্রহের হন্দোল-দোলা সু-সজ্জিত করা হয় এবং অধিবাস-দিবসের সন্ধ্যায় বিশেষ কীর্তনাদি ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীঝুলনযাত্রা বলিতে কি বুঝি তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় শোভমণ্ডলীর নিকট ব্যক্ত করেন।

বিগত ২৪শে শ্রাবণ (ইং ৯।৮।৭৩) ব্রাহ্মমুহুর্তে কীর্তনমুখে নগর-পরিক্রমা ও পরে মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্তন-মহোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবস বৈকাল ৪ ঘটিকায় শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউ সু-সজ্জিত হিন্দোল-দোলায় আরোহণলীলা করিলে ভক্তগণ কীর্তনমুখে দর্শন করতঃ পরম তৃপ্তিলাভ করেন।

উক্ত উৎসব উপলক্ষ্যে ২৯শে শ্রাবণ (ইং ১৪।৮।৭৩) পর্য্যন্ত প্রত্যহ যথারীতি পাঠ-কীর্তন প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। তদুপরি শ্রীল আচার্য্য মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত থাকায় বহু গণ্যমান্য ও সুধী ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা ধরণের প্রশ্নাদি করতঃ উন্নত চিন্তাধারা সম্পর্কে অবগত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন।

শ্রীগোপালজী গোড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে

উক্ত মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ত্রিবেদান্ত হরিজন মহারাজের বিশেষ উৎসাহে সেখানেও শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-মহোৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সমিতির অন্ততম শাখামঠ শ্রীধাম পুণ্ডী হইতে সেবক আসিয়া এই মঠের উৎসবকে আরও সজ্জীবিত করেন। শ্রীল মহারাজ উড়িয়া ভাষায় প্রাঞ্জলভাবে হিন্দোল-লীলা কি সে-সম্পর্কে দর্শকবৃন্দকে অবগত করান। এই উপলক্ষ্যে প্রত্যহ যথারীতি পাঠ, কীর্তন এবং পাঠ-মুখে বক্তৃতা প্রভৃতি ও আলোচনার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য যথাক্রমে উল্লিখিত তিন মঠেই ৩০শে শ্রাবণ (ইং ১৫।৮।৭৩) বুধবার দিবসে আমন্ত্রিত ও আগন্তুক জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ-ଉତ୍ତୋଞ୍ଜର

পূର୍ବ পূର୍ବ ବ୍ୟବସାୟର ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବା । ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଶ୍ରୀମତୀରାଜରାଜ
 ସମିତିର ସେବାବ୍ୟବସ୍ଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀବ୍ରହ୍ମସାହିବୀ-ପିସି ଇଂ ଡାକ୍ତର (ବିଏ ଇଂ ଡାକ୍ତର) ସହଯୋଗ
 ବିଶେଷ, ଆଶ୍ରୟର ସଞ୍ଚିତ ଔଷଧୀମାନ ବ୍ୟବହାରରେ । ସମିତିର ନୟନ ଯାତ୍ରେ ଏହି
 ଡିସି ପାଳିତ ହୁଏତେ ଗୁଣିତର ଆକରଣେ ଶ୍ରୀରାଜ ସଂସ୍ଥାପକ ଶ୍ରୀମତୀରାଜ
 ଶ୍ରୀମତୀରାଜ ଯାତ୍ରେ ଏକଟି ବିଶେଷତା ବା ବିମୁଖ ଉଦ୍ଦୀପନ । ଗୁଣିତ ଶ୍ରୀରାଜ-ଶ୍ରୀମତୀରାଜ
 କୋଳାହଳର ବ୍ୟାପିତା ଉପକ୍ରମେ ପାଳିତ ହୁଏତେ ।

স্বর্গক্ষেত্র কাগজখণ্ডে পুস্তক প্রকাশ করা হইয়াছে। এই পুস্তক
 ক্রমেই এক বিশেষ কাগজখণ্ডে হইয়া পরিণত হইবে। যাহা পুস্তক
 প্রকাশের ইচ্ছা হইলে যাহা পুস্তক ইচ্ছা করিয়া ক্রয় করিয়া
 দিবে। এই পুস্তক প্রকাশের ইচ্ছা হইলে যাহা পুস্তক
 ক্রয় করিয়া দিবে। এই পুস্তক প্রকাশের ইচ্ছা হইলে
 যাহা পুস্তক ক্রয় করিয়া দিবে।

ऐक्य विधा पूर्वो लुप्तान् लङ्कारान् तिसृष्व-तदीयैव-सकृदाश्च त्रिष्टुप्कारणमीत्य-
 अत्रर्त्तस्य कदम्बाक्षरम् । ऐक्यं लङ्कारान् तिसृष्व-तदीयैव-सकृदाश्च ।

શ્રી શ્રી ડાહ્યાદેવી સ્તુતિ

ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡାକ୍ତର (ପିଠାପାଠକ), ସୁସଜ୍ଜିତ ବୃକ୍ଷଚାୟାବଳିର ସାମଗ୍ର ସଜ୍ଜିତ।
 ଶ୍ରୀମତୀ ବାବିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀର ସହୋଦରମଣି ସିମ୍ବେଲିନ ଶତାବ୍ଦୀର ସମ୍ପାଦନା କରାଯାଇଥିବା
 ନୂତନ ଯୁଗର ଉପାଦାନ ଉପାଦାନ ।

[illegible]

১৯৮১ সালে জীবনোৎসব (জীবনোৎসব) এর বিষয় : এ নিবন্ধটি-
 প্রাথমিক বিদ্যালয়েই স্ক্রিপ্ট করা হয়েছে। লেখক ও প্রকাশক
 নামেরাও বিবরণ করা হয়েছে।
 — নিবন্ধ সংগ্রহ

— निम्न अक्षर

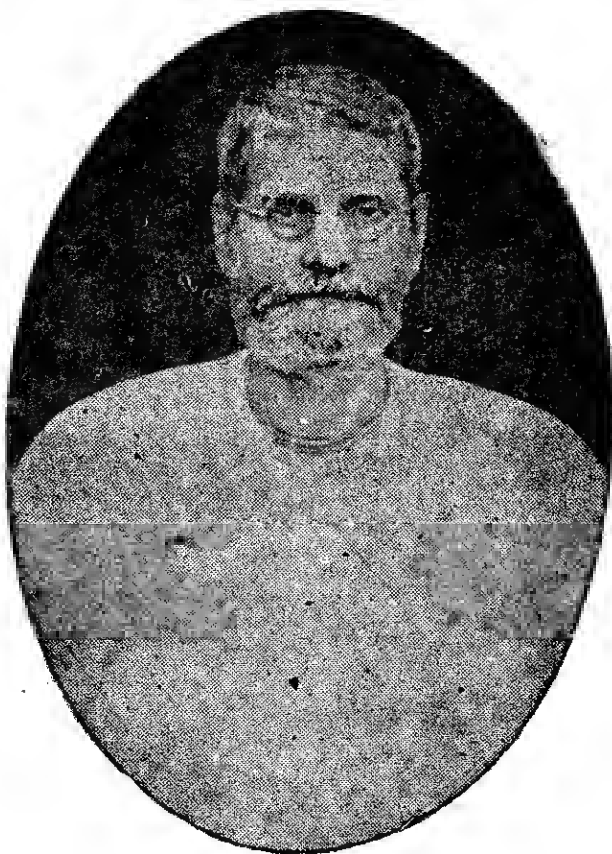
শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সন্মিতর প্রতিষ্ঠাতা

আচার্যাবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্বক্ত্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

১ম বার্ষিক ব্রহ্ম-মহোৎসব



নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।
শ্রীশ্রীমদ্বক্ত্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ।
অতিমর্ত্যচরিত্রায় স্বাপ্রিতানাঞ্চ পালিনে ।
জীবত্থে সদাৰ্ত্তায় শ্রীনাম-প্রেমদায়িনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড্)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

২৪ ভাদ্র, ১৩৮০ ; ইং ১০।৯।৭৩

শ্রী আচার্য্যচরণে দণ্ডবন্দিত-পূর্ব্বিকেষম্—

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্দিত-পূর্ব্বিকেষম্—

আগামী ৩০ পদ্মনাভ, ২৫শে আশ্বিন (ইং ১২।১০।৭৩) শুক্রবার
দিবসে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও তদধীনস্থ শাখা মঠসমূহে অস্মদীয়
শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথি
উপলক্ষ্যে পঞ্চম-বার্ষিক-বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষ্যে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবা-সূচী অনুসারে
আপনি সবান্ধব যোগদান করতঃ আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার
দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা
নিমন্ত্রণের ক্রটি মার্জ্জনীয়। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী :—

২৫শে আশ্বিন, ইং ১২।১০।৭৩ শুক্রবার—

প্রাতে—মহাজনপদাবলী-কীর্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের

অতিমর্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্নে—৪.৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিষামী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

সাধুসঙ্গে দক্ষিণ-ভারত-তীর্থদর্শনের সুবর্ণ-সুযোগ

“গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ সঙ্গে ।

সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি ভকত-সঙ্গে ॥”

শুদ্ধভক্তির অঙ্গরূপে তীর্থদর্শন বিশেষ আবশ্যক, তত্পরি সাধুসঙ্গে তীর্থযাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ । ভক্তসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করে—ইহা সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । তীর্থভ্রমণহলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান প্রকৃত তীর্থযাত্রার ফল নহে । সাধুসঙ্গই তীর্থযাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য । শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্যে দৃষ্ট হয়—“যে তীর্থেতে বৈষ্ণব নাই সে তীর্থেতে নাই যাই, কি কাজ হাঁটিয়া দূরদেশে ।”

আজকাল বহু তীর্থভ্রমণ-কোম্পানী নানাবিধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর সুযোগ-সুবিধাদানে ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে আকৃষ্ট করিয়া তীর্থভ্রমণ করাইয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তসঙ্গব্যতীত তীর্থযাত্রার প্রকৃত ফল লাভ হয় না ।

আমাদের এই তীর্থভ্রমণের সুদুর্লভ বৈশিষ্ট্য :—

- ১ । মঠবাসীভক্ত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের মুখে সর্বদা শ্রীহরিকথা, বিশেষতঃ প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও সঙ্কীর্তন ।
- ২ । সাধুগণ দর্শনীয় তীর্থের মাহাত্ম্য যাত্রীদিগকে বুঝাইয়া দেন ।
- ৩ । চলন্ত ট্রেনে থাকাকালেও শ্রীমন্মহাভূর শ্রীবিগ্রহের অর্চন-পূজন, আরতি ও ভোগরাগাদি দর্শন ।
- ৪ । প্রত্যহ দুই বেলাতে শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা ।
- ৫ । সঙ্কীর্তনমুখে যাবতীয় তীর্থ পরিদর্শন ও পরিক্রমা ।

সর্বোপরি এই পরিক্রমায় সমিতির লভাপতি-আচার্য্য মহারাজ কৃপাপূর্বক সঙ্গে থাকিয়া ভক্তগণের মঙ্গল বিধান করিবেন এবং পূজ্যপাদ ঈদৃশিহামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও সন্ন্যাসিগণ যাবতীয় পরিচালনার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করিবেন ।

অতি অল্পসংখ্যক আসন সংরক্ষিত হইতে অবশিষ্ট আছে, সুতরাং যোগদানেচ্ছু ভক্তগণ সত্বরেই আসন সংরক্ষণ না করিলে অবিলম্বে হতাশ হইবেন ।

দর্শনীয় স্থান :—

১। পুরী, ২। সিংহাচলম্ (জিওড় নৃসিংহ) ৩। মঙ্গল-
গিরি (পানা নৃসিংহ), ৪। তিরুপতি বালাজী, ৫। বিষ্ণুকাঞ্চী,
৬। শিবকাঞ্চী, ৭। পক্ষীতীর্থ, ৮। চিদাম্বরম্ (নটরাজ শিব),
৯। কুন্তলোণম্, ১০। তাঞ্জোর (বৃহদীশ্বর শিব), ১১। ত্রিচিনা-
পল্লী (রঙ্গনাথ) ১২। রামেশ্বর, ১৩। মাদুরা, ১৪। কন্যাকুমারী,
১৫। ত্রিভেন্দ্রাম্ (অনন্ত পদ্মনাভ), ১৬। মাদ্রাজ।

যাত্রাদিবস—৫ই কার্তিক, সন ১৩৮০, ইং ২২।১০।৭৩ সোমবার
প্রত্যাবর্তন দিবস (আনুমানিক)—২৭শে কার্তিক ১৩৮০,
ইং ১২।১১।৭৩, মঙ্গলবার।

—ঃ নিম্নমাননী :—

আগামী ৫ই কার্তিক ইং ২২।১০।৭৩ সোমবার, রাত্র ৮ ঘটিকার
সময়ে হাওড়া চ নং প্লাটফর্ম হইতে শুভযাত্রা আরম্ভ হইবে। পরিক্রমায়
আনুমানিক ২৩ দিন সময় লাগিবে। রেলভাড়া, হৃদূরবর্তী স্থানের
জন্ম বাস-কুলীভাড়া ও দুইবেলা মহাপ্রসাদাদির জন্ম প্রতি যাত্রীকে
৫০।১'০০ (পাঁচশত এক) টাকা ভিক্ষাস্বরূপে প্রদান করিতে হইবে।
অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের (১২ বৎসরের কম) জন্ম ৩৭৫'০০ (তিনশত পঁচাত্তর)
টাকা দিতে হইবে। ১৫ই আশ্বিন, ইং ২।১০।৭৩ মধ্যে অগ্রিম
১৫০'০০ টাকা জমা দিলে আসন সংরক্ষিত করা হইবে। অবশিষ্ট
ভিক্ষা যাত্রার ১০ দিন পূর্বে অর্থাৎ ২৫ আশ্বিন (ইং ১২।১০।৭৩) মধ্যে
সম্পূর্ণ জমা দিতে হইবে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ
মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)—
ঠিকানায় অর্থাদি জমা দিয়া রসিদ সংগ্রহ করিতে হইবে। যাত্রিগণ
একটি করিয়া হাল্কা থালা, বাটী ও ঘটী সঙ্গে আনিবেন। বিছানা-
পত্র ১৫ কিলোর অধিক হইলে ভাড়া লাগিবে, শীতোপযোগী
বিছানার প্রয়োজন নাই। গরম চাদর সঙ্গে লইলেই চলিবে।

পত্রালাপ করিতে হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ
মহারাজ, শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)—ঠিকানায়
পত্র প্রেরিতব্য। ইতি—২৫শে ভাদ্র, ইং ১১।৯।৭৩


সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দৃষ্টব্য :—অনিবার্য কারণ ও দৈব-দুর্ভাগ্যকে পরিক্রম-পঞ্জী
পরিবর্তিত বা বিঘ্নিত হইলে কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবে না। স্বল্পদূরস্থিত দর্শনীয়
স্থানে পদব্রজে যাইতে অক্ষম ব্যক্তি নিজব্যয়ে যানবাহন গ্রহণ করিবেন।

ধর্ম: বহুস্তি: পুংসাং বিশ্বকসেন-কথায় যঃ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



০ গোঁড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা বয়স্যদ্বা স্প্রসীদতি ॥

নোংপাদরেদযদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।

অন্ত ধর্ম স্তূষ্টরূপে পালে যেই জন ।

অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিহীনশূন্য ॥

হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২৫শ বর্ষ { অনিরুদ্ধ, ৫ দামোদর, ৪৮৭ গোরাঙ্গ
বুধবার, ৩০ আশ্বিন, ১৩৮০ ; ইং ১৭।১০।১৯৭৩ } ৮ম সংখ্যা

সান্নিধ্য

শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী-স্তোত্রম্

[শ্রীল-রূপ-গোশ্বামি-বিরচিতম্]

(পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৭মসংখ্যা, ২৩৮ পৃষ্ঠার পর)

মদনরসঙ্গত সঙ্গতপরিমল ভূজতটরঙ্গ-তরঙ্গিত-জিতবল ।

যুগতিবিলম্বিত লম্বিতকচভর কুসুমবিটঙ্কিত টঙ্কিতগিরিবর ॥বীর॥

হে গিরিবরধারিন্ ! হে কুসুমভূষণ ! তুমি ব্রজরমণীর অঙ্গসৌরভে
কাশোন্মত্ত হইয়া উহাদিগের সহিত নৃত্য ও বিহার করতঃ তোমার কেশ-
পাশ অলুলায়িত হয় ।

শ্রমগুলতাণ্ডবিত-প্রসূনকোদণ্ডচিত্রকোদণ্ড ।

হংপুণ্ডরীকমধ্যং মণ্ডয় মম পুণ্ডরীকাক্ষ ॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! কন্দর্পের পুষ্পময় শরাসনের তুল্য তোমার ভ্রযুগল
তুমি আমার হৃৎপদ্মমধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাকে অলঙ্কৃত কর ।

॥ পাণ্ডুপলম্ ॥

জয় জয় দণ্ডপ্রিয় কচযণ্ডগ্রথিতশিখণ্ডব্রজ শশিখণ্ড-
 ক্ষুরণসপিণ্ডস্মিতবৃত্তগণ্ড প্রণয়করণ্ড দ্বিজপতিতুণ্ড
 স্মররসকুণ্ড ক্ষতফণিমুণ্ড প্রকটপিচণ্ডস্থিতজগদণ্ডা-
 কণদণুঘণ্ট ক্ষুটরণঘণ্ট ক্ষুরদুরুণ্ডাকৃতিভুজদণ্ডা-
 হতখলচণ্ডাসুরগণ পণ্ডাজনিতবিতণ্ডাজিতবল ভাণ্ডী-
 রদয়িত খণ্ডীকৃতনবহিণ্ডীরভদধিহণ্ডীগণ কলকুণ্ডী-
 কৃতকলকণ্ডীগণ মণিকণ্ডীক্ষুরিতক্ষুণ্ডীপ্রিয় বরকণ্ডীরবরণ ॥ধীর॥

হে দণ্ডপ্রিয় ! তোমার চূড়াগ্রে চন্দ্রকলার আয় সমধিক ময়ূরপুচ্ছ
 শোভা পাইতেছে, তোমার গণ্ডদেশে মন্দ মন্দ তাস্ত-ভূষত, তুমি প্রেমের
 আশ্রয়, হে চন্দ্রানন ! তুমি কন্দর্পরসের সরোবর, তুমি কালিঘনাগের
 ফণামণ্ডল নিগ্রহ করিয়াছ, তোমার উদরে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ
 করিতেছে, তোমার কটিদেশে ক্ষুদ্রঘটিকা স্তম্ভুর শব্দ করিতেছে, তুমি
 যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ানক হও, তুমি হস্তিগুণ্ডাকার বিশাল ভুজদণ্ডদ্বারা প্রচণ্ড
 দানবগণকে নিগ্রহ করিয়াছ, তুমি বাক্যকৌশলে নিজ বয়স্শব্দকে পরাভব
 কর, তুমি ভাণ্ডীরবনপ্রিয়, তুমি বাল্যকালে সমুদ্রফেণসদৃশ নবনব নবনীত-
 পূর্ণ নবভাণ্ড শিলাখণ্ডদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়াছ, তুমি স্তম্ভুর বংশীরবে
 কোকিলদিগকে কুণ্ঠিত করিয়াছ, তুমি মণিহারভূষিত ব্রজরমণীগণের প্রিয়,
 হে বীর ! যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহের আয় তোমার বিক্রম প্রকাশিত হয়।

দণ্ডী কুণ্ডলিভোগকাণ্ডনিভয়োরুদ্ধদৌর্দণ্ডয়োঃ

শ্লিষ্টশচণ্ডিমডম্বরেণ নিবিড়শ্রীখণ্ডপুণ্ডোজ্জ্বলঃ ।

নিধূতোত্তদচণ্ডরশ্মিঘটয়া তুণ্ডপ্রিয়া মামকং

কামং মণ্ডয় পুণ্ডরীকনয়ন ত্বং হন্ত হ্রস্মণ্ডলম্ ॥

কন্দর্পকোদণ্ডদর্পক্রিয়োদণ্ড

দৃগ্ভঙ্গিকাণ্ডীর সংজুষ্টভাণ্ডীর ॥ধীর॥

হে পুণ্ডরীকনয়ন ! ত্বদীয় অকলঙ্কচন্দ্রসদৃশ বদনবাস্তিধারা আমার তামস
 হৃদয়ের শোভা বিস্তার কর। তুমি দুষ্ট নিগ্রহ নিমিত্ত দণ্ডধারণ করিয়াছ,
 মর্পের কাষদণ্ডের আয় তোমার দৌর্দণ্ড, চন্দন-তিলকে তোমার ললাট

জ্যোতিৰ্মন ইহঁতায়, ১৪ তাত্ত্বীমগনকির । তামার প্রবৃণলভন লোকেন ও
নবব্রহ্মলীঙ্গন নাম ইহঁদা একৰ্ণ চিত্তবস জন কবিতোব ।

তদুপেক্ষ কলিকামলিনীতটনুলাভমগনিসুত ।

তয় নৃপসত্যাস্তিকদলৈঃ সূক্তদিল্লীবরহস্যবকুতিঃ ।

যে উপেক্ষ । তুমি কালিনীমণীর কৌমুদী স্নেহবল্লভে বরনত নাগক-
হর, বিকসিত ইন্দ্রধরের প্রভে ভোমার অক্ষয় কবিত্ব ।

১ ইন্দীকহম্ ॥

তত্ কয় রত্ব দিব্যবসিহস্তরূপধূবিং সাতর্পিততরলস্ব-
ৰ্ঘুতল বসন্তকিরি সিতমস্ত সুরিনদ্যন্ত প্রসবভূমন্ত
প্রভবনস্ত প্রিয়লব সন্তপ্তবি রতিবন্তঃ স্বভূমহমন্ত
প্রভুবর মল্যাস্তকজনকম্পাসিতনর কল্যাকৃতিবন্ত সূক্ষ্ম-
মলরূপ সূক্ষ্মাকৃতিবন্ত সূক্ষ্মবসন্তবসন্তম্পদমন্ত
দ্বিতমবসন্তবসন্ত সূক্ষ্মাকৃতিবন্ত বসন্তকিরিবিবসন্ত
বসন্তবসন্তকিরি বিবসন্তকিরিবিবসন্তকিরিবিবসন্তকিরি
বসন্তবসন্তকিরিবিবসন্তকিরিবিবসন্তকিরিবিবসন্তকিরি

যে লজ্জাকালন । তুমি শ্রীকায় নবপুণ্যাত্মা ত্রিকূটন পরিতপিত কায়াকর,
১৪তমার অস্ত্রকমণ অস্ত্র কোমল তুমি বসন্তকীর্ত্তন ১৪তমার মল্যামলী
মল্যামলাব জরি অতিভক্ত ১৪তমার বটাক জরি ভক্তন, ভোমার কল
কলক-বাস্ত, তুমি অরিন বসন্তবর চিত্তবসন্ত ভোমাক্তে স্তম্ভ
কবিত্বা স্তম্ভ সাত অগ্নে, যে স্তম্ভবর মল্যামল । যে বিবিল জলাস্তর
মল্যামল মীলবর্ণ । যে কুবলমল । ভোমার উদয় বহো এই বিবিল জলাস্তর
অনকিতি কবিত্বেরে, স্নেহবল্লভের অতি প্রবর রূপ বসন্তকিরি
কুবলমল ভোমার ১৪তমার জ্যোতিত, তমাক্তি দেবগণ বসী বইয়া
১৪তমার প্রভ কবিত্বেরে, বিকসিত ইন্দীমামর প্রভ তে'রাম মননমুগল,
১৪ বীতি । মল্যামলাব ভোমার অশৌকক কাব্য দেবির । অতিমল
আনন্দিত তম ।

দ্বিত্যতিভক্তলেক্ষণিক মল্যামলবিস্ময়

তত পুত্ৰবহবঃ বটকং যৎ সূক্ষ্ম ।

বিরচিতপশুপালীনেত্রসারঙ্গরঙ্গং

মম হৃদয়তড়াগে সঙ্গমঙ্গীকরোতু ॥

অম্বরগতসুরবিনতিবিলম্বিত তুমুরুপরিভবিমুরলিকরম্বিত ।

শম্বরমুখমৃগনিকরকুটুম্বিত সংভ্রমবলয়িতযুবতিবিচুম্বিত ॥বীর॥

হে মুকুন্দ ! যাহা হইতে মন্দ মন্দ হাস্যরূপ মকরন্দ বিগলিত হইতেছে, গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া পরমহংসগণ যাহা অব্বেষণ করিতেছেন, গোপিকাগণের নয়নভ্রমর যাহা পান করিতেছে, এই প্রকার স্বদায় সেই বদনারবিন্দ আমার হৃদয়-সরোবরে বিরাজিও হউক । হে বীর ! দেবগণ আকাশস্থ হইয়া তোমার বন্দনা করিতেছেন, তোমার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিলে তুমুরু গন্ধর্বের গীতাশ্রিমান দূর হয়, শম্বর প্রভৃতি হরিণগণ বংশীরবাকৃষ্ট হইয়া তোমার চতুর্দিক পরিবেষ্টিত রহিয়াছে, ব্রহ্মরমণীগণ তোমার বদনারবিন্দ সাদরে চুষন করিতেছেন ।

অম্বুজকুটুম্বহিতুঃ কদম্বসংবাধবন্ধুরে পুলিনে ।

পীতাম্বর কুরু কেলিং ত্বং বীর নিতম্বিনীঘটয়া ॥

ও পীতাম্বর ! হে বীর ! কদম্ববনাকর্ণ অতি মনোহর কানিন্দীতটে গোপিকাগণের সহিত তুমি বিহার কর ।

॥ অরুণান্তোরুহম্ ॥

জয় রসসংপদ্বিরচিতবাম্প স্মরকৃতকম্প প্রিয়জনশংপ
প্রবণিতকম্পসুরদনুকম্প ছাতিজিতশম্পক্ষুটনবচম্প-
শ্রিতকচণ্ডম্প শ্রুতিপরিমলম্বক্ষুরিতকদম্বস্তমুখ ডিম্ব-
প্রিয়রবিবিশ্বোদয়পরিজ্জন্তোন্মুখলসদন্তোরুহমুখ লম্বো-
দ্ভটভুজ লম্বোদরবরকুন্তোপমকুচবিশ্বোষ্ঠযুবতিচুম্বো-
দ্ভট-পরিরন্তোংসুক কুরু শং ভোস্তড়িদবলম্বোজিতমিলদন্তো-
ধরমুবিদম্বোদূর নতশংভো পরিজিতদন্তোলিগরিমসংভা-
বিতভুজজন্তাহিতমদ লম্পাকমনসি সংপাদয় ময়ি তং পা-
কিমমনুকম্পালবমিহ ॥ ধীর ॥

হে কৃষ্ণ ! তুমি শৃঙ্গাররস-সমুদ্রে বাম্প দিয়া নিমগ্ন হইয়াছ, স্মরণাবেশ হেতু সান্ত্বিকভাবের উদয়ে তোমার শ্রীঅঙ্গ কম্পিত ও পুলকিত হয়, তুমি

আত্মীয়জনের কল্যাণকারী, তুমি কোন সময়ে ভয়কুণ্ঠিত বরুণের প্রতি
অনুকম্পা প্রকাশ করিয়াছিলে, বিদ্যাত্তের ছায়া পীতবর্ণ নববিকসিত চম্পক-
মালায় তোমার চূড়া স্নশোভিত, কর্ণাংশু কদম্বকুসুমদ্বারা তোমার শ্রীমুখের
অপূর্ব শোভা হইয়াছে, তুমি গোপবালকের প্রীতিকর, প্রভাতরবিকিরণে
প্রফুল্ল কমলের ছায়া তোমার শ্রীমুখমণ্ডল স্নশোভিত, তোমার বাহ্যুগল
সুদীর্ঘ ও বিক্রমশালী, বাহার স্তনসৌন্দর্য্যে গজ্ঞাননের কুন্ত শোভা পরাভব
করিয়াছেন, সেই সমস্ত গোপাঙ্গনার মুখচুষনে ও তাঁহাদের আলিঙ্গনে তুমি
সমুৎসুক, পীতাস্বরে স্নশোভিত তোমাকে দেখিয়া সৌদামিনীশোভিত মেঘ-
মালা লজ্জিত হয়, তুমি মহাদেবের নমস্, তুমি কল্যাণকর, তুমি বজ্রপাণি
পূরন্দরের মদগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছ, হে বীর! বিষয়াসক্ত আমার প্রতি তুমি
কিঞ্চিৎ করুণা প্রকাশ কর।

দিব্যে দগুধরস্বস্তুটভবে ফুল্লাটবীমণ্ডলে

বল্লীমণ্ডপভাজি লঙ্কমদিরস্তম্ভেরমাড়ম্বরঃ ।

কুব্বনগুনপুঞ্জগুনমতি-শ্যামাঙ্গকান্তিশ্রিয়া

লীলাপাঙ্গতরঙ্গিতেন তরসা মাং হন্ত সন্তপ্য ॥

হে নাথ! তুমি শ্রীঅঙ্গের স্ফটিকণ শ্যামল কান্তিদ্বারা পুঞ্জীকৃত অঙ্গন-
কান্তি পরাভব করিয়াছ, তুমি সুদীর্ঘ কালিন্দীতটে পুষ্পিত অরণ্যমধ্যে
নিকুঞ্জস্থানে গোপাঙ্গনার সহিত মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিহার করিতেছ,
অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি সাকরণ ন্যম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত কর।

অম্বুজকিরণবিড়ম্বক খঞ্জনপরিচলদম্বক ।

চুস্বিতযুবতিকদম্বক কুন্তললুণ্ঠিতকদম্বক ॥ বীর ॥

হে গোপিকামুখচুষনপ্রিয়! তোমার করচরণাদি-কান্তিদ্বারা অম্বুজকান্তি
বিড়ম্বিত হইতেছে, তোমার নয়নযুগল খঞ্জনের ছায়া চঞ্চল, তুমি গোপিকা-
গণের কবরীবন্ধন আলুলায়িত কর, তোমার কর্ণযুগলে কদম্বকুসুম
স্নশোভিত।

ক্রমশঃ

উপাধি ব্যাধি

["সেই সে বিজ্ঞার ফল জানিহ নিশ্চয়।

কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয় ॥"]

শ্রীশ্রীগুরু গৌরান্দো জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

ইং ১৮/১২/৬৪

স্নেহান্বিত,

* * * ! তোমার 27. 11. 64 ও 11. 12. 64 তারিখদ্বয়ের দুইখানা পত্রই পাইয়াছি। তোমার পত্রে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাস্তা আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। সুতরাং কি উত্তর দিব বুঝিতে পারিতেছি না। তবে তুমি এখন বেদান্তের মধ্য পড়িতেছ, পড়িতে থাক, আমার কোন আপত্তি নাই। অবশ্য বাঁহারা রামানুজের বেদান্ত পড়ান, তাঁহাদের মধ্যে বেশির ভাগই রামানুজ বেদান্ত অভ্যস্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন না। সুতরাং তাঁহারা যে কি পড়াইবেন, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আজকাল শিক্ষক বা ধর্মপ্রচারকদের কোন ধর্মের ঠিক নাই। তাঁহারা অশিক্ষাকেই শিক্ষা এবং অধর্মকেই ধর্ম বলিয়া মনে করেন। তুমি ইহা তোমার টোলের অধ্যাপক ও ছাত্রদের বুঝাইয়া দিবে। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার শিক্ষকদের ও ছাত্রদের ইগা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এমন কি পিতার অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি (রাজা) শিক্ষকরূপে বালক শ্রীপ্রহ্লাদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনী আমাদের আদর্শ। শিক্ষাই প্রয়োজন। উপাধির প্রয়োজন নাই। উপাধিকে ব্যাধি বলে। শুধু উপাধি সংগ্রহের জন্ত চেষ্টা ছাত্রদের পক্ষে অভক্তিপর। সুতরাং তাহা বিদ্যার্থীগণের যত কম হইবে ততই মঙ্গল। শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবসেবা না করিলে বিদ্যা অবিদ্যার মধ্যে পরিগণিত হয়। উহার দ্বারা বিদ্যার্থীগণের অধঃপতন অনিবার্য। 'জ্ঞান' একটা জিনিষ, উপাধি অন্ম জিনিষ। উপাধিতে দন্ত-অহঙ্কারাদি মানুষকে নিম্নগামী করিয়া ভক্তিবিরোধী করিয়া দেয়। নিজের টোলে ৫৭ বৎসর পড়িয়াও যদি কোন খেতাব না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ইহাট সর্বোত্তম। সাধারণ

গ্রাম্য নীতিতে বলে, পরের বুদ্ধিতে বড়লোক হওয়া অপেক্ষা নিজের বুদ্ধিতে ফাঁকির হওয়া ভাল। শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ মধুসূদন সরস্বতীর নিকট বেদান্ত পড়িয়া তাঁহাকেই বেদান্ত-বিচারে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকেই শিষ্য করিয়াছিলেন। মধুসূদন সরস্বতীর ছাত্র সরল অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিতে দোষ নাই। তবে অসবল অধ্যাপকদের শিক্ষা সর্বতোভাবে অগ্রহণীয়। সে যাহা হউক, ভক্তি বিরোধী অধ্যয়ন-পিপাসা নিবৃত্তি করিয়া তুমি হরি-সেবা করিবার যত্ন করিলেই সন্তোষের বিষয় হইবে। তোমার আর্থিক অভাব হইলে আমাকে জানাইবে। আমার নিকট তোমাকে দিবার জন্ত একজন দাতা ৩০ টাকা জমা রাখিয়াছে। তুমি ভবিষ্যতে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করিবে এই বিশ্বাসে টাকা দিয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিলেই মনে হয় সকলের পক্ষে মঙ্গল। * * * মহারাজ শারীরিক অসুস্থতার জন্ত সিধাবাড়ী গিয়াছেন। উর্দ্ধমহী মহারাজ বৈষ্ণব-দর্শনের মধ্য, রাঘব কাব্যের মধ্য, কৃষ্ণকৃপা হরিনামা-মৃতের মধ্য পরীক্ষা দিবে বলিয়া Form fill up করিয়াছে। শ্রীহরি ও হরিহর হারনামামৃতের উপাধি পরীক্ষার Form fill up করিয়াছে। বৃষভাসু, গোরাটাঁদ, মুকুন্দ প্রভৃতি হরিনামামৃতের আশু পরীক্ষার form fill up করিয়াছে। * * * পণ্ডিত বেদান্ত চতুষ্পাটীর অধ্যাপকস্বরূপে form স্বাক্ষর করিয়াছে। কাব্যের অধ্যাপক * * * মহারাজ। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাক জ্ঞী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

পরমার্থ

(পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪৪ পৃষ্ঠার পর)

নিত্যানন্দ প্রভুর কথায় সন্তুষ্ট হ'য়ে দারী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে কিছু ভোজন করা'তে চাইলেন। পতিতপাবন শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভু গঙ্গায় স্নান ক'রে সন্ন্যাসীর গৃহে ফলাহার কর্তে লাগলেন। এমন সময় সেই দারী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে 'আনন্দ' গ্রহণের জন্ত পুনঃপুনঃ ইঙ্গিত ক'রতে লাগলেন। দারী সন্ন্যাসীর পত্নী ভোজনকালে অতিথি-গণকে ঐরূপ বিরক্ত ক'রতে নিষেধ ক'রলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে

জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—সন্ন্যাসী 'আনন্দ' শব্দে কি লক্ষ্য ক'রছে? নিত্যানন্দ প্রভু সকল প্রকার ব্যক্তির আচরণই অবগত ছিলেন। তিনি গৌরসুন্দরকে জানালেন,—'আনন্দ' শব্দদ্বারা দারী সন্ন্যাসী 'সুখ' লক্ষ্য ক'রছে। এই কথা শুন্বামাত্র বিশ্বস্তর "বিষ্ণু বিষ্ণু" স্মরণ ক'রে তৎক্ষণাৎ আহাৰ পরিত্যাগপূর্বক আচমন ক'রলেন এবং অতি সত্ত্বর নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপ দিলেন। এই লীলাদ্বারা মহাপ্রভু দুঃসঙ্গ-বর্জনের শিক্ষা দিলেন এবং আরও জানা'লেন,—

‘স্ত্রৈণ ও মণ্ডপে প্রভু অনুগ্রহ করে।

নিন্দক বেদান্তী যদি, তথাপি সংহারে ॥

সন্ন্যাসী হৈয়া মণ্ড পিয়ে, স্ত্রী-সঙ্গ আচরে।

তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে ॥

না হয় এজন্মে ভাল, হৈব আর জন্মে।

সবে নিন্দকের নাহি বাসে ভাল মর্মে ॥

দেখা নাহি পায় যত অভক্ত সন্ন্যাসী।

তার সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী কাশীবাসী ॥

ভুক্তিকামী অপেক্ষা মুক্তিকামী নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিস্থ অধিকতর কপট ব'লে শ্রীমন্মহাপ্রভু মঙ্গলেচ্ছুকে তা'দের সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিবর্জন করবার উপদেশ দি'য়াছেন। উর্ধ্বশী তা'র অপস্বার্থ-সিদ্ধির সময় অতিক্রান্ত দে'খে যখন চন্দ্রবংশীয় পুরুষ বা ঐলকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গিয়েছিল তখন ঐল উর্ধ্বশীর নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি ক'রে নির্বেদ লাভ ক'রলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে ব'লেছিলেন,—

‘ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সংস্ৰ সজ্জত বুদ্ধিমান্।

সন্তু বাস্তু ছিন্তন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥’ (ভাঃ ১১।২৬।২৬)

[অতএব দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সংসঙ্গ করিবেন। সাধুগণ সাধু উপদেশদ্বারা তাঁহার সমস্ত ভক্তিপ্রতিকূল বাসনা-বন্ধন ছেদন করিবেন।]

সাধুগণের একমাত্র কর্তব্য—জীবের যে সকল সঞ্চিত দুষ্টবুদ্ধি আছে, তা' ছেদন ক'রে দেওয়া; ইহাই সাধুদিগের অকৃত্রিম অহৈতুকী বাঞ্ছা। বিহৃদয়তা প্রকাশ ক'রে জগতের লোক বাহিরের দিকে একরকম কথা, ভিতরের দিকে অণু রকম কথা পোষণ করে; আর এই বিহৃদয়তাকেই

[illegible]

এক সময় ঠাকুর মহাশয়—যিনি পুণী পথচায়ে উপর ত্যাগীর কার্য-
কালে আবিষ্কৃত হ'বার লীলা প্রকাশ হ'য়েছিলেন এই রহস্য লোক—
আশীষাভ্যাসের ব্যক্তিও নিকট হইল। কথা ব'লানিলেন, তাঁরও অসম-
বাহিনীরও আক্রমণের লাভ হ'তে হ'ইতিল। মৎস্য-প্রকৃতির আনন্দিক
ও উপভোগি আশ্রয়ের লোক ব'লিতে লাগিল, কয়েকম ঠাকুর কারখানায়
কর্মরত হ'য়ে যেন জীবন-রত্নাঙ্গনকে পারদ্যাবিক উল্লাসে ভোর নিম্ন
হ'য়েছেন। এই কথা শুনে ঠাকুর মহাশয় ব'লিল,—আ' হ'লে আরি
ব'শু'ব নিম্ন হ'ব। ঠাকুর মহাশয়ের নিম্ন প্রভাবক কটোরাণী ও
জিহ্বা-প্রভাবক ওজ, জী ব'লিল,—তা'হ'লে মৎস্য-ও' মৎস্য-লোক
ক'তে না প'ক, পারদ্যের লোক আরও বৃদ্ধি পাবে। এই মত' শুনে
তাঁরা একমত হইলেন—হাঁকি, আর একমত লাগিলেন—স্বাধীন।

তখন বিবেচনা সম্বন্ধেই যে সকল লক্ষিতব্যগুলি ঠিকুর হস্তাধিকারের
 পরেই করণের মতলা বিবেচনা করিয়াই এইরূপে পৌরসভায়, তখন তাঁরা
 তাঁদের আদালতের একেবারেই একই কিস্তিতে কুরেবাজার
 কোর্টার গেলেন। তখন কুরেবাজার তাঁদের হয়ে লাভেরে ফলাফল আদায়
 করেছিল। তাঁদের তাঁরা পান সিন্ডিকেট লোকের দোহায়ে গেলেন,
 হাকিম সিন্ডিকেটের আর লক্ষ্যেই তাঁদের করা লাভেরে ফলাফল। এ সকল
 দোহায়েই গেলেন গরিব লক্ষিতব্যদের হয়ে মনে বিচারে ফলাফল—এই দেশের
 কুরেবাজার—একটি লক্ষ্যেই হস্তাধিকার করা হ'লেই লাভের, সেখানেই বর্জিতব্যের
 হস্তাধিকার ঠিকুর হস্তাধিকার যে একই লক্ষ্যে, তাঁরা হস্তাধিকার করা হ'লেই
 লাভের। হস্তাধিকার তাঁর কাছ লক্ষ্যে গির আদালতের হস্তাধিকার লাভের
 হস্তাধিকার পরিবর্তে আদালতের এখান থেকে বিচার লোকেরা হস্তাধিকার
 বিচার করা তাঁরা লোকের থেকে ল'লে ফলাফল। তাঁরা হস্তাধিকার
 করেন, তাঁরা হস্তাধিকার করেছিল এইজন্যেই হস্তাধিকার হ'লেই ফলাফল। (কুরেবাজার)

ক্রমণঃ নলী করিত। নিজ-দেহের চতুর্দিকে বৃত্তি বহ। যেমন ভড়ীর প্রী-
দাহক বৃত্তি উৎপন্নভাবে পুলাকর প্রতি বাবিত হয়, তদ্রূপ বিভা-ব্রী-সোহর
অপ্রাকৃত-বৃত্তি ইচ্ছাশেষ ক'র বাবিত কব। বিবাহক প্রতি বিজেরার লালসা
ভাষ্যানর 'বৃত্তি' বলি। অপ্রাকৃত নিছ-দেহের যে স্বাভাবিকী
কুকলালসা, তাকাই বীভর নিত্য-বৃত্তি।

—অঃ অঃ ৭৪ অঃ

৮। বনবিভারপুত্র বা'কনণের যে ভাষার উল্লিখন, ভাষার মূল
লোখার ?

"বনবিভারপুত্র ভইলেও কাৰ্য্যভঃ ভীহাণা নিবলণবিসম্বে রে বস্বে
অ্যামাভনা নয়েন, অঙ্কল্যনাকারে কাৰ্য্যকই চিত্তালব বাসন, বাসণা,
সৌধকা'বন, বুমারি, এবাবন, পুজা, কাৰ্য্যঃ (prayatna) ইতপ্রি নাহি বিয়া
থাকের। তা-নয়রে উপদেব পুন্য, প্রাৰ্থণা (prayatna) না এবাদন অকৃতি
সিধ্যাত অবিষ্টে ছন, তখন বিছাৎপ'কর ভাট একটি ভাব ভীহাণ অঙ্কল্যন
বল্লে উট্টো মঃব কল্লিতে নয়ে ভরা ভাট। তাহ'ক অকৃতির নিছ কিছু
বাগ্গি উদ্ভাবন নহে। এখন ববে ভব, ঐ ভাবটী বরি আনাত স্বাবিনশে
ধারে, ভাট নটোল ভাব আনান কই থাকে। তাই, সে ভাটটি কি ?
ভাট কি ভক্কেব কট্ট নটোলার বস্ট,—না নক্ক-খিলটীত বস্ট ? বস্টে ভগ্ন
অ্যাবন ভন, ভাট নোখাত বেকল ভাব বেখিঃব বা। ভক্তিঃ পরার্থ
(Effectivity) নটুৎক (Magnanimity) অ্যাবাণা নাত্তর অধেঅতি অক্ক
ভাটলদেব যথে সে অক্ক নাক। চিত্তাক বরি বিভাঃ ক'হিরা বেখ,
ভাটলদেব বে ভাব নটী। কক-অলবীক চিত্তাক ভ' কছুই বাই। ভাব
ভাট। কাৰ্য্য হইলে অ্যামল। ভোমবী গজীমলণে বিভার ন'বিয়া সেখ, কক-
অ্যাক'সিক ভীঃব সিভরঅঃ বইঃই সেই ভাব উল্লিখিত কব।"

—১ঃ পিঃ ২৪ খণ্ড ৭৮

৯। নতি কি টেজুক-বলোঃ'ক-নিশেষ।

"নতি একটি স্বাভাবিক বৃত্তি, ভাষার ভেদু বাই, নিবন দেখিলেই
উল্লেখিত হয়। ক ক ন ন বৃত্তি প্রেহের বীণ। অন্ন-কীৰ্ত্তন-নলে বেই
বীজাক অক্কবিত্ত কব।

—অঃ অঃ ৭৪ অঃ

জাতরক্তি বা ক্রিয় চরিত্র নির্দেশ্য । কোন কোন বাক্যে ক্রিয়া লাব্যবস
বৈবাহিকের বিস্তৃত বলিয়া দেখা যায়, তাহা বস্তুতঃ ক্রিয়ায় পক্ষে স্থগীত হয় ।
বিবিধ-প্রকার নিত্য-বিকল্পিত হইতে পারে । বৈবাহিকের দ্বারা বোধ হয় যে—

—ঐহঃ শিঃ ১১শ পঃ

১২। ক্রিয়াকারী ও ক্রিয়কারী ব্যক্তির ১ম বৃত্তির উৎস বস্তুতঃ ।

‘বৃত্তি’ অর্থাৎ ‘বৃত্তি’ শব্দটি। ‘বৃত্তি’ ও ‘বৃত্তি’ এই দুইটি ক্রিয়াকারী ও ক্রিয়াকারী
সমস্ত বৃত্তি-লক্ষণ দ্বারা বহিঃ-প্রকাশিত বৃত্তি-লক্ষণ । তাহা হইলে
বিত্ততঃ ক্রিয়াকারী লক্ষণে ‘বৃত্তি’ অর্থাৎ ‘বৃত্তি’-বৃত্তি-লক্ষণ ও ক্রিয়াকারী-বৃত্তি-লক্ষণ । সেই
সকল লক্ষণ দ্বারা ‘বৃত্তি’ অর্থাৎ ‘বৃত্তি’ ক্রিয়াকারী লক্ষণে সেই বৃত্তি-লক্ষণ ও ‘বৃত্তি’
লক্ষণ থাকে ।

—ঐহঃ শিঃ ১১শ পঃ

১৩। ‘বৃত্তি’-লক্ষণে ও ‘বৃত্তি’-লক্ষণে বাক্য ‘বৃত্তি’-লক্ষণে ও ‘বৃত্তি’-লক্ষণে
কৃত্যবাস্তব বৃত্তি-লক্ষণে ।

‘ক ক ক’ বৃত্তি-লক্ষণে বৃত্তি-লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে হয়, তাহা বৃত্তি-লক্ষণে ।
বিত্তি-লক্ষণে-লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে
বৃত্তি-লক্ষণে—লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে
‘বৃত্তি’-লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে

কিছু বাক্য-লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে

লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে

লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে

লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে
লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে
লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে

—‘লক্ষণে লক্ষণে’, ক ক ক ক ক

১৪। লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে

‘লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে
লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে
লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে লক্ষণে

—ঐহঃ শিঃ ১১শ পঃ

১৫। শান্তিরতি কিরূপে প্রকটিত হয় ?

“জীবের শুদ্ধা রতি অনেকদিন আশ্রয়ের সহিত জড়কুঠতা ও বিস্মৃতি ভোগ করিয়া, অনর্থোপশম হইলে, আহা ! কি ভয়ঙ্কর আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম বলিয়া স্বীয় শুদ্ধাবস্থায় বিশ্রাম লাভ করে। সে-সময় শান্তিরূপ একটী আশ্রয়গত-ভাব তাহাকে স্পর্শ করিলে, রতি তখন শান্তি-রতি হয়।”

—চৈঃ শিঃ ৭।১

১৬। শান্তিরতির বিষয় ও আশ্রয় কি ?

“উপাস্ত-বস্তু নির্বিশেষ (Undistinguishable) নয়, কিন্তু সর্বিশেষ (Personal)। এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা ভগবন্তত্ব-সম্বন্ধি-বুদ্ধিকে ‘শম’ বলা যায়। শম যে উপাসকের হৃদয়ে আসীন হইয়াছে, সে উপাসক যখন উৎপন্ন-রতি হন, তখন তাঁহার রতিকে ‘শান্তি রতি’ বলি। শান্ত জীবই শান্তিরতির আশ্রয়। সর্বিশেষ (Personal God) ভগবান্‌ই সেই রতির বিষয়। শান্ত জীব ভগবন্তত্বে জড়-বুদ্ধি-পরিশূন্য। চিংসুখ-প্রাপ্তির যোগ তাঁহার উপাসনা-লিঙ্গ। বিষয়োন্মুখতা পরিত্যাগ-পূর্বক নিজানন্দে তিনি স্থিত হন। অতএব কৃষ্ণ তাঁহার সম্বন্ধে পরমাত্মা বা কিঞ্চিং সর্বিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রতীত হইয়া তাঁহার রতির বিষয় হন।”

—চৈঃ শিঃ ৭।৩

১৭। ‘দাস্ত’-রতি কোন্‌ সময় উদিত হয় ?

“রতিতে অল্প মমতা সংযুক্ত হইলে দাস্ত বা প্রীত-রতি হয়। তখন ভগবান্‌কে ‘প্রভু’ বোধ করত জীব আপনাকে তাঁহার ‘নিভাদান’ বলিয়া সম্বন্ধ স্থাপনা করেন। দাস্তরতি দুই প্রকার—সম্মমগত ও গৌরবগত। সম্মমগত দাস্তে জীব আপনাকে অন্তর্গৃহীত মনে করেন, গৌরবগত-দাস্তে আপনাকে লাল্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তুসকল - সম্মমগত দাস্তের আশ্রয়। পুত্রসকল—গৌরবগত দাস্তের আশ্রয়।”

—চৈঃ শিঃ ৭।১

১৮। দাস্তরতির স্বরূপ কি ?

“দাস্তগত রসে স্থায়িভাব প্রেম অর্থাৎ রতি মমতার দ্বারা পুষ্ট হইয়া ‘প্রেম’ হইয়া থাকে। অতএব দাস্তে রতি ও প্রেমরূপ লক্ষণদ্বয়যুক্ত স্থায়িভাব আছে। তাহাতে স্নেহ ও রাগ কিছু কিছু থাকে।”

—চৈঃ শিঃ ৭।১

১৯। 'সম্ভ্রম-প্ৰীতি' কি ?

“কৃষ্ণে দাসাভিমান ব্যক্তিদিগের ব্রজেন্দ্রনন্দনে সম্ভ্রমবিশিষ্টা প্ৰীতি উৎপন্ন হয়। তাহাই পুষ্ট হইয়া 'সম্ভ্রম-প্ৰীতি' সংজ্ঞা লাভ করে। এই রসে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণদাসগণ আবলম্বন।”

—জৈঃ ধঃ ২৯শ অঃ

২০। সখ্যরসে স্থায়ীভাব কি ?

“সখ্য বা প্রেমভক্তিরসে স্থায়ীভাব প্রণয়। রতি ও প্রেম তাহাতে নিহিত আছে। দাস্ত্রে যে সম্ভ্রম ও গৌরব ছিল, তাহা পারিপাক হইয়া সখ্যে বিশ্রান্ত বা অটল বিশ্বাস হইয়া যায়। ইহাতে রতি, প্রেম, প্রণয়, বলবান, স্নেহ রাগ কিছু কিছু থাকে।

—চৈঃ শিঃ ৭।১

২১। সখ্য হইতে বাৎসল্য-রতির উৎকর্ষ কি ?

“বাৎসল্য-রসে বিশ্রান্ত পরিপাক-অবস্থায় অনুকম্পা হইয়া পড়ে।” তাহাতে রতি, প্রেম, প্রণয় ও স্নেহ পর্য্যন্ত প্রবল ; রাগও থাকে।”

—চৈঃ শিঃ ৭।১

২২। শৃঙ্গারের স্থায়ীভাব কি পর্য্যন্ত পুষ্ট হয় ?

“শৃঙ্গার বা মধুর ভক্তিরসে কমনীয়ত্ব প্রবল হইয়া সম্ভ্রম, গৌরব, বিশ্রান্ত ও অনুকম্পাকে স্বসত্তায় পর্য্যবসিত করিয়া ফেলে। ইহাতে স্থায়ীভাব যে প্রিয়তা নামা রতি, তাহা প্রেম, প্রণয়, স্নেহ, রাগ পর্য্যন্ত ভাবে পুষ্ট হয়। ভাব ও মহাভাব ইহাতে উদিত হয়।”

—চৈঃ শিঃ ৭।১

২৩। মুক্তিকামিগণের পুলকাক্ষ প্রভৃতি বিকার কোথা হইতে জাত ?

“যে-সকল লোক মুক্তির জগু ঈশ্বরের উপাসনা করে, তাহাদের যে পুলকাক্ষ, তাহা রত্যাভাস হইতে হয়। তাহাদের হৃদয় শ্লথ, তাহাদের হৃদয়ে অকারণ আহ্লাদ ও বিশ্বাসাদির আভাস উদিত হয়। সে আভাস হইতে যে-সকল বিকার হয়, সে সমুদায় সত্যাভাস-জনিত।”

—চৈঃ শিঃ ৭।১

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৩১)

তটস্থ ও পরিকরভেদে ভক্তগণ দুই প্রকার। তাহাতে শ্রীভগবানের ব্রহ্মত্বলক্ষণ ও ভগবন্তালক্ষণ স্বভাবের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। তটস্থ ভক্তগণ-মধ্যে কেহ কেহ ব্রহ্মত্বলক্ষণ ভগবৎস্বভাব ভালবাসেন, আর কেহ তাহা ত ভালবাসেনই, ভগবন্তালক্ষণ স্বভাবেও প্রীতিমান। পরিকরগণ কেবল ভগবন্তালক্ষণ স্বভাবেই প্রীতিমান। শ্রীভগবান স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য, ও মাধুর্য্যপূর্ণ তত্ত্ববিশেষ। স্বরূপ—পরমানন্দ। ব্রহ্মত্বলক্ষণে কেবলমাত্র স্বরূপেরই অভিব্যক্তি। ভগবন্তালক্ষণে স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য—তিনেরই অভিব্যক্তি—সতত বর্ত্তমান। মাধুর্য্যানুভবের তারতম্যানুসারে পরিকরগণের ভাবের তারতম্য।

ভগবত্তা সাধারণতঃ দ্বিবিধ, পরমৈশ্বর্য্যরূপ ও পরমমাধুর্য্যরূপ। ঐশ্বর্য্য—প্রভুতা, মাধুর্য্য—স্বভাব, গুণ, রূপ, বয়স, লীলা এবং সম্বন্ধ বিশেষের মনোহরত্ব।

দাস্যভাবাপ্রাপ্ত, সখ্যভাবাপ্রাপ্ত, বাৎসল্যভাবাপ্রাপ্ত ও মধুরভাবাপ্রাপ্ত এই চতুর্বিধ পরিকরও দুইভাগে বিভক্ত, পরম ঐশ্বর্য্য অনুভব প্রধান ও পরম মাধুর্য্য অনুভব প্রধান। পরমৈশ্বর্য্যানুভব প্রধান পরিকরগণ মাধুর্য্যানুভবে বঞ্চিত থাকেন না। তবে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যানুভব বেশী মাধুর্য্যানুভব কম। আর যাহারা মাধুর্য্যানুভব করেন, তাঁহাদের মাধুর্য্যানুভব অধিক, ঐশ্বর্য্য—অনুভব অল্প।

ঐশ্বর্য্য হইতে সাধন (ভয়), সম্ভ্রম (ভয়াদি জনিত ব্যগ্রতা) ও গৌরব বুদ্ধি জন্মে; আর মাধুর্য্য হইতে প্রীতি জন্মে। কংসবধের পর শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম বসুদেব-দেবকীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলে বসুদেব-দেবকী পুত্রদ্বয়কে জগদীশ্বর বলিয়া অবগত হওয়ায় প্রীতিবশতঃ আলিঙ্গনাদি স্নেহ প্রকাশ করেন নাই। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের তাদৃশভাব অবগত হইয়া মায়া বিস্তার করিলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে মাতঃ, হে পিতঃ, আমাদের নিমিত্ত আপনারা নিত্য উৎকণ্ঠিত থাকিলেও আমাদের বাল্য, পৌরুষ বা কৈশোর-জনিত কোন সুখই ভোগ করিতে পারেন নাই। মায়ামগ্ন্য শ্রীহরির তাদৃশ বাক্যে বসুদেব-দেবকী মোহিত হইয়া পুত্রদ্বয়কে

ক্রোড়ে ধারণপূর্বক আলিঙ্গন করিয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে অশ্রুধারায় অভিসিক্ত করিতে করিতে বাপ্পরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া কিছু বলিতে সমর্থ হন নাই।

মায়াবিস্তার অর্থে প্রেমের আনন্দক জগদীশ্বরত্ব জ্ঞান যাহাতে না হয়, জগদীশ্বরত্ব আচ্ছাদনের ক্ষুদ্র নিষ্ঠমায়া আনন্দ শক্তিকে জগদীশ্বরত্ব আচ্ছাদনের ক্ষুদ্র বিস্তার করিলেন ও তাঁহাদের সম্বন্ধে বাৎসল্যপ্রীতি ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

তাহা হইলে ভক্তিতে পরমেশ্বরের যৌনোন্মত্ততা উদ্বোধন দেখা যায়, তাহা সন্তম-গৌরবাদি ভক্তির অবস্থার সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। অবয়বী প্রীতাংশে মাধুর্যেরই উদ্বোধন। আবার পরমেশ্বর্য-মাধুর্য উভয়ের সম্মিলন পরমেশ্বরে প্রেমজনক—এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে।

অবয়ব—অঙ্গ, আর অবয়বী—অঙ্গী। অবয়বী মানুষ হইতে অবয়ব কর-চরণাদি নিকৃষ্ট, কোন অবয়বের অভাবে অবয়বীর অভাব ঘটে না, কিন্তু অবয়বীর অভাবে কোন অবয়ব থাকিতে পারে না। এইজন্য অবয়বী মুখ্য, আর অবয়ব গৌণ। কোন ব্যক্তি যেমন অবয়ব-অবয়বী ভেদে দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে, ভক্তিও তেমনি দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে। সন্তম-গৌরবাদ তাহার অবয়ব স্থানীয়, প্রীতি অবয়বী স্থানীয়। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য দর্শনে তাহার প্রতি সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন করার প্রবৃত্তি হয়। আর মাধুর্য্য দর্শনে প্রীতির উদ্রেক হয়। প্রীতিই মূল ভক্তি, সন্তম-গৌরবাদি তাহার অঙ্গ। যাহা অঙ্গীর সহায়, তাহা অঙ্গের সহায় হইতে শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ অঙ্গীর সহায়ের উপযোগিতা অধিক এবং অপরিহার্য্য। এই হেতু শ্রীভগবানের মাধুর্য্যজ্ঞান ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ। মাধুর্য্যজ্ঞান হইতে পরমেশ্বর বোধ জন্মে না—ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হইতে পরমেশ্বর বুদ্ধি হয়; তাহা হইতে সেবাবোধ জন্মে। সেবাই ভক্তির স্বরূপ। “তস্মাৎ সেবেবুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিশব্দেন ভূয়সী।” সেই সেবা যদি আনুকূল্যাক্ষিকা হয়, তবেই তাহার ভক্তিসংজ্ঞা হইতে পারে।

মাধুর্য্যের প্রীতিজনকত্ব স্থির হওয়ায় তাহার অনুভব শ্রীগোকুলবাসি-গণের স্বভাবসিদ্ধ নিশ্চিত হইতেছে। তাহাদের ঐশ্বর্য্যানুভব আগন্তুক, শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণের পর গোপগণ অত্যন্ত বিম্বিত হইলেন এবং ব্রজরাজের নিকট সমবেত হইয়া বলিলেন—হে নন্দঃ, তোমার এই পুত্রে আমাদের সমস্ত ব্রজবাসীরই দুস্ত্যজ অনুরাগ, আর ইঁহারও আমাদের প্রতি স্বাভাবিক

না জানা অজ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর। ইহা ব্রজবাসিগণ জানিতেন না, গর্গাচার্য্য জানাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। ইহাতে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে যে ইহা, ব্রজবাসিগণের অজ্ঞান। কিন্তু তাহা নহে, মাধুর্য্যজ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের মধ্যে মাধুর্য্যজ্ঞানই মুখ্য। ব্রজবাসিগণে তাহা থাকায় তাঁহাদের ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান সর্বোত্তম।

একাদশ স্কন্ধে নবযোগেন্দ্রের অশ্রুতম কবি বলিয়াছেন—“দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ ঈশাদপেতশ্চ” অর্থাৎ ঈশ্বর বৈমুখ্যদোষে ঈশ্বর-বিষয়ক অজ্ঞান হেতু জীবের সংসার প্রাপ্তি। এই বচনে জানা যায়, যাহার ঈশ্বর বিষয়ক অজ্ঞান থাকে তাহার অশ্রুত আবেশ ঘটে। ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অশ্রুত আবেশ না থাকায় তাঁহাদের ঐগবদ্বিষয়ক অজ্ঞান থাকা অসম্ভব। জ্ঞানের চরমাবস্থা পরতত্ত্বে আবেশ। ব্রজবাসিগণের মত পরম আবেশ আর কাহাও ছিল না। এজন্যই উহা সর্বোত্তম।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রীনাথের কৃপা

(একাক্ষ নাটিকা)

(পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬৬ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয় দৃশ্য

হরিদাস ঠাকুরের ভজন-কুটীরের বহির্ভাগ

(হরিদাসের প্রবেশ)

হরিদাস—ওগো দয়াল, দীনবৎসল শ্রামসুন্দর, একবার দেখা দাও। আমার হৃদয়-বেদনা তোমার তো অজানা নাই প্রভু! মুসলমান গ্রামবাসিগণ কর্তৃক বিতারিত হয়ে বেনাপোল গ্রামের এই নির্জন কাননে তোমার ভজনে রত আছি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এখানেও রামচন্দ্র খান এক বেশ্যাকে পাঠিয়ে আমার সর্বনাশ সাধনে তৎপর হয়েছে। হা প্রভু, আমার ভাগ্যে একি অঘটন! তোমার করুণা ছাড়া এই বিপদ থেকে আমি কেমন করে নিস্তার পাব, দেব! পর পর দুই-দিন তা'কে প্রত্যাখ্যান করেছি। সংখ্যানাম পূর্ণ না হওয়ায় 'নাম' সমাপ্ত হ'লে তা'কে অঙ্গীকার করুব বলায় সে আশ্বস্ত হয়ে আছে।

কিন্তু আজ যে সর্বশেষ দিন প্রভু! আজও সে এলে আমি কি করব? ওগো নাথ, তুমি কৃপা করে তার মন কিরিয়ে দাও। সে যে দুই-দিন সারারাত্রি ধরে আমার কাছে নাম শ্রবণ করেছে তৎফলে তার চিত্তের শুদ্ধি এনে দাও, দেব!

[সহসা দৈববাণী স্ফুরিত হইল]

দৈববাণী — হরিদাস, তুমি নামাচার্য্য। তোমার ভক্তি-প্রভাবে জগন্লোক তোমার সম্মান করায় পরশ্রীকান্তর রামচন্দ্র খান তা' সহ্য করতে না পেরে তোমার প্রতিষ্ঠা নষ্ট করার জন্ত তোমার কুটীরে যুধতী বারাজনা পাঠিয়েছে। কিন্তু ভক্তের প্রতিষ্ঠা ক্ষুদ্র হবার নহে। ঐ বারাজনা তোমার মুখে শুদ্ধ হরিনাম শ্রবণের ফলে তার চিত্ত শুদ্ধ হওয়ায় তোমার প্রভাবে অদ্বৈত সে কৃষ্ণপ্রেমাভিষ্ট হয়ে তোমার কাছে হরিনাম গ্রহণের জন্ত প্রার্থনা জানাবে। এইভাবে তোমার নিকট হরিনাম গ্রহণের ফলে ঐ বারাজনা ভক্তরূপে জগতে সমাদৃত হবেন। মাতৈঃ, তোমার চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের ক্ষমতা কাহারো নেই! ভগবান্ শীঘ্রই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করবেন!

হরিদাস — (কাঁদিতে কাঁদিতে) তা'হলে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে? হা কৃষ্ণ! তুমি আমার জায পাপিষ্ঠকে দর্শন দেবে! ওগো তোমার অদর্শনে আমার যে আর কণকালও কাটছে না! আমার প্রাণ যে বড় বাকুল হয়ে উঠছে গো! খুব শীঘ্রই দেখা দেবে তো? আমি তোমার দেখা পাব নাথ? বুঝেছি তুমি যে অপার করুণাসিন্ধু, অধম-ভারণ; তাই এ দীন-কাঙাল তোমার কাছে উপেক্ষিত নয়! তোমার দেখা পাবার ভরসায় আজ আমি বড় উল্লসিত! তোমার কৃপায় রামচন্দ্র খানের এই কান্দ থেকে রক্ষা পা'ব জেনে আজ আমার চিত্ত বড় প্রসন্ন! তুমি ছাড়া আমার রক্ষাকর্ত্তা আর কে আছে? আমার কেবল তুমিই;... .. তুমিই একমাত্র শরণ! তোমার ঐ অভয়বাণী আমার মনে প্রাণে সাড়া জাগিয়েছে,—আমায় নির্ভয় করেছে। ওগো কৃপাময়, একবার কৃপা করে এ দোনের কোটী কোটী প্রণাম গ্রহণ কর।
(প্রণাম করিলেন)

[ইত্যবসরে ওয়া বারাজনার প্রবেশ]

ওয়া বারাজনা — (দণ্ডবৎপূর্বক) ঠাকুর, আপনি কা'কে প্রণাম করছেন?

হরিদাস— যাঁর নাম নিয়ে আছি তাঁকেই প্রণাম করছি, দেবী !

৩য়া বারাজনা— ঠাকুর, আজ আমার অভিলাষ পূর্ণ হবে তো ? আপনি গত দুইরাত্রি আমার ঘুরিয়েছেন এবং বলেছেন আজ আপনার ব্রত-ভঙ্গ হলে কথা রাখবেন।

হরিদাস— নিশ্চয়ই ! এই হরিদাসের কথা কখনও নড় চড় হয় না। এখনও কোটি নাম-যজ্ঞের কিছু সংখ্যা বাকী আছে। আজ রাত্রি শেষে তা' অবশ্যই পূর্ণ হবে ; তখন তোমার কথা চিন্তা করব দেবী !

৩য়া বারাজনা— আর চিন্তা নয় ঠাকুর ! আজ রাত্রি শেষেই আপনার কথা রাখতে হবে।

হরিদাস— বেশ তো, এখন সরারাত্রি নাম-কীর্ত্তন শ্রবণ কর। রাত্রি-শেষে আমার নাম-যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লেই তোমার প্রার্থনা মত ব্যবস্থা করব। গত দুই রাত্রি নাম-কীর্ত্তন ভাল লেগেছে তো ?

৩য়া বারাজনা—প্রথমে নাম শুন্তে ভাল না লাগলেও আপনার মুখে তা' শুন্তে শুন্তে ক্রমে ঐ নামে আমার মন বড় আকৃষ্ট হচ্ছে। ঐ নাম আমি এর পূর্বে কখনও শুনি নাই। নাম যে এত মিষ্টি তাও জান্তাম না। এখন আমার জিহ্বাও যেন সব সময় নাম করতে চাইছে। কিন্তু ভাবছি আপনার কাছে ঐ নাম শ্রবণে আমার এরূপ ক্রমশঃ আগ্রহ বাড়লে আমার এ ব্যবসা কি করে চলবে ?

হরিদাস—কি বললে ? তোমার ঐ পাপ-ব্যবসা কি করে চলবে তার জন্ত তোমার এত চিন্তা ?

৩য়া বারাজনা—ঠাকুর আমার ব্যবসাকে আপনি পাপ-ব্যবসা বলছেন ?

হরিদাস—তোমার ঐ ব্যবসার সবটাই পাপ। তুমি কি জান না যে সতীত্ব বিসর্জন দেওয়া মহাপাপ ? অসতী কি কখনও সমাজে উচ্চস্থান বা মর্যাদা পায় ? শ্রীলোকের সতীত্ব বক্ষণই তার বিশেষ ধর্ম। সতীত্ব বলেই সাবিত্রীদেবী মৃত্যুর পরও রথ থেকে তাঁর মৃত স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। পতিব্রতা এলা মাণ্ডব্য মুনিকে বলেছিলেন,— সূর্য্য উঠলেই যদি আমার স্বামীর মৃত্যু ঘটে, তা'হলে সূর্য্য আর উঠবেন না। সেই সতীর কথা লঙ্ঘন করে সূর্য্য উঠতে পারেন নি। আর সতীকুল-শিরোমণি সীতাদেবীর কথা জানা আছে ? সীতাদেবীর পতিব্রতা-

লীলার কি তুলনা আছে? অগ্নিদেব স্বয়ং বিদ্রুত চরিত্রা-সীতাকে তুলে নিয়ে অগ্নিকুণ্ড হ'তে উঠে এসে শ্রীরামচন্দ্রকে বলেছিলেন,—

“বিদ্রুতভাবাং নিষ্পাপং প্রতিগৃহীষ্ব রাঘব।

ন কিঞ্চিদভিধাতব্যা অহমাজ্ঞাপয়ামি তে॥”

নিষ্কলঙ্কা ও পবিত্রা সীতাদেবী শাস্ত্রে পুণ্যশ্লোক বলেও কীৰ্ত্তিতা হয়েছেন; যথা—

“পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।

পুণ্যশ্লোকো চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দনঃ॥”

শাস্ত্রে আরও কত অসংখ্য সত্যের উদাহরণ আছে। তুমি এমন সতীত্বের মর্যাদা রক্ষা না করে নেহাৎ অর্থ রোজগারের জন্ত বা যৌন-তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষায় সতীত্বকে বিসর্জন দিয়ে ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করছ। ভেবে দেখছো না তোমার কি গতি হবে? যে স্ত্রীলোক বেশ্যা-বৃত্তি দ্বারা বহু পুরুষকে স্বামীত্বে বরণ করে তার পতিব্রতা-ধর্ম্য থাকে কি করে? বেশ্যাবৃত্তি অতি জঘন্যবৃত্তি—উদ্ধাতে কখনও মঙ্গল হয় না; বরং মঙ্গাপাপে পতিত হয়ে কল্প জন্মান্তর ধরে দুর্দিনা ভোগ করতে হয়।

৩য় বারাদ্রনা—আপনার মুখে সতীত্বের মহিমা শুনে আমি অসতী-পথে যাওয়ার জন্ত বড় লজ্জিত ও অনুতপ্ত। যদিও বুঝছি এ' বৃত্তি জঘন্য ও পাপপূর্ণ, তবু অর্থ রোজগারের লালসা যেন এখনও মন থেকে যাচ্ছে না!

হরিদাস—ভেবে দেখ দেবী, তুমি যে রূপের বড়াই করে দেহ-বিক্রী-রূপ বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা অর্থ রোজগার করছ, তোমার সেই ‘রূপ’ কি চিরস্থায়ী? কালে তোমার দেহ রোগগ্রীর্ণ বা বার্ধক্য উপনীত হ'লে ঐ কমণীয় রূপ তখন মলিনতা প্রাপ্ত হবে। মৃত্যুর পর তোমার ঐ দেহটা ভস্মীভূত হয়ে যাবে অথবা শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্যরূপে পরিণত হবে। যে অর্থের লালসায় নিজের সতীত্ব বিসর্জন দিচ্ছ সেই অর্থ তোমায় চির-যৌবন দান করতে পারবে না বা সেই অর্থ তোমার মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাতে পারবে না বা সেই অর্থ মৃত্যুর পর তোমার সঙ্গে যাবে না। সুতরাং যে দেহ-অর্থ তোমায় সুখ দিতে পারে না ও পারবে না বা তোমার নিত্য কালের সঙ্গী নয় তার অনুগত হয়ে লাভ কি? বরং তুমি যে বেশ্যাবৃত্তি করে অর্থ বা পাপ সঞ্চয় করছ তার প্রতিফল তোমাকে ভোগ করতে হবে; ঐ পাপের সাজা এড়াতে পারবে না।

৩য় বারাজনা—সতীত্বের মহিমা না জেনে আমি যে পাপ করেছি, সে পাপেরও সাজা আমায় পেতে হবে ?

হরিদাস—নিশ্চয়ই। পাপ জ্ঞানেই কৃত হোক বা অজ্ঞানেই কৃত হোক তাহা পাপই। নৃগরাজা ভুলবশতঃ ব্রহ্মস্ব হরণের পাপে কুললাদ-জন্ম পেয়েছিলেন। সুতরাং তুমি যে পাপী—এতে সন্দেহ নেই।

৩য় বারাজনা—(ঠাকুরের পদতলে পাতত হইয়া) আমার এ পাপ থেকে আমি কি নিষ্কৃতি পাব না ? আমার কি উদ্ধারের উপায় নেই ঠাকুর ?

(চক্ষে জল আসিল)

হরিদাস—তোমার উদ্ধারের উপায় ঠিকই আছে। মানুষ যতই পতিত হোক, যতই অপরাধ করুক, তার উদ্ধারের পথ কখনও চিররুদ্ধ হয় না। পশু-পক্ষী-মীট-পতঙ্গ প্রভৃতি যারা 'নাম' করতে পারে না তারাও 'নাম' শুনতে শুনতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যোত্তর প্রাণীর যদি নাম শ্রবণে গতি হয়ে থাকে, তা'হলে তোমারই বা গতি হবে না কেন ? যে-কোন পতিত নর-নারী অল্প কোন সাধন-ভজন না করেও একমাত্র 'নাম' অবলম্বন করেই কৃতার্থ হয়ে যায়। তোমার যে অর্থ-চিন্তা ও পাপ-চিন্তা ঘিরে ধরেছে তা' সমস্তই একমাত্র নাম শুনতে শুনতে ও নাম অবলম্বন করলে যাবতীয় পাপ ও পাপ-বাসনা কোথা দিয়ে চলে যাবে তা' জানতে পারবে না। সূর্য্য উদয় হতে না হতেই যেমন অন্ধকার দূরিভূত হয় তেমনি এই নামোদয় আরম্ভেই পাপ আদি ক্ষয় হয়ে যায়—নামের প্রতি শরণাপ্ত হলেই কোন অপরাধ আর থাকে না। পাপী-তাপীর পাপ দূর করার জগুই তো স্বয়ং ভগবান্ নাম-রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর গোণ-নাম মোক্ষ প্রভৃতি দান করেন, আর মুখ্যনাম ভগবৎপ্রেম প্রদান করেন। তুমি গত দুইরাত্রি ব্যাপি আমার কাছে যে নাম শুনছ উহাই মুখ্য নাম। পিত্তোপতপ্ত রসনায় যেমন মিশ্রি ভাল না লাগলেও তা' সেবন করতে করতে পিত্ত নাশ হইলেই মিশ্রিতে রুচি হয়, তেমনি তোমার দুই রাত্রি ব্যাপি ধৈর্য্যপূর্ব্বক এই নাম-রূপ-মিশ্রি সেবনের ফলে অবিদ্যা-নাশ হতে থাকায় ক্রমে ক্রমে নামে রুচির উদয় হচ্ছে। যতই নামে রুচির উদয় হয় ততই পূর্ব্বপাপ চলে যেতে থাকে। চিন্তা নাই দেবী ! তুমি উৎসাহ, ধৈর্য্য ও বিশ্বাস-পূর্ব্বক আজ সারারাত্রি ব্যাপি নাম শ্রবণ কর। নামের কৃপায় তোমার

ଅଳ୍ପକ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ସାଳକି, ଡାକ ଓ ବହା ଡାକେର ଡାକରଣ ସହେ । କେବଳ
 ସେହି ସାହିତ୍ୟେ ବଢ଼ି ବିଦ୍ୟ-ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଖାତୁକ୍ତ, ଅନ୍ତରେ ଅସୁଖେର ସ୍ତାବନା
 ସହଜ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ-ବାସେ କଳାକୃଷି ! ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପାଶ-ସୁଲମାଳ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏକ ଏହି
 ଲାସ-ସଂହାରଣେ ଡୋରାସ ଡାକେର ଏକସାକ୍ତ ଉପାସ ।

ତରୁ ବାହାଜିନୀ—(ସମ୍ଭବ ହେ) ଆସନ୍ତେ ତୁ ମ ଶୁଦ୍ଧିପିତା ଅବତାରବେଶ ଯି ସାନ
 କ୍ଷଣ । କହୁଣେ ? ଆମ ଦେଶାତ୍ମୀୟ, ଅର୍ଥଲୋଭୁନତା ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଯଦା ଯଦା
 ସାମ କରେ । ସାମ, ଆତ୍ମାତ୍ମ ଜୀବନେ ସିନ୍ଧୁ ଓ ଶୁକ୍ର, ଆମସାର ଶୁଦ୍ଧି ପାରେ
 ଯଦି ତୁ ମି ଅନୁଗ୍ରହ କରେ ଆମାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନୁଗ୍ରହ କରା ନକର ।

(ଚିନ୍ତାଧାର ଶୁକ୍ରର ପର ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଜିକା କାହାରେ ଯାଏଲେ)

ହରିହର—କେତେ ସେହି ! କ୍ଷଣକୁ ନାହିଁ ହେଲେ କେବଳ କହୁଣେ । ମ ଶ୍ରୀ ସମସ୍ୟା
 ହେଉଛି ନାନେର କଳା-ବିଦ୍ୟା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସାନେର କୃତ୍ୟ କ୍ଷଣ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହି
 ସାହିତ୍ୟେ ଶୁଦ୍ଧିର ଉପର ପଞ୍ଜିକା ନୋରାତ୍ମା କଳାକୃଷିର ଆକର୍ଷଣ ବ୍ୟାପିତ ।
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଆମେତେ ଶୁଦ୍ଧି ଦେ ଦିନ ଏହି ଏକା କାହାରେ କେବଳ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍
 କଳା ବ୍ୟାପିତ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ନିହାରି ଆସି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ।
 କେବଳ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ।

ତରୁ ବାହାଜିନୀ—ଶୁଦ୍ଧି, ଆମର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କଳାକୃଷିର ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ । ଆମର
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ । ଆମର ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ।
 ଆମର ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ।

ହରିହର—କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ନାହିଁ ନାହିଁ ନାହିଁ ; ହେଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ
 ନାହିଁ ନାହିଁ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ।

ତରୁ ବାହାଜିନୀ—ଶୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧି ।

[ସହଜ କଳାକୃଷିର କଳାକୃଷିର କଳାକୃଷିର କଳାକୃଷିର]

ନେମ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ।

—ଏହି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ।

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ।

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ।

କଳାକୃଷିର ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ ।]

(ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍)

— ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀ, ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ঔ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
পঞ্চম বার্ষিক ব্রহ্ম-তিথি-বাসরে
ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি

[১]

শ্রীচৈতন্যমনোহরীষ্ট স্থাপিবাব তরে ।
কে এলে গোলোক হ'তে এভুলোক' পরে ?
দিব্য হিরণ্য মূর্তি সূচাক বদন ।
চির স্মিত-হাস্যপ্লুত প্রীতি-নিদর্শন ॥
কোকিল অখিলপ্রিয় ষথা তার গানে ।
আশ্রিতবৎসল তুমি তথা সবে জানে ॥
সেই মোর গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান ।
গৌরাভিষ্ট সাধি আজি করিলা প্রয়াণ ॥
নানা অপসম্প্রদায়ে বাপিত ভুবন ।
মায়াবাদ-দোষধ্বস্ত ধর্ম বিলোপন ॥
সেহেতু লেখনী-বাণ স্বহস্তে ধরিলা ।
খণ্ড-খণ্ড করি 'বাদ' স্ব-ধামে চলিলা ॥
“মায়াবাদের জীবনী”—গ্রন্থ নিরামিলা ।
অক্ষয়োজ্জ্বলা কীর্তি ধরায় রাখি গেলা ॥
পাষণ্ড-ধর্মধ্বজী প্রমত্ত হস্তীদলে ।
“গজৈক-সিংহ”রূপে পিষিলা পদতলে ॥
গৌরাজের প্রেমবত্যা ভাসিয়ে জগতে ।
কোথায় রহিলে আজি নিগূঢ় গোপতে ॥

গুরুভক্তি-পরাকার্ষ্য কৈলা প্রদর্শন ।
 এ বাসরে স্মৃতিপটে জাগে অনুক্ষণ ॥
 মাগি আমি নতশিরে তোমার চরণে ।
 (যেন) চিরদিন রত থাকি ও-পদবরণে ॥
 গোলোক-প্রসূন তুমি নিত্য নিরমল ।
 বসিষ সেবক-মাথে আশীঃ-পরিমল ॥
 বেহাগকরুণ সুরে সুরে রচি' অশ্রুগাথা ।
 অপিণু পাদপদ্মে লওগো হে দেবতা !

শ্রীপাদপদ্মেণু-প্রার্থী—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু উদ্ধমন্তী

[২]

যাঁহার কৃপায় মুকব্যক্তি বাগ্মীতা লাভ করেন, পক্ষু গিরি লঙ্ঘনে সামর্থ্য লাভ করেন, সেই পরম করুণাময় শ্রীগৌড়ীয়-আচার্য্যাকেশরী মদভীষ্টদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের রাতুল চরণ-কমলে সার্ব্বাণ্ড্রে এ অধম শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে । অতঃ তাঁহার বিরহ-তিথি-পূজায় তাঁহার অপার মহিমার কণা-মাত্র স্পর্শ করিবার প্রয়াস পাইতেছি মাত্র ।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ তদীয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন,—

আকাশ—অনন্ত, তাতে যৈছে পক্ষিগণ ।

যার যত শক্তি, তত করে আরোহণ ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০।৭-৯)

ঐছে গুরুদেবের লীলা অনন্ত অপার ।

এ' অধমের কৈছে শক্তি তাহা বর্ণিবার ॥

তথাপি শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপায় অত্যন্ত অজ্ঞ ব্যক্তিও তাঁহার অতিমর্ত্য চরিত্র বর্ণন করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গুরুবৈষ্ণবের বিরহকেই সর্বাপেক্ষা দুঃখ বলা হইয়াছে—

দুঃখ-মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর ?

কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৮:২৪৭)

যতপি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণ নিত্য, তথাপি জগৎ-কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহারা প্রকট কখনও বা অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়া থাকেন। ভগবৎ-পরিকরের প্রকটে আনন্দ এবং অপ্রকটে বদ্ধ জীবের পক্ষে সাক্ষাৎ দর্শন ও উপদেশ লাভে বঞ্চিত হওয়ার জন্য দুঃখ। তাই আজি এই বিরহ-বাসর আমাদের পক্ষে গুরুতর দুঃখের তিথি। তবে—

এ'সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।

‘আবির্ভাব-তিরোভাব’ মাত্র কহে বেদ ॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।৫২)

তথাপি অতু আমরা তাঁহার সেবা ও মহিমা শ্রবণ-কীর্তনের সুযোগ লাভ করিতেছি বলিয়া এই তিথি মঙ্গলজনক ও আনন্দময়।

শ্রীল গুরুপাদপদ্ম মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারিজীউ ও ঔদার্য্য-লীলা-বিস্তারকারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যধামে নিত্যপরিকর। তাঁহাদের মনোহরীক পূরণের জন্য বিশ্বহিত-নিমিত্ত শ্রীভগবদ্ভিষায় তিনি ইহ জগতে প্রকটিত হইয়াছিলেন। তিনি পরম করুণাময় রসিকাচার্য্য শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুবরের ন্যায় বিরাট ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াও জীবের নিত্য কল্যাণের নিমিত্ত জাগতিক ধনৈখর্য্য তুচ্ছকৃত করিয়া যৌবনকালেই শ্রীমতী রাধারানীর নিজজন শ্রীকৃপানুগাচার্য্যপ্রবর বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা চিহ্নিলাস নিত্যলীলাপ্রবীক ও বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমন্তজির্নিস্কান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের শ্রীচরণসরোজে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ শ্রীগৌরধাম মায়া-পুরের মহিমা বিস্তার, রক্ষণাবেক্ষণ তথা গৌরনাম ও গৌরকাম প্রচারাদি সেবা-কার্য্যদ্বারা জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সর্বতোভাবে মনোহরীক পূরণ করেন।

সর্বশক্তিমান ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেবা-ভগবান এবং শ্রীশ্রীল গুরুপাদ-পদ্ম সেবক-ভগবান। শ্রীগুরুরূপে ভগবান জগতে অবতরণপূর্বক স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবকে গুরুনিষ্ঠা, বৈষ্ণবপ্রীতি ও ভগবানে প্রেমভক্তি শিক্ষা দিয়া থাকেন—যদ্বারা জগজ্জীব পরাশান্তি লাভ করিতে পারেন। মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের গুরুনিষ্ঠা অতুলনীয় যাহা শ্রীব্রহ্ম-মাক্ষ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে স্বর্ণাকরে অঙ্কিত আছে ও থাকিবে।

জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদ যখন আউল-বাউল, ভাগবত-ব্যবসায়ী অপ-সম্প্রদায়ের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্তিত বিদ্বৎ ভক্তিসিক্তান্তের বানী প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন সেই সময় একবার যখন শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার পার্শ্বদ ও ভক্তবৃন্দসহ শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীকোলদ্বীপান্তর্গত বর্তমান সহর নবদ্বীপে ‘প্রোটা মায়া’-সল্লিকটে উপস্থিত হন তখন জাতগোসাঁইয়ের দল স্বপার্শ্বদ শ্রীল প্রভুপাদকে লক্ষ্য করিয়া টিল, ইফক ও গরম জলাদি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে অস্বদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্বই নির্ভিকভাবে শ্রীল প্রভুপাদকে নিজের শ্বেতবস্ত্র জড়াইয়া তাঁহাকে শ্রীমায়াপুরে সুরক্ষিত-ভাবে পৌছাইবার ব্যবস্থা করেন ও নিজে শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাসবস্ত্র গ্রহণ করতঃ আচার্য্য শ্রীরামানুজের প্রিয় শিষ্য কুরেশের জলন্ত আদর্শ স্থাপন করেন। সেই সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা বিগত হওয়ার পর শ্রীল প্রভুপাদের গণ সকলেই একবাক্যে অস্বদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্বকে প্রীতিসহকারে বলিতে লাগিলেন,—আমাদের বিনোদ দা শ্রীল প্রভুপাদকে ফিরাইয়া আনিয়া আমাদের প্রাণরক্ষা করতঃ চিরঋণ-পাশে আবদ্ধ করিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার বিবিধপ্রকার সেবায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে ‘কৃতিরত্ন’ উপাধিতে ভূষিত করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তিনি তদীয় মনোহরীষ্ট পূরণার্থে কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপনপূর্বক ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীগৌড়ীয় মঠ স্থাপন করতঃ বিপুলভাবে শ্রীগৌরবানী প্রচার করিয়া অগণিত বদ্ধজীবকে সংসার-কারাগার হইতে উদ্ধার করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভক্তিরূপ মন্দাকিনী-ধারায় স্নান করাইয়া নিতা আনন্দ প্রদান করেন।

শ্রীল গুরুপাদপদ্ব পাষণ্ডদলনে অদ্বিতীয় ছিলেন। বৌদ্ধ-মায়াবাদরূপ হস্তীর নিকট তিনি দুর্দান্ত সিংহরূপ আর যে কোন প্রকার তর্কিকের নিকট তিনি ছিলেন বিচারে অপরাজেয়। তিনি জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিকান্ত-বিরুদ্ধ বিচারসমূহকে বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় দেন নাই। শুদ্ধা ভক্তি প্রচারে ও অভক্তিপূর্ণ বিচার দমনে শ্রীগৌড়ীয়-কৃতিগণের মধ্যে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। শ্রীগুরুগৌরাজের মনোহরীষ্ট পূরণকল্পে তিনি বাংলা ও হিন্দী ভাষায় যথাক্রমে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ও শ্রীভাগবত পত্রিকা নামক মাসিক পত্রিকাদ্বয় এবং বহু ভক্তিশাস্ত্র গ্রন্থও প্রকাশ করেন।

অচিন্ত্যভেদাভেদ নামক গ্রন্থে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শ্রীব্রহ্ম-মাধব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ-বাদীর যাবতীয় কুযুক্তিসমূহ খণ্ডন করিয়া ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে, শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় ব্রহ্ম-মাধব-সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত এবং শ্রীল বলদেব বিদ্যভূষণপাদ ঐ অন্তর্ভুক্তির বিষয় স্বীকার করিয়া কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করেন নাই।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর লুপ্তপ্রায় শ্রীনবদ্বীপ-বৃন্দাবন-পুরী-কেদার-বদ্রী-সেতুবন্ধরামেশ্বর-দ্বারকাদি ধাম-পরিক্রমার পুনঃ প্রকাশ তথা বিভিন্ন স্থানে বহু মঠ-মন্দিরাদি স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করেন।

শ্রীল গুরুপাদপদ্য অতিমর্ত্য লোকাভীত মহিমায় মহিমান্বিত। তিনি যখন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-মাধুরী তথা নাম, গুণ, মহিমা, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত-লীলার কথা কীর্তন করিতেন তখন শাস্ত্রবর্ণিত রোমাঞ্চ, কম্পাশ্রু ও পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিকারসমূহ দেখা যাইত।

আজ-কাল দেখা যায় শ্রীমন্নুহাপ্রভুর প্রবর্তিত সারস্বত-সমাজে কাহারও কাহারও ভজন-কীর্তনের মধ্যে নানাপ্রকার রং-তামাসাদি অপসিদ্ধান্ত প্রবিষ্ট হইয়াছে। কীর্তনাদি সম্বন্ধে শ্রীল গুরুপাদপদ্য যেরূপ অভিব্যক্তি প্রকাশ করতঃ তৎসম্পর্কে তদীয় সম্পাদিত ‘শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ’-এর ১ম খণ্ডের মুখবন্ধে যাহা উপদেশ ও বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিতেছি—

“গান-বাজনাকে শাস্ত্রে তৌর্যাত্মিক বলিয়াছেন—তাহা বিলাস-ব্যসনের অন্তর্গত। কিন্তু যদঙ্গ করতাল সহযোগে শ্রীহরি-সঙ্কীর্তনে ভগবদ্ প্রাপ্তি হয়—তাহা বিলাসিতা নহে।” কিন্তু বর্তমানে কাহারোও কাহারোও তৎপরিবর্তে বিভিন্ন বিলাসযন্ত্রের সুর-ই ভজন হইয়াছে। কেহ কেহ নিজ-মহিমা বিস্তার-কল্পে প্রতিষ্ঠা-পিপাসু হইয়া স্বয়ং ‘প্রভুপাদ’ নাম লইয়া ও প্রভুপাদ সাজিয়া গুর্ব্বজ্ঞাই প্রদর্শন করিতেছেন। কেহবা নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টির প্রয়াস ও নব-সিদ্ধান্ত প্রকাশে তৎপর হইয়াছেন ও হইতেছেন।

শ্রীল গুরুপাদপদ্য যখনই শ্রীল প্রভুপাদের গুণ, মহিমা-কীর্তন করিতে যাইতেন তখনই ‘প্রভুপাদ’ নাম উচ্চারণ করিতে গিয়া কেবলমাত্র ‘প্র’-বলিতে বলিতেই তিনি অশ্রুজলে আশ্রুত এবং কণ্ঠে গদগদ স্বর, রোমাঞ্চ ও পুলক প্রভৃতি অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকার হইত।

পরম কারুণিক শ্রীল গুরুপাদপদ্মের ন্যায় বৈদান্তিক পণ্ডিত তদানিন্তন সময়ে কেহ ছিলেন না বলিলে অত্যাক্তি হয় না। কেননা পরপক্ষ অর্থাৎ রসাতাস, রসদুষ্টি, কৰ্ম, জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি শুদ্ধা ভক্তি-বিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্তের নিকট তিনি ছিলেন বজ্রতুল্য।

শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রটের পর সপ্তকালে তাঁহার সপ্লাদেশ পাইয়াছেন—

“বিনোদ, তুমি এখনও সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে না? আমার প্রবর্তিত শুদ্ধা ভক্তিধারা পুনঃ রুদ্ধা হইবার উপক্রম হইতেছে। তুমি অতিশীঘ্র সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত প্রচার ও রক্ষা কর।”—এই সপ্লাদেশের পরেই তিনি কাটোয়ায় গিয়া শ্রীমন্নুহাপ্রভুর পদাঙ্কানুসরণে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং বিপুলভাবে অসীম সাহসীকতার সঙ্গে কুসিদ্ধান্তরূপ মেঘসমূহকে উড়াইয়া দিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ-মতালম্বীগণকে পরাস্তপূর্বক শ্রীল প্রভুপাদের ধারা সংরক্ষণ করিয়া বিশ্বে শুদ্ধ-ভক্তিপিপাসুগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। তদীয় অন্তরঙ্গ সতীর্থ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ গুরুপাদপদ্মকে ‘পাষণ্ড-গজৈকসিংহ’ উপাধিতে ভূষিত করেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম একদিকে যেরূপ ‘পাষণ্ড-গজৈক সিংহ’ ছিলেন অপর দিকে তিনি ‘তৃণাদপি সুনীচ তরোরপি সহিষ্ণুনা’—এবং অমানী মানদ-ধর্মের মূর্তি বিগ্রহ। তাঁহার আচার-ব্যবহারে সর্বত্রই ইহা পরিলক্ষিত হইয়াছে। তিনি অভিন্ননিত্যানন্দবিগ্রহ পতিতপাবন ও পরম করুণাময়।

হে পতিততারণ রুপাময় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুদেব! আজিকার এই শুভ তিথিতে আপনার শ্রীচরণে নিপতিত হইয়া অত্যন্ত কাকুতিভরে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আপনার মহাবদান্য গুণে—এই অত্যন্ত অধম দাসকে ভববন্ধন হইতে উদ্ধারপূর্বক তব শ্রীচরণ-ধূলিসম করুন। ধূলিসম করুন! ধূলিসম করুন!!

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-হরির শ্রীচরণ-সেবাকাজী

দাসাধম—

“ভক্তিবৈদান্ত পর্যাটক”

[৩১]

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান

কেশব গোসাঁই

প্রণমি তোমার পায় ।

(তুমি) সরস্বতী-প্রিয়,

বিভোর সদাই

'প্রভুপাদ'-নামে হায় ॥

'কৃতিরত্ন'-বলি

জগতে বিদিত

(তোমা) প্রভু কৈল কার্য্যাধ্যক্ষ ।

কত শত জীব

করিয়া করুণা

করিলে ভজনে দক্ষ ॥

গুরুসেবা, তুমি

দেখাইলে ভবে

স্তম্ভিত সকলে করি ।

জীবনের মায়া

নাহিক তোমার

সে কথা স্মরণ করি ॥

একবার যবে

নবদ্বীপ মাঝে

প্রভুপাদে দ্রোহ কৈল ।

প্রভুর জীবন

বিপন্ন ভাবিয়া

মনে তোমার দুঃখ হৈল ।

গুরুর বসন

পরিত্যাগ করিলে

তোমার বসন তাঁরে ।

হাসিতে হাসিতে

লইয়া গুরুর

বাহির হৈল দ্বারে ॥

কিছুই না হ'ল

সকলে দেখিল

গুরুসেবকের জয় ।

এ হেন তোমার

মহিমা প্রচুর

জগজন সুবিস্ময় ॥

প্রভুপাদ যবে

অন্তর্দ্বান কৈল

শোকেতে অধির হৈলে ।

এ ভবে না রবে

পরাণ ত্যজিবে

মনেতে বিচার কৈলে ॥

সেদিন নিশায় প্রভু আসি কয়
দুঃখ না ভাবিহ মনে ।

ভকতি-বেদান্ত করহ প্রচার
(আমি) সদা আছি তোমা সনে ॥

প্রভু-আজ্ঞা পেয়ে তুমি শান্ত হয়ে
তখন সুস্থির হৈলে ।

গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি, স্থাপিত
ভকতি প্রচার কৈলে ॥

বিশ্ব ভরি-তুমি মঠ প্রকাশিলে
গাহিলে প্রভুর জয় ।

প্রেমভক্তি আর সারস্বত-বাণী
সর্বত্র প্রচার হয় ।

ধাম-পরিভ্রমা করিয়া জীবের
কতই মজল কৈলে ।

সং শিক্ষা সার প্রদর্শনী করি
(জীবের) মোহনিদ্রা ঘুচাইলে ॥

মুদ্রা-যন্ত্র স্থাপি ভক্তিগ্রন্থ ছাপি
ভকতিসিদ্ধান্ত-বাণী ।

প্রচারিলে ভবে অনায়াসে সবে
উদ্ধারিল তাহা শুনি ॥

তোমার করুণা- বারিধিনু-স্পর্শে
(মোর) তপ্ত মরুসম হিয়া ।

শীতল হইবে নামে রুচি হবে
পলাইবে জড়মায়া ॥

নবদ্বীপ ধামে গুরু-গৌর-সনে
বিরাজিছ তুমি প্রভু ।

কাজাল 'হরিদাস' করিতেছে আশ
ছেড়ো না আমারে কভু ॥

— শ্রীহরিদাস রায়

[৪]

জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান ।
 কেশব গোস্বামীবর সরস্বতী-প্রাণ ॥
 শারদ রাস-যাত্রায় করিলে গমন ।
 তোমার বিরহে আজি কাঁদে ত্রিভুবন ॥
 তোমার বিরহ-ব্যথায় আচ্ছন্ন সবে ।
 তোমা হেন প্রভুবর মিলিবে বা কবে ॥
 শ্রীরাধার প্রিয়জন গৌর-নিজজন ।
 গৌরাজের প্রেম-বাণী কৈলা বিতরণ ॥
 জীব-লাগি কত মঠ-মন্দির স্থাপিলে ।
 মোহান্ন জীবের কত শত উদ্ধারিলে ॥
 দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে শিষ্যগণ লয়ে ।
 হরিনাম বিতরিলে গৌর-নামাশ্রয়ে ॥
 পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম ।
 সর্বত্র প্রচার করিলে শ্রীগৌর-নাম ॥
 জগৎ-উদ্ধার লাগি গৌর-প্রেষ্ঠবর ।
 অবতীর্ণ হয়েছিলে সর্বশক্তিধর ॥
 তুমি অনন্ত জীবের করিতে পারাবার ।
 জীবের লাগি এ'ভাবে হও অবতার ॥
 আমি তো অতি পাপী দুরাচার ।
 নিত্যদাস করি রাখ প্রার্থনা আমার ॥
 যদি আর কিছু দিন থাকিতে ধরায় ।
 মম সম কত পাপী লইত আশ্রয় ॥
 প্রভুবর ! আসিবে কি তুমি ফিরে আর ?
 পতিত পাতকী-জনের করিতে উদ্ধার ?
 যুগধর্ম “হরিনাম” যে করে আশ্রয় ।
 ভবভয় ঘুচে তার ভক্তিলাভ হয় ॥

কলিকালে জানালেন 'কৃষ্ণনাম' সার ।
 তোমা বিনা এ জগতে গতি নাহি আর ॥
 গুরুদেব কৃপা করে যে করায়েন শিক্ষা ।
 তাহা মানয়ে যে-জন সেই পায় রক্ষা ॥
 কাকুতি করিয়া যদি ডাকে একবার ।
 কৃপা করি তুমি তারে ঘুচাও সংসার ॥
 ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারী বৈষ্ণবের রাজ ।
 শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ ॥
 গুরুদেব কবে তোমার করুণা হ'বে ।
 সংসার-বাসনা মোর কবে দূরে যাবে ॥
 একান্ত আশ্রয় কবে বা লভিব আমি ?
 এ দুষ্ট হৃদয়ে শোধিয়া ফুরিবে তুমি ॥
 বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু কভু নাহি হয় ।
 আবির্ভাব-তিরোভাব শাস্ত্রে এই কয় ॥
 বৈষ্ণবের আবিভাবে শুভ জগতের ।
 ভক্ত-বিরহ হুংখাপেক্ষা কি আছে আর ॥
 বিরহেতে চিন্তে অহরহ আবির্ভাব ।
 সেই হেতু কহে বিরহ-মহোৎসব ॥
 শ্রীচরণের ধূলি দিয়া এ দীন জনে ।
 অহৈতুকী কৃপা কর করুণ নরনে ॥
 হয় যদি অপরাধ তোমার চরণে ।
 নিজগুণে ক্ষমা কর আপনার জনে ॥

দাসাহুদাসাভিলষী—

“হরেকৃষ্ণ”

আচার্য্যকেশরী পরমহংসকুলচূড়ামণি
নিত্যলীলাপ্রবিষ্টে ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
১ম বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব

আধুনিক বৈষ্ণব-জগতের আচার্য্যকুল-শিল্প-মুকুটমণি বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্টে পরমহংসস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুগোবিন্দের অষ্টম পরমপ্রিয়পার্ষদ শ্রীস্বরূপকৃষ্ণাচ্যুতপ্রবর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্টে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের পঞ্চম বার্ষিক বিরহ-তিথিপূজা-মহামহোৎসব বিগত ৩০ পদুনাভ, ২৫ আশ্বিন (ইং ১২।১০।৭৩) শুক্রবার দিবসে মহাসমারোহের সহিত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা অগ্ন্যাত্ম মঠসমূহে এই বিরহ-পূজা প্রতিপালিত হয়।

ভক্তজন-হৃদয়ে বিরহ-সেবা উদ্দীপ্ত করতঃ এই তিথি সমাগত হইলে বিরহ-বেদনাতুর হৃদয়ে সেবকগণ নানা বর্ণের বিবিধ পত্র, পুষ্প ও বস্ত্রসম্ভারে এবং কদলীবৃক্ষ রোপণ প্রভৃতিদ্বারা শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের সমাধিমন্দির এবং তদীয় দ্বিতল ভবনের ভজন-কুটার তথা মূল মন্দির শ্রীশ্রীগুরু-গোবিন্দ-গান্ধারিকা-গিরিধারী-রাধাবিনোদবিহারী জীউর শ্রীমন্দির ও অবিচ্ছিন্নরূপকারী শ্রীকীর্তন-মন্দির সহ বহিঃস্থ তোরণগুলি নানাবিধ পত্র-পুষ্প কদলীবৃক্ষ, অস্ত্রপল্লবযুক্ত ঘটাদি বিবিধ মাজলিক দ্রব্য-সম্ভারে ভক্তজন-চিত্তকারী মনোরম দৃশ্যের অবতারণা পূর্বদিবস হইতেই প্রস্তুত করিতে থাকেন।

মহোৎসব-দিবসে ব্রাহ্মমূর্ত্তে বথারীতি মঙ্গলারাত্রিক সমাপ্ত হইলে উষঃকীর্তন আরম্ভ হয় ও শ্রীগুরুষ্টক, গুরুপরম্পরা, গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, যে আনীর প্রেমধন, শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরীপদ প্রভৃতি আর্তি কীর্তনাদি গুরু-মহিমা-স্মৃচক বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্তন করা হয়। অতঃপর সমিতির সহ-সভাপতি ও সেবা-সচিব ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীগুরুতত্ত্ব ও বিরহ-সম্পর্কে পাঠমুখে আলোচনা করেন।


পূর্বাহ্ন অতিক্রান্তপ্রায় হইলে আমন্ত্রিত অগ্ন্যাত্ম মঠ হইতে আগত শ্রীবৈষ্ণবগণ ও বিভিন্ন স্থানের সজ্জন মহোদয়গণ উপস্থিত হইলে পরমকারুণিক

শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের জীবন-দর্শন ও অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এক আন্তি-সভা সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের সভাপতিত্বে আয়োজন হয়। এই বিরহ-বাসরে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত স্নেহ-ধন্য অনেক বৈষ্ণববৃন্দই তাঁহার অসীম মহিমারাশির কথা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার নিকট অহৈতুকী কৃপাকণা প্রার্থনা করেন। তদনন্তর তাঁহার সমাধি-পীঠে উপস্থিত বৈষ্ণববৃন্দ ও সজ্জনমণ্ডলী ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন।

মধ্যাহ্নকালে কীর্ত্তন-মুখে নিবেদিত বিবিধ অন্ন, ব্যঞ্জন, চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ, পেয় প্রভৃতি সভার ভোগারতি অস্ত্রে আমন্ত্রিত সকলকেই বিশেষ আপ্যায়নের সহিত মহাপ্রসাদ সেবন ও পরিশেষে উপস্থিত সকলকেই উছা বিতরণ করা হয়।

উক্ত দিবসে সন্ধ্যায় কীর্ত্তন-সহযোগে আরতি সমাপ্ত হইলে পুনঃ বিরহ-সভার আয়োজন করা হয়। ঐ সভায় সমিতির শ্রীল আচার্য্যপাদ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভার প্রারম্ভণিতে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অমৃতপীযুষধারা বাণীসংরক্ষণ-যন্ত্রের (Type Recorder) সাহায্যে কিছুসময় শ্রবণ করান হয়। পরে বিরহ-তিথি-উপলক্ষ্যে আন্তি-ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি-নির্ম্মালাস্বরূপ বিভিন্ন ভাষায় রচিত কবিতা-প্রবন্ধাদি আবৃত্তি করা হয়। তদনন্তর বিরহ সভার মুখবক্ত-ভাষণে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজ তাঁহার স্বতাবসুলভ রসাল ভাষায় শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজের অপ্রাকৃত জীবন-দর্শন বর্ণনামুখে সুষুক্তি-সমন্বিত দার্শনিক দৃষ্টি বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে ব্যক্ত করেন। পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদেবত মহারাজ তাঁহার গুরুগভীর কণ্ঠনিদে উক্ত মহাপুরুষের ঐকান্তিক গুরুনিষ্ঠা, নিষ্ঠিক ও বিশুদ্ধ স্পষ্ট বক্তা সম্পর্কে উপমা-সমন্বিত উল্লেখ করেন। তত্পরি আরও অনেক সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-বানপ্রস্তু-গার্হস্থ্য প্রভৃতি বক্তাগণ তাঁহার অপ্রাকৃত গুণ-রাশি ও অলৌকিক জীবনের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। পরিশেষে সভাপতি মহারাজ তাঁহার সমাপ্তি ভাষণে প্রাঞ্জল ভাষায় উক্ত মহাপুরুষের জগতে বহুল দান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এবং তাঁহার অভাবে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ যে এক অমূল্যনিধি হারাইয়াছেন তাহার উল্লেখ করতঃ ভাবাবেগে বাস্প-পূরিত নয়নে গদগদকণ্ঠে বর্ণনা করিতে করিতে তাঁহার নিকট অহৈতুকী কৃপাকণা প্রার্থনা করিয়া সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



০ গোদীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াক্ষাঃ স্প্রসীদতি ॥

ধর্মঃ বহুভিঃ পুংসাং বিশ্বকুলে-কথাহ যঃ

লোংপামরোরোধি রতিং ভ্রমএব হি কেবলম্ ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যশ্রুত ॥

অন্ত ধর্ম অষ্টরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় বতি নৈলে পণ্ড সেই ভ্রম ॥

২৫শ বর্ষ { গর্ভোদশায়ী, ৬ কেশব, ৪৮৭ গৌরাক্ষ
 শুক্রবার, ৩০ কা্তিক, ১৩৮০ ; ইং ১৬/১১/১৯৭৩ } ৮ম সংখ্যা

সান্ন্যাসাদং

শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী-স্তোত্রম্

[শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

(পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৭৭ পৃষ্ঠার পর)

প্রেমোদেল্লিতবল্লভির্বলয়িতস্বং বল্লবীভিবিভো
 রাগোল্লাসিতবল্লকীবিততিভিঃ কল্যাণবল্লাভুবি ।
 সোল্লুষ্ঠং মুরলীকলাতিরমলং মল্লারমুল্লাসয়-
 ষাল্যেনোল্লাসিতে দৃশৌ মম তড়িল্লীলাভিরুৎফুল্লয় ॥

হে নাথ ! তুমি শ্রীবৃন্দাবনে মহাস্ত বদনে মূলরী গ্রহণ করিয়া তদ্বারা
 স্তমধুর মল্লার রাগের মুহূর্ত্তা করিতেছ, প্রেমোন্মত্তা গোপিকাগণ তোমার
 চতুর্দিক্ বেষ্টিত করিয়া মধুর বীণাধ্বনি করিতেছেন, অতএব হে বিভো !
 তোমার ঐরূপ রূপ তড়িতের আয় ক্ষণকালের নিমিত্ত দর্শন দিয়া এই
 অজ্ঞানাস্কের নয়নযুগল উল্লাসিত কর ।

ফুল্লাশুম্

ব্রজপৃথুপল্লীপরিসরবল্লীবনভুবি তল্লীগণভূতি মল্লী-
মনসিজভল্লীজিতশিবমল্লীকুমুদমতল্লীজুষি গত ঝিল্লী-
পরিষদি হল্লীসকসুখঝল্লীতর পরিফুল্লীকৃতচলচিল্লী-
জিতরতিমল্লীমদ ভর সল্লীলতিলক কল্যাণতল্লীশততুল্যা-
হবরসকল্যাচটুলিতখল্যাপ্রমথন কল্যাণচরিত ॥ ধীর ॥

হে নিকুঞ্জবিহারিন্ ! তুমি শ্রীবৃন্দাবনের রমণীয় প্রান্ত-স্থানে গমন করিয়া
তথায় একাদিকে কুমুদ কল্লারাদি কুশুম শোভিত সরোবর অপর দিকে
বিবিধ তরুলতাকর্ণ অরণ্যস্থলী, তন্মধ্যে মল্লিকাপুষ্প ও কন্দর্পের তল্লাস্ত্র-
স্বরূপ বকপুষ্প সকল বিরাজিত, নিশীথসময়ে ঝিল্লিকাগণ (কীট বিশেষ)
সুমধুর ঝিল্লিরব করিতেছে, তদর্শনে স্মরাবিষ্ট হইয়া গোপিকাগণের সহিত
মণ্ডলাকারে নৃত্য ও তাঁহাদিগের সহিত রাস-ক্রীড়া করিয়া তুমি অপার
আনন্দ অহুভব কর। হে মধুর লীলাকারিন্ ! ত্বদীয় দ্রযুগলের শোভা-
সন্দর্শনে কন্দর্পের কার্য্যকের মদগর্ভ হইয়াছে, তুমি নৃত্যগীতাদি লীলা-বিষয়ে
শত শত কন্দর্পতুল্য, হে কল্যাণচরিত ! হে বীর ! যুদ্ধপ্রিয় যে সকল দানব
তাঁহাদের তুমি নিগ্রহকারী।

গোপীঃ সংভূতচাপলচাপলতাচিত্রয়া ভ্রুবা ভ্রময়ন্ ।

বিলস যশোদাবৎসল বৎসলসন্ধেহুসস্বীত ॥

হে যশোদাবৎসল ! তুমি সবৎস ধেমুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ
করিতেছ, তুমি চপল দ্রুতদ্বারা ব্রজরমণীদিগের বিমোহিত করিতেছ।

বল্লবলীলাসমুদয়সমুচিত পল্লবরাগাধরপুটবিলসিত
বল্লভগোপীপ্রবণিত মুনিগণতুল্লভকেলীভরমধুরিমকণ
মল্লবিহারাস্তুততরুণিমধর ফুল্লমৃগাঙ্ক্ষীপরিবৃতপরিসর
চিল্লিবীলাসাপিতমসিজমদ মল্লিকলাপামলপরিমলপদ
রল্লকরাজীহরসুমধুরকল হল্লকমালাপরিবৃতকচকুল ॥ বীর ॥

হে গোপলীলাসুকারিন্ ! তোমার অধরবিষ্ম নবপল্লবের স্থায় স্তম্ভোভিত
তুমি ব্রজরমণীগণের অনুগত, ত্বদীয় মধুর লীলার কণকামাত্রও মুনিগণেরা
তুল্লভ বলিয়া বোধ করেন, তুমি মল্লযুদ্ধে আশ্চর্য্য বাহুবিক্রম প্রকাশ করিয়া

থাক, তুমি মৃগনয়না গোপাঙ্গনার সহিত সর্বদা পরিবৃত থাক, তুমি ভ্রতঙ্গীদ্বারা যুবতীহৃদয়ে কন্দর্পসঞ্চার করিয়া থাক, মল্লিকা কুসুমের স্নায় তোমার শ্রীঅঙ্গের গন্ধ, তুমি মধুর বংশীরবে হরিণগণকে আকর্ষণ কর, কুসুমমালা-দ্বারা তোমার চূড়া সুশোভিত ।

বল্লবললনাবল্লীকরপল্লবশীলিতস্কন্ধম্ ।

উল্লসিতঃ পরিফুল্লং ভজাম্যহং কৃষ্ণকঙ্কেলিম্ ॥

গোপিকাগণ লতারূপ হইয়া করপল্লবদ্বারা যাহার স্কন্ধ আশ্রয় করিয়াছেন, যিনি সর্বদা প্রফুল্ল থাকেন, আমি পরমানন্দে সেই নন্দনন্দনরূপ অশোক-বৃক্ষকে ভজনা করি ।

চম্পকম্

ধ্বলদরুণচঞ্চলকরুণসুন্দরনয়ন কন্দরশয়ন
বল্লবশরণ পল্লবচরণ মঞ্জলঘূষ্ণপিঙ্গলমসৃণ
চন্দনরচন নন্দনধচন খণ্ডিতশকট দণ্ডিতবিকট-
গবিতদনুজ পবিত্রমনুজ রক্ষিতধবল লক্ষিতগবল
পল্লগদলন সন্নগকলন বন্ধুরবলন সিন্ধুরচলন
কল্লিতমদনজল্লিতসদন মঞ্জুলমুকুট বঞ্জুললকুট-
রঞ্জিতকরভ শঞ্জিতশরভমণ্ডলবলিত কুণ্ডলচলিত-
সান্দিতলপন নন্দিততপনকক্সকসুসুম বন্যককুসুম-
গর্ভক বিরগদর্ভকশরণ তর্গকবলিত বর্ণকললিত

শম্বরবলয় উম্বর কলয় ॥ দেব ॥

হে গোবর্দ্ধন গুণাশাধিন্ ! তুমি করুণায়ুক্ত অরুণবর্ণ নয়নযুগলে সুশোভিত, তুমি গোপবৃন্দের পরিপালক, তোমার পাদপদ্ম নবপল্লবের স্নায় সুস্নিগ্ধ, কুঙ্কমচন্দনাদি অমুলেপনে তোমার শ্রীঅঙ্গসুশোভিত, তোমার বাক্য জগতের আনন্দকর, তুমি শকটভঞ্জন করিয়াছ এবং অতি ভয়ঙ্কর ও গবিত দানব-গণকে বিনাশ করিয়াছ তোমাকে দর্শন করিয়া মনুষ্যগণ অপার আনন্দ লাভ করে, তুমি ধেমুগণের পরিপালক, তুমি গোচারণে ঘাইবার সময় মহিষশৃঙ্গ ধারণ কর, তুমি কালিয় নাগের মদগর্ভ খর্ব করিয়াছ, তুমি গোবর্দ্ধনধারী, তুমি মনোজ্ঞ দর্শন, মন্ত্রমাতঙ্গের স্নায় তোমার গমন, তোমার বাক্য অঙ্গনের আবাস, তোমার চূড়া অতি মনোহর, তোমার সিংহও

দক্ষিণহস্তে অশোকশাখা নিম্নিত যষ্টি শোভা পাইতেছে, তোমার বলবিক্রমে সিংহও পরাস্ত হইয়া, কর্ণযুগলে স্বর্ণকুণ্ডল দোহুলামান হওয়ায় তোমার শ্রীমুখে অপূর্ণ শোভা হইয়াছে, তোমার শোভা সন্দর্শনে কালিন্দতনয়া যমুনা অতিশয় আনন্দিত হন, তোমার মৌলিদেহস্থিত মালা বজ্রকুম্ভদ্বারা রচিত হইয়াছে. তুমি দাবাগ্নিভীত গোপবালকদিগকে রক্ষা করিয়াছ. তোমার চারিদিকে গোবৎস সকল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে. চন্দন, অম্বর, কুম্ভুরী, কুম্ভদ্বারা তোমার শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত। সুন্দর বলদ্বারা তোমার হস্তদ্বয় সুশোভিত, তুমি মধুরলীলা বিস্তার করিয়াছ, অতএব হে দেব! এক্ষণে করুণনয়নে আমার কল্যাণ কর।

দানবঘটালবিদ্রে ধাতুবিচিত্রে জগচ্চিত্রে ।

হৃদয়ানন্দিচরিত্রে রতিরাস্তাং বল্লবীমিত্রে ॥

রিঙ্গুরুভৃঙ্গুতুঙ্গগিরিশৃঙ্গশৃঙ্গরুতভঙ্গসঙ্গধ্বতরঙ্গ ॥ বীর ॥

তুমি নিখিল দানবগণের বিনাশক, রক্ত-গীতাদি গৈরিক ধাতুদ্বারা তুমি অলঙ্কৃত, তুমি জগতের বিস্ময়কর, তোমার চরিত্র শ্রবণে হৃদয়ে অপার আনন্দ হয়, তুমি ব্রহ্মরমণীগণের বন্ধু. অতএব তোমাতে আমার ভক্তি হউক।

হে বীর! তুমি ভ্রমরগণ বেষ্টিত, অত্যাচ অতি রমণীয় গিরিশৃঙ্গে শৃঙ্গ-
(শিঙা) ধ্বনি করিয়া মহানন্দরসে নিমগ্ন হও।

ভ্রমত্র চণ্ডাসুরমণ্ডলীনাং রণাবশিষ্টানি গৃহানি কুত্বা ।

পূর্ণাত্মকার্ষীত্রৈলোক্যসুন্দরীভিবৃন্দাটবীপুণ্ড্র কমণ্ডপানি ॥

হে ভগবন্! তুমি নিখিল দানবগণ বিনাশ করিয়া উহাদের গৃহসকল বিধ্বামাত্রাবিশিষ্ট করিয়াছ, অনন্তর শ্রীবৃন্দাবনে মাধবীলতাকীর্ণ নিকুঞ্জ ব্রহ্মরমণীগণে পরিপূর্ণ করিয়াছ।

বজ্রলম্

জয় জয় সুন্দরবিহসিত মন্দরবিজিতপুরন্দর নিজগিরিকন্দর-
রতিরসশঙ্কর মণিযুতকঙ্কর-গুণমণিমন্দির হৃদি বলদিন্দির
গতিজিতসিন্ধুর পরিজনবন্ধুর পশুপতিনন্দন তিলকিতচন্দন
বিধিকৃতবন্দন পৃথুহরিচন্দনপরিবৃতনন্দনমধুরিমনিন্দন-
মধুবন বন্দিতকুসুমসুগন্ধিতবনবররঞ্জিত রতিভরসঞ্জিত

শিখিদলকুণ্ডলসহকৃতভণ্ডিল নবসিততণ্ডলজয়িরদমণ্ডল

রতিরগপণ্ডিত বরতনুভণ্ডিত নখপদমণ্ডিত দশনবিখণ্ডিত ॥ ধীর ॥

হে নাথ! তোমার শ্রীমুখমণ্ডল মন্দ মন্দ হাস্তযুক্ত, তুমি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রকে পরাভব করিয়াছ এবং ঐ পর্বতগুহায় রতিরঙ্গ বিস্তার করিয়া অসীম আনন্দ অনুভব কর, মণিহারী তোমার গ্রীবা স্পর্শোত্তিত, তুমি নিখিল গুণ-রত্নের আলায়, তোমার বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন, মাতঙ্গের ছায়া তোমার সুন্দর গতি, তুমি আত্মীয় জনের মনোজ্ঞ, তুমি মহাদেবের আনন্দপ্রদ, তোমার ললাট চন্দন-তিলকে স্পর্শোত্তিত, তুমি ব্রহ্মার স্তবনীয়, তোমার এই মধুবন দেবতরুশোভিত নন্দনবনের শোভা পরাভব করিয়াছে, অতি প্রশস্ত কুসুমগন্ধে সুগন্ধিত এই শ্রীবৃন্দাবনে তুমি অমুরজ, তুমি শ্রীবৃন্দাবনের প্রেমে বশীভূত, তোমার চূড়াস্থ ময়ূরপুচ্ছ ও কর্ণকুণ্ডলে শিরীষপুষ্প শোভা পাইতেছে, তোমার দস্তাবলী নবীন কুম্ভবর্ণ তণ্ডুলের ছায়া স্পর্শোত্তিত, তুমি রতিক্রীড়ায় সুপণ্ডিত, তুমি বসন্তোৎসবে রমণীগণের সহিত ভণ্ড ব্যবহার (অঞ্জলি পরিহাস) করিয়া থাক, গোপিকাগণের নখচিহ্ন ও দশনক্ষতে তোমার শ্রীমুখ স্পর্শোত্তিত।

নিমিন্দ নিজমিন্দিরা বপুরবেক্ষ্য যাসাং শ্রিয়ং

বিচার্য গুণচাতুরীমচলজা চ লজ্জাং গতা ।

লসৎপশুপনন্দিনীততিভিরাভিরানন্দিতং

ভবন্তুমতিসুন্দরং ব্রজকুলেন্দ্র ! বন্দেমহি ॥

রসপরিপাটী-স্মুটতরুবাটী-মনসিজখাটী-প্রিয় নবশাটীহর জয় ॥ ধীর ॥

হে গোকুলপতে! যাহাদের রূপলাবণ্য দেখিয়া লক্ষ্মী আত্মশরীরকে নিন্দা করেন এবং যাহাদের নৃত্যগীতাদি নৈপুণ্য দেখিয়া অচলনন্দিনী কাত্যায়নী মনে মনে লজ্জিতা হন, এই প্রকারে সেই ব্রজরমণীগণে পরিবৃত পরমসুন্দর তোমাকে আমি বন্দনা করি। হে রমণীবসনহর! শৃঙ্গাররস, পুষ্পিত কানন ও কন্দর্প বিলাস এইসকল বস্তু তোমার অতিশয় প্রিয়, হে ধীর! তোমার জয় হউক।

সংভ্রান্তৈঃ সযড়ঙ্গপাতমভিতো দেবৈর্মূদা বন্দিভা

সীমন্তোপরি গৌরবাত্মপনিষদেবীভিরপ্যপিতা ।

আনন্সং প্রণবেন চ প্রণয়তো হৃষ্টাত্মনাভিষ্টুতা

মূর্খী তে মুরলীকৃতিমূররিপো! শর্ম্মাণি নির্মাভু নঃ ॥

হে মুরারে ! সামাদি বেদগণ ষড়ঙ্গে মিলিত হইয়া সাদরে ধাঁহাকে বন্দনা করেন, উপনিষদ্ দেবীরাও ধাঁহাকে শিরোধার্য্য করিয়া গৌরব করেন, প্রণব অবনত হইয়া হৃষ্টাচিতে ধাঁহাকে স্তব করিতেছেন, এই প্রকার অতি মধুর তদীয় মূলধ্বনি আমার কল্যাণ বিস্তার করুন।

কুন্দম

নন্দকুলচন্দ্র লুপ্তবতন্দ্র কুন্দজয়িদন্ত দুষ্টকলহন্ত-
রিষ্টস্বপসন্ত মিষ্টসমুদন্ত সন্দলিতমল্লবন্দলিতবাল্লি-
গুঞ্জদলিপুঞ্জমঞ্জুরকুঞ্জলব্ধরতিরঙ্গ হৃদয়নঙ্গ
শর্ম্মলসদঙ্গ হর্ষকুদনঙ্গ মতপরপুষ্টরম্যকলঘুষ্ট
গন্ধভরজুষ্ট পুষ্পবনতুষ্ট কুন্তলযক্ষ যুদ্ধনয়দক্ষ
বজ্রকচপক্ষবদ্ধশিখিপক্ষ পিষ্টনততৃক্ষ তিষ্ঠ হৃদি কৃক্ষ ॥ বীর ॥

হে নন্দকুলচন্দ্র ! তুমি জীবের সংসারবিষয়ক মোহ বিনাশ কর, তোমার দস্তাবলী কুন্দকুস্তমের দ্বায় অতি গুহ্র, তুমি দুষ্ট দানবগণের বিনাশক, তুমি বসন্ত-ঋতুপ্রিয়, তোমার কথা অতি মধুর, বিকসিত মল্লকার সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ যে-স্থানে মধুর গুণ্ গুণ্ শব্দ করিতেছে, নবপল্লবিত লতাসকল যাহার চারিদিকে বিরাজ করিতেছে, এই প্রকার অতি রমণীয় নিকুঞ্জমধ্যে তুমি সর্বদা রাতরঙ্গ বিস্তার কর, এবং প্রেমসীগণের সাহিত্য সঙ্গ করিয়া তুমি পুলকিত ও আনন্দিত হও, কন্দর্প তোমার আনন্দপ্রদ, কোকিলের দ্বায় অতি রমণীয় তোমার কলধ্বনি সুগন্ধামোদিত পুষ্পবন তোমার অতিপ্রিয়, তুমি দুষ্ট শঙ্খচূডকে নিহত করিয়াছ, তুমি যুদ্ধকুশল, মনোজ্ঞ শিখিপৃচ্ছদ্বারা তোমার কেশকলাপ সুশোভিত, তুমি প্রণতজনের বিষয়তৃষ্ণা দূর কর, অতএব হে কৃক্ষ ! তুমি আমার হৃদয়ে অবস্থিতি কর।

তব কৃক্ষ ! কেলিমুরলী, হিতমহিতঞ্চ স্ফুটং বিমোহয়তি ।

একং সুধোন্মিসুহৃদা, বিষবিষমেণাপরং ধ্বনিয়া ॥

হে কৃক্ষ ! তোমার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া কি মিত্র, কি শত্রু উভয় পক্ষই বিমোহিত হয়, মিত্রপক্ষেরা উহাকে অমৃত বলিয়া বোধ করেন ও শত্রুপক্ষেরা উহাকে হলাহল বলিয়া বোধ করে।

সন্নীতদৈতেয়নিস্তার কল্যাণকারুণ্যবিস্তার ।

পুষ্পেযুকোদণ্টস্ফারবিস্ফারমঞ্জীরঝঙ্কার ॥ বীর ॥

তুমি দানবগণ বিনাশ করিষা তাহাদিগকে মোক্ষপদ প্রদান করিয়াছ,
তুমি জগতে মঙ্গলময়ী করুণা বিস্তার কর, ত্বদীয় নুপুরবাক্য কন্দর্পের
কোদণ্ড টঙ্কার বলিয়া বোধ হয়।

রঙ্গস্থলে তাণ্ডবমণ্ডলেন, নিরস্ত্র মল্লোত্তমপুণ্ডরীকান্ ।

কংসদ্বিষং চণ্ডমখণ্ডযতো, হৃপ্তপুণ্ডরীকে স হরিস্তবাস্ত ॥

যিনি যুদ্ধস্থলে মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে করিতে মহামল্ল চানুর প্রভৃতি
ব্যায়্রগণ নিপাত্ত করিয়া অতি ভয়ানক কংসরূপ হস্তিকে বিনাশ করিয়াছেন,
সেই শ্রীহরি তোমাদিগের হৃদয়পদ্মে সর্বদা বিরাজ করুন।

বকুলভাসুরম্

জয় জয় বংশীবাঢ়বিশারদ শারদসরসীরূপরিভাবক-

ভাবকলিতলোচনসঞ্চারণ চারণসিদ্ধবধূধৃতিহারক

হারকলাপকুচাঞ্চিতকুণ্ডল কুণ্ডলসদেগাবর্ধনভূষিত

ভূষিতভূষণচিৎখনবিগ্রহ বিগ্রহখণ্ডিতফলবৃষভাসুর

ভাসুরকুটিলকচাপিতচন্দ্রক চন্দ্রকলাপকুচাভ্যধিকানন

কাননকুঞ্জগৃহস্মরসঙ্গর সঙ্গরমোদ্ধরবাহুভুজঙ্গম

জঙ্গমনবতাপিচ্ছনগোপম গোপমনীষিতসিদ্ধিষু দক্ষিণ

দক্ষিণপাণিগদগুনভাজিত ভাজিতকোটিশশাঙ্কবিরোচন

বিরোচনয়া কৃতচারুবিশেষক শেষকমলভবসনকসনন্দন-

নন্দনগুণ মা নন্দয় সুন্দর ॥ বীর ॥

হে বংশীবাঢ়বিশারদ ! তুমি শারদপদ্মনিন্দী নয়নামৃত সঞ্চালন করিয়া
সিদ্ধচারণ বধূগণের ধৈর্য্য হরণ কর, তোমার মণিমুক্তাখচিত হার ভূষণের প্রতী-
বিশ্বে কর্ণকুণ্ডল আতশয় শোভিত হইয়াছে, জলাশয়শোভিত গোবর্দ্ধনের অত্যা-
ধিকায় তুমি অবস্থান কর, ত্বদীয় সন্দ্র পিকানময় কলেবর নিখিল ভূষণের ভূষণ-
স্বরূপ, তুমি যুদ্ধ করিয়া ছুই বৃষভাসুরকে নিহত করিয়াছ, তোমার কুটিল
কুন্তল ময়ূরপুচ্ছদ্বারা সুশোভিত, তোমার মুখচন্দ্র কোটি কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও
সুশোভিত, তুমি শ্রীবৃন্দাবনে নিকুঞ্জধ্বনে অনঙ্গযুদ্ধে স্ত্রীপুণ, ত্বদীয় বাহু-
ভুজঙ্গ আলিঙ্গনাদি সন্তোগ-বিষয়ে উদ্ভূত, তুমি শ্রীবৃন্দাবনে ইতস্ততঃ গমনা-
গমন করিলে বোধ হয় যেন অভিনব তমালবৃক্ষ বিচরণ করিতেছে, তুমি

গোপগণের ইষ্টলাভে উদারতা প্রকাশ কর, দক্ষিণহস্তে পশুপালনের নিমিত্ত
দণ্ডধারণ করিয়াছ, তুমি শ্রীঅঙ্গের কাস্তিতে কোটি কোটি চন্দ্র-সূর্য্য পরা-
ভব করিয়াছ, তোমার ললাটে রোচনানিমিত্ত সুন্দর তিলক সুশোভিত
হইতেছে, তোমার দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণকলাপ, ব্রহ্মা, অনন্ত, সনক ও
সনন্দন প্রভৃতি দেবগণের প্রীতিকর, অতএব হে বীর ! হে সুন্দর ! তুমি
দর্শন দিয়া আমাকে আনন্দিত কর ।

ভবতঃ প্রতাপতরণাবুদেতুমিহ লোহিতায়তি স্ফীতে ।

দহুজ্জ্বাক্ষকারনিকরাঃ শরণং ভেদুগুহাকুহরম্ ॥

হে নাথ ! ইহলোকে তোমার প্রতাপসূর্য্যের উদয়ের প্রথমেই দানব-
গণরূপ অন্ধকারসকল ভীত হইয়া গিরিগুহার শরণ লইয়াছে ।

(ক্রমশঃ)

শাসন না মানিলে জীবনে কখনও

উন্নতি হইতে পারে না

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গে জয়তঃ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

ইং ১৩৯১'৬৪, সন্ধ্যা ৬টা

স্নেহান্বিতেষু * * *,

তোমার প্রেরিত M. O. যোগে ৫০/- গত ইং ১১/৯/৬৪ তারিখে পেয়েছি,
এবং ঐ দিনই সঙ্গে সঙ্গে * * মহারাজের ১৬০/- বঙ্গাইর্গাঁও হইতে M. O.
পাইলাম । যাহা হউক, * * মহারাজের মূলে জল দিয়া গাছ বাঁচাইবার
চেষ্টা দেখিতেছি । তোমরা ডালপালায় জল দিয়া গাছপালা যতদূর সম্ভব

পরমার্থ

(পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮১ পৃষ্ঠার পর)

সাধারণ বিবেকরহিত বিচার বা সাধারণ বিবেকযুক্ত বিচার ও সত্য এক নয়। অনেকে সাধারণ বুদ্ধিকে (Common sense কে) ‘সত্য’ মনে করেন। যেটা Common sense এর সঙ্গে খাপ খায় না, তা’কে তাঁ’রা সত্যের পদ হ’তে বিচ্যুত ক’রতে চান। কিন্তু এরূপ সাধারণ বুদ্ধি—কা’দের ? ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা-বিনির্মূলক, বিমুক্ত আত্মার সহজ বুদ্ধি অথবা ভ্রম-প্রমাদাদিযুক্ত, পরিবর্তনশীল মনের অভিজ্ঞতাবাদোখ সাধারণ বুদ্ধি ? ভ্রম-প্রমাদযুক্ত গডুলিকার সাধারণ বুদ্ধি—মনোধর্ম মাত্র, তা’তে আপেক্ষিক বা সাময়িক সত্যের একটা ছবি থাকতে পারে, কিন্তু উহা বাস্তব সত্য নহে। লোকের রজস্তুম তাড়িত-বুদ্ধি অবিমিশ্র সত্ত্বগুণের কথা বুঝতে পারে না। একজন পায়স খাচ্ছে, আর একজন যদি সেখানে এসে বলে যে, আমার কিছু চূণ সুরকি আছে, আপনি সেগুলি পরমান্বের মধ্যে মিশিয়ে পায়সের পূর্ণতা সম্পাদন ক’রে নিন ; তা’হ’লে যেমন মিষ্টান্ন খাওয়ার ফল পাওয়া যায় না, উহার আন্বাদন নষ্ট হ’য়ে যায়, মুখে কাঁকর চূণ প্রভৃতি লেগে গলা পুড়িয়ে দেয়, গলা বন্ধ ক’রে দেয়, তা’তে মানুষের মৃত্যু হয়, সেরূপ পরম-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্রা, বিশুদ্ধা, নিগুণা ভক্তির সহিত গুণজাত জগতের অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি চেষ্টাকে যদি কেহ মিশিয়ে নিতে বলেন—ভক্তির অসম্পূর্ণতা (?) সম্পূর্ণ করবার পরামর্শ দেন, তা’হ’লে ঐরূপ ব্যক্তির পরামর্শও মিষ্টানে বিজাতীয় চূণ সুরকি মিশ্রিত করবার পরামর্শের ন্যায় হয়। কর্ম, জ্ঞান, যোগ—বদ্ধ জীবের চেষ্টা, উহা দেহ ও মনোধর্ম, আর ভক্তি—আত্মার বৃত্তি বা আত্মধর্ম, উহা পরম মুক্তের চেষ্টা ; সুতরাং কর্ম-জ্ঞানাদি প্রাপঞ্চিক বিজাতীয় অনাত্ম-চেষ্টা-সম্পন্ন বস্তুর সহিত ভক্তির মিশ্রণ হ’তে পারে না। তবে কর্ম-জ্ঞানাদি যখন ভক্তির অধীনতা স্বীকার ক’রে চলে, তখন কথঞ্চিদভাবে সেই কর্ম-মিশ্রা ও জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি পরাভক্তির পথে উপনীত হ’বার আনুকূল্য ক’রতে পারে। পরাভক্তি লাভ হ’লে মিশ্রভাব আর থাকে না, ইহাই এই শ্লোকে কথিত হ’য়েছে।

‘সুর্যে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদিশ্য যা ক্রিয়া।

সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥

আমরা এরূপ বিচারেই মনীষী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের নিকট কতকগুলি প্রশ্ন দিয়েছিলাম, আমরা হাটে-বাজারে, যাকে তা'কে প্রশ্ন দেই নাই বা ক্ষীরের সঙ্গে 'রাবিস্' মিশাবা'র অভিলাষ নিয়েও আমরা প্রশ্ন পাঠাই নাই। অবিমিশ্র সত্য—অকৈতব সত্য জগতে প্রকাশিত হউক, এইরূপ অভিলাষ নিয়েই আমরা কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিলাম, কিন্তু কাম, ক্রোধ, লোভের বশীভূত হ'য়ে কতকগুলি ব্যক্তি এরূপ শিষ্টাচার-বহির্ভূত ব্যবহার প্রদর্শন ক'রেছেন যে, তাঁ'দের ব্যবহারেই তাঁ'রা তাঁ'দের স্বরূপের বিজ্ঞাপন প্রচার ক'রে ফেলেছেন। আমরা কর্ম্মাবলম্বীর সঙ্গ ক'রতে প্রস্তুত হই নাই, যা'রা বহির্জগতের অভিজ্ঞতাবাদ বা মনোধর্ম্মকে নিয়ে অভ্যুদয়ের হিমালয়ে আরোহণ ক'রতে চায়, আমরা তাদৃশ আরোহবাদী আধ্যাত্মিকের সঙ্গ করবার জন্য প্রস্তুত হই নাই, "প্রতীপ জনেরে আসিতে না দিব, রাখিব গড়ের পারে"—ইহাই আমাদের গুরুদেবের উপদেশ। উদরোপস্থ-বেগ-সম্পন্ন ব্যক্তিকে আমরা চাই না, তাঁ'রা বাস্তবিক অকৃত্রিম অনুসন্ধিৎসু ন'ন; দ্বিজিহ্ব লোক—যা'দের বাইরে এক প্রকারের জিহ্বা, ভিতরে আর এক প্রকারের জিহ্বা, সে শ্রেণীর লোক নিয়ে আমাদের কি প্রয়োজন হ'বে? নিত্য আত্মার উপলব্ধি যা'দের হ'য়েছে—ভগবানের সেবক-সম্প্রদায় যা'রা, তাঁ'রা যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন, তাঁ'দের কাছ থেকে আমরা প্রশ্নের উত্তর পেতে পারবো। আমাদের গুরুপাদপদ্ম যে কথা জানিয়ে দিয়েছেন, দ্বিজিহ্ব লোক তা' শুনবে না—তা'রা কখনও সেবোন্মুখ কর্ণ দিবে না। আমাদের প্রশ্নগুলি বাইরের লোকে বুঝতে পারেন নাই—শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় ভাগবত-জীবন যা'দের হয় নাই, তাঁ'রা বুঝতে পারেন নাই। সেইজন্য ভাগবত বলেন,—

‘ততো হুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জত বুদ্ধিমান্ ।

সন্ত এবাস্য ছিন্তন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥’

আমরা যে-সকল কথা সাধুকে জানতে দিই না—গোপনে যে-সকল কথা রেখে দিই, প্রকৃত সাধু সে সকল কথা আমাদের অন্তর থেকে বের ক'রে তা'র উপর অস্ত্র প্রয়োগ করেন। ‘সাধু’ মানেই হ'চ্ছে,—তিনি একটা খড়্গ হাতে নিয়ে যুপকার্ঠের নিকট দণ্ডায়মান র'য়েছেন—মানুষের যে ছাগের ন্যায় বাসনা, সেই বাসনাকে বলি দিবার জন্য দণ্ডায়মান আছেন পরুষ-ভাষারূপ তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা। সাধু যদি আমার তোষামুদে হন, তা' হ'লে তিনি আমার অমঙ্গলকারী—আমর শত্রু। তা' হ'লে আমরা প্রেয়ঃ পন্থা গ্রহণ ক'রলাম, শ্রেয়ঃ চাইলাম না।

ভাগবতের শ্রীমুখে ভাগবত শ্রবণীয়

ভাগবত-জীবন যা'র নয়, তা'র কাছে ভাগবত শোনা উচিত নয়। নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করাই কর্তব্য।

‘সাধুসঙ্গঃ স্বতো বরে’।

ভাগবত-জীবন কা'র ?—

‘ঈহা যস্য হরেদাস্যে কৰ্ম্মণা মনসা গিরা।

নিখিলাস্বপ্যাবস্থাষু জীবনুক্তঃ স উচ্যতে॥’

‘কৃষ্ণে মতি হউক’—এরূপ আশীর্ব্বাদই সাধুগণ ক’রে থাকেন। “কৃষ্ণে মতি নষ্ট হ’য়ে কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রভু হউক”—জীবের প্রতি এরূপ আশীর্ব্বাদ সাধুর আশীর্ব্বাদ নয়।

‘কৃষ্ণ’ শব্দ বাতীত অন্যত্র ‘ভক্তি’ শব্দ প্রযোজ্য হ’তে পারে না। কৃষ্ণই একমাত্র ভক্তির বিষয়। ব্রহ্ম—জ্ঞানের বস্তু, পরমাত্মা—সান্নিধ্যের বস্তু, কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র সেবা বস্তু। আমরা পরবর্ত্তিকালে আমাদের আলোচনার সময়ে দেখাব, কি ক’রে কৃষ্ণই একমাত্র সেবা হ’তে পারেন।

আমাদের প্রথম দিবসের আলোচনার বিষয়—চিদচিদ্বিশ্লেষণ-মুখে জ্ঞান লাভের আকর, চিদচিদ্বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের যন্ত্র, চিদচিদ্বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের সিদ্ধান্ত চিদচিদ্বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের সঙ্গতি এবং চিদচিদ্বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানলাভের ধারণা। ‘চিৎ’ শব্দটির মোটামুটি অর্থ হ’চ্ছে—জ্ঞান। জ্ঞান—কর্তৃত্ব-ধর্ম্মযুক্ত। শ্রীচৈতন্যদেবের ভাষায় আমরা জানতে পারি,—

‘অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন’

সকল শব্দের বিদ্বদ্রাঢ়ি ও যুক্তপ্রগ্রহ রুতিতে কৃষ্ণই
পরতত্ত্বরূপে নির্ণীত হ’য়েছেন

সম্বিশক্তিমদধিষ্ঠিত বিগ্রহই—কৃষ্ণচন্দ্র। এই জ্ঞানলাভের আকর তিন প্রকার,—চেতনাকর, চিদচিনিশ্রাকর ও অচিৎ আকর। প্রত্যক্ষবাদী বলেন, অচিৎ হ’তেই চিৎ বা জ্ঞানের উৎপত্তি, ইহারা অচিন্মাত্রবাদী। এরূপ বিচারে যে রুতির উদয় হয়, তা’র নাম—তর্ক। অচিৎ হ’তে যাঁ’রা চেতনকে অনুগ্রহণ করা’তে চান, সেই চেতনটাকে ক্রমশঃ কিরূপে neutralise করা যায়, কিরূপে efarvise করান যায়, তাঁ’ তাঁ’দের পরবর্ত্তিকালের বিচার্য্য

বিষয় হয়। তাঁ'রা তপস্যার দ্বারা ক্রমশঃ তাঁ'দের সাময়িক চেতনাটাকে অচেতনে পরিণত ক'রতে চান। প্রচুর পরিমাণে কর্ম ক'রতে ক'রতে অত্যন্ত ক্লান্ত শ্রান্ত হ'য়ে প'ড়লে ঐরূপ অনুভূতিরহিত অচিৎ হ'বার স্পৃহা বা নির্বাক মুক্তির জন্য লালসা উপস্থিত হয়। 'দানশীল হওয়া ভাল—লোকের সেবা-শুশ্রূষা করা ভাল—মানুষ যখন অচিদ রাজ্যে নিষ্পেষিত হয়, তখন সাময়িক উপশম দিবার জন্য ঐরূপ ধারণা আমাদের প্রমাকে প্রলুব্ধ করে।

বহির্জগতের আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'য়ে আমরা সংকল্পী হই, পুণ্যবান্ হই, ধার্মিক হই, নৈতিক হই, কখনও বা অসংকল্পী, পাপী, অধার্মিক, অনৈতিক হ'য়ে পড়ি। বহির্জগতের আক্রমণের দ্বারা আমরা ঐরূপভাবে চালিত হ'য়ে থাকি।

সূক্ষ্মেতে স্থূলতা নাই, কিন্তু সূক্ষ্ম স্থূল হ'তে জন্মগ্রহণ ক'রেছে। বহির্জগতের স্থূল বস্তু হ'তে ভাব আকর্ষণ ক'রে সূক্ষ্মতা প্রকাশিত হ'চ্ছে। এই সূক্ষ্মভাবের জনক—স্থূল বিষয়।

এই জগতে চেতন বৃত্তির সহিত অচেতন-বৃত্তি নানাধিক সংশ্লিষ্ট হ'য়েছে। অচিদ্রাজ্য হ'তে মন ও বুদ্ধি জ্ঞান-সংগ্রহে নিযুক্ত র'য়েছে। যেখানে পরমাণু-বাদী বা জড়শক্তির অচিৎ-এর কথা নাই—যেখানে কোন প্রকার অচেতনের কথা নাই, সেখানে কেবল চিৎ। কেহ কেহ বলেন, কেবল চেতনে নিঃশক্তিক অনুভূতি থাকবে। আধ্যাত্মিকজ্ঞানী জগতে যে জড়শক্তির তিক্ত অনুভূতি পেয়েছিল, তা' হ'তে পলা'বার জন্য যখন যত্ন হয়, তখনই আমাদের প্রাপ্য চেতনকে নিঃশক্তিক করবার জন্য একটা চেষ্টার উপায় হ'য়ে থাকে। যা'কে গোড়ীয়-বৈষ্ণবের ভাষায় 'বহিরঙ্গা শক্তি' বলে, সেই বহিরঙ্গা শক্তিরহিত বস্তুকে নির্ভেদজ্ঞানিগণ 'ব্রহ্ম' ব'লতে চান। তাঁ'রা Radio activity, Molecular theory হ'তে যে শক্তির পরিচয় পে'য়েছেন—চিদচিনিগ্ৰ জগৎ হ'তে যে শক্তির পরিচয় পে'য়েছেন সেই শক্তিকে নিরাস ক'রে ব্রহ্মের কল্পনা করেন। কিন্তু যাঁ'রা বৃহৎএর সমগ্রতা দেখতে পান, তাঁ'রা 'ব্রহ্ম' শব্দে ভগবান্কেই জানেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভাষায় ব'লতে গেলে,—

‘ব্রহ্ম’ শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ‘ভগবান্’।

সঙ্কর্ষণ-সূত্র ‘ব্রহ্ম’ শব্দের দ্বারা বিষ্ণুকে লক্ষ্য করেন। ভাগবতের শেষে (ভাঃ ১২।১৩।১২) আমরা একটি শ্লোক দেখতে পাই,—

সর্ববেদান্তসারঃ যদ্ব্রহ্মাত্মৈকত্ব লক্ষণম্ ।

বস্তুদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্ ॥ (১)

শব্দ মাত্রেরই দ্বিবিধ রুত্তি—বিদ্বদ্রুত্তি ও অজ্ঞদ্রুত্তি। যে শব্দের রুত্তি কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শ্রীচৈতন্যদেব হ'তে তফাৎ হ'য়ে অন্য কিছু উদ্দেশ্য করে, তা'—শব্দের অবিদ্বদ্রুত্তি। বিদ্বদ্রুত্তি রুত্তিতে সকল কথাই কৃষ্ণবাচক—কৃষ্ণোদ্দেশ্যক। যে-সকল শব্দ আমাদের ভূত্যাগিরি করে—আমাদের ভোগের কাজ চালিয়ে দেয়, সেই সকল ভোগসাধক শব্দ ভগবদ্বস্তু হ'তে পৃথক্ হ'য়ে অবিদ্বদ্রুত্তি রুত্তি প্রকাশ ক'রে থাকে। 'কৃষ্ণ' শব্দে যে তত্ত্ববস্তু উদ্দিষ্ট হয়—গুণজাত জগতে 'কৃষ্ণ' শব্দের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়—'কৃষ্ণ' শব্দ দ্বারা গণ-গগুলিকা যা' বুঝেন, তা' কৃষ্ণ শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় নয়। ভাষান্তরে 'গড়', 'আল্লা' প্রভৃতি শব্দ, এমন কি, সংস্কৃত ভাষায় 'ঈশ্বর' 'পরমাত্মা' প্রভৃতি শব্দ কৃষ্ণ হ'তে মিশ্রিত একটা মহের (মহঃ অর্থাৎ তেজঃপুঞ্জের) বাচক মাত্র। তাঁ'রা 'কৃষ্ণ' শব্দের পূর্ণমুক্তপ্রগ্রহরুত্তি ধারণ ক'রতে পারেন না। কৃষ্ণ শব্দের অর্থ হচ্ছে,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদির্গৌবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥ (২)

এই অর্থ গৌরসুন্দর দক্ষিণ দেশ হ'তে এ'নে প্রচার ক'রেছিলেন। অন্য দেশের কথা কি, এই ভারতবর্ষেও যে চিন্তাত্রোতের মধ্যে ঈশ্বর, পরমাত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দ প্রকাশিত র'য়েছে, তা' কেবল কৃষ্ণ-শব্দের গোণী শক্তি বা নিঃশক্তিক বিচারের ব্যঞ্জক, উহারাও কৃষ্ণ-শব্দের পূর্ণতা অভিজ্ঞাপক নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান যে জিনিষকে দেখে, শুনে, ঘ্রাণ, আত্মাদান বা স্পর্শ করে, তা' প্রকৃতিপ্রসূত বস্তুবিশেষ; এই সকল প্রকৃতিপ্রসূত বস্তুকে লক্ষ্য ক'রে কৃষ্ণ-শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। কৃষ্ণ বস্তু জড়েন্দ্রিয় বা নিরিন্দ্রিয় জ্ঞানের অধিগম্য নহেন, তিনি অতীন্দ্রিয়, অপ্রাকৃত বস্তু।

—জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীল প্রভুপাদ

(১) ইহাতে (শ্রীমদ্ভাগবতে) নিখিল বেদান্তের সারভাগ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা আত্মৈকত্ব স্বরূপ ব্রহ্মবস্তুবিষয়ক এবং কৈবল্য (কৈবল্য প্রেমভক্তি) রূপ একমাত্র ফলজনক।

(২) সং, চিং ও আনন্দময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি (স্বরূপ) অনাদি এবং সর্ব বিষ্ণু বৈষ্ণবত্বের আদি এবং সর্বকারণের কারণ।

প্রশ্নোত্তর

(রসতত্ত্ব)

১। রসোদয় কি ?

“ভগবানের সাহিত্য জীবের নিত্যসম্বন্ধাবিকারই রসোদয়।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

২। রসতত্ত্ব কি প্রাকৃত ?

“রসতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত, তাহাতে জড়দেহের স্ত্রী-পুরুষ-সম্বন্ধ নাই, তাহাতে সমস্তই চিন্ময়।”

—‘সমালোচনা’ সঃ তোঃ ৫।১

৩। রসোদ্ভাবনের ক্ষেত্র কি ?

“জীবের সিদ্ধ-দেহেই রসোদ্ভাবন করা কর্তব্য ; কোনক্রমে এই জড়-বদ্ধদেহে তাহার সম্বন্ধ না জন্মে।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

৪। রস কয় প্রকার ? ততদ্রসের উৎপত্তিস্থান কি ?

“রস তিনপ্রকার অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-রস, স্বর্গীয়-রস এবং পার্থিব-রস। পার্থিব-রস (মিষ্টাদি)—ষড়্বিধ। সেই রস পার্থিব ইক্ষু-খজুরাদিতে পাওয়া যায়। স্বর্গীয় রস মানসিক ভাবনিচয়ে দৃষ্ট হয়। তাহাতেই জীব ও জীবের মধ্যে নায়ক-নায়িকাত্ব স্থাপিত হইয়া রসোদ্ভাসিত হয়। বৈকুণ্ঠ-রস কেবল আত্মাতেই লক্ষিত হয়।”

৫। পার্থিব, স্বর্গীয় ও বৈকুণ্ঠ-রসে পার্থক্য কি ?

“আত্মাতে রসের প্রাচুর্য্য হইলে মন পর্যাস্ত তাহার ঢেউ লাগে। ঢেউ মনকে অতিক্রম করতঃ সাধক-শরীরে ব্যাপ্ত হয়। তখনই পরস্পর রসের পরিচয়। বৈকুণ্ঠরসে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র নায়ক। এক বৈকুণ্ঠ-রসই ফলিত হইয়া স্বর্গীয় মানস-রসরূপে পরিণত ; পুনশ্চ প্রতিফলিত হইয়া পার্থিব-রস হইয়াছে। তজ্জন্তু ত্রিবিধ রসেরই বিধান, প্রক্রিয়া ও স্বরূপ একই প্রকার। বৈকুণ্ঠরসই বৈষ্ণবের জীবন। অতঃ দুইপ্রকার রস বৈকুণ্ঠ-রসোদ্দেশক না হইলে মিতাস্ত ঘৃণিত ও অশ্রদ্ধেয়। নীচ-প্রবৃত্তি-পরবশ লোকেরাই স্বর্গীয় ও পার্থিব-রসে মুগ্ধ হন। বৈষ্ণবগণ বিশেষ সতর্কতা-সহকারে স্বর্গীয় ও পার্থিব-রসকে পরিত্যাগ-পূর্বক বৈকুণ্ঠ-রসের আলোচনা করিয়া থাকেন।”

—শ্রীঃ প্রঃ ৮ম প্রঃ

৯। রসের অধিকারী কাহার ?

“ইতর-বিষয়ে বৈরাগ্যপ্রাপ্ত জাতপ্রেম লোকেরাই রসাধিকারী। বাহার। এখন পর্য্যন্ত শুদ্ধ-রতি ও জড় হইতে বৈরাগ্য লাভ করে নাই, তাহাদের রসাধিকার-চেষ্টা বিফল ; সুতরাং চেষ্টা করিতে গেলে রসকে ‘সাধন’ বলিয়া কদাচারে প্রবৃত্ত হইবে।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

১০। কেহ কি কাহাকেও রসশিক্ষা দিতে পারেন ?

“রস সাধনাজ্ঞ নহয় ; অতএব যদি কেহ বলেন,—‘আইস, তোমাকে রস-সাধন শিক্ষা দেই’, সে কেবল তাঁহার ধূর্ততা বা মূর্থতা মাত্র।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

১১। রসতত্ত্ব কি জ্ঞানের বিষয় ?

“রস জ্ঞাত হইবার বিষয় নহয়, কেবল আশ্বাদনের বিষয়। জিজ্ঞাসা ও সংগ্রহ যে দুইটা জ্ঞানের প্রাথমিক ব্যাপার, তাহা সমাপ্ত না হইলে জ্ঞানের চরম ব্যাপার যে আশ্বাদন, তাহা হয় না।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

১২। যুক্তিদ্বারা কি রসতত্ত্বের উপলব্ধি হয় ?

কেবল যুক্তিদ্বারা রসতত্ত্ব অনুভূত হয় না। যুক্তিদ্বারা চিত্রস অনুভূত হওয়া দূরে থাকুক, জড়রসও বিচারিত হইতে পারে না।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

১৩। জীব কি রসের নায়ক বা বিষয় হইতে পারে ?

“গোপী হইয়া কৃষ্ণকে মধুর রসের দ্বারা সেবাই ভক্তের কর্তব্য। যিনি কৃষ্ণ সাজিয়া এই রূপ আশ্বাদন করিবেন, তিনি অবশ্য অবিলম্বে নরকে গমন করিবেন। শঠ, ধূর্ত, কুটীনাটী-পরায়ণ লোকেরাই এই অপরাধ করিয়া থাকেন।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

১৪। অপ্রাকৃত-রসের উর্দ্ধগতি ও তৎপ্রতিবিম্বিত রসের নিম্নগতির সীমা কি ?

“রস—নিত্য, অখণ্ড, অচিন্ত্য, পরমান স্বরূপ। শুদ্ধরতি হইতে মহা-ভাব পর্য্যন্ত রস উর্দ্ধগত। শুদ্ধরতির নীচ-গতিতে ঐ রস জড়গত মোহ পর্য্যন্ত বিকৃত হয়।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

১৫। রস ও রস-বিরোধের উদাহরণ কি ?

“উপাসনাই রস। জড়ক্রিয়া বা চিন্তা কিংবা জড়দিপরীত নির্বিশেষ চিন্তা কখনও উপাসনা নয় ; সেই সকল ক্রিয়া সর্বদা নীরস।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।২

১৬। রসের ক্রম-বিকাশ কোথায় দৃষ্ট হয় ?

“পরতত্ত্বে নির্বিশেষ-ভাবে যোজনা করিলে কোন রসই থাকে না। ‘রসো বৈ সঃ’ ইত্যাদি বেদবাক্য গ্রন্থা হইয়া পড়ে ; তাহাতে সুখের নিতান্ত অভাব বলিয়া নির্বিশেষ-ভাব অনুপাদেয়। সর্বিশেষ-ভাবের যত প্রকাশ হয়, ততই রসের বিকাশ হয়।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭ ও জৈঃ ধঃ ৩১শঃ অঃ

১৭। অপ্রাকৃত পারকীয় রস কি ?

“নায়ক-নায়িকা পরস্পর অত্যন্ত পর হইয়াও যখন রাগের দ্বারা মিলিত হন, তখন যে অদ্ভুত রস হয়, তাহাই পারকীয় রস। আত্মারামতার দিকে টানিলে ক্রমশঃ রসের শুদ্ধতা হইয়া পড়ে। লীলারামতার দিকে যত টানা যায়, রসের ততই প্রফুল্লতা হয়। কৃষ্ণই যে-স্থলে একমাত্র নায়ক, সে-স্থলে পারকীয়তা কখনই ঘণাৎপাদ হয় না।”—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

১৮। অপ্রাকৃত-পারকীয় রসের উপাদেয় কেন ?

“গোকুলরমণীগণ কৃষ্ণের নিত্য-শক্তি হইয়াও গোলোকে যে পারকীয় রস আশ্বাদন করেন, সে রস সর্বোৎকৃষ্ট। কৃষ্ণচন্দ্র সেই পরম রসাস্বাদকে জগতে আনিবার জন্ত স্বীয় গোলোক-রমণীগণকে গোকুলে আনিয়াছেন, তাহাতে কি দোষ আছে? তিনি ত’ প্রাকৃত নায়ক ন’ন? অতএব তাহা জীবের মঙ্গলের জন্তই হইয়াছে, না হইলে জীব কিরূপে উৎকৃষ্ট মধুর রস আশ্বাদন করিয়া সর্বোত্তম রস-লাভের যোগ্য হইত?”—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

১৯। ব্রজের পারকীয় রস অনিন্দনীয় ও অপ্রাকৃত কেন ?

“ব্রজলীলায় অতিক্ষুদ্র মায়োপাধিক বিবাহ-বিধির স্থান নাই। সেই গোলোকবিহারী যখন স্বীয় পরম পারকীয় রসকে প্রপঞ্চে গোলোকের সহিত আনয়ন করেন, তখন গোকুল-ললনাদিগের প্রতি জড়ীয় পারকীয় নিন্দা স্থান পায় না।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭।

(ক্রমশঃ)

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

কোন কোন মনুষ্য নিজ নিজ শক্ত্যানুসারে ব্রহ্মের গুণানুশীলন করিয়া উপাসনা করে। মূলকথা যিনি ঈশ্বরভগবানের যে পর্য্যন্ত ধারণা করিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণ গুণের অনুশীলন করিয়া উপাসনা করিবেন। এজন্য বলা হইয়াছে যাহার যাহার যে কাম ইত্যাদি।

কাম-সঙ্কল্প, যাহার ঐশ্বর্য্যানুভবের অভিলাষ, তিনি উপাস্তে ঐশ্বর্য্য-ছোতক গুণসকলের সমাবেশ চিন্তা করিবেন, আর যাহারা মাধুর্য্যানুভবের অভিলাষ, মাধুর্য্যছোতক গুণে সকলের সমাবেশ চিন্তা করিবেন।

এপর্য্যন্ত যেমন যোগ্যতানুরূপ উপাসনার কথা বলা হইল। তদ্রূপ যোগ্যতানুরূপ অনুভবের কথাও বলা হইয়াছে, “মল্লামশনি” ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় (স্বামিপাদের চূর্ণিকা) - তত্র চ শৃঙ্গারাদিসর্ব্বরসকদম্বমূর্ত্তিভগবান্ তত্তদভিপ্রায়ানুসারেণ বভৌ ন সাকল্যেণ সর্ব্বেষামিত্যাহত্যেবা। অত্র পরমতত্ত্বস্য জানতামপি ন সমাগ্ জ্ঞানমিত্যাখ্যাতম্। যুক্তক্ষেদং তত্ত্বানুধূর্য্য বিশেষানুভবাং। মাধুর্য্যানুভবিনাং ভক্তানাস্তু যস্যাস্তি ভক্তিভগবৎপ্রাকিঞ্চনা সর্ব্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে দুরাঃ ইত্যাদি - ন্যায়েনানী দৃতমপি সর্ব্বং জ্ঞানং সময় প্রতীক্ষকমেবস্যাং। অর্থাৎ যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরম তত্ত্বরূপে অবগত আছেন, তাঁহারা তাঁহাকে সম্যকরূপে জানিতে পারেন নাই। কারণ সেই সেই মাধুর্য্যানুভবে তাঁহারা বঞ্চিত। আর মাধুর্য্যানুভবি ভক্তগণের যাহার ভগবানে অকিঞ্চনভক্তি আছে, সমস্তগুণের সহিত দেবগণ তাঁহাতে সমাগত হন, ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে (যুক্তিমূলক বাক্যানুসারে) অনাহত হইলেও সমস্ত জ্ঞান সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। এস্থলে প্রসঙ্গতঃ মাধুর্য্যানুভবি ভক্তগণের উৎকর্ষ কীর্তন করিবেন। যাহারা পরমতত্ত্বরূপে অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা ঐশ্বর্য্যানুভবী। আর যাহারা মাধুর্য্যানুভবী তাঁহারা মাধুর্য্যানুভব ত করেন-ই, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে উপেক্ষা করিলেও তাহা তাঁহাদের স্মৃতি পাইবার উপযোগী সময়ের অপেক্ষা করে, অবসর পাইলেও অনাহত হইয়াও উপস্থিত হয়।

“মল্লামশনি” শ্লোকে পূর্বেই মাধুর্য্যানুভবিগণের পরম বিজ্ঞতা অভিপ্রেত হইয়াছে। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলরামের সহিত রঙ্গস্থলে গমন করিয়া মল্লদের অশনি (বজ্রস্বরূপ), নরদিগের নরবর, যুবতীদিগের মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প, গোপদিগের স্বজন, অসং নৃপতিগণের শাসন-কর্ত্তা, মাতাপিতার শিশু, ভোজপতি কংসের সাক্ষাৎ মৃত্যু, অবিদ্বজ্জনগণের বিরাট, যোগিদের পরমতত্ত্ব এবং বৃষ্টিগন্ধের পরম দেবতারূপে প্রকাশ পাইলেন।

উক্ত শ্লোকে প্রতিকূল জ্ঞান (শত্রুবুদ্ধিসম্পন্ন), মূঢ় ও বিদ্বান—ত্রিবিধ ব্যক্তির কথা বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে মল্লগণ, কংসপক্ষীয় অসৎ রাজগণ ও কংস প্রতিকূল জ্ঞান অবিদ্বানের পক্ষে বিরাট পৃথগ্ভাবে এইরূপ উল্লেখ থাকায়, যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে বিরাট জ্ঞান করে, তাহারা মূঢ় আর বাকীসকলে বিদ্বান্। এস্থলে ‘বিরাট’ বলিতে বিরাটের অংশ ভৌতিক দেহ—সাধারণ নরবালক জ্ঞান, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মূঢ়তা, ভগবদ্ যাক্রায় শ্রদ্ধাহীন যাজ্ঞিক বিপ্রগণের সদৃশ। ইহাদের কেহ কেহ ভগবদবজ্রাতা। ঘেঘা নহে, প্রীতি-মানও নহে। উক্ত মূঢ়গণের শ্রীকৃষ্ণে ভৌতিকত্ব (পাঞ্চভৌতিক দেহধারী সাধারণ মানুষ) বোধ ভক্তগণের ঘণা জন্মে। যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে নরবররূপে দর্শন করিলেন, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য ও প্রভাবাংশে নরগণমধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করায় তাহারাও বিদ্বান্। অতএব তাহারা সামান্য ভক্ত। যথা, শ্রীশুকদেবের বাক্য—নিরীক্ষ্য তাবুত্তমপুরুষো জনা মঞ্চস্থিতা নাগররাক্ষিকানুপ। প্রহর্ষবেগোৎকলিতেক্ষণাননাঃ পপূর্ণ তৃপ্তা নয়নৈস্তদাননম্” (১০।৪৩।২০) অর্থাৎ—হে রাজন্, উত্তম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে নিরীক্ষণ করিয়া মঞ্চস্থিত নগর-বাসিজনগণের নয়ন বদন পরমানন্দে প্রফুল্ল হইল, তাহারা অতৃপ্তনয়নে তাহাদের মুখমাধুর্য্য পান করিলেন। মমতাস্থূল্য ও মমতানুরক্তভেদে বিদ্বান-গণকে দুই প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে—নরগণ, সামান্যভক্তগণ ও যোগীগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাদর্শনাভিলাষে সমাগত আকাশস্থিত চতুঃসনাদি জ্ঞানিভক্তগণের মমত্বসূচক পদ বিল্যাস করেন নাই। ইহারা মমতাস্থূল্য, আর স্ত্রীগণও মমতাস্থূল্য রঙ্গভূমিতে সমাগতা নারীগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, অহো ঐ দুইজন মল্ল প্রকাণ্ড পর্বততুল্য, তাহাদের সর্বদ্বন্দ্ব বজ্র-সারের মত কঠিন, ইহারা কোথায়, আর অপ্রাপ্ত যৌবন কিশোর দুইটাই বা কোথায়? ইত্যাদি বাক্যে যাহাদের অনুকম্পাময় পরম প্রীতি উদাহৃত হইয়াছে, নানাভাববতী রমণীগণমধ্যে যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে কন্দর্পরূপে অবগত হইয়াছেন এবং গোপীগণ কি তপস্যাই করিয়াছিল ইত্যাদি বলিয়াছেন সেই বিষয়ে কান্তভাবা-ন্যায় প্রীতির সহিত লোকপ্রসিদ্ধ কামের মিশ্রণ হেতু তাহাদের প্রীতি ব্রজদেবীগণের মত বিস্তৃত নহে। আর মাত্র সেই সময়ের জন্যই তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদেরও মমতার অভাব প্রতিপাদিত হইতেছে।

ঋষিগণ, মাতাপিতা ও গোপগণ—ইহাদের মমতা বিশেষ সুচিত হইয়াছে। সুতরাং পরম মাধুর্য্যানুভবি গুণমধ্যে ইহারাই উত্তম। গোপগণের নিজজন এবং ঋষিগণের পরম দেবতা এইরূপ নির্দেশহেতু গোপগণের বান্ধবভাব-জ্ঞাপক মাধুর্য্যজ্ঞান এবং ঋষিগণের পরমারাধ্য ভাব প্রতিপাদক ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান স্বাভাবিক, ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীগোপগণ রঙ্গস্থলগত শ্রীকৃষ্ণকে নিজজনরূপে দর্শন করিলেন বলায় তাঁহার এবং মাতাপিতা ভিন্ন অন্য কেহই তাঁহাকে নিজজনরূপে দর্শন করেন নাই। ইহা অনায়াসে প্রতীত হইতেছে, তাহাতেও ঋষিগণ পরমারাধ্যরূপে দর্শন করিয়াছেন বলায় তাঁহার। শ্রীকৃষ্ণকে নিজজন বোধ করেন নাই—ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। কিন্তু শ্রীনারদ যুধিষ্ঠির মহারাজের নিকট বলিয়াছিলেন যে, ঋষিগণ সম্বন্ধবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, এস্থলে জিজ্ঞাস্য—যাহার সহিত সম্বন্ধ থাকে, তাহার প্রতি ত নিজজনবুদ্ধি থাকেই তবে একরূপ বলা হইল কেন? তদুত্তর—যাদবগণের শ্রীকৃষ্ণে বন্ধুভাব থাকিলেও তাহা ঐশ্বর্য্যানুভবের অধীন, তাঁহার অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া তাঁহাকে বন্ধু মনে করিতেন। এজন্য ঐ বন্ধুভাব ঐশ্বর্য্যানুগত ও গোঁণ, শ্রীকৃষ্ণে যাহার যে ভাব মুখ্য, কংসরঙ্গভূমিতে তাহার দর্শন তাদৃশ। যাদবগণের ভাবঐশ্বর্য্য অনুভব প্রধান বলিয়া পরমারাধ্যরূপে দর্শন করিয়াছেন, গোপগণের মাধুর্য্যানুভব প্রধান বলায় নিজজনরূপে দর্শন উক্ত হইয়াছে।

শ্রীবসুদেব-দেবকীর লীলাবিশেষবশে “মাতাপিতার নিকট শিশু” এইরূপ মাধুর্য্যজ্ঞান বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু উহার গোঁণত্ব নিবন্ধন বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে বালকমাত্র জ্ঞানে ঋষিগণের নিকট শ্রেয়োলাভের কথা কুরুক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এখানে শ্রীনারদ বসুদেবের মাধুর্য্যানুভব স্বীকার করেন নাই।

যাদবগণের মধ্যে কংস শতধন্বা প্রভৃতির শ্রীকৃষ্ণে স্বজনবুদ্ধির অভাব ছিল। কিন্তু ব্রজবাসীদের মধ্যে কাহারও নিজজনভাবের অভাব দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ কালীয় হ্রদে বাম্প প্রদান করিলে শ্রীকৃষ্ণদর্শন-লালসায় সকল গোপ-গোপীই কাতরভাবে গোকুল হইতে বাহির হইয়াছিলেন। যেহেতু সকলের শ্রীকৃষ্ণে যথেষ্ট প্রীতি আছে; সকলেরই নিজজন বিচারের ইহাই যথার্থ নিদর্শন।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

অধিকার-বিচার

পরমার্থ সাধকের স্বীয় অধিকার-বিচার করিয়া ক্রম-মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইবার জন্ত কার্য্যকরী যথাযথ আশ্রয় একান্ত বাঞ্ছনীয়। স্বীয় অধিকার-অনধিকার-নিচারে ঐমুগ্ধ হইয়া পারমার্থিক বিভিন্ন বিষয়ের বহুবিধ বিচার শ্রবণে তাহাতে লুফালুফি খেলিবার মন্ততায় স্বীয় ক্রমমঙ্গলের গতিকে গুরু করা হয় মাত্র। যাহারা স্বীয় অধিকার-নির্ণয়ে উদাসীন হইয়া স্বীয় কর্তব্যকার্য্যের নির্ণয়ে স্বেচ্ছায় জড়্য পোষণ করিবে, তাহা-দিগকে কি প্রকারে প্রকৃত পারমার্থিক বলা যাইবে? বস্তুতঃ যখনই কাহারও পারমার্থিক সত্য লাভ করিবার প্রয়োজন হয়, তখনই তাহার যথার্থ করণীয়-নির্ণয়ে অধিকার-নিচােরের প্রসঙ্গ অবশ্যই আনিতে হয়।

জীব ক্রমে-ক্রমেই পারমার্থিক মঙ্গল-সমূহ লাভ করিতে পারেন। লোক ক্রমে-ক্রমে ভগবৎসিকুল পায়। একদিনে হঠাৎ চূড়ান্ত মঙ্গলের রাজ্য অধিকার করা যায় না। ‘কৃষ্ণ তোমার হউ যদি বলে একবার’—অর্থে ইহাট নয় যে, শ্রীগুরুপাদপদ্ম হঠাৎ একদিন ‘আমার মোহযুম’-বার আচমকা ভাঙ্গিয়া দিয়া ‘কৃষ্ণ তোমার হউ’ বলিবার যোগ্যতা দিলেন, অমনই কৃষ্ণ আমাকে তৎক্ষণাৎ মায়াবদ্ধ হইতে উদ্ধার করিলেন, আর তৎপূর্ব্ব-পর্য্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত জীবনের আকিং মোতাতে মসৃণ থাকালাম। যাহারা জড়তার নির্গম কষাঘাতে চেতনতা একেবারে পরিহার করিয়া বসিয়াছেন, একমাত্র তাঁহারা ব্যতীত অপর কাহারও এরূপ কল্পনা করিবার যে গাতাও নাই। পরমার্থপথে মস্তিষ্কে পরিচালনা না করিবার অথবা ‘গুলুতামি’র কিছুতেই রেহাই নাই।

জীব নিত্যই কৃষ্ণদাস; সে যখন মায়াবদ্ধ থাকে তখনও সে কৃষ্ণদাস; মায়াবদ্ধ হইলেও জীবের স্বরূপের কৃষ্ণদাস অভিমান নষ্ট হইয়া যায় না, তবে মায়া তাহাকে অত্যান্ত আগন্তুক নানাবিধ অভিমান-অস্মিতার দ্বারা আবৃত করিয়া রাখে মাত্র। জীবের এইপ্রকার অপ্রকাশিত কৃষ্ণদাসাভিমান স্বরূপে থাকিলেও মায়া তাহাকে অত অহঙ্কারের দ্বারা সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করিতে পারে। জীব সাধুর নিকট নিজ কৃষ্ণদাস-স্বরূপের কথা শুনিলেও তৎক্ষণাৎই তাহার স্বভাবসিদ্ধ কৃষ্ণদাস হইয়া যাইবার অধিকার থাকে না। এতদিন মায়া তাহাকে যেভাবে খেলাইয়াছে, তাহার অভিমান তাহাতে বাধা দিবেই। তজ্জন্ত তাহাকে মায়াই সেইসকল অভিমানে বাধা প্রদানদ্বারা নিজ সিদ্ধ-

স্বরূপের আগরণ-ক্রমে ক্রমিক মঙ্গলের পথে চলিতেই হইবে। রাতারাতি অবৈধভাবে কৃষ্ণদাস হইবার অবৈধ চেষ্টায় কপটতার আবাহন হয় এবং এইপ্রকার কপট মতলবের ব্যবহার-দ্বারাই জগতে প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়-গুলির উদ্ভব হইয়াছে। ক্রমমঙ্গলের প্রতি উপেক্ষা দ্বারাই বৃক্ষোপরি না উঠিয়া ফল ধরিয়া টানাটানি করিয়া দুষ্টফল অর্জিত হয় এবং তাদৃশ অকাল-পকতা মহাজনগণ কর্তৃক বড়ই ক্ষতিকর বলিয়া সর্বতোভাবে গণিত হইয়াছে।

ক্রমমঙ্গল-লাভের পথে উদাসীনতা যেরূপ পরমার্থ-সাধকত্বের অনধিকার-জ্ঞাপক, তদ্রূপ ক্রমমঙ্গলের প্রতি অত্যাশঙ্কির ভাণে ক্রমমঙ্গল লাভের পথকে রুদ্ধ করাও বিশেষ ক্ষতিকর। নিজ বিষয়াসক্তি বা অসংসঙ্গকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ক্রমিক মঙ্গললাভের দোহাই দিয়া নিষ্ক্রমঙ্গলকে চির নির্বাসিত করা জঘন্য কপটতা। বাস্তব মঙ্গললাভ করিবার পক্ষে স্বীয় পরমার্থ অন্তকূল যোগ্যতার অপকট যথাযথ ব্যবহারদ্বারাই সাধুসঙ্গে ক্রমপথে পারমাণ্বিক মঙ্গল লাভ হয়।

ক্রমিক মঙ্গললাভের এই উদ্ভববিধ অসুবিধা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অধিকার-বিচার অপরিহার্য্য। অধিকার-বিচারে স্বীয় কর্তব্য অভ্রান্তরূপে নির্ণয় করিয়া তাহাতে অধিকারানুযায়ী স্বীয় নিকপট প্রচেষ্টাদ্বারা আত্মমঙ্গল লাভ হয়।

পারমাণ্বিক বিচারসমূহ অধিকারানুযায়ী সুসজ্জিত। বিভিন্ন অধিকারে বিভিন্ন বিচার ক্রমপথে গৃহীতব্য। যদি কেহ যে কোন বিচার গুনিয়া তাহাতেই আঁচড়-কামড় আরম্ভ করিয়া দেন, তবে তাহাতে নিকপটতার অভাবই অবশ্যই প্রমাণিত হয়। পরমার্থ-বিচারে নিজেই নিকপটভাবে adjust করিতে হইলে অধিকারানুযায়ী বিচার-গ্রহণে উন্মুখতার একান্ত প্রয়োজন।

কাহারও নিকপট অধিকারের প্রতি যথোপযুক্ত সহানুভূতি প্রদর্শন না করিলে প্রকারান্তরে তাহাকে কপটতা গ্রহণ করিতে বাধ্য করাই হয়। যেখানে কাহারও অধিকারানুযায়ী কার্যের বিচার করিবার সময় তাহার নিকপটতার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, সেখানে তাহার আন্তরিক সহজ চেষ্টার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য পতিত হবে। পারমাণ্বিক নবীশের ভক্তিদার্ঢ্য দৃষ্ট না হইলেও তাহার ভক্তি-বিচারগ্রহণের প্রকৃত আগ্রহ তাহার অধিকারের নিকপটতা-জ্ঞাপক। তাহার তাদৃশ অধিকারে অমনোযোগী হইয়া তাহাকে রাতারাতি গড়িয়া পিটিয়া ভক্ত হইতে হইবে না।

কনিষ্ঠাধিকারিগণ অনেক সময় মহাভাগবতগণের বাহ্যে প্রকাশিত আচরণ-
গুণের অথবা অনুকরণদ্বারা অনধিকার ব্যবহারের আবাহন করে। মহা-
ভাগবতগণই “পুত্রীষের কীট হইতে মুণ্ডি সে লঘিষ্ঠ” বলিতে পারেন, আমরা
তাঁহার বাহ্য অনুকরণ করিলে তাহা অত্যন্ত অশোভন হয়। আমাদের
গুরুবর্গ সর্বোত্তম হইয়াও বিপ্রলস্তবশে যেসকল দৈন্ত্যোক্তি করেন, তাহা
আমাদের অধিকারে কখনই অনুগ্রহীয় নহে। তদ্বারা তাঁহাদের শ্রীচরণে,
তথা গুণের চরণে অপরাধের আবাহন হয় মাত্র। তাঁহাদের তাদৃশ সর্বোত্তম
অবস্থার প্রতি নিক্ষিপ্ত আকাজক্ষা রাখিয়া স্ব-স্ব অধিকারে নিক্ষিপ্ততার পরিচয়
দিতে হইবে।

ভক্তি-বিচার সর্বতোভাবে আন্তরিকতাময়। অন্তর পরিপূর্ণ
করিয়া তাহাই উচ্ছলিত হইয়া বাহিরে প্রকাশিত হয়। তখনই আমরা
বাহিরে তাদৃশ বিচার আবাহনের অধিকারে নিক্ষিপ্ত থাকিতে পারি।
আন্তরিকতার একান্ত অভাবজ্ঞাপক বাহিরে ভক্তিবিচারের অশোভন
দৌরাত্ম্যে আদৌ প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। তাহা সর্বতোভাবে গইণীয়।
কনিষ্ঠাধিকারীর অনুকরণজাত অথবা লৌল্য বা চাঞ্চল্যকে তাহার অধি-
কারের নিক্ষিপ্ততাসূচক ব্যবহার বলিয়া কখনও স্বীকার করা যায় না।
যদিও কোন কোন সময় কনিষ্ঠাধিকারীর তাদৃশ ব্যবহার কোনও বিচারে
তাহার নিক্ষিপ্ততার ব্যাঘাতকারক হয় না, তথাপি তাহার অনুচিত প্রশ্রয়
পাইলে তাহা তাহাকে ভবিষ্যতে কপটী করিয়াই তুলিতে সহায়তা করে।

শরণাগতির সূষ্ঠু-বিচার যাঁহাদের হৃদয়ে স্বপ্রকাশিত হইয়াছে, এরূপ
প্রপন্ন ব্যক্তির কার্যকলাপ ও বিচার-ব্যবহার যাঁহারা এখনও শরণাগতির
বিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাট, তাঁহারা যদি অযথাভাবে অনুকরণ
করেন, তদ্বারা অধিকার-বিচারের বিপর্যয় আনা হয়। নিজ অধিকারানুযায়ী
নিক্ষিপ্ত আচরণদ্বারাই উন্নতধিকার লাভ হয়।

মহাভাগবতগণ সর্বত্রই স্বীয় ইষ্টদেবকে দর্শন করেন। যেখানে আমাদের
বাহ্যবিচারে অর্চ্চা প্রতিষ্ঠিত নাই, সেখানের তাঁহাদের পরিপূর্ণ দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত
হয় না। কিন্তু তদৃষ্টে আমরা যদি শ্রীমন্দিরের শ্রীবিগ্রহের পূজার শৈথিল্য
বা উদাসীজ্ঞা প্রকাশ করি, তাহা হইলে তদ্বারা আমাদের মঙ্গলের দ্বারকে
চিররুদ্ধই করা হয়।

শরণাগতির পরিমাণানুসারে শরণাগতের নিকট অধোক্ষজ বস্তু তাঁহার
স্বপ্রকাশ স্বরূপ প্রকাশ করেন। তাদৃশ শরণাগত জনের হৃদয়ের তাদৃশ

স্বপ্রকাশিত বিচারের অবৈধ অনুকরণ-দ্বারা মানসিক খণ্ডিত বিচারের আবাহন মঙ্গলজনক হয় না। অন্তর্যামীর স্বপ্রকাশ-বিচার-নিষ্কাশ শরণাগত সেবক যেকোন স্থানে প্রকাশিত বা অবস্থিত শ্রীআলেখ্যার্চা-দর্শনে মর্যাদাহানির বিচার আত্মানে অমনোযোগী হইয়া তাঁহার অধিকারানুযায়ী তাঁহার দ্বারা তথাই শাসিত হইবার যোগ্যতা দেখাইতে পারেন, কিন্তু তদুপস্থি আমরা যদি অনুপযুক্ত কোনও স্থানে শ্রীগুরুবর্গের বা শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহের আলেখ্যার্চা দর্শন করিয়া তাঁহার তাদৃশ শোভন বিচারের অবৈধ অনুকরণে মানসিক চাঞ্চল্য বৃদ্ধি করিয়া, ‘শ্রীবিগ্রহ স্বয়ং প্রকাশিত বস্তু, তাহাকে স্থানান্তরে স্থাপন করিবার কর্তৃত্ব জীবের নাই, আমাকে শাসন করিবার জন্ত তিনি প্রকাশিত হইয়াছেন’—এই পরমসত্য বিচারের উৎসাদন করিয়া তাহাকে যথাস্থানে স্থাপন করিবার বিচারে শৈথিল্য প্রদর্শন করি, তবে আমার হীনাদিকারে মর্যাদাহানি-জন্ত অপরাধের আবাহন হইতে পারে। শরণাগত অধিকারী সেবকের হৃদয়ে প্রকাশিত বিচারদ্বারা মানসিক কসরতের দ্বারা বৈশীকরণ ধরিয়া রাখা সম্ভব নয়। নিজের নিষ্কপট অধিকারে স্বপ্রকাশিত স্বাভাবিক ভক্তিবিচারের যথাযথ আবাহন-দ্বারা ভক্তির নিষ্কপট অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয়; অপর কোন বিচারে অবৈধভাবে হাত বাড়াইলে ভক্তির চরণে অপরাধ ঘটে।

অধিকার-বিচারের ছলনায় ভক্তিবিচার হইতে নিজেকে তফাৎ রাখিবার অবৈধ-চেষ্টা যদি কাহারও দেখা যায়, তবে তিনি অত্যন্ত কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, জানিতে হইবে। অধিকার-বিচার ইহা নহে যে, ভক্তির উন্নত-বিচারের সহিত কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া দিতে হইবে না। নিজ-ক্রমিক উন্নতি-অবনতির বিচারদ্বারা স্বীয় অধিকার-বিচারের যথার্থ্য প্রমাণিত হয়।

স্বীয় অধিকারের সহজ বিচার বলিয়া যদি কেহ ভক্তি-বিরুদ্ধ ব্যবহারের আবাহন করেন, তবে তাহাও মারাত্মক কপটতা মাত্র। ভক্তিতে অধিকার-বিচার করিতে যাইয়া ভক্তিকেই গলা টিপিয়া মারিবার প্রবৃত্তি দ্বারা কখনও কাহারও ব্যবহারের নিষ্কপটতা প্রমাণিত হয় না। যাহারা কিছুতেই হরিভজন করিবে না, কেবলমাত্র তাহারাই হয় ভক্তি-বিচারসমূহ কপটভাবে অনুকরণ করিবে, না হয় স্বাভাবিকতার নাম দিয়া ভক্তিবিরুদ্ধ বিচারের আবাহনে কপটতাকে সরলতা বলিয়া চালাইবার কপটতার অবাধ প্রশ্রয় দিবে।

অধিকার-লঙ্ঘন অত্যন্ত ক্ষতিকর। কর্ম্মাধিকার লইয়া কর্ম্মী কখনও ভক্তিপথে উন্নতি করিতে পারে না, আবার ভক্তি-অধিকারী ‘ন নির্বিশ্লে

নাতিসক্তঃ' ব্যক্তিও জ্ঞানমার্গের কথায় রুচিযুক্ত হইতে পারেন না। কৰ্ম্মাধিকারী বা জ্ঞানাধিকারিগণ কপটতা করিয়া ভক্তিতে অধিকার জ্ঞাপন করিতে আসিলে তদ্বারা সৰ্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর জগজ্জঞ্জালের সৃষ্টি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী রূপায় ভক্তি-অধিকার লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কৰ্ম্ম ও জ্ঞানাধিকার লইয়া কাহারও ভক্তিপথে নিকপট থাকিবার কোনও উপায় নাই এবং তাদৃশ কপট-ব্যবহার করিতে তাহারা বাধ্য, আর ইহার দ্বারাই জগতের সৰ্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর অমঙ্গল সাধিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

যে স্নেহধিকারে বা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।

বিপর্য্যয়স্ত দোষঃ শ্রাদ্ধভয়োরেষ নির্ণয়ঃ ॥ (ভাঃ ১১।২১।২)

যে ব্যক্তির যাহাতে অধিকার, তাহাই তিনি করিবেন। স্বীয় অধিকারে বা নিষ্ঠা, তাহাই তাহার গুণ। অধিকার-নিষ্ঠা পরিত্যাগের নাম দোষ। ইহাই গুণ ও দোষের নির্ণয়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ইহাই বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—“গুণ-দোষবিচারে নিজ নিজ অধিকারের ঐকান্তিকতা থাকিলে তাহাকে ‘গুণ’ বলে। অধিকারানুসারে স্বল্পপের উপলব্ধির তারতম্য ঘটে।” শ্রীকৃষ্ণ গীতাতেও বলিয়াছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধৰ্ম্মো বিগুণঃ পরধৰ্ম্মাৎ স্বসৃষ্টিতাম্ ।

স্বধৰ্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধৰ্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ (গীঃ ৩।৩৫)

নিজ অধিকারোচিত বেদোক্ত ধৰ্ম্ম সূচুভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে তদধিকারীর পক্ষে তাহাই ভাল। পরধৰ্ম্ম উত্তমরূপে আচরিত হইলেও তাহা ভীতিজনক। কেননা স্বধৰ্ম্ম অর্থাৎ অধিকারোচিত ধৰ্ম্ম পালন করিতে করিতে যদি পতন হয়, তবে তাহাও অমঙ্গলজনক হয় না, কিন্তু পরধৰ্ম্ম কোন অবস্থাতেই নির্ভয় নহে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রথম ব্যক্তিগণকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাদের অধিকারানুযায়ী ব্যবস্থার দ্বারা তাহাদের ক্রম-মঙ্গল বিধান করেন, কিন্তু তদ্বারা তিনি কাহাকেও মানসিক জমাট-জাড়োর মধ্যে নিক্ষেপ করেন না। শরণাগতজন জড়তা-প্রাপ্ত হন না, পরন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় নিজের অধিকার-উন্নতির ক্রমিক ফল অমুভব করিবার জন্ত ব্যগ্র থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী রূপায় তিনি স্বীয় অধিকার-বিচারে নিকপট থাকিয়া উত্তরোত্তর সেবাধিকারে সমৃদ্ধ হন।

শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে ভজন-রীতিই বিবহ। যৌগতকরণের শিক্ষা, বীজা, আগুন, প্রভাঘ নবই বিরহোৎসব। এই বিরহোৎসবে মস্তোৎসব কোব কবাই নাই। শ্রীল ঠাঁকুণ জক্তিবিনোদ বলিছেন—“কীর্তনের পক্ষে কীর্তনের বিশেষণক বাস্তবিক ভাবেই ভজন। বিশেষত্ব বাস্তবিক মস্তোৎসব সৃষ্টি হয় না। বিশেষত্বের নামই বিশেষত্ব।

শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে যৌগত-বৈকল্যের বিচারে শরীর্জনই বিরহোৎসব। শরীর্জনের প্রাচীর বিরহোৎসব আর নাই। কৃষ্ণকথায়ুতই বিরহ-কীর্তন তৎকরণের একমাত্র কীবাছু। তাই আত্ম গোবরজন-বিরহ-কীর্তন ভজনরূপ শ্রীল আচার্য্যগণের আশ্রয়ভেদে কৃষ্ণ-শরীর্জনে প্রমত্ত। শরীর্জনবোলে পরমাত্মাত্ম শ্রীল ভক্তমেবক নথানিহুত আত্ম সুশক্তি।

অগ্রহস্ত ঠাঁকুণ শ্রীল গৌড়কিশোরদাস দাখারী মহাশয়ের বিরহ-বিরহোৎসব উপলক্ষে বক্তৃতায়ুত বলিছিলেন—“আজকে আশাকের বার্ষিক জয়পূজার বার। সাধারণ লোক কলে অপ্রবর্তের লি। কিন্তু তাঁর অগ্রহস্তের লিই একটের লি। বলিছে আমবা জামি। আমবা জামিই পূজা কতিবাস ভক্ত হকনব পাশ্চি।”

যেখানে দহত্ব নাই, কোথানে বিরহের কোব কবাই নাই। প্রবণ বা নইলে কি কীর্তন হয়? বিরহত' কীর্তনাক'বই প্রকাশিত। কৃষ্ণ-কীর্তন-বিরহ আশাকের স্বর্ণে স্থান না পাইলে অরুচি বা ভোগভোগ-পিপাসা আশাকের স্বর্ণে কী কতিবা অপ্রকাশিত হইবে? সুতরাং আমবা বাহ্যতে অপ্রকাশিত হইয়া বিরহোৎসবে প্রকাশিত হইতে পারি, ভক্তন এই পথের তিথিব্যবহার নিতট জগতিকতা করিতেছি।

অগ্রহস্তে বিশেষত্ব ও প্রাকটিক অবিচ্ছিন্ন শ্রুতি বর্তমান থাকায় মহাপ্র-ভক্ত অগ্রহস্তশাস্ত্রজি-বিরহ জামিই প্রাকটিকশাস্ত্র উজ্জল্য বিধান করে। শ্রীল প্রহ্লাদ ও ভক্তগণের অগ্রহস্ত-তিথিকে জ্ঞান যাক্তবাস তিথি বা মুমো-তিথি বলিরাছেন। এই মুমোতিথিতে শ্রীকৃষ্ণের ও ভক্তগণের আশ্রয়ভেদে শ্রীশাস্ত্রকীর্তন করিতে করিতে জ্ঞানের পথে গতিবিনয় লাক করা যায়। পূজা, পদ, অঙ্কনকলে এই তিথিতে গতিবিনয় লাক করে। পদলের স্বর্ণে নুনাগিক অপ্রকাশিত অবিচ্ছিন্ন ও জ্ঞানের নিত্যতা উপলব্ধি হয়। এইকল্প ভক্ত-গণের বিরহ তিথি-পূজার বিশেষ প্রবেশবীজতা রয়েছে।

আজ এই তিথিবরাকে বার বার স্মরণ করি। প্রার্থনা করি—কি সম্পদে, কি বিপদে, কি শয়নে, কি ভোজনে, কি ভ্রমণে, কি জাগরণে সর্বাবস্থায়ই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার কাঙ্গাল হইয়া থাকিতে পারি। কৃপার কাঙ্গাল হইলেই কৃপাময় শ্রীগুরুদেব কৃপা করিবেন এবং গুরুস্মৃতি সর্বদা হৃদয়ে জাগরুক থাকিবে।

শুদ্ধ গুরুদাসের সঙ্গে অনুক্ষণ থাকিয়া—তাহার কৃপাশাসনে থাকিয়া গুরুসেবা করিতে যত্নবান হওয়া উচিত; নতুবা গুরুসেবা হইবে না, মঙ্গল লাভ হইবে না। গুরুদাসগণ কখনও গুরুকে ভুলেন না। গুরুই তাহাদের প্রাণ, জীবন, ভূষণ—যা কিছু সব। তাহারা যাহা কিছু করেন সমস্তই শ্রীগুরুদেবের সুখের জন্য করিয়া থাকেন। গুরুদাস ভুলক্রমেও শ্রীগুরুদেবকে ভুলেন না—ইহাই গুরুদাসের সত্তা।

গুরুসেবা-শিক্ষাদাতা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাণী—

তুষা পদ বিস্মৃতি আমার যত্ননা

ক্লেশ দহনে দহি যাই।

* * * *

কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার

তোমার শক্তি আছে।

আমি ত' কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি

ধাই তব পাছে পাছে ॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মৃতিহীন জীবন শ্মশান সদৃশ। যেখানে গুরু নাই, সেখানে কৃষ্ণও নাই, সেখানে গুরুদাস বৈষ্ণবও নাই। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মৃতি-রহিত হইয়া—সম্বন্ধ জ্ঞানাভাবে গুরুসেবার যে অভিনয়, তাহা গুরুসেবা নহে তাহা দ্বারা গুরুপাদপদ্মের সুখবিধান হয় না। তাই গুরুসেবাভিলাষী আমাদের সর্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া গুরুসেবার জন্য যত্নপর হইতে হইবে।

অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম অনুক্ষণ তাহার গুরুপাদপদ্ম প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কথা স্মরণ করিতেন এবং প্রভুপাদ বলিতে ভাবে গদগদ হইয়া পড়িতেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের বাণী স্বয়ং আচরণ করিয়া জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। সেই জগদ্গুরু প্রভুপাদের বাণী স্মরণ-কীর্তন করিলে শ্রীগুরুসেবা অধিক পরিমাণে হইবে।

“ওকহেবার ভায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য আর নাই । ভগবানের আরাধনা সর্বাপেক্ষা বড়—এ প্রতীতি স্মৃতি না বড়ই পণ্ডিত আমাদের সংসার বা ওকহেবার আশ্রয়ের বিচার হয় না । আমরা আত্মিক, তিনি আমাদের পালক এ বিচার হয় না । যখন আমরা মনে করি অন্য প্রকার আশ্রয় হইতে আমাদের অনোপায়ী পূরণ হইবে, তখন আমরা সহস্রগুরুবিশেষে গুরুত্ব দর্শন করি না ।”

বিবাহ-পাখা যে কত তীক্ষ্ণ ও ক্লান্তপ্রদ, তাহা শ্রীল বার্কডেম ভট্টাচার্যের রামী অবলম্বনেই বিশেষভাবে অহুত হইবে—

“বহুজন্মের পুনাকলে পাই তোমার বন ।

হেমন্তের ত্রিবি বেষে কহিলেন তব ।

নিবে রক্ত পড়ে যদি, পুত্র বরি’ যায় ।

তাহা যদি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায় ।”

শ্রীকৃত্তবাস্যায়—

তার ১৮/১৭/৭৩

ভিক্রম দাস, বিহারী

[৩৩]

কর কর গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান, দীনবন্ধু প্রভু ;

জ্যোতির বিরহ-ভিখিতে আত্মিকে বাধা লাগে আগে শুধু ।

শ্রুতমের পারক-বাসমাত্রাক পুণিমা-রক্ত-রাতে,

মোদের ত্যক্তিকা চলে খেত তুমি পঁচেনী বছর আগে ।

আত্মিকার দিন বড় নিশ্চয়, বিহে-গল-তর,

শুভ পথে হা-হতাশ করে কোণী কোণী ওকহেবার ।

তুমি যে স্বপ্নের বিনোদময়ী,— শ্রীমাতার সহচরী,

এসেছিলে তবে কৃষ্ণ-অংশে শরৎ-সুত রূপ বরি’ ।

একদা তুমিগো পৌগণ্ড বহুসে তুমিলে দৈববানী,—

“অনর দেবী” প্রবৃদ্ধি’ হাশে প্রচারিত্রে যৌব-বানী ।”

'তুমি এ' নারতা গৃহ-কায়া আজি বাহিরিলে তুমি শয্যে,
 উঠলে তর হৃদি ভরপুর রেরিবারে প্রতুপানে ।
 ভ্রাস্তে ভ্রাস্তে মিলিলে একদা প্রতুপাদ-পদতলে ;
 প্রতুপাদ তাঁর মিত্র আসাখানি সরাইল তব গলে ।
 নিমিত্ত বীরনে বীণা সে তোমার ত্রুজক মর্ম্ম-সখী,
 দীর্ঘকাল পরে পুনঃ দিলি' হুঁহে পুনঃক উটিল মাতি' ।
 দে হার অল উটিল শিরসি'। হুঁহু-চোখে বরে নারায়ণ,
 যৌবার সর্ব্ব প্রতু-মনে যেন জাগিল নুতন সাড়া !
 হুই প্রকলয়ী বেদ্য জালি' বুঝি ত্রুজ-শিখা জাপ ররি',
 পৌর-মন্দিরা ত্রুজরস সীমা প্রচারিলে ধরা জু'ড়ে !
 শিখা-ক্ষেপে তুমি প্রতুপাদ-পদে নিজ মন-প্রাণ মিলি',
 ত্রুজক-প্রাণেশ পালনে নিরত ছিলে বড় অত্যাশী ।
 তুমি প্রতুপাদ-প্রিয়-পরিচর :- ছিলে তাঁর সখা সাথী,
 তোমা' ননে তিনি ত্রুজ-কথা বহি' কাটাইত কতরাতি ।
 প্রতুপাদ-লাগি' নিজের জীবন তুচ্ছ করিলে তুমি,
 তোমার মতন নির্ভা কেবল 'কুরেশেই' 'হুস শুনি ।
 তোমার ত্রুজকনিষ্ঠা সেখিয়া ত্রুজতেরাত্ত রিশ্বিত,
 'ত্রুজক-প্রবর' বলিয়া তুমিগো হ'লে আদি আখ্যাত !
 প্রতুপাদ ইচ্ছা নইল একদা মাতাবাদ সুরিবারে,
 তোমা' পরে তিনি নির্দেশ দিল। সেই ইচ্ছা সুরিবারে ।
 তাই কি তুমিগো দিব্য জীবনে মন্যাবাদ নাশ লাগি',
 নকুতা দানে এ প্রতু রচনে হঠাৎছিলে মনোযোগী ?
 'ভক্তি-বেদান্ত' প্রচার-কালে প্রতুপাদ-আদেশ লভি',
 বেদান্ত-করুণক বাজালে সারা তু-চরিত্ত রূপি' ।
 বহাতাবারেশে নিমগ্ন রহি' কত লীলা কৈলে নিক্তি,
 পর সেই লীলার মর্ম্ম মহিমা আমি আর কিরা বুঝি ।

একদা তোমারে ব্রজ-রাসে পেতে হ'ল শ্যাম-অভিলাষ ;
 তাই কি তোমারে যেতে হ'ল সেথা ত্যজি' এ মরত-বাস !
 শ্রীমঠে তোমারে রাধারানী যেই দানিলা প্রসাদী মালা,
 তখনি কি হয় আসিল তোমার ব্রজে যাইবার পালা !
 চন্দ্রগ্রহণ-যোগ সেইকালে উদিত গগন-কোণে,
 আকাশ-বাতাস হ'ল মুখরিত হরি-কীর্তন-গানে ।
 সেইক্ষণে তুমি চলে গেলে ব্রজে নিত্যকালের তরে,
 মিলিত হইলে বসরাজ সাথে রাস-মঞ্চের 'পরে ।
 ব্রজ-পথ-ঘাট বন-বীথি-তট চিন্তামণিতে ভরা,
 কল্পবৃক্ষে শুক-সারি বসি' করে দিক্ মাতোয়ারা ।
 চিন্ময় শশীর অমিয় আলোকে কুসুমিত ব্রজধাম,
 পলকে পলকে ঠিকরি' পড়িছে সে' দৃশ্য-অভিরাম !
 হেন রসালোকে বিরাজিছ তুমি হয়ে হরি-সঙ্গিনী,
 আমরা তেথায় তোমারে হারায়ে কেঁদে ফিরি দিবাযামী ।
 তব লীলাবলী কহিতে আজিকে ভাষা নাহি ফোটে মোর,
 বিরহের তাপে জ্বলিছে হৃদয়, বারে পড়ে আঁখি-লোর ।
 তুমি ছাড়া কেবা দিবে দিব্যজ্ঞান, ...কে জুড়াবে হৃদি-ব্যথা ?
 কলি-ভয় হ'তে কে করিবে ত্রাণ, ...কে দানিবে প্রেম-সুখা ?
 আজি চন্দ্ৰিনে তোমার চরণ অহরহঃ তাই স্মরি,
 এসো গো তড়িতে আমার মানসে বারেক করুণা করি' ।
 নমি' আজি তব রাতুল চরণে পবন ভকতি ভরে,
 তব কৃপাশিষ মাগি অবিরত তাপিত এ' অন্তরে ।

সেবকাধম—

“চিত্তরঞ্জন”

শ্রী গুরু-বিরহ-তিথি-বাসর

শ্রীগৌরাক—৪৮৭

সাং—বড় বহরকুলি (বর্দ্ধমান)

পরলোকে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রাক্তন প্রচার-সম্পাদক

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির একটি অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ, সর্বজনবিদিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত বিষ্ণুদেবত মহারাজ বিগত ৭ই কাতিক, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ (ইং ২৪শে অক্টোবর) বুধবার, কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী তিথিতে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় ৭২ বৎসর বয়সে সমিতির মূলমঠ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—শ্রীধাম নবদ্বীপে মঠস্থ বৈষ্ণব-গণের সঙ্কীর্ণনের মধ্যে সজ্জানে শ্রীহরিনাম করিতে করিতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার হঠাৎ মহাপ্রয়াণের সংবাদ অবগত হইয়া জাহ্নবীর উভয়কূলস্থ গৌড়ীয় মঠসমূহের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-বানপ্রস্থী এবং গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ উক্ত মঠে উপস্থিত হন এবং সঙ্কীর্ণন সহযোগে পতিতপাবনী গঙ্গার উপকূলে তাঁহার পুত কলেবরকে সমাধি প্রদান করেন।

সামাজিক জীবনে ইনি একজন প্রচুর প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সর্বপ্রকারে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পূর্বাশ্রমে নাম ছিল—শ্রীবাসচন্দ্র দাস, তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত গিরিধারী দাস; মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত নন্দীগ্রাম থানার শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামস্থ মধ্যবিত্ত পরিবারে একজন উদার এবং ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। যোগ্য পিতার স্নেহপূর্ণ অনুশাসনে লালিত পালিত এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক শ্রীবাসের হৃদয়ে পিতার ন্যায়ই বহু সংগুণাবলী প্রকাশিত হয়। সে বাল্যকাল হইতেই সত্যের স্পষ্ট ও নির্ভীক বক্তা, সত্যানিষ্ঠ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দূরদর্শী, পরোপকারী এবং সর্বোপরি ধর্মভীরু ছিলেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঐ গুণগুলি ক্রমশঃ বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার অল্প বয়সেই পিতা স্নানামের সহিত পরলোকগমন করেন।

পিতার পরলোকগমনে পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বালক শ্রীবাসের উপরে আসিয়া পড়ায় পড়াশুনা বন্ধ করিতে হইল। তিনি প্রথমে সুন্দরবন এলাকায় পাথর প্রতিমাতে একটি উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে এখানেই একজন প্রসিদ্ধ জমিদারের নায়েবরূপে নিযুক্ত হন।

যুবককালে মহাত্মা গান্ধীর ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, শ্রীপ্রফুল্ল সেন এবং শ্রীঅজয়

মুখার্জী প্রভৃতি বঙ্গ-সেনানায়কগণের আনুগত্যে নন্দীগ্রাম মহকুমায় শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী ভক্তদাস ও শ্রীসতীশচন্দ্র সাহু আদি সহযোগীগণের সঙ্গে আইন অমান্য, অসহযোগীতা আন্দোলন এবং ভারতের স্বাতন্ত্র্যতা সংগ্রামে একটি প্রমুখ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাহাতে তিনি বহু যাতনা এবং দুঃখকষ্ট ভোগ করেন ; এমন কি তাঁহাকে একাধিকবার কারাবরণও করিতে হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্বেই বর্তমান ভারত-সরকার তাঁহার দেশের জন্য ঐ সকল নির্যাতনাকে লক্ষ্য করিয়া বিগত স্বাতন্ত্র্যতা সংগ্রামের যোদ্ধা হিসাবে তাঁহাকে দুইশত টাকা মাসিক ভাতা (পেনশন) দান করিয়াছিলেন এবং শীঘ্রই তাঁহাকে তাম্রপত্র অর্পণ করিবার জন্য সিদ্ধান্তও গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহার শেষজীবনে একটি বিরাট পরিবর্তন ঘটে। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য জগদগুরু নিত্যানীলপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বীৰ্য্যবতি শুদ্ধ হরিকথা শ্রবণ করিয়া দেশভক্ত শ্রীবাসবাবু পার্থিব কর্মের অসারতা ও বিশেষ করিয়া বর্তমান রাজনীতির জঘন্যতা, কর্মমিশ্রাভক্তি হেয়তা এবং সংসারের নখরতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদি-আত্মীয়স্বজন, বিত্তসম্পদ এবং ধর্মরহিত কলুষিত কপটময়ী রাজনীতি আদিকে জলাঞ্জলি দিয়া ইংরাজী ১৯১০ সালে উক্ত আচার্য্যকেশবীর শ্রীচরণাশ্রয় গ্রহণ করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ব তাঁহার আদর্শ গুরুনিষ্ঠা, সেবাপ্রবৃত্তি, সদাচার এবং নিরপেক্ষতাди গুণসমূহকে লক্ষ্য করিয়া ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে (২রা মার্চ, ১৯৬১ ইং) শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব—দোলোৎসবের দিন ফাল্গুনী পূর্ণিমায় তাঁহাকে ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাস প্রদান করেন এবং তাঁহাকে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ নাম প্রদান করেন।

শ্রীমৎ ভক্তিবাদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ প্রথমে শ্রীল গুরুপাদপদ্বের নির্দেশে পূজাপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গৌরবাণী—শুদ্ধা ভক্তি প্রচার করেন। তৎপশ্চাৎ সমিতির ব্রহ্মচারিগণকে সঙ্গে লইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিশুদ্ধ সনাতন ধর্মের—শুদ্ধ-ভক্তির প্রচার করিতে থাকেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্ব তাঁহাকে গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র ‘শ্রীগৌড়ী-পত্রিকার’ প্রচার সম্পাদকপদে অধিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন।

পরমারাধ্যাতম শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অপ্রকটের পর তিনি অধিকাংশ সময় শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেন। শ্রীধাম নবদ্বীপে থাকাকালে তিনি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর আরতি দর্শন, মন্দির পরিক্রমা, গঙ্গাস্নান, শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতাপাঠ, স্তবস্ততিপাঠ, সংখ্যাপূর্বক হরিনাম গ্রহণ, তুলসীতে জলদান, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণকে শ্রদ্ধাপূর্বক দণ্ডবৎ প্রণাম, একাদশীতে নিরঞ্জন উপবাসাদি ভক্ত্যাঙ্গসমূহ পালন করিতেন। তিনি জীবনের শেষকাল পর্যন্ত কায়মনোবাক্যে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিয়াছেন এবং অবশেষে দামোদর মাসে নিয়মসেবা-ব্রত করিতে করিতে জাহ্নবীতটে, শ্রীগৌরধামে সঙ্কীর্ণনের মধ্যে হরিনাম স্মরণ করিতে করিতে পরম শ্লাঘনীয় বৈষ্ণবোচিত ভাবে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

আমরা তাঁহার এই আকস্মিক প্রয়াণে বিশেষ দুঃখিত ও মর্মান্বিত। তিনি পরলোক হইতে অহৈতুকভাবে আমাদের কাছে কৃপা করুন যেন আমরাও নিষ্কপট ভাবে শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া ক্রমশঃ পরমার্থ পথে অগ্রসর হইতে পারি—ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা।

—জনৈক বিরহী


গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

বর্তমান বর্ষে কাগজ অত্যন্ত দুপ্রাপ্য ও অগ্ৰাণ্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র হুমূল্য বিধায় নানা অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট সাহুস্র নিবেদন, যাঁহাদের পত্রিকার ভিক্ষা এখনও প্রদত্ত হয় নাই তাঁহারা দয়া করিয়া দেয় আনুকূল্য পাঠাইয়া আমাদের কাছে সেবায় সহায়তা ও উৎসাহিত করিবেন।

বিনীত নিবেদক—

সেবা-সচিব,

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়

ধর্ম: যতুষ্টিত: পুংসাং বিধকসেন-কথায় য:।	<p>স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।</p>  <p>অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াক্সা স্প্রসীদতি ॥</p>	নোংপাদরেদেদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥
<p>সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ বাতে আয়-পরসন্ন । অত্র ধর্ম সুষ্টরূপে পালে যেই জন । অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিহীন ॥ হরি-কথায় বতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥</p>		

২৫শ বর্ষ { বাসুদেব, ৬ নারায়ণ, ৪৮৭ গৌরাক্ষ
 রবিবার, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৩৮০ ; ইং ১৬।১২।১৯৭৩ } ১০ম সংখ্যা

সান্নিধ্যাদং

শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী-স্তোত্রম্

[শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

(পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১৬ পৃষ্ঠার পর)

পুলিনধুতরঙ্গযুগতীকৃতসঙ্গ মদনরসভঙ্গগরিমলসদঙ্গ ॥ বীর ॥

হে ধীর ! তুমি যমুনাতটবিহারিণী ব্রজরমণীর সঙ্গাভিলাষী, তোমার
 শ্রীঅঙ্গ মদনরসতরঙ্গে নিমগ্ন ।

পশুষু কৃপাং তব দৃষ্ট, নুনমিহারিষ্ঠবৎসকেশিমুখাঃ ।

দর্পং বিমুচ্য ভীতাঃ পশুভাবং ভেজিরে দনুজাঃ ॥

হে নাথ ! পশুগণের প্রতি তোমার অতিশয় করুণা দেখিয়া বৎস, কেশী
 প্রভৃতি অসুরগণ ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে দর্প পরিত্যাগপূর্বক পশুভাব আশ্রয়
 করিয়াছে ।

। বকুলমঙ্গলম্ ।

হুং জয় কেশব কেশবলস্তুত বীৰ্য্যবিলক্ষণ লক্ষণবোধিত
 কেলিষু নাগর নাগরনোদ্ধত গোকুলনন্দন নন্দনতিব্রত-
 সান্দ্রমূদর্পক দর্পকমোহন হে সুষমানবমানবতীগণ-
 মাননিরাসক রাসকলাশ্রিত সন্তনগৌরবগৌরবধুবৃত
 কুঞ্জশতোষিত তোষিতযৌবত রূপভরাধিকরাধিক্রয়্যচ্চিত
 ভীকুবিলম্বিত লম্বিতশেখর কেলিকুলালসলালসলোচন
 রোষমদারুণদারুণদানবমুক্তিদলোকন লোকনমস্কৃত-
 গোপসভাবক ভাবকশর্মদ হস্ত কুপালয় পালয় মামপি ॥ বীর ॥

হে কেশব ! তোমার জয়গাথা ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত ইহারা কীর্তন
 করিতেছেন, বল বীৰ্য্য বিশ্বাতীত, পাদপদ্মে ধ্বজবজ্রাকুশাদি বিশেষ চিহ্ন
 থাকায় লোকে তোমাকে ভগবান্ বলিয়া বোধ করে, তুমি কেলিবিষয়ে সুচতুর,
 তুমি কালিয়নাগের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্ধত হইয়াছিলে, তুমি গোকুলের
 আনন্দবর্দ্ধন, তুমি নন্দ মহরাজকে পিতা বলিয়া ভক্তি কর, তুমি ভক্তের গাঢ়
 আনন্দপ্রদ, তুমি কন্দর্পের মোহনকারী, অভিনব ব্রজরমণীগণ প্রণয়কোপবশতঃ
 মানবতী হইলেও তোমার শ্রীঅঙ্গের অপূর্ব শোভাসন্দর্শনে তৎক্ষণাৎ মান
 পরিত্যাগ করেন, সুসুতনী গৌরাঙ্গী গোপিকাগণে পরিবৃত হইয়া তুমি রাসক्रीড়া
 আরম্ভ কর, তুমি শত শত কুঞ্জে অবস্থান করিয়া ব্রজরমণীকর্তৃক পরিতোষিত
 হও, ব্রজরমণীর শিরোমণি শ্রীরাধিকা তোমার বিশেষ প্রীতি সম্পাদন করেন,
 তুমি ললিতাদি সখীগণে পরিবৃত হইয়া রাসস্থলে নৃত্য কর এবং নৃত্য করিতে
 করিতে তোমার শিরোভূষণ চূড়া লম্বিত হয়, রাসপরিশ্রমে তোমার নয়নযুগল
 আলস্যপূর্ণ হইলেও পুনর্ব্বার তদর্শন লালসা করিতেছ, হে লোকনমস্কৃত !
 তোমার সেকোপ দৃষ্টিপাতে ক্রোধপরায়ণ মদমত্ত দানবগণও মুক্তিলাভ
 করিয়াছে, তুমি সমস্ত গোপগণের রক্ষক ও ভক্তগণের আনন্দপ্রদ, হে
 করুণানিধান ! সম্প্রতি তুমি সংসার-সমুদ্র হইতে আমাকে রক্ষা কর ।

পর্য্যভবং ফেণিলবন্তুতাক্ষ বন্ধক্ ভীতিক্ মৃতিক্ কৃত্বা ।

পবর্গদাতাপি শিখণ্ডমৌলে !, হুং শাত্রবাণামপবর্গদোহসি ॥

প্রণয়ভরিতমধুরচরিত ভজনসহিতপশুপমহিত ॥ দেব ॥

হে বিশ্বভবোনে । তুমি লক্ষ্যপথে প্রতি পড়াচক, কেবিল বস্তুত, বস্তুত,
তুমি ও যুক্ত। এই সমস্ত পথের দ্বারা হইয়াও তাহাদিরকে অনবর্ণবাদ
কহিতেছ । এই প্রত্যেক দিবি পবর্ণদাতা ত্রিবিধ অনবর্ণদাতা এইতম বিবোধের
আকার থাকায় বিবোধভাস এবং প্রতিকূল অর্থ হইতে অকূল অর্থ হওয়ায়
অকূল অনবর্ণ বর্ণনেনিত হইয়াছে । লক্ষ্যপথে প্রেমদাতা তোমার যুগ্ম
লীলা পবিশূর্ণ হইয়াছে হে দেব । কল্পদায়ক গোপন কর্তৃক তুমি
পুঙ্খিত হও ।

নবশিখরিশিখরিশিখরা, কাম্বলকোদন্তচৈত্র্যশ্রীং ।

কোত্তর্যকৃত কৃষ্ণাঃ পৌরী, প্রৌথিতকৌশল্যঃ কবচঃ ॥

হে কৃষ্ণ । কবর্ণের চুহিকান্ত্রে বায় তোমার শিখরশ্রীত বস্ত্রকেন
যেই হবিষবচনা গোপালনা দিলেক বিস্মিত কহিতেছে ।

অশ্রুভূয় বিক্রমঃ তে যুধি লজ্জাঃ কানিশীকতমু ।

তিব্রা কিল প্রগলভঃ প্রাণলঃ কক্ষিত্রিঃ সপ্তচীঃ ॥

হে কৃষ্ণ । যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার বলশীর্ষা অশ্রুত করিয়া ভয়ব্যাকুলিত
মানবগণ হত্যাও তেন অগ্নিই যেন পশয়ন কহিয়াছে ।

। অগ্নিঃ কোদকঃ ।

সাম্বতীষদহাতিবিলোচন মানবদকটমুখবিরোচন ।

চিহ্নিতবাহিনীস্থানিলজ্জিত চণ্ডিশালিচুকার্গলরাজিত ।

দীক্ষিতঃ স্বীকৃতচিহ্নবিলোচনদীক্ষিতসুদৃশমাধ্ববশোভন ।

পর্জন্তসংস্থিনিধুর্ভীষণপর্জন্তঃ পুত্রিগুহ্যচীষণ ।

চক্ৰিতমঙ্গলিগুহ্যবদনঃ পঙ্খিতকেশপরাঙ্কমুখতমুখ ।

কোমলভ্যক্ৰিভবাসবভাবক সোমলপারমহোৎসবভারক ।

হংসরমঙ্গলিচৈত্র্যসিতংলক কলংকুজপ্রিয়মুগতশক ।

বজ্রতনজিত চাক্রপুংগল মল্লতপদ্মশরোদয়চকল ।

লুক্কিতংগাপশুভাগপশটিক মল্লিতরকমহোৎসবনাটিক ।

ভঃকর মামুজসংসৃতিশাতন ধারক লোচনময় ললাটন ॥ দীঃ ॥

তোমার দশমুগল হেবিলে সাম্বতী দাবীর মানবর্ক অদ্বন্দ্ব হম, তুমি
দানবরূপ পেচকের দ্বীষরূপ লেবণ চিহ্নিত বাহু করিয়া তোমার পূজা

କଲେ, ତୁମି ଅତିଥିର ପବାଦସ୍ୱରୂପ ବାହରଣ କରିବେ ସୁଯୋଗିତ, ତୋହାର ହୃଦି
 ସାମ୍ବିକ ଶ୍ରୀକଳ୍ପଶ୍ରୀଶ୍ରେଣୀର ଚିରଶାସିନି, ତୋହାର ତ୍ରିସୁଧସମ୍ପଦ ବନ୍ଧୁକ ଶାନ୍ତି
 ସୁଯୋଗିତ, ତୁମି ଦେବଦର୍ଶନଧାରଣ କରିବା ଶ୍ରେଣୀର ବିପୁଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କରିବାରୁ, ତୁମି
 ହୃଦୟବଦ୍ଧିତ ହେବାର ବଳେ ସୁଯୋଗିତ, ତୁମି କେଳିନାୟକ ବ୍ୟବସାୟ ବିକ୍ରୟ ନୈ
 କରିବାରୁ ତୋହାର ଶାନ୍ତି ଅତି କୋମଳ, ସହାୟତା ବନ୍ଧୁବନ୍ଧୁକାରକ, ଅତି ସୁଖ
 କରିବା ତୋହାର ଦେବଦର୍ଶନ କରିବାଦେବ, ତୁମି ବ୍ୟବସାୟବିକ୍ରୟବଳେ କର୍ମସୁଖ
 ଅଳଙ୍କାରକ କରିବାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୋହା ବଳେ ତୋହାର ବିପଦ ଶୈବାରେ, ବୁଝା
 ବଦଳେ ଶୈବ ବଦଳୋପାୟ ଶୈବେ ସୁନ୍ଦର ଶୈବ ଶୈବେ ଶାନ୍ତି, କଳ୍ୟାଣ
 ଶୈବେ ତୋହାର ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶାନ୍ତି କରେ, । ତୁମି ଶ୍ରୀକଳ୍ପଶ୍ରୀକଳ୍ପ
 ବ୍ୟବସାୟ, ଶାନ୍ତିକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ କରିବା ଦେବଦର୍ଶନ ତୋହାର ଶୈବ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ
 ପୂର୍ଣ୍ଣକ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ନାଟକ ଶୈବ କରିବାଦେବ ଦେବଦର୍ଶନ । ଦେବଦର୍ଶନଶ୍ରୀକଳ୍ପ
 ତୁମି ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ କରିବା । ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ କରିବା ।

ତୁମେକଳ୍ପଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ କରିବା ଦେବଦର୍ଶନ

କୃଷିକଳ୍ପଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ କରିବା ।

ତୁମେକଳ୍ପଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ କରିବା ଦେବଦର୍ଶନ

ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ

ହେ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ! ତୁମି କେଳିନାୟକ ହେବାର ସାଧନାକ୍ରମ, ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ
 ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ
 ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ
 ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ

ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ

ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ

ହେ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ! ହେ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ! ତୁମି ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ
 ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ

ହେ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ! ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ
 ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ

ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ

ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ ଶ୍ରୀକଳ୍ପ

ব্রহ্মহরিগণোচনাবদনশশিহৃৎক
 প্রচুবৎস্বৰ্ণমহাভিলিঙ্গমম্বক
 স্মরসমরচ্যতুর্ভীনিচয়বপুস্তিত
 লগয়মুতবাধিকাপট্টমতরতস্তিত
 কলপমূলবঃশিকাজ্জতলজ্জলযৌবত
 স্থিরসনঃসমাধুর্ভীকুলবামিতৌবত
 ঐতিহ্যবিরিচেন্দ্রককুটুভুটিলকুন্তল
 আবলগটসকলগণমতরকুণ্ডল
 প্রদিত মরতঃপুষ্ক প্রোতমতিমগুল
 হিঙ্গকিষ্কণধোবনীবিজিতসিত্ততুল
 শতুর্ভিতরঃসাক্ষীকুণ্ডলমুতবপুস্তিত-
 স্মরসমরচ্যকলীপুটলতর্কক ॥ ১ ॥

তেনাথ! নবীন মেঘমালায় স্মার তোমার শ্রীমন্তে কান্তি। তোমার
 বৃহৎস্মার পরেদীপ কোমলায় স্মার স্মারত্ব, তুমি হরিমন্তে ব্রহ্মস্মারত্ব
 মুখস্মারত্ব চকোর, ব্রহ্মস্মারত্ব স্মার তোমার মনমূল সুশোভিত, তুমি স্মার-
 মুখে বৈদ্যী বিদ্যায় সুশোভিত, তুমি শ্রীমন্তিকার স্মারে বসীকৃত, তুমি স্মার-
 বসীকৃত কবিতা ব্রহ্মস্মারত্বকে আত্মকর, স্মারত্ব স্মারত্ব অশুভ
 শোভা বর্জন করিয়া দেবগণ আশ্রিত হন, তোমার কুটিল কুন্তলে বহুবৃক্ষ
 প্রদিত স্মারত্ব উহার অশুভ শোভা হইয়াছে, তোমার কর্ণমূলে স্মার-
 মতবৃক্ষমূলে সুশোভিত, তুমি বাহ্যমূলে স্মারত্বসমতী বসিতা চর্যকায় মুতা
 কন, তুমি বস্মারত্বের কারণে স্মারত্বের শোভা পবিত্র কবিতা, তোমার
 কর্ণমূলে স্মারত্ব দান্তি-স্মারত্ব সুশোভিত, তুমি নবীন স্মারত্বচিত্র স্মার-
 ত্ব চকোর স্মারত্বকে স্মারত্ব আশ্রিত কর ॥

পুণ্ড্রস্মারত্বক মিত্রকেন্দ্রককুট, কোটোরীকুতবককৈকপককুট ॥

পাতায়াং মরকতবৈষ্ণবঃ সত্বা কালিন্দীতটরিপিএপ্রমুদন ॥

হে শ্রীমদ্যবদনবর্ন! তোমার কেশমালা পূর্ণাঙ্গ কুন্তলে সুশোভিত, স্মার-
 মতবৃক্ষ তোমার কুন্তলে সুশোভিত, মরকত স্মারত্ব স্মার তোমার শ্রীমন্তের
 কান্তি, অতএব এই প্রকার স্মার বর্জন দিয়া আমাকে স্মারত্বসমতী হইতে
 বসাই কর ॥

গর্গপ্রিয় জয় ভগ্নস্তূত রসসর্গস্থিরনিজবর্গপ্রাবলিত ॥ বীর ॥

হে গর্গাচার্য্যপ্রিয় ! তুমি মহাদেবের স্তবনীয়, তুমি সুরসিকা ব্রজরমণী-
দিগের বশীভূত ।

দনুজবধুবৈধব্যব্রতদীক্ষাশিক্ষণাচার্য্যঃ ।

স জয়তি বিদূরপাতী মুকুন্দ তব শৃঙ্গনির্ঘোষঃ ॥

হে মুকুন্দ ! যাহা দানব-বধুদিগের বৈধব্যব্রতের দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু
এবং যাহা অতি দূরগামী এইরূপ ত্বদীয় শৃঙ্গধ্বনির জয় হউক ।

। কুসুমম্ ।

কুসুমনিকরনিচিতটিকুর নখরবিজিতমণিজমুকুর ।

সুভটপটিমরমিতলথুর বিকটসমরনটনচতুর ।

সমদভুজগদমনচরণ নিখিলপশুপনিচয়শরণ ।

মুদিতমদিরমধুরনয়ন শিখরিকুহররচিতশয়ন ।

রমিতপশুপযুবতিপটল মদনকলহখটনচটুল ।

বিষমদনুজনিবহমথন ভুবনরসদবিশদকথন ।

কুমুদমুহুরবিলসদমল হাসিতমধুরবদনকমল ।

মধুপসদৃশবিচলদলক মসৃণসৃণকলিততিলক ।

নিভৃতমুষ্ণিতমথিতকলস সততমজিত মনসি বিলস ॥ বীর ॥

নানাপ্রকার কুসুমদ্বারা তোমার কেশপাশ সুশোভিত, তুমি নখর কান্তি-
দ্বারা মণিময় দর্পণের শোভা পরাভব করিয়াছ, তুমি যত্নবংশীয় বীরপুরুষদ্বারা
মথুরামণ্ডল সুশোভিত করিয়াছ তুমি ভয়ানক সমরক্ষেত্রে নৃত্য করিয়া থাক,
তোমার চরণযুগল মদমত্ত কালিয়নাগের দর্পহারী, তুমি নিখিল গোপবৃন্দের
পরিপালক, মন্তথঞ্জনের ন্যায় চঞ্চল তোমার নয়নযুগল জগতের প্রীতিকর,
তুমি গিরিগুহায় শয়ন করিয়া ব্রজরমণীগণের সহিত বিহার কর, তুমি কন্দর্প-
কলহে সুনিপুণ, তুমি ভয়ানক দানবগণ বিনাশ করিয়াছ, তোমার বাক্য
জগতের আনন্দপ্রদ, তোমার বদনকমল কুমুদপুষ্পের ন্যায় মধুর হাস্যযুক্ত,
ভ্রমরমালার ন্যায় তোমার অলকাবলী সুশোভিত, তোমার ললাট নির্মল
কুসুমতিলকে সুশোভিত, তুমি নির্জনে গোপিকাগণের নবনীতভাণ্ড অপহরণ
কর, অতএব হে অজিত ! হে নাথ ! তুমি সর্বদা আমার মানসে বিরাজ
কর ।

সখি চাকরকণীণাত্ম্যঃবব ! প্রবক্তেভিন্নলোচ্যাসি :

তব নৈতাঃসংস্রবঃ শূক-সুধাশ্চিত্তঃ প্রযতি ॥

হে মাধব ! কুর্নয় বিক্রমশীকরণ দ্রাক্ষণ্যবৎ বাহ্য জীববৌদ্ধঃ, দেবদণ্ডরূপ
বহুস্রব্ধঃ বহাসলঃপ্রবঃ এবঃ নৈতাঃরূপঃসংস্রব্ধঃস্বঃ স্বাভাঃ প্রবাবহঃ, এইরূপ কুর্নয়
শেই শূকরানিহরণ বেনবর্জনের কয় হউক ।

পুরুষোত্তম বীরত্রয়ঃ যদুনাযুজ্যদীর্ঘতঃ ।

মুরলিধ্বজিশূবজিতঃ স্ত্রীশ্রীশ্রীনাগস্নিহঃ ॥ বীরঃ ॥

হে পুরুষোত্তম ! হে বীরত্রয় ! কুবি যদুনায়ে বকীব বীরে অবস্থিতি
করিয়া যদুপুত্র বংশীকরণি কয়, ঐ বংশীধ্বনি প্রবণে সুবকীগণ হাছারন করিলে
কুবি তাহা তর্নিয়া বিধেব আনন্দ প্রকাশ কর ।

রূপশ্রীসম্ভাবনমঃ স তব তবতঃসুজ্যক ! দোস্তম্ভঃ ।

বভ্রবঃশ্রীভেবঃ সঙ্গুজান্ প্রোক্তাঃশত্রুবিধীভেঃহেতুাদিতঃ ॥

হে অতুলনবন ! বিধি বিহুবধরূপ দ্রাক্ষণ্যঃ স্বনববন অর্থাৎ বাহ্যকৈ
অত্রায় করিয়া বিবিধ রূপং সুশোভিত হইতেছে এক বাহ্য হইতে প্রতাপরূপ
নবকিঃ আবির্ভূত হইয়া দানবদণ্ডের প্রাণ বাহ্যর করিতেছেএই প্রকার
কুর্নয় অশ্রুগা শেই বাহ্যদ্রাক্ষণ্য তব হউক ।

চিত্রং যুবায়ে ! সুরবৈবিশংকস্বরঃ সমস্তাবসুংকসুজ্যঃ ।

অমিত্রশূকৈরমিত্রিগ্নঃ স্তবঃ মিত্রস্তু কুর্কস্রমুতং প্রযতি ॥

হে যুবায়ে ! ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তোমার বৈবিশংক
নামবধঃ তোমার সহিত যুগ করিয়া অমিত্রভেদ (শত্রুবিবাপ) করিতে
পারিল না শব্দ মিত্রভেদ (সুহৃদগণ) ভেদ করিয়া অমৃত লাভ করিতেছে ।
[এই প্রোক্তে মিত্রশত্রী ব্যক্তি অমৃত লাভ করিল, এইরূপ বিরোধ ব্যাকার
বিষয়োক্তার অলঙ্কার বহিঃপ্রসিদ্ধ হইয়াছে ।]

(ক্রমশঃ)

জন্মশোচ বা মৃত্যুশোচ শুদ্ধবৈজ্ঞানিক নাই

સુધી રહ્યા હતા તેને ચાલુ રાખ્યો

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

८०/१८ बसवर्ष (१९८०)

पौ. ६५५०६, रा. ५५००००

माहानुष्यमप्यहं निरुद्धम्—

আপনার প্রণবহনিত ইঃ ১৯২৬-৭৭ তারিখের পত্র পাইলাম। আপনার প্রেরণকৃত বিশেষভাবে আমবা আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি। তবে আপনি নবদীপ শ্রীমদ্বাকুল গোড়ীয়া বঠে (Hibbourn-এর নিকটে) আসিলে খুব ভাল হয়। বিশেষতঃ আপনার ২৯শে ফাল্গুন হইতে ২ঠা চৈত্র পর্যন্ত শ্রীধর মথুরীপ-পত্রিকা ও শ্রীমদ্বাকুল অধ্যাপন হইবে। এই সময় আসিলে আপনার প্রেরিত হীমাংসা করিয়া ও উৎসব দর্শন করিয়া যাইতে পারিবেন। তবে যেটামুটি হই-এক কথায় আপনার প্রেরিত জবাব দিতেছি।

১) শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক বিকট বীজিত ও ন্যায্যমূল্য বৈজ্ঞানিক কোন অংশীদার নাই। কল্যাণীচ বা কল্যাণীচ উভয়ই বিকট অংশীদার, বৈজ্ঞানিক নহে। কল্যাণীচ কোন বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক অংশীদার লব্ধ কোনও কল্যাণীচ নাই।

২) গৃহীত-বৈজ্ঞানিকের আর্থনীয় দল-সংস্কারাদি শুধু বৈজ্ঞানিকগণের দাবীই নয়।
একান্ত কর্তব্য। আর্থ-সংস্কারগণের ইচ্ছাও কোন অধিকার নাই।

କା ୧ମ ଶ୍ରେଣୀ ଆମୋଦନ କରିମାନେ ଡିଆର ନାହିଁ।

৪) বৈজ্ঞানিক অণোট নাই, শূন্য। শ্রীশ্রী-ব্রাহ্মণদেব এ লক্ষ্যে কোন কাজ করিবার করিকার নাই। কলিকাতা আর্ন্তজাতিকপন্থের অগত্যা হইবে।

୧) ସାର୍ବଜନିକ ଶାନ୍ତିର ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ସମ୍ମାନ ।

বৈজ্ঞানিক-ব্যবসায়ী বিদ্যালয়ালী বিস্তৃত আওতায় দ্বারা বৈজ্ঞানিকের ক্ষমতা
করাইলে কোন দোষ কইবে না। তবে লোকের আকর্ষণ বাৎসরিকের বিধান
বনিয়া প্রদেয় হয়। ইতি—

संशोधन विभाग -

सुखिप्रदान (कर्म)

(**अक्षांश, देशांतर, वेग, दूरी**)

পারমার্থিক সম্মিলনীতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-প্রদত্ত দ্বিতীয় দিবসের অভিভাষণ

বাণিজ্যের বৃত্তি দ্বারা কখনও সেবা হয় না। সেবা জিনিষটা—অবাণিজ্য-চারণী, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা আত্মবৃত্তি! বেদান্ত-বোধই হ'তে পারে না—গুরুপাদপদের অবাণিজ্যচারিণী সেবা ব্যতীত। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত কেহ গুরুই হ'তে পারে না—এটা গোঁড়ামির কথা নয়, বাস্তব-সত্য,—

মহাকুপপ্রস্থতোইপি সর্বযজ্ঞেষু দৌক্ষিতঃ।

সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

পূর্বকালে দক্ষিণ প্রদেশে কাঞ্চিপুর নামক একটি নগর ছিল। সেখানে যাদবপ্রকাশ নামে একজন বিশেষ প্রসঙ্গ অধ্যাপক বাস করিতেন। সে-সময় সে-দেশে তাঁর সমকক্ষ কোন দ্বিতীয় অধ্যাপক ছিলেন না ব'লে জনশ্রুতি। লক্ষণ দেশিক (আচার্য্য শ্রীরামানুজ) তাঁর নিকট বিদ্যাশিক্ষার জন্ত গমন ক'রেছিলেন এবং সেই গুরুর অন্তেবাসী হ'য়ে ঐকান্তিক শাস্ত্রা-নুশীলন ও অকৃত্রিম ব্যবহারের দ্বারা অল্প দিনের মধ্যেই যাদবপ্রকাশের স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। একদিন যাদবপ্রকাশ “তস্মৈ যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেঘমাঙ্গনী” ছান্দোগ্য শ্রুতির শঙ্করাচার্য্যমতানুসারিণী ব্যাখ্যা-স্থলে “আশ্রিতে উপবিশ্যতে অনেক ইতি আসঃ পশ্চাত্তাগঃ কপেঃ আসঃ কপ্যাসঃ” এইরূপ ব্যাখ্যা ক'রে পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবানের চক্ষুদ্বয় বানরের পশ্চাত্তাগের দ্বায় বক্তবর্ণ অর্থ করায় রামানুজ হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হন। রামানুজ তখন যাদবপ্রকাশের অভ্যঙ্গ-সেবায় রত ছিলেন। ভগবানের শ্রীমুগ্ধির নিন্দা-শ্রবণে তাঁর হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হলো। তাঁর দুই চক্ষু হ'তে তপ্ত অশ্রুধারা দরদর ধারে নির্গত হ'য়ে যাদবপ্রকাশের পৃষ্ঠদেশে দু'এক বিন্দুরূপে পতিত হ'লে যাদবপ্রকাশ হঠাৎ চমকিত হ'য়ে রামানুজকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন; রামানুজ তখন বললেন যে, ‘কপ্যাসং’ শ্রুতির সুন্দর অর্থ থাকতে এরূপ ভয়ানক অপরাধজনক অর্থ করবার প্রয়োজন কি? যিনি পরমারাধ্য পরমেশ্বর, তাঁর অপ্রাকৃত চক্ষের সহিত মর্কটের ভয়ানক প্রদেশের তুলনা করা কি অত্যন্ত অপরাধের কার্য্য নয়? রামানুজের এই কথা শু'নে যাদবপ্রকাশ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে বললেন,—কি এত বড় আত্মপক্ষা! সামান্য বালকের আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যার দোষ-দর্শন। শ্রুতির আচার্য্যের ব্যাখ্যা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা কি হ'তে পারে? রামানুজ

তখন নিম্ন-কল্পভাৱ বলশেষ,—হঁ। আবার অইতৰ এককি ব্যক্তিৰদ্বাৰা
নিৰ্বোধিত কৰ্ম্মৰূপে কৰ্ত্তব্য বা ব্যাৰ্য্য। ক'লেগেৰ, তা' বাক্যে প্ৰক্ৰিয়
নিৰ্বাহবিপুলেৰ আৱশ্যকবিশী বাহ্যিক আৱে। আৰি বলকি, আৱি কৰ্ম্ম-
পূৰ্ণক প্ৰৱৰ্ত্তন কৰিব। তখন হোৱাৰূপে "কৰ্ম্মাণ্যঃ" প্ৰক্ৰিয় প্ৰৱৰ্ত্তন বাহ্যিক
কৰ্ম্মকৰ্ম্ম,—কৰ্ম্ম কৰ্ম্ম, প্ৰিৱক্তি ইতি কৰ্ম্মি বালা ওখিবু আৱে বিৰ্ভক্তি ইতি
কৰ্ম্মাৱিৰ শিকিতিবিৰ্ভাৰ্ম্মে অৰ্থাৎ প্ৰিৱক্তি (প্ৰক্ৰিয়াকৰ্ম্মে) কৰ্ম্মৰূপে বাহ্যিক
অৱশ্য প্ৰৱৰ্ত্তন কৰিব। বাহ্যিককৰ্ম্ম এৰ বাহ্যিক কৰ্ম্মে অৱশ্য
বিৰ্ভিক ক'লেগেৰ প্ৰৱৰ্ত্তন বিৰ্ভিক শিকিতি বাহ্যিক কৰ্ম্ম পোপাৰ কৰ্ম্মৰূপে
বাহ্যিককৰ্ম্ম প্ৰৱৰ্ত্তন কৰ্ম্মৰূপে কৰ্ম্ম উৰ্ভিক কৰ্ম্মে কৰ্ম্মকৰ্ম্ম।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-ଆବିଷ୍କରଣ, କର୍ମସୂଚକ, ବ୍ୟାପିତକ, ଅବତରଣ, ଅପରିଷ୍କୃତ ଶିଳ୍ପ-
 କାବିରସରୁ, କଂଠିତକ କଥାକଥା 'ଶବ୍ଦ' ଗଠନରୁ ବହୁତ ପାଠ୍ୟେଷ ହେଉଛି, ଶ୍ରୀରା
 ଗବେଷଣା—କହୁ, ଶ୍ରୀରା ଜଣା ଏ ଓଠ କାବ୍ୟର ସମ୍ଭାଷଣ—କାବ୍ୟାଂଶୁକ ଓ ପଦ୍ୟାଂଶୁକ :
 କିନ୍ତୁ ଏକପାତ୍ର ସହାୟାପଦ୍ୟ ଶୈଳ୍ୟର ଗଠନ ଶ୍ରୀରା ଅତିଶୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଅପରିଷ୍କୃତ-
 ହୃଦୟ। ଏହିତ ଆବିଷ୍କରଣ ଶୁଭକର ଶିଳ୍ପ ବହୁବ୍ୟବସାୟ ପୋଷାସି ଶ୍ରୀରା ବହୁ
 କବିତା-ଶ୍ରୀରା କବିତା-ଶ୍ରୀରା ସହାୟକ ସହାୟ ଆଶ୍ରୟ କହୁନାହିଁ ଶ୍ରୀରା
 ଶ୍ରୀରା ଶ୍ରୀରା—

ਦੇਸ਼ ਸਾਥਿ। ਸੁਨ੍ਹ, ਚਿੰਤਿਤ ਸਥਾ: ਆਰਟੋਰੋਗਾ ਸਥਾ। ੨-੪੦। ੧੦੦੦।

कृष्णार्जुनयोः परस्परद्वन्द्वयोः परमात्मनः ७८ अथवा आत्मनि ।

জানপাউন্টর আকর কেবল-১৮১৮, যা 'মিগ্রিও-১৮১৮'—টেকটিলের বর্ণমালা-
 মনুষ্য বা অক্ষ শিল্প। একমাত্রটি চিত্রাভাবিক থেকে প্রাপ্ত। আদিম্য-
 বাত থেকে প্রাপ্ত, যিহা, যিহা-অন্য-যিহা থেকে প্রাপ্ত, সর্বত্র-
 যিহা হওয়া অন্তর্ভুক্ত। কংক্রিট-একীভূত হইবে বাহ্যিক বাহ্য—একিভূত-
 চেয়ে প্রাপ্ত হইবে বাহ্যিক বাহ্য—মিগ্রিও-১৮১৮, আদি যিহা-
 যিহা-অন্য-যিহা হওয়া অন্তর্ভুক্ত। কংক্রিট-একীভূত হইবে বাহ্যিক বাহ্য—
 যিহা-অন্য-যিহা হওয়া অন্তর্ভুক্ত।

ঐক্যবোধের কবিতা হুজু—দ্বিপ্রাচীরের মধ্যস্থলে, তা' অকণ্ঠে অবকাশ
 'মুক্তিবিধিবিহীন' জগৎ, বহাণের ব্যক্তিগত, তা' জগৎ অকণ্ঠে হৌল অকণ্ঠে
 স্মৃতি কবিতা হুজু, তা' জগৎ জগৎ, তা' জগৎ জগৎ, তা' জগৎ জগৎ
 জগৎ—জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ
 জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ

যে যথা মাং প্রপত্তন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।

মম বহ্নীহুবর্তন্তে মহুশ্যাঃ পার্থঃ সৰ্ব্বশঃ ॥

ভগবান্ বলুছেন, আমাকে যে-ভাবে যে পূজা করেন, আমিও তাঁকে সেই ভাবে পূজা ক'রে থাকি। কান্তুরসে সৰ্ব্বাঙ্গ দিয়ে সেবা, কাজেই কৃষ্ণও সেখানে তাঁর সৰ্ব্বাঙ্গকে বিলায়ে দেন—আপনাকে দিয়েও ঋণী জ্ঞান করেন। এখানে 'মাং' শব্দটী লক্ষ্য কর্তে হ'বে। 'মাং' শব্দ সাক্ষাত্ভাবে কৃষ্ণকে লক্ষ্য করছে। কৃষ্ণ বলুছেন,—আমাকে যে পাঁচ প্রকারে পূজা করে, তাঁর যে কোন প্রকারের তটস্থগত বিচারের প্রতিপত্তির তারতম্যতা লক্ষিত হয়। কান্তুরসে প্রপত্তির পরাকাষ্ঠা 'আমাতে' যদি না হয়, আমার ভায়া বা বহিরঙ্গা মায়াতে হ'লে আমাতে প্রপত্তি হ'লো না। দধিকে যদি দুগ্ধ বলা যায়, তা' হ'লে হ'বে না। দধির আকর দুগ্ধ বটে, বিকৃত দুগ্ধ কখনই দধি নয়। যদি কেউ বিষ্ণুর বিকৃত কল্পনা দর্শন ক'রে সেই বিকৃত দর্শনের শরণাগত হন, তা' হ'লে হ'বে না। বিষ্ণুর বিকার হয় না; কিন্তু যিনি দেখুছেন, তাঁর যদি দর্শন বিকার-প্রসূত ব্যাপার হয়, তা' হ'লে বিষ্ণু-দর্শন হলো না, জান্তে হ'বে।

যেইপাত্তদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াষিতাঃ ।

তেইপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥

কৃষ্ণ ব্যাভীত ইতর বস্তু দর্শনই অবৈধ দর্শন। এ অবৈধ দর্শনেই আমাদের যত অমঙ্গল ও ভেদবুদ্ধি। এরূপ অবৈধ-দর্শনের অবস্থাটা কে'টে গেলে সত্যসত্যই কৃষ্ণকে দেখতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ—অখিলরসামৃতসিন্ধু। তিনি দ্বাদশ রসের আশ্রয়। পাঁচটা মুখারস ও তৎপরিপোষক সাতটি গোণরস কৃষ্ণেই পূর্ণভাবে সমন্বিত হ'য়েছে।

মল্লানামশনির্নাং নরবরঃ স্ত্রীনাং স্মরো মৃতিমান্

গোপানাং স্বজনোহসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ ।

মৃত্যুর্ভোজপতেবিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং

বৃক্ষীনাং পরদেবতোতি বিদিতো রজং গতঃ সাগ্রজঃ ॥

শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বললেন—অখিলরসকদম্ব-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি রসের পরিচয় প্রদান করছি, শ্রবণ করুন। যখন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গালয়ে উপস্থিত হ'লেন তখন যা'র যেই রস, তিনি সেই রসে কৃষ্ণকে দেখতে লাগলেন। বীর-রসপ্রিয়

“କାନ୍ଦି” ଡିମିସ୍‌ଟି କିମ୍ବା ମିତ୍ରା-ସାତ୍ତ୍ବେ ହେତେ ସେ ମଣିଷଟା ଲାଜ କ’ରେନି
 ଲେଟା କି ଆସିବୁ ନା ସେ ଗର-ବୁଦ୍ଧି-ଅବହାର ମିତେ ସଦୃଶ-ବିବର, କାଳା-ପର୍ତ୍ତା
 ବଦ୍ଧି, ତେ ଡିମିସ୍‌ଟି ଆସିବ ବ’ତେ ଶ୍ରୁତ କଥା ଆସିବ । ଆସିବେର
 କୌଣସିର ଆଦି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାଳ ହେତେ ଏକର ଆଲୋଚନା ଚନ୍ଦ୍ରବାର ଅଂଶର ହେଉଥିଲ ।
 ସଂଗ୍ରହକାଳ ଏକବ କଥାହି ଆମ୍ଭାଚନା କୃଷି-ଶ୍ରମର ମିତ୍ରାଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ
 ଆମ୍ଭାଚନା ବଦ୍ଧିର ସମ୍ବେଦନା—ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକକଳ କରା ଆମ୍ଭାଚନା
 କ’ଣି—ଶୁ-ସାଧାର ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା କ’ଣି, କାହିଁକି ସାଧାର ସମସ୍ତ
 ଆଲୋଚନା କ’ଣିକି ତେ ଆମ ଏ ଡିମିସ୍‌ଟି ଆଲୋଚନା ବଦ୍ଧି କୃଷି ଆମ୍ଭା
 ମଣିଷକ ମତର ବ’ରେ ମା’ବେ ।

[illegible]

कविता १५१६ नमो वाङ् नः मदनानुचितम् ॥ १

ਅੰਕ: 101 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕ: ਕਲਾਸਿਕਲ ਮੈਕੈਨਿਕਸ

अनामिकादिपञ्चमेऽवर्गः शिखिः च नष्टः ।

कोषकृताः महासाहस्रं यावन्तः सार्वाणि चपद १ (३१६)

পরা প্রকৃতি—কীৰ, ডা' ডউকৰণযুক্ত । কৰ্ম-বি'ত-কাৰ্য্যৰ সন্নি'ত তাঁ'ৰ
 লব্ধ ব'য়েহে । পৰা প্রকৃতি—বা'ক অ'ভা'তত ব্য'পা'ৰ ব'লা ব'ৰ, 'ভা'ক'ক
 কী'ব'ৰ বা'ৰ আ'য়ে । পৰা'ব'ৰ'ৰ অ'ব'ৰ্গ'ত—অ'ক'ৰ, অ'প'ৰ'গ'ৰ'ৰ অ'ব'ৰ্গ'ত—
 ক'ৰ । পৰা'ব'ৰ'ৰ আ'ব'ৰ—অ'ব'ৰ' । 'যে'ৰে অ'ব'ৰ'ত 'ল'ৰে ক'ৰা আ'য়ে,—
 "ঐ আ'ব'ৰ আ'লা'লা' বা'ৰ 'চি'ব'ব'ক'ল' ব'য়ে' 'ব'কা' 'ব'য়ে' 'ক'লা'ব'ৰে 'ঐ'
 'ত'ব'ব' ।" আ'ব'ৰ'ব'ৰে 'অ'ব'ৰ' ল'ক' 'ব'ক'ক, আ'ব'ৰ' 'ব'ৰ' 'ব'ৰ' 'ব'য়ে' 'ক'ক'ক
 'ক'ব'ব'ৰ' 'ব'ক' 'ব'ব'ব' 'ল'ক' 'ক'ব'ব' 'প'ৰ' ।

[illegible]

— 344 —

१८ । श्री ५३। अथैव । त्रिकं पदम् । अथैव साहित्याय किञ्चन ।

“কেন্দ্র কোম উন্নয়নসমূহের চিহ্নের আবির্ভাব করাটোই হলো জাতীয়তাবাদ
আজ্ঞা করবে, যে কেবল মিত্রের বিপক্ষ-গণকর্মের”।

— 157 —

உத: 1. 1கிராம் ஓட்டை 1கிராம் நய, காசா விசையுடன் கலக்க வேண்டும்.

“যাক্স জীৱন্ত কোমল লে আচা পল্ট জীৱন্ত পুষ্টি কচিৰ ব'ৰা লজিও
বহুতে ভৱন-প্ৰকৃতি উদ্বোধনলৈ এই কবিতালৈ লাহৰী বীজ বহুকে আলবলেগ।
পল্ট কচি বিকট কবিতা জগতৰ জীৱন্ত জগত-জীৱন্ত।”

— 2 —

[illegible]

শাস্ত্রমণ্ডি শাস্ত্রবিদগণঃ এতং যাস শাস্ত্রবিদগণিহি কথিতবান। নিৰ্গিৰ্ণেব-
জহন্তে। এবং দোষীনিগমঃ। আত্মবৌদ্ধো। য জ্ঞানম্। আত্ম, জাহা বিভাজ
নিৰ্গিল। ইন্দ্রিয় জ্ঞান ভগবন্ত। নিপুণে ইন্দ্রিয়জ্ঞানভবতী। পোতী জ্ঞান
বৈজ্ঞ। লাক্ষণবৈজ্ঞ। জ্ঞানলবন—চতুর্ভুজ বাহাব-বৃত্তি। এই বৃত্তি বিজ্ঞতা,
ঐন্দ্রিয় ইত্যাদি জ্ঞানবিত্ত। জ্ঞানবিত্ত ভৰ্ত্তা বিজ্ঞ ও জ্ঞানবিত্ত এইজন্মে শাস্ত্র-
পুৰুষদেব শাস্ত্রবিজ্ঞ। আত্মবৌদ্ধো। য জ্ঞানম্। আত্মবৌদ্ধো। য জ্ঞানম্।
লাজ-পুৰুষ। লজ-জ্ঞানবিত্তি বাবিত্ত। প্রমাণ আত্মবৌদ্ধো। ইংগে বাস-
সত্যাসিবেশে সিদ্ধবস করেন। ইজ্ঞাবৈজ্ঞ। প্রমাণে নিৰ্গিৰ্ণেব-জহন্তে বৃত্তি ছিল।

২৩। হোম সময় শ্রীকৃষ্ণ কতল অংশিত হয় ?

"একশীলাভূত ত্রিপুর-রূপে শাক্তরূপ পরিচালিত হয় না; যেহেতু এই ত্রিপুরা হিন্দুধর্মের এক প্রকাশগত মন। এতদ্ভিন্ন ত্রিপুরার ভেতরে ব্রহ্মবীজরূপে কণাবৎসরূপে মনও আছে। সেই মনটা জড়িলেই শুদ্ধা বৃত্তি প্রথমরূপে খুঁটি হয়। তখন শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির মনোভাব হয়।

—ঐঃ সিঃ ৭।৩

২৪। 'You must love God with all the heart, your heart

now runs to other things than God, but you must as you train a bad horse make your feelings run to the loving God. This is one of the four principles of worship or what they call in Vaishnava Literature *Shanta Rasa*."

—*"To Love God", Journal of Tajpur, 25th Aug. 1871*

২৫। শ্রীকৃষ্ণের মনোভাবের বৈশিষ্ট্য কি ?

'শ্রীকৃষ্ণ-রূপকে অনেক লোক-জন বলেছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-রূপ দুইপ্রকার—সম্প্রদায়িক শ্রীকৃষ্ণ ও গোবিন্দরূপ শ্রীকৃষ্ণ। সম্প্রদায়িক শ্রীকৃষ্ণকেই 'লোক' বলা হয়। গোবিন্দরূপ শ্রীকৃষ্ণকে 'গোবিন্দ-শ্রীকৃষ্ণ' বলা হয়।—[এক বলা যায় না।]

—ঐঃ সিঃ ৭।৩

২৬। কত শ্রীকৃষ্ণ কি লোকের উচিত হয় ?

'এক শ্রীকৃষ্ণের প্রেম, যেরূপ তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষিত হয়।'— ঐঃ সিঃ ৭।৩

২৭। 'লোক-রূপ' কি ?

"You must love God with all your mind i.e. when you perceive, conceive, remember, imagine and reason you must not allow yourself to be a dry thinker but must love. Love alone can soften the dryness of the intellect, you must develop the intellect on all good and holy things by means of love of truth, spiritual beauty and harmony. This is the second phase of Vaishnava development which passes by the name of *Dasya Rasa*."

—*"To Love God", Journal of Tajpur, 25th Aug, 1871*

(অন্যঃ)

অগ্নিকৃত শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিবিবোধ ঐক্য

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৩৩)

প্রচুররূপে পরম মাধুর্য্য অনুভব করাই গোপগণের স্বভাব। এই হেতু সকল প্রীতির চূড়ামণিরূপা পরমা প্রীতি স্বভাবতঃই তাহাদের মধ্যে উদ্ভিত হয়। আগন্তুক জ্ঞান জন্য তাদৃশ প্রীতির ব্যভিচার ঘটে না। বিষয়ীর বিষয়প্রীতির মত সেই প্রীতি অন্য জ্ঞানদ্বারা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিষয় সকল দোষযুক্ত ইহা শুনিলেও বিষয়ীর তাহাতে গুণযুক্ত বুদ্ধিই প্রবল হয়। যাহার যাহা স্বভাব, প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলেও সেই স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে না। স্বভাব বলিতে স্বরূপানুবন্ধি ধর্ম্ম। ইহার ব্যভিচার হয় না। শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্য্য সর্ব্বাধিক-রূপে অনুভব করাই গোপগণের স্বভাব। এজন্য মহান্ ঐশ্বর্য্য দেখিলেও তাহাদের মাধুর্য্যানুভবজাত প্রীতির কোন বাতিক্রম হয় না।

যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান অন্যের সাধ্বস সঙ্কোচ উপস্থিত করিয়া গৌরবমিশ্রাভক্তির উদ্বেক করে, তাহাও উহার কোন আদর করেন না। এজন্য তাহাদের নিকট অন্য জ্ঞান তিরস্কৃত হয়।

কোন বস্তুতে প্রবল অনুরাগ থাকিলে দৈবাৎ অনুরাগের বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া তাহা বিনষ্ট করিতে পারে না, পক্ষান্তরে প্রিয়বস্তুর অপচয়জ্ঞানে তাহাতে উৎকণ্ঠা উৎপাদন করিয়া অনুরাগ আরও বৃদ্ধি হয়।

আগন্তুক ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হইতে গোপগণের যে প্রীতি বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত—শ্রীবলদেবের প্রতি শ্রীনন্দ-যশোদার বাক্য—

চিরং নঃ পাহি দাশার্হ সাবুজো জগদীশ্বরঃ।

ইত্যারোপ্যাক্ষমালিন্দ্র্য নৈত্রৈঃ সিষিচতুর্জলৈঃ ॥ (ভাঃ ১০।৬৫।৩)

অর্থাৎ হে দাশার্হ ! জগদীশ্বর তুমি অনুজের (শ্রীকৃষ্ণের) সহিত চিরকাল আমাদিগকে পালন কর. ইহা বলিয়া ক্রোড়ে ধারণ করিয়া নেত্রজলে তাহাকে অভিষিক্ত করিলেন।

শ্রীব্রজরাজ ব্রজেশ্বরীর তাদৃশ স্বভাববশতঃ বসুদেব-পুত্রত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব ও পরমেশ্বরত্ব ব্যক্ত হওয়ার পর শ্রীবলদেবের তাহাদের প্রতি পুত্রোচিত ভাবের অন্যথা হয় নাই, শ্রীবলদেব সুহৃদগণকে দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে রথে আরোহণপূর্ব্বক নন্দগোকুলে গমন করেন। তথায় উপস্থিত হইলে গোপ-গণ ও মাতৃস্থানীয়া বৃদ্ধা গোপীগণ তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তিনিও মাতা-পিতাকে প্রণাম করিয়া তাহাদের আশীর্ব্বাদ দ্বারা আনন্দিত হইলেন।

বয়ে উপস্থিত হইয়া বসুদেব বলদেব করণী বোটিবীজবীকে লক্ষপুত্র
ধোঁকুলে পাঠাইয়া দেয়। শুধায় বনাদেবের কন্যা বয়ঃ। মালাকালে তাকে
লালিত-লালিত হস্তায় শিশুদেবের হিতকে বোপকৃত্যার ৭ মাল-মশোদাকে
লিতাকৃত্য জ্ঞান করিয়েন। পরে অধুনা গেল ঐহাব বসুদেবপুত্র
প্রকাশিত হয়। ততঃপ্রাপ্তি বনদেবকে বসুদেবপুত্র কারিলেও ঐহাকে
লক্ষপুত্র বা ঐহাবতারে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। দীর্ঘকাল পরে ঐহাকে
শাইয়া পুত্রস্বর্গে ক্ষেত্রে রাখণ করিয়া ময়মণ্ডলে নিক করিয়াছিলেন।

তৎকাল বনাদেব অমূল্য তৎকালেও ঐহাব প্রকটিত হয়। ঐহাবদেবের
মালালোলাল্যানে বসুদেবপুত্রের থাক হইলেও তিনি বনদেবপুত্রের ঐতিহ্যে
পূর্বের কৃষ্ণ নিজেই ঐহাকে পুত্রস্বর্গ করিতে। তৎকালে পূর্বের
ঐহাবদেবকে মালালোলাল্যানেই প্রকাশ করিয়েন। অবশ্যই ঐহাবদেব
ঐহাবদেবের ঐতিহ্যে মিত্যবসুদেবকে, পবনেশ্বরাদি অতিবাহিত বিদ্যুৎ হইয়া
ছিল।

লক্ষ্মীদেবী অমূল্য করা ঐহাবদেবের বতাব। ঐহাবদেব ঐতিহ্যেও
বতাবে ঐহাবদেবকে তৎকালে। ঐহাবদেবের পতি কর্তব্য বসি সন্ন্যাস
প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেল। কিছুকাল পরে বনদেব চলিয়া যায়। তৎকালে
বসুদেব পুত্রস্বর্গে পবনেশ্বর বা ঐহাবদেবের অমূল্য হইয়াছিলেন। তিনি
যে তৎকালে লাভ করিয়াছিলেন তাহা যেরূপে বিদ্যুৎ হইয়া যায়।

ঐক্য বনদেব হইয়া হইতে দানকার গণন করিয়েন, ঐহাবদেবের তৎকালে
ঐক্যের বতাব তৎকালে, অর্থাৎ বনদেবদেবী চতুর্ভুজ লৈল্য দকে পাঠাইয়া
ছিলেন।

ঐহাবদেবদেবী ঐক্যের প্রচুর ঐহাবদেব করিয়াছিলেন। ঐহাবে
এককালে চতুর্ভুজ এককালে ঐহাবে পবনেশ্বর চলিয়া আসিয়াছিলেন
ওপাশি তিনি ঐক্যকে চলিয়াছিলেন—সমুদ্রে অমূল্যের কন্যাদেব-
ময়ীদেবীঃ। (৩৫: ১০, ৩৫: ৩) আদি আলবার শিখিত কন্য হইতে
কর পাঠাইতে এককালে ঐহাবদেব চলিয়া আসিয়া হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ কন্য ঐক্যকে
কিছুই করিতে পারিলে না হইয়া আনন্দেও মাগুর্য্য মুক্ত হইয়া ঐক্য উক্তি
করিয়াছিলেন।

দেব-দানব-মানবদি কেই ঐক্যকে আনিষ্ট করিতে পারে না। তিনি
লক্ষ্মীদেব, এ কথা ঐহাবদেব অবশ্যই ছিলেন, যেরূপে ঐহাবদেব উপস্থিত
হইয়া মাগুর্য্যজ্ঞান প্রদান হইয়াছিল।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ইৎবৎ বোধ করায় আর ম'ধুর্য্যজ্ঞান বিজ্ঞান বলিয়া প্রতীতি জন্মায়। ম'ধুর্য্যজ্ঞানবী ভক্তবৎ সৰ্ব্বদাই তানুল ব্যবহার করেন আর ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবী ভক্তবৎ স্রীতিব প্রাপ্তো তানুল ব্যবহার করেন। ইহাতে দেখা যায় যে ম'ধুর্য্যজ্ঞান ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিতে পারে। কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান কখনও ম'ধুর্য্যজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। ইহাই ম'ধুর্য্যজ্ঞানের প্রোচেষ্ট্য নিদর্শন।

শ্রীদেবভূক্তিব নত শ্রীবল্লভেবস্ত স্রীতির প্রাপ্তো ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রতি অনাধার দেখা যায়। শ্রীভক্ত যখন বোহিণীঃস্বপাৰ্থ সিংহাঙ্কিতেন, শ্রীবল্লভেন শ্রীকৃষ্ণের একাকী বহন-চর্য্যন্ত অবগত হইয়া আক্টয়েহেব বশবর্তিতাহে'হু চতুর্ভিনী নৈক গইচা বত্ব শ্রীকৃষ্ণেব অগ্রগবব করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণেব শোণশেব ভগবৎশ্রীতিঃ শবাকষ্ঠা বর্ষে চমৎকৃত হইয়া বলিয়াছেন—

ইবং লভ্যঃ ভ্রমমুখানুভূত্যা
হাণ্যঃ শ্রুতান্যঃ পৰ্ব্বৈবভেদ
মাত্মজিতান্যঃ নবন্যাবক্শেপ
স'কা নিমক্ৰুঃ ১৬পুণ্যপুজাঃ । (ভাঃ ১৭।১২।১১)

যে-শ্রীকৃষ্ণ আধিবশেব নিকট ভ্রমমুখানুভূতিরূপে দাস-ভক্ত্যবশেব নিকট লভ্যদেপভাবশে মাত্মজিতকৃষ্ণেব নিকট নবন্যাবক্শেব শ্রীভক্ত্যব ভব, শোণ-বালকগণ ঐহ'ব স্ফুটিত বিহ'ব করিয়াছিলেন। উ'কা'রা নিমক্ৰুই ভগবৎ-প্রসাদেব হেতু পুণ্যপুজানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণেব হামবজ্ঞনলীলা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণেব বলিয়াছেন—

নেমঃ বিবিকো ন ভযো ব শ্রীরশ্যলমাহুবা।
জ্ঞানায় সেহিবে গোপী যতঃ প্রাপ বিমুক্তিগাং । (ভাঃ ১৭।১২।২)
গোপী-যশোবা বিমুক্তিগাং শ্রীভক্ত বৈতে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহা লক্ষ্য-নিম, এমন কি জ্ঞানস্বীও তাহা প্রাপ্ত হন বাই।
মারং মুখাণো ভববাণ্ দেহিনাঃ গোপীকাসুতাঃ
জানিলাকাভূতান্যঃ বহা ভক্তিভাবিহি । (ভাঃ ১৭।১২।৩)

এই গোপীকাসুত ভগবান্ ভক্তিযাব জননশেব যেসব মুখলভ্য, গেহি (দেহাকিমাবীঅবলবী) বা আরভূত (অইরক্তজানবল্লভ) জানিগণেব ভগ্নন মুখলভ্য নহেন। এই প্রোকট ভক্ত্যবশেব বিময়ভরত।

শ্রীউদ্ধব বলিষ্ঠাভেন—

নাভ্যঃ প্রিযোহম কে নিতঃস্বভূতঃ প্রসাদঃ

অর্যোবিত্তাঃ নলিনপঙ্ককচয়ঃ কুন্তোহনুগঃ

ভাসোৎসবঃ হস্ত দুৰ্ব দণ্ডগৃহীত-কণ্ঠ-

সকামিণ্যঃ ন উল্লাহ্-ব্রহ্মকণীনাথ ই (ভাঃ ১-৭৪৩।৩০)

বাসোৎসবে ইক্সেন চুতনুজানা আশিষিতকণ্ঠা তন্তনুশরীরণের শ্রীকৃষ্ণজন্মসুখাভাসরণ বৈ প্রসাদ প্রাপ্তি হইয়াছিল। শ্রীউদ্ধবানে যে শ্রীর বিভাস্ত নভি, তাঁহারও তাহুশ প্রসাদ প্রাপ্তি হয় নাই, পঞ্চদশবক্তিশালিনী বর্ষোবিশপ্ণ (বর্ষের অঙ্গধারণ) তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই, তাহাতে অগ্নু বহমীর লে ধৌত্যা কোণার ?

ব্রহ্মবাসিগণের শ্রীতি মাদুর্ভাজনময়ী, কদাচিত্র ঐবর্ষা বর্ষবেত শ্রীতির দানতা নষ্টে না বা তাহা স্থাপ্যত্বিত হয় না। তাঁহাদের শ্রীতির বহিষাদর্শনে আকষ্ট হইয়া সৃষ্টিবর্গী ব্রহ্মা উক্তি করিয়াছেন—

এবাঃ কোনমিথানিনামুত ভবান্ কিঃ দেবরাভেতি ন

শেততো নিশ্বকলাং কলঃ অফণাঃ কুতাপাথমুহতি ।

নদেবাধিন পুতলাপি নকুলা স্বাহেব দেবাশিত্য

যদ্বাদার্ঘ্যবস্ত্রপ্রদানতনব-প্রাশাশরাবুৎপত্তে । (ভাঃ ১-৭৪৩।৩১)

শ্রীউদ্ধব যোচাবেবলীলাকালে কোন একজন চতুর্শূর ব্রহ্মা শ্রীক্সেন লীলামাদুর্ভাগবর্ষনে আকষ্ট হইয়া নুতন বৈতন বর্ষনাকাজমি যোবৎস ৬ বর্ষাগণকে অগ্নহরণ কনিয়া ঘোদন কনিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীউদ্ধবস্ত্র ব্রহ্মার তাহুশ ষাণাং অগ্নহরণ হইয়া তাঁহাকে শিক্ষাপ্রদানার্থ যে বিচিত্র লীলা করেন, তাহাতে ব্রহ্মা নিজ ভাবিত সৃষ্টিতে পানিহা শ্রীকৃষ্ণদিশপ্ণপ্রসে পঞ্চাগত হইয়া বিচিত্র স্তুতি করিয়াছিলেন। তাহাবই অন্তর্গত স্লোকটিন তাৎপৰ্য্য এই—

শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—হে দেব ! তাঁহাদের বাক্য অর্থ, সুখং, প্রিয়, স্বাস্থ্য, প্রাণ, মাশ্রত আশ্রমার সুখের জন্য সমর্পিত, সেই ব্রহ্মবাসিগণকে অগ্ননি কি দান করিবেন—উৎস। কিন্তু কারোই আশ্রম এবং শ্রীল্যাস কনুতিব চিত্ত যোবৎস হইতেছে। কারন, সর্গকলাতুক আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠতর আবে

শ্রীনাথের ক্রপা

(একাক্ষ নাটিকা)

(পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৯৬ পৃষ্ঠার পর)

তৃতীয় দৃশ্য

রামচন্দ্র খানের দরবার

[রামচন্দ্র খানের প্রবেশ]

রামচন্দ্র—অবশেষে তৃতীয় রাত্রিও অতিক্রান্ত হ'ল; হরিদাসের দুশ্চরিত্র-তার কোন খবর নিয়ে বারাজনা তো এখনও এলো না! প্রথম ও দ্বিতীয় রাত্রির পর দুই দিনই বারাজনা এসে বলে গেল তখনও হরিদাসকে সে স্বপথে নিয়ে আসতে পারে নি; তবে তৃতীয় রাত্রিতে অবশ্যই হরিদাস তা'কে অঙ্গীকার করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু কৈ তৃতীয় রাত্রি অবসানের পর এতটা বেলা হয়ে গেল এখনও বারাজনার দেখা নেই! তবে কি হরিদাসকে সাথে করে বারাজনা কোথাও ঘর বাঁধবার লালসায় পলায়ন করেছে?

(ইত্যবসরে নায়েবের প্রবেশ)

নায়েব—(কুণ্ঠিত করতঃ) না—না হুজুর, তা' নয়! সব ফন্দী নস্তাং করে দিয়ে বারাজনা হরিদাসের শিষ্য গ্রহণ করেছে।

রামচন্দ্র—এ্যা, হরিদাসের শিষ্য হয়েছে একটা বারাজনা? বেশার মুখে হরিদাস? এ তুমি কি বলছ নায়েব? এ কি সত্য?

নায়েব—সত্য হুজুর, সব সত্য। আমি আজ প্রাতে আমার বিশ্বস্ত অনুচরের মুখে সংবাদ পেয়েছি—বারাজনার সম্পূর্ণ পরিবর্তন!

রামচন্দ্র—বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় সে কিরূপ আছে?

নায়েব—সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য হুজুর! বারাজনা তার সমস্ত ধন-সম্পত্তি ব্রাহ্মণদের দান করে দিয়ে মাথা মুড়িয়ে একবস্ত্রে হরিদাসের কুটীর থেকে তীব্র বৈরাগ্যের সঙ্গে নিরন্তর তুলসীসেবা ও হরিদাস কীর্তন করছে।

রামচন্দ্র—একই কুটীরে হরিদাস ও বারাজনা পরস্পর ঘর বেঁধে নেড়া-নেড়ী হয়ে অবস্থান করলে তো ভালই হ'ল। এতে হরিদাসের সম্মান তো খর্ব্ব হবে। হাঃ—হাঃ—হাঃ!

ନାୟକ—ସାଧୁର ଆସ ବେଳେ କୁଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ ଚକ୍ର । ସାଧୁରାଜ୍ୟର ସାଧୁରାଜ୍ୟ
 କିନ୍ତୁ ଏହି ସାଧୁରାଜ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ ଚକ୍ର । ସାଧୁରାଜ୍ୟର ସାଧୁରାଜ୍ୟ
 ଯେଉଁ ଚକ୍ର । ସାଧୁରାଜ୍ୟର ସାଧୁରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଚକ୍ର । ସାଧୁରାଜ୍ୟର ସାଧୁରାଜ୍ୟ

ନାୟକ—ସାଧୁର ଆସ ବେଳେ କୁଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ ଚକ୍ର । ସାଧୁରାଜ୍ୟର ସାଧୁରାଜ୍ୟ
 କିନ୍ତୁ ଏହି ସାଧୁରାଜ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ ଚକ୍ର । ସାଧୁରାଜ୍ୟର ସାଧୁରାଜ୍ୟ
 ଯେଉଁ ଚକ୍ର । ସାଧୁରାଜ୍ୟର ସାଧୁରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଚକ୍ର । ସାଧୁରାଜ୍ୟର ସାଧୁରାଜ୍ୟ

ନାୟକ—ସାଧୁର ଆସ ବେଳେ କୁଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ ଚକ୍ର । ସାଧୁରାଜ୍ୟର ସାଧୁରାଜ୍ୟ
 କିନ୍ତୁ ଏହି ସାଧୁରାଜ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ ଚକ୍ର । ସାଧୁରାଜ୍ୟର ସାଧୁରାଜ୍ୟ
 ଯେଉଁ ଚକ୍ର । ସାଧୁରାଜ୍ୟର ସାଧୁରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଚକ୍ର । ସାଧୁରାଜ୍ୟର ସାଧୁରାଜ୍ୟ

হাস্য বর্ণনাবল্লভে কবি রচনা-পুষ্টি পদ্ধতিমাগ বসে উঠে বৈরাগ্যের বেশ
 পরসর করে রে। তবে ক'না ক'রুণ বাকি কি বলে ?

[illegible]

সাদেশ্বর—হৃদয়, কাম্যার মতে বর ঐ রহস্যময়ের পুণ্যসিদ্ধিও বাস-কীর্ত্তন ও
লাভ-লাভী প্রভৃতির কল্পকে আশ্রয়িত করতঃ তাঁর ঐ কীর্ত্তন লক্ষ্যে যোগ্য
জন্মেই বিবরণ-স্বপ্ন-আশ্রয়িতঃ বা অস্তবাসীময় করি কল্পনার কল্প-পরাভব
কর তব্বে বলমান যেই কল্প-পরাভব কল্পকে শিক্ষা-উপাদান হইতে হইবে
কোন কে? কাম্যার কল্পের দিকে তাক্যে নিতক পৌর প্রকাশ করেন। এক্ষণে
ঐ রহস্য লাভ-লাভী হিাবে কাম্যার মতে উপস্থিত হইলে ঐ রহস্য-
লাভকারে কাম্য-কীর্ত্তন বস্তুতে কল্পতে কল্পপরাভবের ইচ্ছার ও কারণভবের
কল্পিত্যের কল্পার নিতক পৌর লাভ কাম্য-কীর্ত্তন পশ্চ-কল্পে পশ্চ-কল্পে হইবে।
এবং ঐ বেদান্ত লক্ষ্য কাম্যার বলমান তাহ বর্ণনায় পুণ্যময়র ইচ্ছা-
কল্পেই কাম্যার কল্প কল্পে কাম্যার। একই মতে কাম্যার কল্প।

[illegible]

ମାତୃସ୍ତବ—ଏହେଉ ଶକ୍ତି ଗୀତାଜଗନ୍ନାଥ ମିଳେ। ଦେବ, ସାର କଟ କାବାରିବ ବେଳା ବାପେ
ହଜୁର। କିନ୍ତୁ ଆମରାଜ କହେତେ ବି କାର ହାତେ ।

সমস্যা—কান,—জুইএ দাক রাইবে। মারেনএ এতি । কমেবিকু আন মর
 মক নব দেব, মিতে সারাককার পবিরগুইরে খটনা করে হোয়ারক মবের গতি
 বিকৃত রয়েছে। আরি কমিভাঃ :—বহিগাবব বিক্রম প্রাক্তক এমনক
 আকার বক্ত-কপিকার এক লিগার লিগার প্রোদিত। আরি জোকার বক্ত
 জুইক-জিই মই। জোয়ার বক্তাব রানক, আন আবার ইতার প্রোদক করা;
 কাজেই জোয়ার এক আবার বনো আকার-খাজক প্রোদক রক্তরার।
 হবিগানের মানকু বীকার করে জোহার লকে প্রোদক রর; কিন্তু আমি
 জা' পুরি বাঃ—পারিগু রা । বিখাও এক মাহারগী কক হবিগানের

কাছে নতি স্বীকারের অর্থই কাপুরুষতা। তুমি জেনে রেখো এই
রামচন্দ্র খান কাপুরুষ নয়! তোমার ও হরিদাসের দৌড় দেখলাম,—সে
আজ পলাতক; এইবার বারাজনার দৌড়টাই দেখি! (প্রস্থান)

নায়েব—খান সাহেবের কি মতিভ্রম হয়েছে? নামতত্ত্বের আচার্য্য হরিদাস
ঠাকুরের এক্রপ মহিমা দেখেও উনি ঠাকুরকে এখনও চিন্তে পার্লেন
না! একটা বারাজনার মন ফিরিয়ে দিয়ে হরিদাস ঠাকুর যে নামের
মাহাত্ম্য প্রচার কর্লেন তাহা কি অসত্য? হায়, ঐ বারাজনার প্রতি
নামের এমন কুপা লক্ষ্য করে ও নাম-সাধনের মাহাত্ম্য দেখেও খান
সাহেবের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণ হেতু তা' উপ-
লব্ধিভূত হ'ল না! ঠাকুরের অমন্দোদয়-দয়া সত্যই সুনির্মলা ও নিতা-
ভক্তিবিনোদ! আজ খান সাহেব নামের প্রতি অবজ্ঞা ও বৈষ্ণব-
অপরাধের ফলে অসুর-সমান হয়ে উঠেছেন। আমি ঠাকুরের নিকট
শ্রুত নামের মাহাত্ম্য বলায় খান সাহেব আজ আমার উপরও বিরূপ
হলেন! হরিদাস ঠাকুরের প্রশংসা ও নামের মাহাত্ম্য শুনে খান
সাহেব নারাজ! দেবতার প্রশংসা কি কোন কালে অসুরের কানে
ভাল লেগেছে? অথবা অসুরেরা কুপিত হয়েও কি দেবতার দেবত্ব হানি
করতে পেরেছে? দেবত্বের মহিমা চিরদিনই অগ্নান গৌরবোজ্জ্বল!
আজ খান সাহেবও কুপিত হয়ে নর-দেবতা হরিদাস ঠাকুরের কোন
অনিষ্ঠ করতে পার্লেন কি? হরিদাস ঠাকুরের অপরাভ্যেয় স্বত্বগুণাধিত
দেব-ভাবের কাছে অসুর-ভাবাপন্ন খান সাহেবের কুটিল চক্রান্ত আজ
বার্থতায় পর্যাবসিত! হরিদাস ঠাকুর বেনাপোলের ঐ কুটীর ছেড়ে চলে
গেছেন বলে খান সাহেব ভাবছেন হরিদাস তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে
গেছে। কিন্তু হরিদাস কি কারও ভয়ে ভীত হয়?

যে কৃষ্ণনাম যাবতীয় ভয়ের ভীতিস্বরূপ সেই নামের আশ্রয়কারী
শুদ্ধ বৈষ্ণবকে কোন ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে পারে না। খান সাহেবের
কুটিল চক্রান্ত, বারাজনার মোহ-আকর্ষণ প্রভৃতি কোন কিছুই শুদ্ধ
বৈষ্ণব হরিদাসের মনে কণামাত্র ভয়ের উদ্বেক করতে পারে নি। খান
সাহেবের প্রেরিত বারাজনা হরিদাসকে তার মোহ-ফাঁদে বন্দী করতে
গিয়ে নিজেই হরিদাসের কাছে নামের প্রভাবে ভববন্ধন-দশা হইতে পরি-
ত্যাগ পাইয়া পরম মহাত্মীতে পরিণত হয়েছেন। এইভাবে ঠাকুর হরিদাস

খান-সাহেবের প্রেরিত বারাক্ষণকে অহুগতা শিখা করে নেওয়ায় খান-সাহেব তার চক্রান্তের ব্যর্থতা ও অপমানের গ্লানি ভুলবার জন্যই ‘হরিদাস পলাতক’— এইরূপ উক্তি করে আত্মতুষ্টির অংগারণা করছেন ! হায়, খান-সাহেব আজ তার দুঃস্বপ্নের জন্য যেমন অধঃপতিত, তেমনি আমিও তার কর্মচারীরূপে বহু পাপে লিপ্ত ! ঐ খান-সাহেবের প্ররোচনা ও প্রলোভনে ভুলে যে অনায়াসে কাজ করেছি তজ্জন্তু সেই নাম-প্রেমী হরিদাস ঠাকুরের পদতলে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা ছাড়া আমার আর কোন গত্যন্তর নেই ! যাই,—ঠাকুরের পদতলে লুটিয়ে পড়ে বলি গে,—ওগো ঠাকুর, তোমার নিত্য দাসত্ব দিয়ে আমার কলুষতা মোচন করে আমায় উদ্ধার কর !

জয় কৃষ্ণনামের জয় !

জয় নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের জয় !!

(প্রস্তান)

—অনিনিকা—

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিত্বষণ

বাণাসুর

বাণাসুর ভগবদ্ভক্ত শ্রীবলিমহারাজার শত-পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র। বৈষ্ণব গৃহে জন্ম-গ্রহণ করিয়াও সে অত্যন্ত শিবভক্ত ছিল। এই বাণাসুর শোণিত-পুরে রাজত্ব করিত। শিবের প্রসাদে উদ্ভাদি দেবগণও তাহার ভয়ে ভীত হইয়া ভূত্যের আয় অবস্থান করিতেন। বাণাসুর সহস্র হস্তে বাণ্ড করিয়া শ্রীমহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল। মহাদেব তাহাকে বর দিতে ইচ্ছা করিলে বাণাসুর মহাদেবকে নিজ-পুত্রীর পালকরূপে প্রার্থনা করিয়াছিল। বাণাসুরের কন্যা উষা একদিন শ্রীঅনিরুদ্ধের সহিত সপ্নসঙ্গম লাভ করিয়াছিল। সেই উষা একদিন স্বপ্নে অনিরুদ্ধকে না দেখিয়া “হে প্রিয় ! তুমি কোথায় আছ”— এই বলিয়া ব্যাকুলতা-সহকারে জাগ্রত হইল এবং সখীগণকে দেখিতে পাইয়া লজ্জিতা হইল। বাণাসুরের কুণ্ডাণ্ড-নামক এক মন্ত্রী ছিল। সেই মন্ত্রীর কন্যা চিত্রলেখা উষার সহচরী ছিল। উষার কোন পতি নাই, অথচ স্বপ্নে উষাকে ঐরূপ বলিতে শুনিয়া চিত্রলেখা উষাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে

কাহার অহুসন্ধান করিতেছে। উষা চিত্রলেখাকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিল যে, স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের জন্ত তাহার চিত্র ব্যাখ্যিত আছে। এই কথা শুনিয়া দেব-গন্ধর্বাদির ও বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণের বহুচিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিল। অনন্তর উষা প্রত্যাগের চিত্র দর্শনে স্বপ্ন-জ্ঞানে লজ্জিত হইল। এবং অনিরুদ্ধের চিত্র-দর্শনে লজ্জানম্র-বদনে দীর্ঘ হাস্ত করিয়া ‘ইহাই আমার অতীষ্ট পুরুষ’ বলিয়া নির্দেশ করিল; তখন যোগবলসম্পন্ন চিত্র-লেখা নির্দিষ্ট পুরুষকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র জানিয়া আকাশপথে দ্বারকায় উপস্থিত হইল। সে যোগবলে দ্বারকায় সূর্য্য পর্য্যঙ্কে নিদ্রিত অনিরুদ্ধকে গ্রহণপূর্ব্বক শোণিতপুরে আগমন করিয়া উষার অভিলষিত প্রিয়পতিকে প্রদান করিল।

উষা নিজ পতিকে পাইয়া সানন্দে নিজগৃহে তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিল। এই সংবাদ ক্রমশঃ বাণাসুরের কর্ণে পৌঁছিলে বাণাসুর ব্যাখ্যিত-চিত্রে সত্তর কন্যা-গৃহে গমনপূর্ব্বক অনিরুদ্ধকে দেখিতে পাইল। শ্রীঅনিরুদ্ধ ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় সুপুরুষ ছিলেন। তিনি সেই সময় উষার সহিত অক্ষজীড়া করিতেছিলেন। বাণাসুর তাহাকে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইল। বাণাসুর-সৈন্য অনিরুদ্ধকে আক্রমণ করিলে নির্ভীক শ্রীঅনিরুদ্ধ প্রবলবেগে সৈন্যগণকে বিতাড়িত করিলেন। অনন্তর মহাবল বাণাসুর অনিরুদ্ধকে নাগপাশে আবদ্ধ করিলে উষা তাহা দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

যাদবগণ প্রায় চারিমাស কাল অনিরুদ্ধের কোন সন্ধান না পাইয়া চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িলেন, পরে শ্রীনারদের শ্রীমুখে শ্রীঅনিরুদ্ধের বন্ধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যাদবগণ বহু সৈন্য-সহ শোণিতপুরে গমনপূর্ব্বক বাণাসুরের পুরী আক্রমণ করিলে বাণাসুর বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া যাদবগণকে বাধা প্রদান করিল। বাণাসুরের সাহায্যার্থ কার্ত্তিকেয় ও প্রমথগণের সহিত মহাদেব স্বয়ং নন্দী-নামক বৃষভে আরোহণপূর্ব্বক শ্রীরাম-কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শঙ্করের মধ্যে এবং প্রত্নাস ও কার্ত্তিকেয়ের মধ্যে রোম-হর্ষকর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কুস্তাও ও কূপকর্ণের সহিত শ্রীবলদেবের, বাণ-পুত্রের সহিত শাস্ত্রের এবং বাণের সহিত সাত্যকির যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ দর্শনার্থ ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বিমানে সমাগত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা শঙ্করের অহুচর ভূত, প্রেত, প্রমথ, পিশাচ, ডাকিনী, বেতাল ও ব্রহ্ম-রাক্ষসগণকে বিতাড়িত করিলেন। শ্রীশঙ্কর ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমস্ত অস্ত্র নিবারণপূর্ব্বক জুস্তনাস্ত্রে শঙ্করকে জুস্তিত ও মোহিত করিলেন।

আচার্য্যকেশরী পরমহংসকুলচূড়ামণি
নিত্যলীলাপ্রবিষ্টে ঔ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
পঞ্চম বার্ষিক বিন্নহ-তিথি-বাসরে
ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি

[পূর্ব প্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪০ (ক) পৃষ্ঠার পর]

(৭)

আজি সেই নিদারুণ বিরহের দিনে ।
জাগিছে তোমার শ্রীমুরতিখানি মনে ॥
সুন্দর নেত্রদ্বয় ঘুরিত নিরন্তর ।
সোনার কমলে যেন ফিরিত ভ্রমর ॥
হে গুরুদেব ! হারায়ে তোমায় ।
তপ্তমরুসম সদা জ্বলিছে হৃদয় ॥
শ্রীপাদপদ্ম দর্শন আর কি পাইব ?
তুয়া অদর্শনে প্রভু কেমনে রহিব ॥
বহু যোনি ভ্রমি প্রভু লইলু শরণ ।
অহৈতুকী কৃপা কর হে পতিতপাবন ॥
তব সম দীনবৎসল না দেখি যে আর ।
খুজিয়া দেখিলেও সারা বিশ্ব-মারার ॥
গৌড়ীয়-ভাস্কর তুমি হলে অন্তহিত ।
ঘোর অন্ধকার আসি পুরিল জগত ॥
তোমার বিরহে আজি কান্দে ভক্তগণ ।
হে দেব, কৃপা করি দাও দর্শন ॥
পতিত উদ্ধার লাগি গৌরপ্রের্তবর ।
অবতীর্ণ হয়েছিলে ভারত-মারার ॥

শ্রীগৌরাজ-মনোভীষ্ট প্রকাশি জগতে ।
 ডুবাইলে ভক্তে, ভক্তিবিনোদ-ধারাতে ॥
 শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে মত্ত করালে ভুবন ।
 শিখাইলে সর্ব শ্রেষ্ঠ রূপানুগ-ভজন ॥
 হে গুরুদেব ! শরণাগতের জীবন ।
 তুমিই ভক্তগণের আপনার জন ॥
 দয়ার ঠাকুর নিতাই পর দুঃখ জানে ।
 হরিনামের মালাগাথি দিল জগজনে ॥
 সিংহের হুঙ্কারে সদা শ্রীচৈতন্য-বাণী ।
 বিশ্বভরি বিলাইলা মৃত-সঞ্জিবনী ॥
 বহু মঠ-মন্দির শ্রীকৃষ্ণ-নিকেতন ।
 একাধারে স্থানে স্থানে করিলা স্থাপন ॥
 নবদ্বীপ-পরিভ্রমায় লইয়া ভক্তগণ ।
 বহু সুসজ্জারে কৈলে তাহা প্রচারণ ॥
 ব্রজধাম, গৌরধাম ভিন্ন কভু নয় ।
 যেই কৃষ্ণ, সেই গৌর, জানালে নিশ্চয় ॥
 ভক্তগণ সুবেষ্টিত তুমি দয়াময় ।
 তব প্রভুর বাণী বোলেছিলে অমায়ায় ॥
 বিপুল উৎসাহে সবে করেন প্রচার ।
 বিন্দুমাত্র কোন ভয় নাহিক কাহার ॥
 অতীতের শ্রীমুখ-বাণী হৃদয়ে জাগয় ।
 সত্য গুরূপাদপদ্য, সত্য বাণী হয় ॥
 দুঃখের অধিক দুঃখ কাহাকে জানাই ।
 অন্তর্দ্বান-লীলা এবে শ্রীগুরু-গোসাঁই ॥
 শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের স্বায়ংলীলায় ।
 শারদীয়া পূর্ণ রাসে করিলে বিজয় ॥

କର କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଦେବ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦି ଶୋଭାରେ ।
 ଆସାର୍ଦ୍ଧନୀୟ ମଧ୍ୟ ଅମରାଧ୍ୟ କଥାରେ ଆମାରେ ।
 ମାଧବ-କରଣ ଯୁହି କିଛିହି ବା ଜାଣି ।
 ହୃଦିକା ଯୋଦେବ ଶ୍ରୀମୁଁ ଗୁରୁଣା-ମରାଣୀ ।
 ଶକ୍ତ କରଣେ କି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚଳିବାରେ ।
 ବଞ୍ଚି ବାଣି ମହାକଥା ନା କରେ ଡାହାରେ ॥
 ବା ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ, ଅନୋଷଧିଶ୍ରୀ ; କହଇ କରଣୀ ମାନ ।
 କହେ ଜହେ ଶ୍ରୀମୁଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ବେଦ ହାନ ଦ

ଅନ୍ୟା ମେଧିକା—
 “ମିଶ୍ରିବାଳା”

(୪)

କର କଥା କର (ବେଦ), ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକରଣ
 ଶକ୍ତ ହୃଦିକା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣମାନ ।
 କରଣେ ମୋଦନ, ମାଧବ-କରଣ,
 କରଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣମାନ ।
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-ବାଣି ଅବନୀକେ ଆମି,
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକେ ବନ୍ଧୁକୀବେ ।
 ମୋଦିକା ବାଣି, କରଣ-ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ,
 ମିଶ୍ର-କରଣ ମୋଦନ
 କରଣ-ବାଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥା ମାନି,
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରଣା ବିଜୟ ।
 ନାମି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-କରଣ, ମହାକରଣ-ମାଧବ,
 କରଣ କରଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣମାନ ।
 ମହାକରଣମାନ, ଅତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ,
 କରଣକରଣେ (କରଣ) ଅମରଣ ।
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରଣମାନ, କରଣ କରଣମାନ,
 କରଣେ ମାନ ଦେ ବୈଜୟ ।

(তব) বিরহ-কাতর হয়ে বহুতর,
আছে সর্ব ভক্তগণ ।

মহীমা তোমার, হয় যে অপার,
বর্ণিতে পারে কি এ' জন ॥

করি যুক্তিবাদ, নাশি মায়া-বাদ,
স্থাপি নানা শাস্ত্রমত ।

নাশি কু-মত, স্থাপিয়া সু-মত,
করিল সিদ্ধান্ত কত ॥

অতি মূর্থ হীন, এ পতীত দীন,
বুঝি না (তব) মহীমা-তত্ত্ব ।

এবে কৃপা করি, এ অধম পরি,
দেখাও তব মহত্ব ॥

করিয়া যতন, ওহে মহাজন,
কৃপা কর এ দীন জনে ।

দিয়া কৃষ্ণধন, ঘুচাও বন্ধন,
কাঁদিছে পামর জনে ॥

জনমে জনমে, ঐ রাঙা চরণে,
থাকে যেন শুদ্ধা ভক্তি ।

বিষয়-বাসনা, দূর হউক মোর,
দৃঢ় হউক অনুরক্তি ॥

ঐ রাজা চরণ, অমূল্য রতন,
পূজিবার সদা আশ ।

করিয়া কাকুতি, জানায়ে প্রণতি,
সেবা মাগে নরহরিদাস ॥

শ্রীগুরুকৃপালেশ-প্রার্থী—
“নরহরি”

(৯)

জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান ।
 তব পদযুগলে মম অসংখ্য প্রণাম ॥
 তুমিতো করুণাময় পতিতপাবন ।
 মোসম পাপীরে তারিতে, তব আগমন ॥
 ছরাচার বলি মোরে না করিলে উপেক্ষা ।
 সংসার-সাগর হইতে করিতে রক্ষা ॥
 আমি নিত্য কৃষ্ণদাস—ইহা গিয়া ভুলি ।
 মায়াদাস হইয়া ভবে চিরদিন ঘুরি ॥
 কৃপা করি ঘুচাও হৃদয়ের আঁধার ।
 অলীক মোহের বন্ধন ঘুচাও আমার ॥
 আজি তব এই অপ্রকট-তিথি-বাসরে ।
 কত শত ভক্ত পূজিছেন ভক্তি-উপচারে ॥
 আশা জাগে হৃদয় মাঝে করি তব বন্দন ।
 কিন্তু, কলুষ ভরা চিত্তে নাহি ভক্তি-সাধন ॥
 তোমা বিনা শূন্যময় দেখি এ' ভুবন ।
 বিরহানলে সদা দগ্ধ হইতেছে জীবন ॥
 ভক্ত জন ভক্তিনেত্রে তোমায় করে দরশন ।
 অভক্ত চক্ষুহীনের কভু নহেত দর্শন ॥
 বার্কিকের আগমনে আয়ুরবি হইতেছে ক্ষীণ ।
 ভাহাতেই আমি তো শুদ্ধা-ভক্তি-রতি-হীন ॥
 হে প্রভো ! এই আশীষ কর এ' দীনা পামরে ।
 লভি যেন সেবাধিকার জন্ম জন্মান্তরে ॥

শ্রীচরণ-সেবাভিলাষিনী—

(শ্রীমতী) “সরযু” (সাধু)

(১০)

প্রাণের ঠাকুর হে ভাস্কর, হে কেশব সন্ন্যাসী ।
 গৌড়-রাজ্যে—উদিলে যে তুমি প্রেম-ভক্তি পরকাশি ॥
 পূর্ব বাঙ্গালার জমিদার-গৃহে, অরুণ-উদয়-কালে ।
 আসিলেগো তুমি আলোক, জনক-জননী-কোলে ॥
 বালক-কালেতে পড়াশুনা আর ধর্ম্মেতে অহুরাগী ।
 এই ছিল তব সাধনার ধন শাস্ত্রেতে মনোযোগী ॥
 ক্রমে যৌবনে জমিদারী তব আসিল তোমার হাতে ।
 সুষ্ঠুরূপেতে শাসন করেছ সুখে ছিল সব তাতে ॥
 পরে কোনদিনে প্রভুপাদ সনে মিলন তোমার হ'লে ।
 সংসার-সুখ ছাড়িলেক তুমি প্রভুপাদ-কৃপা পেলে ॥
 শ্রীল সরস্বতী-চরণকমলে নিজেরে সঁপিয়া দিলে ।
 থাকিলেক সেথা প্রভুর আদেশে বিরাগীর পথ নিলে ॥
 আচারে-প্রচারে তুমি সুনিপুণ সরস্বতীর প্রাণ ।
 প্রভুপাদ সনে মিলন তোমার যথা মণি-কাঞ্চন ॥
 কিছু দিন পরে শ্রীল প্রভুপাদ চলিয়া গেলেন সেথা ।
 দানিয়া তোমারে সেবাধিকার, প্রচারের ভার (দিলে) হেথা ॥
 গুরুর মহিমা গোরের বাণী পত্রিকায় ছাপাইলে ।
 পতিত, অধম, পামরে হারিতে ঘরে ঘরে পাঠাইলে ॥
 ভকত জনেরে আশ্রয় দানে স্থাপিয়াছ আশ্রম ।
 কত সাধুজন তব নিজজন লইল সেথায় স্থান ॥
 তব গুণ-কীর্তন করিতে সাধ্য নাই মোর, কি বলিব প্রভু ।
 তোমার অশেষ করুণার কথা নাহি যেন ভুলি কভু ॥
 আজি এ' তোমার বিরহ-তিথির পাঁচটি বছর হল ।
 তোমার এই বিরহ-বাসরে, আমার প্রণাম লহ ॥

স্থাপিয়া গিয়াছ বেদান্ত সমিতি জগতের কল্যাণে ।
 তোমার আশীষে সমিতি রয়েছে এখনও অল্পানে ॥
 তব প্রেষ্ঠজন রাখিয়া গিয়াছ মোর শ্রীল গুরুদেব ।
 প্রহরী রূপেতে সদা জাগ্রত আছেন নারায়ণ দেব ॥
 ত্রিবিক্রম দেব আছেন সদাই উনাদের পাশে পাশে ।
 উদ্ধারণে থাকেন, কিন্তু মাঝে মাঝে হেথা আসে ॥
 তোমার প্রাণের কৃষ্ণকুপাতে জননীরূপেতে আছে ।
 সকল প্রভুরে করে সমাদর থাকে তোমারই কাছে ॥
 নিক্ষিপ্ত সেবক-রূপে নিতাই প্রভুর নাম ধরি ।
 তাঁহার সেবার আদর্শ যেন আমার হৃদয়ে ধরি ॥
 কৃপাসিন্ধু প্রভু অনলস ভাবে করেন সেবার কাজ ।
 নারায়ণ দেব উপাধি দিলেন তাঁহারে “ভকত্তরাজ” ॥
 নমস্যাগেস্ত্র প্রভুজী আছেন সদা মুক্তগ-বিভাগেতে ।
 তোমার বাণী, তোমার আদর্শ ছাপাইছে কাগজেতে ॥
 এমন বহুত তব প্রিয়জন মিশনের সেবা করে ।
 সকল সময় ভক্তি করিয়া তোমারে প্রণাম করে ॥
 তাঁহাদের গুণ কীর্তন করা নাহিক সাধ্য মোর ।
 আমার চিন্তে সদা অপরাধ বিষয়-সুখেতে ভোর ॥
 কি আর বলিব এ দুঃখের কথা তুমিত সবই জান ।
 কৃপা করে প্রভু সংসার থেকে আমারে টানিয়া আন ॥

কৃপাকণাপ্রার্থী—

“সুধানিধি”

শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আস্থান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরান্দো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(গভঃ-রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

তেবরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮০ ; ইং ১৬।১২।৭৩

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈশ্চৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥”

বাসকুল-শ্রমণসম্মারাদ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপ ধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৪৮৭ শ্রীগৌরান্দ ; ২৬শে মাঘ ১৩৮০ সাল (ইং ১৯২২) শনিবার শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব (মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া)– তিথি হইতে ৫ই গোবিন্দ, ২৮শে মাঘ (ইং ১৯২২।৭৪) সোমবার ব্যাসাভিন্ন জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী শ্রুতপাদেব শুভ প্রকটবাসর (মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী) পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা-হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্তন, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

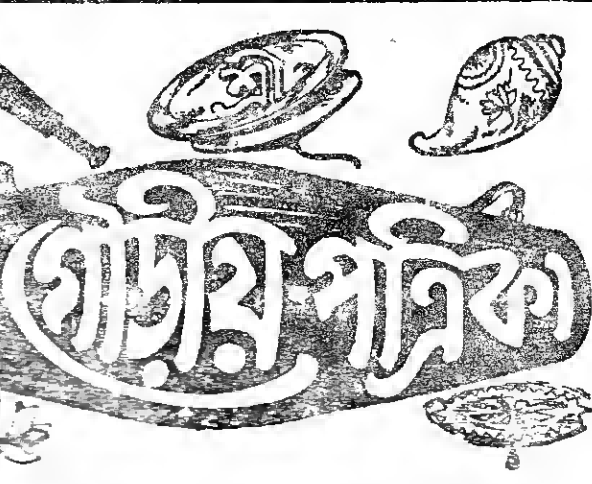
ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাক্ষব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সত্যব্রন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—শনিবার পূর্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি ও অঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্নে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা। রবিবার পূর্বাহ্নে ও অপরাহ্নে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা। সোমবার পূর্বাহ্নে শ্রীল শ্রুতপাদেব পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেব-সম্বন্ধে আলোচনা।

<p>শ্রী: শ্রীমদ্ভগবতঃ পুংসাং বিশ্বকর্মেণ-কথাসু য:।</p>	<p>স নৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরথোক্ষজে ।</p>  <p>গৌড়ীয়-পট্টিকা</p> <p>অহতু্যপ্রতিহতা বসাক্ষা: সুপ্রসীদতি ॥</p>	<p>নোংপাদমোরযদি রতিং শ্রযএব হি কেবলম্ ॥</p>
<p>সেই কর্ম শ্রেষ্ঠ বাতে আশ্র-পরসম ।</p>	<p>অন্ত ধর্ম স্তূষ্টরূপে পালে যেই জন ।</p> <p>অহতু্যপ্রতিহতা ভক্তি বিদ্যুৎ ॥</p> <p>হরি-কথার বতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রয় ॥</p>	<p></p>

সংগ্রহ, ৬ মাঘ, ৪৮৭ গৌরাক
শ্রীমদ্বার. ২৩ শেখ, ১৩০০ ; উঃ ১৪।১।১৯৭৪

১১শ সংখ্যা

ਸਾਹੁ ਸਾਹੁ

শ্রী গোবিন্দ বিরুদা বলী-স্তোত্রম্

[শ্রীল-রূপ-গো-স্বামি-বিরচিতম্]

॥ त्रिभङ्गाङ्ग दण्डकत्रिभङ्गी ॥

শ্রীতমসজলধেবহিত্রং চরিত্রং সুচিত্রং বিচিত্রং

ਯਗਿਤ੍ਰੰ ਸਮਿਤ੍ਰੰ ਪਵਿਤ੍ਰੰ ਅਵਿਤ੍ਰੰ ਕੁਯਾਮ੍ ।

ଜଗଦପରିମିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠଃ ପାଟିଷ୍ଠଃ ବଳିଷ୍ଠଃ ଗରିଷ୍ଠଃ

ବରିଷ୍ଠଂ ଅଦିଷ୍ଠଂ ଅନିଷ୍ଠଂ ଦବିଷ୍ଠଂ ଧିତାମ୍ ।

নিখিলবিলসিতেহভিরামং সরামং মুদা মঞ্জুদাম-

ସ୍ନତାମଃ ଲଳାମଃ ସ୍ମୃତାମନ୍ଦଧାମନୟେ ।

মধুমথন হরে মুরারে পুরারেরপারে সসারে

বিহারে সুরারেরদারে চ দারে প্রভুম ।

স্মুরিতমিনসুতাতরঙ্গে বিহঙ্গেশরঙ্গেন গঙ্গে-

ঔভঙ্গে ভুজঙ্গেন্দ্রসঙ্গে সদঙ্গেন ভোঃ ।

শিখরিবরদরীনিশান্তং প্রয়াস্তং সকান্তং বিভান্তং

নিতান্তঞ্চ কান্তং প্রশান্তং কৃতান্তং দ্বিষাম্ ।

দলুজহর ভজামানন্তং সুদন্তং হৃদন্তং দৃগন্তং

হসন্তং বসন্তং ভজন্তং ভবন্তং সদা ॥ বীর ॥

হে মধুসূদন ! হে হরে ! হে মুরারে ! হে দলুজহর ! আমি তোমাকে সর্বদা ভজনা করিতেছি, তুমি পাপার্ণবের মহানৌকাস্বরূপ বিচিত্রলীলা বিস্তার করিয়াছ, তোমার লীলাগান করিলে অজ্ঞ ব্যক্তির জ্ঞানলাভ করে, তুমি সর্পাকার সুদর্শন নামক বিদ্যাধরকে পরিত্রাণ করিয়াছ, তোমাকে স্মরণ করিয়া যোদ্ধগণ যুদ্ধে জয়লাভ করে, তোমার চরিত্র অবিদ্যা নিবারক ও সংসাররোগের বিনাশক, জগতে তোমার অসীমকীর্তি প্রকাশ পাইতেছে তুমি কার্য্যদক্ষ ও মহাবলপরাক্রান্ত, তুমি গুরু গুরু ও মহতের মহৎ, তুমি মৃদু ও অমোঘব্রত, তুমি বুদ্ধির অগোচর, তুমি বিবিধ বিলাসপ্রিয় তুমি বলদেবের সহচর, তুমি মনোহর বনমালায় সুশোভিত, তুমি ক্রোধরহিত, তুমি ভুবনভূষণ, তোমার অসামান্য প্রভাব, তোমার উৎকৃষ্টলীলা মহাদেবের অগমা, তুমি অসুরগণের সংহারে সমর্থ, তুমি ভুজঙ্গরাজ কালিয়নাগের দর্প চূর্ণ করিবারনিমিত্ত সমুদ্রের ন্যায় অতি গভীর কালিন্দীজলে নিমগ্ন হইয়াছিলে, তোমার তৎকালোচিত রূপ সন্দর্শনে খগরাজ গরুড়ের অদ্ভুত জ্ঞান হইয়াছিল, তুমি বিলাসের নিমিত্ত ব্রজরমণীগণে পরিবৃত্ত হইয়া গিরিগুহারূপ রমণীয় আলায়ে গমন কর, তোমার রূপ অতিশয় মনোহর তুমি প্রশান্তচিত্ত হইলেও ভক্তদ্রোহি অসুরগণের কৃতান্তস্বরূপ, তুমি সর্বব্যাপক, মুকুটমালার ন্যায় তোমার দন্তাবলী, তুমি গোপিকাগণের প্রতি কটাক্ষভঙ্গী বিস্তার কর, তোমার মুখমণ্ডল মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত, তুমি শ্রীবন্দাবনে ঋতুরাজ বসন্তের প্রতি প্রীতি প্রকাশ কর ।

পীত্বা বিন্দুকণং মুকুন্দ ! ভবতঃ সৌন্দর্য্যসিন্ধোঃ সর্বং

কন্দর্পশ্চ বশং গত। বিমুমুহঃ কে বা ন সাধ্বীগণাঃ ?

দূরে রাজ্যময়ন্তিতস্মিতকলাভ্রবল্লবীতাণ্ডব-

ক্রীড়াপাঙ্গতরঙ্গিতপ্রভৃতয়ঃ কুবর্বন্ত তে বিভ্রমাঃ ॥

হে সুহৃৎ । বাগ্মী ব্রহ্মবনবীৰণ তোমার মৌৰ্য্যাবস্থার বিদ্যুৎপাত পানে
কাম্যবশ্য হইয়া নিমোবিত্ত হইয়াছে, অতএব মনোজ্ঞিত কলীর মনোজ্ঞিত, অকোপ,
অশান্তচিত্ত, প্রকৃতি বিলাস সঙ্গ হাৰীণ হইয়া অগ্নি স্বৰ্গে বজা লাগন
করুক অর্থাৎ ব্রহ্মকামবাসিনী গোপিকাগণ কোথাকে দেখিয়াই তোমার
বন্দীভূত হইবাছে, সুতরাং তাঁহাদিগকে আবৃত্ত কবিবাব তত্ত্ব আৰ বিশেষ নত
কবিবাব প্রয়োজন নাই ।

চাটুগটপানট গোপলট মীতলট পরকম দৈত্যহব

কুঞ্জচব বীৰবর মর্শ্বনক কৃষ্ণ কপ্ত মাধ ॥

তুমি বনবীৰ কালিন্দীপুত্ৰিণে দামকীড়া বহু, ঈশায়াগি গোপবাগক
তোমার প্রবাস সংকট, তুমি দৈত্যহবে মুশোভিত, অশুদ্ধের নতুন তোমারে
কবদ্বগল, তুমি দৈত্যগণের সংহারকারী, হে মাধ ! হে বহু ! তুমি বীৰ
শ্রেষ্ঠ ও ক্রীড়া-কৌতুকপরাবণ অতএব তোমার তল হউক ।

সংসারজ্ঞান দ্বন্দ্ববোধিকরনে গজীমতাপত্রী-

পুস্তীরেণ পুস্তীতযুক্তশক্তিমা ক্রোশশ্রমসুতরঃ ॥

দীপ্তপ্রাণত্ব জগৎসংসার বিদ্যুৎপ্রাণত্বজিহ্বা হাতিবা

চিন্তাসমুত্তাপকমুখার করে ! চিন্তিতমস্টীখরন্ ॥

হে হবে ! বতীর চিত্তহস্তী দ্বন্দ্বব বনবনোত্তর পবিণীত এই অগ্নি
সংসারলোককে অতি ভয়ানক ভাণব্রহ্মণ কুস্তীবালাপ্ত হইয়া তব ও চিন্তান
আত্ম হইয়া অতিশয় ক্রমশ করিতেছে অতএব তুমি কৃপা করিয়া, গজেন্দ্র-
মোক্ষের চাটু দীপ্ত সুদর্শনত্ববান ইত্যাকে উদ্ধার কর ।

। বিবর্তিতবী ।

চণ্ডীপ্রিয়মত চণ্ডীকৃতবল-চণ্ডীকৃতবলবদ্যত শব্দব

পট্টাঃস্বত্ববর চট্টাঃক বকুট্টাক ললিতলগ্নিতম্ভিত

মল্লীহরপাতিমল্লীহিততঃ মল্লীসিতহরলাগত মাগত

অতীকৃতএবমল্লীততঃ হতঃ সীলংসুতজলমল্লীতঃ

উর্ঝীশ্রিকব খর্জীকৃতবল—খর্জীকৃতপাতিসকিতপর্জীত

সোত্রাহিতএঃ সোত্রাহিতএঃ সোত্রাহিতপুতিশোভনলোভন

বদ্যাহিতবহুতপাটহব মতাপনমিচৌঃ মনোভয়

মল্লীকৃতপট্ট সম্পাতিঃকবম্পাতিলাগত সুম সুহৃৎ । বীৰ ॥

হে নাথ ! তুমি মহাদেবের নমস্কা, তুমি প্রচণ্ড বলবিক্রম প্রকাশ করিয়া
 দুষ্কৃত দানবমহিষীদিগকে বিধবা করিয়াছ, অর্থাৎ নিখিল অসুর নিপাত
 করিয়াছ। পীতাম্বর ! হে গোপরাজ ! তুমি বকাসুরের নিহন্তা, তুমি পণ্ডিত-
 মণ্ডলীর ভূষণ, তুমি নন্দমহারাজের আনন্দকর, তোমার অনন্তলীলা, হে
 নাগর ! তুমি উজ্জলরসের সাগর ও নবসঙ্গীত-প্রিয়, তুমি অমানব হইলেও
 অঙ্গভঙ্গীদ্বারা মানবের সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছ, তুমি পৃথিবীর আনন্দকর,
 তুমি কালিয়নাগের পর্ব্বতাকার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছ, তুমি গাভীগণের হিতকর,
 তুমি নিজ কুটুম্বের প্রতি অতিশয় দয়াকর তুমি গোবর্দ্ধনধারণ সময়ে অপূর্ব্ব-
 রূপে দর্শন দিয়া সকলের চিত্ত বিমোহিত করিয়াছ। হে মনোরম ! তুমি
 জলনিমগ্ন গোপকন্যাদিগের বসন হরণ করিয়াছ এবং ঐ সঙ্গে শ্রীরাধিকার
 চিত্তরত্নকেও চুরি করিয়াছিলে, বিছাতের ন্যায় তোমার বসনের শোভা, তুমি
 সংসারভয়ভীত জনগণের পরিপালক, অতএব হে আনন্দময় ! হে বীর !
 তোমার জয় হউক ।

পিষ্ট্বা সংগ্রামপটে পটলমকুটিলে দৈত্যাগোকণ্টকানাং

ক্রীড়ালোচীবিষট্টেঃ স্মৃটমরতিকরং নৈচিকীচাকুকাণাম ।

বৃন্দারণ্যং চকারাখিলজগদগদঙ্কারকারুণাধরো

যঃ সঞ্চারোচিতং বঃ সুখয়তু স পটুঃ কুণ্ডপট্টাধিবাজঃ ॥

যাঁহার করুণা জগতের উপদ্রবনাশে চিকিৎসকস্বরূপ, যিনি সংগ্রামরূপ
 শিলাপৃষ্ঠে গোপগণের পীড়াকর, দানবগণরূপ কণ্টকবৃক্ষকে নির্মূল করিয়া
 শ্রীবৃন্দাবনকে নিষ্কণ্টক ও গমনাগমনের সুন্দর উপায় করিয়াছেন, সেই নিকুঞ্জ-
 অধিরাজ শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে আনন্দিত করুন ।

পিচ্ছলসদৃশনীলকেশ চন্দনচ্ছিতচারুবেশ ।

খণ্ডিতদুর্জনভূরিমায় মণ্ডিতনির্মলহারিকায় ॥ বীর ॥

হে নাথ ! তোমার নীলবর্ণ কুটিল কুন্তল ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত, তোমার
 শ্রীঅঙ্গ সুন্দর চন্দনাদি অন্নলেপনে সুশোভিত, তুমি দুর্জনরূপ শৃগালবৃন্দ সংহার
 করিয়াছ, তোমার শ্রীঅঙ্গ বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া সকলের চিত্ত হরণ
 করিতেছে ।

গীর্বাণং স্মৃটমখিলং বিবর্দ্ধয়ন্তুং

নিবর্বাণং দনুজঘটাসু সংঘটয়্য ।

কুর্বাণং ব্রজনিলয়ং নিরন্তরোচ্চৈ-

পর্বণং মুরমথন ! স্তবে ভবন্তুম্ ॥

হে মুরমথন ! তুমি দানবগণ বিনাশ করিয়া দেবগণের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছ এবং ব্রজধামকে নিত্যোৎসবে পূর্ণ করিয়াছ, এ নিমিত্ত আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ স্তব করিতেছি ।

উদঞ্চদতিমঞ্জুলস্মিতসুধোন্মিলীলাস্পদং

তরঙ্গিতবরাজনাফুরদনঙ্গরঙ্গাশুধিঃ ।

দৃগিন্দুমণিমণ্ডলীসলিলনিঝারশ্রুদনো

মুকুন্দ ! মুখচন্দ্রমাস্তব তনোতি শর্মাণি নঃ ॥

হে মুকুন্দ ! যিনি হাস্যরূপ সুধাতরঙ্গের আকর, যাহার উদয়ে ব্রজরমণী-গণের অনঙ্গসমুদ্র উচ্ছলিত হয় এবং যাহার দর্শনে ভক্তগণের নয়নরূপ চন্দ্রকান্তমণি হইতে জলবিন্দু নিঃসৃত হইয়া থাকে এই প্রকার ত্বদীয় মুখচন্দ্র আমাদের সমূহ আনন্দ বর্দ্ধন করুন ।

। মিশ্রকলিকা ॥

তুষ্টতুর্মদারিষ্টকণ্ঠীরবকণ্ঠবিখণ্ডনখেলদষ্টাপদ নবীনাষ্টাপদ-

বিস্পর্দ্ধিপটাস্বরপরীত গরিষ্ঠগণ্ডশৈলসপিণ্ডবক্ষঃপটু পাটব-

দণ্ডিতচটুলভূজঙ্গম কন্দুকবিলসিতলঙ্গিম ভাণ্ডলবিচকিলমণ্ডিত

সঙ্গরবিহরণপণ্ডিত দন্তরদনুজবিড়ম্বক কুণ্ঠিতকুটিলকদম্বক ।

খচিতাখণ্ডলোপলবিরাজদণ্ডরাজকুণ্ডলমণ্ডিতমঞ্জুলগণ্ডস্থল

বিশঙ্কটভাণ্ডীরতটীতাণ্ডবকলারাজ্যতসুহৃদগুণ নন্দবিচুম্বিতকুন্দ-

নিভস্মিত গন্ধকরম্বিত শব্দবিচেষ্টিত তুন্দপরিফুরদণ্ডকড়ম্বরতুর্জ্জ্বন-

ভোজেন্দ্রকণ্ঠককন্দোদ্ধারগোদামকুদাল বিনম্রবিপদারুণধাতু-

বিভ্রাবণমার্ভণ্ডোপমকুপাকটাক্ষ শারদাচণ্ডমরীচিমাধুর্য্যবিড়ম্বি-

তুণ্ডমণ্ডল লোষ্ট্রীকৃতমণিকোষ্ট্রীকুলমুনিগোষ্ট্রীশ্বর মধুরোষ্ট্রীপ্রিয়

পরমেষ্ট্রীড়িত পরমেষ্ট্রীকৃতনর ॥ ধীর ॥

হে কৃষ্ণ ! অতি দুর্দান্ত সিংহতুল্য ব্রহ্মাসুরের কণ্ঠচ্ছেদনে তুমি শরভ, (হিংস্রক যুগাশেষ) তুমি স্বর্ণবর্ণ পীতাম্বরে সুশোভিত, বিশাল শিলাখণ্ডের ন্যায় তোমার বক্ষঃস্থল সুদৃঢ়, তোমার বাহুবলে খলরাজ কালিয়নাগ দণ্ডিত

শ্রীবাসপূজায় শ্রীল প্রভুগানের অভিনয়

स्वनि—सिद्धेष्टकृतस्य मन्त्रस्य सङ्केतार्थम् ।

সময় - ২৪শে মার্চ শনিবার ১০-০৭ মন, কক্ষ:-স্বাক্ষর, জাতি ২৭টি।

अस्माकं विद्वद्भिः ॥ अस्माकं विद्वद्भिः ॥

बहुलपक्षीनिकर (एक छोटा चिड़ियाघर वन) :

[illegible]

ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ ନିକଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ଗୁରୁତ୍ବ ଗୁଚ୍ଛିତ ହେବ । ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାର ହେବ । ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାର ହେବ । ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାର ହେବ ।

ঐশ্বর্যবান্ধবের বাণী শুଣ্ডে, ভাসবান্ধবে জাহ্নবে বীণ 'কলকল সুশীত'
 হাঁত ধরে। এককম্বু শিল্পের জুড়কে কলকলি না শুনে অলসকে আশ্রয়
 না। বনব আশ্রয়ে জগৎ সটোবাগ্ৰোধী সট, জগৎ শিল্পকে অসহ্যের বাব
 দলি—আশ্রয় দাও। দোহ ব'রা। বন্দিত হইতে না, অতএব আশ্রয় সাধ্য

গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। পাঁচজন মিলে যে কার্যটি করতে হ'বে তা' কেবল নিজের দ্বারা সম্ভবপর নয়। গৌরসুন্দর ভগবান্কে ডাকতে ব'লেছেন, একথা গুরুপাদপদ্মের নিকট হ'তে পাই। ভগবান্কে ডাকতে ব'লেছেন মানে ভগবানের সাহায্য গ্রহণ করতে ব'লেছেন; কিন্তু যখন ভগবান্কে ডাকি তখন যদি তাঁকে ভূতাত্মে (?) পরিণত বা নিজের কোন কার্য উদ্ধার করিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁর সাহায্য গ্রহণ করতে চাই, তা'হ'লে 'তৃণাদপি সূনীচতা' থাকে না। বাহ্য দৈন্ত 'তৃণাদপি সূনীচতা' নয়, সেটা কপটতা। যে ভাবে ডাকলে তাঁবেদার সকল উত্তর দেয়, সেভাবে ডাকা ভগবানের নিকট পৌঁছে না। কারণ তিনি পরম স্বতন্ত্র পূর্ণ চেতন বস্তু, কা'রও বশ্য ন'ন। নিজের অস্মিতাকে নিক্ষেপ দৈন্তে প্রতিষ্ঠিত না করলে পূর্ণ-স্বতন্ত্রের নিকট আবেদন পৌঁছে না।

আর একটি কথা হচ্ছে, 'তৃণাদপি সূনীচ' হ'য়ে ডাকার সঙ্গে যদি গৃহ-গুণসম্পন্ন না হয়, তা' হ'লেও ডাকা হয় না। আমরা যদি কোন বস্তুর প্রতি লোভী হ'য়ে অসহিষ্ণুতা দেখাই, তবে 'তৃণাদপি সূনীচ' ভাবের বিরুদ্ধ ভাবালম্বন করতে হয়। আমরা যদি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হই, ভগবান্ পূর্ণ বস্তু, তাঁকে ডাকলে কিছু অভাব হ'বে না, তা' হ'লে সে সময় সহন-শীলতার অভাব হয় না। আর যদি আমরা লোভী হ'য়ে—অসহিষ্ণু হ'য়ে চঞ্চলতা প্রকাশ করি—আমার নিজের কিছু কৃতিত্ব-সামর্থ্য অবলম্বন ক'রে কার্যোদ্ধার করব, এক্ষণ মতলব এঁটে রাখি তা'হলে ভগবান্কে ডাকা হয় না। আত্মভরিতা অধিক থাকলেও ভগবান্কে ডাকা হয় না—আত্ম-ভরিতা বিনাশ করবার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকলেও ডাকা হয় না। আমরা অনেক সময় মনে করি যে, আমরা অনুগ্রহ ক'রে স্তুবাদি করি—ভগবান্কে না ডেকেও অল্প কার্যে নিযুক্ত হ'তে পারি, এক্ষণ বুদ্ধিও সহনশীলতার অভাবের পরিচায়ক। এই সকল মনোভাব হ'তে আমাদের রক্ষা করবার জন্য—আমরা নিক্ষেপিত 'তৃণাদপি সূনীচ' ভাব হ'তে যেটুকু বঞ্চিত হ'য়ে থাকি, তা' হ'তে রক্ষা করবার জন্য রক্ষকের আবশ্যক—সেইরূপ দুঃপ্রবৃত্তি হ'তে রক্ষা করবার জন্য আশ্রয়ের প্রয়োজন। ঠাকুর নরোত্তম ব'লেছেন,—

আশ্রয় লইয়া ভজে,

তাঁরে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,

আর সব মবে অকারণ।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। জগতে কৰ্ম জ্ঞান বা অন্যা-
ভিলাষ লাভ কর্তে হ'লেও গুরুর আবশ্যক হয়; কিন্তু সেই সকল গুরুর
প্রদত্ত বিদ্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল প্রসব করে। পারমাখিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেরূপ
ক্ষুদ্র ফল-প্রদাতা ন'ন। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম বাস্তবমঙ্গলবিধাতা। আশ্রয়-জাতীয়
ভগবানের অগুগ্রহ যে মুহূর্তে রহিত হ'য়ে যাবে, সেই মুহূর্তে জগতে
নানা অভিলাষ উপস্থিত হ'বে। বস্তুপ্রদর্শক গুরুদেব যদি আমাদেরকে
উপদেশ না দেন,—কি ভাবে গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় কর্তে হ'বে,—কি ভাবে
গুরুপাদপদ্মের সহিত ব্যবহার কর্তে হ'বে—এ সকল শিক্ষা যদি না দেন,
তবে প্রাপ্ত রত্নও হারিয়ে ফেলতে হয়।

নামভজনই একমাত্র ভজন-প্রণালী। শ্রীগুরুদেব এই ভজন-প্রণালী
প্রদান করেন; সুতরাং আমাদের বর্ষারম্ভে গুরুপাদপদ্মের পূজাই কর্তব্য।
শ্রীরূপ প্রভু ভক্তিরসামুতসিন্মুতে ব'লেছেন,—“আদৌ গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ
কৃষ্ণদোক্ষাদিশিক্ষণম্। বিশ্রান্তেণ গুরোঃ সেবা সাধুবত্ত্বানুবত্ত্বনম্।”

নিজের শত শত পারদর্শিতার দ্বারা অজ্ঞেয় রাজ্যে, দুজ্ঞেয় রাজ্যে
অগ্রসর হওয়া যায় না—যে-সকল ভবিষ্যৎ জগৎ দেখতে দেওয়া হচ্ছে না—
ভবিষ্যৎকাল ব'লে যে জিনিষটা, তা'তে নিজের চেষ্টায় অগ্রসর হওয়া যায়
না। অতি-লোকবিচার যেখানে, সেখানে ইহলোকের বিচার আমাদেরকে
পৌঁছিয়ে দিতে পারে না। যে-সকল কাল গত হ'য়েছে, তা'তে ইন্দ্রিয়জ-
জ্ঞান লাভ ক'রেছি; কিন্তু আগামীকাল—যা, জানি না—যে চক্ষু দুই এক
মাইল মাত্র দেখতে পারে—যে বর্ণ কিছু দূরের শব্দ মাত্র শুনতে পারে,
সে-প্রকার ইন্দ্রিয়ের গম্যজ্ঞানে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের কথা—পূর্ণ রাজ্যের কথা
জানতে পারি না। সেইরূপ রাজ্যে কেবল নিজের পারদর্শিতার দ্বারা
অগ্রসর হ'তে চেষ্টা করলে কখনই আমরা শেষ পর্য্যন্ত অগ্রসর হ'তে পারি
না; বাবণের স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধবার চেষ্টার হায় সিঁড়ি কিছুদূর উঠতে
না উঠতেই আশ্রয়ের অভাবে—নিরালস্যভাবে শূন্যে বেশীক্ষণ থাকতে পারে
না, চুরমার হ'য়ে নীচে পড়ে যায়। কেবল নিজের পারদর্শিতার পুঁজি নিয়ে
অজ্ঞেয় রাজ্যে উঠতে চাইলেও আমরা অধঃপাতিত হ'য়ে পড়ি, আর
লঘুকে ‘গুরু’ করলেও আমরা অধঃপাতিত হই।

কে গুরু, কে লঘু, আমরা তা' বিচার করবো। যিনি সকল গুরুর
একমাত্র আরাধ্য বস্তু, সেই পূর্ণ বস্তুর সেবা যিনি করেন, তিনিই গুরু।

সেতার, শেখানর গুরু বা কসরৎ শেখানর গুরুর কথা বলছি না, তাঁ'রা মৃত্যু হ'তে রক্ষা করতে পারে না। ভাগবতের একটা শ্লোকে পাই,— সে গুরু, গুরু নয়; সে পিতা, পিতা নয়; সে মাতা, মাতা নয়; সে দেবতা দেবতা নয়; সে স্বজন, স্বজন নয়—যিনি আমাদের মৃত্যুর মুখ হ'তে রক্ষা করতে না পারেন—আমাদিগের নিত্য জীবন দিতে না পারেন—এই জড়-জগতের অভিনিবেশরূপ অজ্ঞানমৃত্যু হ'তে রক্ষা করতে না পারেন।

অজ্ঞতা হ'লেই মৃত্যুমুখে পতিত হই, বিজ্ঞতা হ'তে মৃত্যুমুখে পতিত হই না। এখানে যে বিদ্যা অর্জন করি, পাগল হ'য়ে গেলে, পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হ'লে বা মরণের পরে আর সে বিদ্যার মূল্য থাকে না। বাস্তব-সত্যের যদি অনুদান না করি, তা' হ'লে আমরা অচেতন হ'য়ে যাই। যিনি মৃত্যুর মুখ হ'তে উদ্ধার করতে না পারেন, তিনি খানকতক দিনের জ্ঞান ভোগা দেওয়ার লোক। যিনি বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় আমাদের লোক ক'রে থাকেন, তিনি বঞ্চক। কিন্তু যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম এ সকল বঞ্চনা হ'তে রক্ষা করতে পারেন, প্রত্যেক বর্ষ-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মাস-প্রারম্ভে, প্রত্যেক দিবস-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মুহূর্তের প্রারম্ভে সেই গুরুপাদপদ্মের পূজাই কর্তব্য।

ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে আমার গুরুদেব বিরাজমান, তিনি যদি ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে বিরাজ না করেন, তবে কে আমাকে রক্ষা করবেন? আমার গুরুদেব তাঁ'দিগকে নিজের ক'রে নিয়েছেন, তাঁ'রা আমার উদ্ধারকারী; কিন্তু আমার গুরুপাদপদ্মের নিন্দাকারী বা ঐরূপ নিন্দাকারীর কোনরূপে প্রশ্রয় দেন যিনি, সে রূপ অমঙ্গলকারী পাষণ্ডীর মুখ যেন আমার দর্শন-পথে না আসে।

যিনি প্রতি মুহূর্তে আমাকে স্বীয় পাদপদ্মে আকর্ষণ ক'রে রাখেন, আমি সে' গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে মুহূর্তে ভ্রষ্ট হই সে' গুরুপাদপদ্ম বিশ্ব্রুত হই, সে মুহূর্তে আমি নিশ্চয়ই সত্য হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছি। গুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্যুত হ'লে অসংখ্য অশ্রাব্যরাশি আমাকে অভিনিবিষ্ট করে। আমি তাড়াতাড়ি স্নান করতে দৌড়াই, শীত নিবারণের জন্ত ব্যস্ত হ'য়ে পড়ি, গুরুপাদপদ্মের সেবা ছাড়া অত্র কার্যো ধাবিত হই। যে গুরুপাদপদ্ম আমাকে এই সকল দ্বিতীয় অভিনিবেশ হ'তে অনুক্ষণ রক্ষা করেন, বর্ষ-প্রবৃত্তি, মাস-প্রবৃত্তি, দিন-প্রবৃত্তি, মুহূর্ত-প্রবৃত্তির প্রারম্ভে যদি সেই গুরুপাদপদ্মের স্মরণ না করি, তবে আমি নিশ্চয়ই আরও অশ্রুবিধায় পতিত

হ'ব। আমি তখন নিজে গুরু সাজতে চা'ব—আমাকে অপরে গুরু ব'লে পূজা করুক, আমার এ দুর্বলুদ্বি এসে উপস্থিত হ'বে — ইহাই দ্বিতীয় অভিনবোশ। আজ যে এমনিএর জ্ঞাত 'গুরুপূজা' করতে এসেছি, তা' নয়, নিত্য প্রতি মুহূর্তে আমাদের গুরুপূজা।

গৌরমুন্দর সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তু তিনি জগদগুরুরূপে এখানে এসেছেন। তিনি যে 'শিক্ষাষ্টক' ব'লেছেন সেই শিক্ষায় মহাত্মগুরু এং মহাত্মগুরু-পাদপদ্মে প্রণত মহাত্ম বৈষ্ণবসকল সর্বতোভাবে আমাকে শিক্ষিত করেন। মহাত্মগুরু পাদপদ্মে প্রণত মহাত্ম বৈষ্ণবসকল আমাকে বিপদ হ'তে উদ্ধার করেন। (ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর

(রসতত্ত্ব)

(পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৫৭ পৃষ্ঠার পর)

৩৪। 'বিশ্রান্ত' কাহাকে বলে ?

“যন্ত্রণাশূন্য গাঢ় বিশ্বাসকে বিশ্রান্ত বলা যায় তাহাকেই সন্ত্রমশূন্য বিশ্বাস বলা হইয়াছে।”

—চৈঃ শিঃ ৭।৪

৩৫। প্রণয়ের গাঢ়তার ক্রম কি ?

“প্রণয় ক্রমে প্রেমা, স্নেহ, রাগ পর্যন্ত সখ্যারূপে বৃদ্ধি লাভ করে।”

—চৈঃ শিঃ ৭।৫

৩৬। 'প্রণয়' কাহাকে বলে ?

“সন্ত্রমাদি যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াও রতি যখন সন্ত্রম-গন্ধে পৃষ্ঠ না হয়, তখন তাহাকে 'প্রণয়' বলা যায়।”

—চৈঃ শিঃ ৭।৫

৩৭। শ্রীকৃষ্ণের সহিত কি ব্রজবাসীর বিচ্ছেদ আছে ?

“প্রকট-লীলার অনুসারে সখ্যরসে 'বিরহ' বর্ণিত হয় ; কিন্তু বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসীদিগের কখনই বিচ্ছেদ নাই।”

—চৈঃ শিঃ ৭।৫

৩৮। বাৎসল্য-রসের উৎকর্ষ কি ?

“কৃষ্ণরতির অপ্রতীতিস্থলে প্রীতিরসের অপুষ্টিতা হয়। সেক্রপ স্থলে সখ্য-রতির তিরোভাব হয়। কিন্তু বাৎসল্যে সেক্রপ হইলেও কোন ক্ষতি নাই। এইটাই বাৎসল্যরসের উৎকর্ষ।” —চৈঃ শিঃ ৭।৬

৩৯। বলদেব, যুধিষ্ঠির, আলকাদির স্ব-স্ব রসবৈশিষ্ট্য কি ?

“বলদেবের সখ্যপ্রীতিও—বাৎসল্যরস-সঙ্কুলিত। যুধিষ্ঠিরের বাৎসল্য-দাস্ত্র-সখ্যের দ্বারা অধ্বিত। আলক প্রভৃতির দাস্ত্র—বাৎসল্য-মিশ্রভাব। বৃদ্ধ অভীরদিগের বাৎসল্য—সখ্যমিশ্রিত। নকুল, সহদেব ও নারদাদির সখ্য—দাস্ত্র মিশ্রিত। শিব, গরুড়, উদ্ধবাদির দাস্ত্র—সখ্যমিশ্রিত। অনিরুদ্ধ প্রভৃতি কৃষ্ণনগ্নদিগের ভাবও তদ্রূপ মিশ্র। অন্যান্য ভক্তদিগের মধ্যেও সেইরূপ ভাবমিশ্রিতা লক্ষিত হয়।”

—চৈঃ শিঃ ৭।৬

৪০। বৈষ্ণবগণের সখ্যরস কি ?

“You must love God with thy soul also, i.e. you must perceive yourself in spiritual communication with the Deity and receive Holy Revelations in your sublimest hours of worship. This is called the *Sakhya Rasa* of the *Vaishnavas*,—the soul approaching the Deity in holy and fearless service”

—“To Love God”, *Journal of Tajpur*, 25th Aug, 1871

৪১। মধুর রসের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রীকৃপানুগ-ভক্তনের পরমোপাদেয়ত্ব কেন ?

“পঞ্চ মুখ্য-মধ্যে ভাই, মধুরের গুণ গাই,

সর্বশ্রেষ্ঠ রসরাজ বলি।

গুণ অত্র রসে যত, মধুরেতে আছে তত,

আর বহু বলে হয় বলী ॥

গৌণ-রস আছে যত সব-সঞ্চারীর মত,

হএণ শৃঙ্গারের পুষ্টি করে।

শ্রীকৃপের অহুগত, ভজনে যে হয় রত,

স্থিতি তার কেবল মধুরে।”

—‘শ্রীকৃপানুগ-ভক্তন-দর্পণ, গীঃ মাঃ

উদ: ১. কৃষ্ণচর্জিতাঙ্গ (সৌম্যস্বভাব) কুসুমকর, হৃদয় বিজ্ঞানসূচক।

[illegible]

-207-

*** [ॐ नमो भगवते वासुदेवाय] ***

“ହାରିଜାସନ—ସାମନ୍ତ ଖୁଳ । ବିଭାଜ—ଉପେନ୍ଦ୍ର ଯେହୁ । ଅହିଂସା—ଅମ୍ଭେ
କାର୍ଯ୍ୟ । ଆଶ୍ଚିତ—ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ । ସଫାରି କା କାହିଁକାହିଁ ଛାବ-
ସମ୍ବନ୍ଧେ ସେବେ ଗହାରି । ବିଭା—, ଅହିଂସା, ଆଶ୍ଚିତ ଓ ସଫାରି—ଆକାଶ
ହାରି-ଆକାଶ ଆକାଶ-ଲଗାତର ଗତି କରନ୍ତି । କାରଣ ଓ ଫଳର କ୍ରମେ ।”

-28-

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

“ସୂକ୍ଷ୍ମେ ନ୍ୟାସିତ ଶ୍ରବଣେ ଶ୍ରୀଧାରାଂକି ମହେଶ୍ଵରମ୍ମନ ଶ୍ରୀମ ବିଷ୍ଣୁର୍ଘା ଶୃଙ୍ଗାଂକି
ବହେ । ଯଦ୍ଵ୍ୟୁତ ସତ୍ତ୍ଵିଂଶାଦିକେ ମହାତ୍ମାଃ ‘ସତାକାଂସ’ ଗମ୍ଭୀରାଃ ।”

— **11** —

॥ 'सुखाभास' कविता के आशय : सुख का किञ्चित् भासना कि न

“সম অকটোবর মাসে জাতিসংঘ ‘একাত্তর’ সপ্তাহে। উন্নয়ন, মধ্যম ও কমিউনিস্টের সমাজতান্ত্রিক উপগ্রহ, অসুস্থ ও অসুস্থ বলা যায়।”

— 200 —

••। चैनल/वेब/एड्स वि. २

‘‘ଜାଣି, ବିଜ୍ଞାପ, ଅନୁକାମାନା ଯାହା ଆକାଶି ବାଦଳ ଗଢ଼ି ଓହ୍ଲେଇ ଗଢ଼ା ।
 ଛା:ସିଟିଏକମ୍ପା, ଚିକ୍କାସିଟିଏକମ୍ପା, ଓମ୍ପାସିଟିଏକମ୍ପା ।’’

—

৪৭। ‘অজুরস’ কি ? উহার উদারণ দৃষ্টান্ত কি ?

“কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধহীন রসই অজুরস। যেমন ককুখটী-নৃত্যে গোপ-দিগের হাসি, ভাগীরথনস্থ বৃক্ষে শুকপক্ষীদিগের বেদান্ত-বিচার দেখিয়া নারদের অদ্ভুত রসের উদয়, তদ্রূপ। কোন প্রকার দূর-সম্বন্ধে কৃষ্ণসম্বন্ধ দেখা যায়, কিন্তু কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখা যায় না—এস্থলে ‘অজুরস’।”

—জৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

৪৮। ‘অপরস’ কি ? উহার দৃষ্টান্ত কি ?

“কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণের বিপক্ষেরা যদি হাস্যাদির বিষয়াশ্রয়তা প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ হাস্যাদি ‘অপরস’। কৃষ্ণকে পলাইতে দেখিয়া জরাসন্ধ যে বারংবার হাস্য করিয়াছিল, তাহা অপরস।”

—জৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

৪৯। শাস্ত্রাদি-রসের পরস্পর মিত্রতা ও শত্রুতা কি কি ?

“শাস্ত্ররসের মিত্র—দাস্ত্র, বীভৎস, ধর্ম্যবীর ও অদ্ভুত রস। অদ্ভুত-রস আবার দাস্ত্র সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের মিত্র। শাস্ত্র-রসের শত্রু—মধুর, যুদ্ধবীর, রোদ্র ও ভয়ানক-রস। দাস্ত্র-রসের মিত্র—বীভৎস, শাস্ত্র, ধর্ম্যবীর ও দানবীর রস; আর তাহার শত্রু—মধুর, যুদ্ধবীর ও রোদ্ররস। সখ্য-রসের মিত্র—মধুর, হাস্য ও যুদ্ধবীর-রস। সখ্য-রসের শত্রু—বৎসল, বীভৎস, রোদ্র ও ভয়ানক-রস। বৎসল-রসের মিত্র—হাস্য, করুণ ও ভয়ভেদক রস।”

বৎসলের শত্রু—মধুর, যুদ্ধবীর দাস্ত্র ও রোদ্ররস। মধুর রসের মিত্র—হাস্য ও সখ্য-রস। মধুরের শত্রু—বৎসল, বীভৎস, শাস্ত্র, রোদ্র ও ভয়ানক-রস। হাস্যরসের মিত্র—বীভৎস, মধুর ও বৎসল-রস। হাস্যরসের শত্রু—করুণ ও ভয়ানক-রস। অদ্ভুতরসের মিত্র—বীর, শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস। অদ্ভুত-রসের শত্রু—হাস্য, সখ্য, দাস্ত্র, রোদ্র ও বীভৎস। বীর-রসের মিত্র—অতদ্ভুরস। বীর-রসের শত্রু—ভয়ানক রস। কাহারও মতে, শাস্ত্রও বীর-রসের শত্রু। করুণ-রসের মিত্র—রোদ্ররস ও বৎসল-রস। করুণরসের শত্রু—বীর-রস, হাস্যরস, সন্তোষ নামক শৃঙ্গার-রস ও অদ্ভুতরস। রোদ্ররসের মিত্র—করুণরস ও বীর-রস। রোদ্ররসের শত্রু—হাস্যরস, শৃঙ্গার-রস ও ভয়ানকরস। ভয়ানকরসের মিত্র—বীভৎসরস ও করুণরস। ভয়ানক-রসের শত্রু—বীররস, শৃঙ্গার-রস, হাস্যরস ও রোদ্ররস। বীভৎসরসের মিত্র

—শাস্ত্ররস, হাস্তরস ও দাস্ত্ররস। বীভৎসরসের শত্রু—শৃঙ্গার-রস ও সখারস।
আর সকল—পরস্পর তটস্থ।”

—ভৈঃ ধঃ ৩০শ অঃ

৫০। ব্রজগোপীগণের পরোঢ়ত্ব-অভিমানের রহস্য কি ?

“মায়া-কল্লিত বিবাহিত পতিদিগের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনই সঙ্গম হয় নাই। ব্রজগোপীদিগের পতিগণ কেবল তত্তদ্ভাবের মায়াবতার মাত্র। বিবাহও মাযিক প্রত্যয়-মাত্র—পরদারত্ব নাই, তথাপি পরোঢ়ত্ব-অভিমান নিত্য বর্তমান। তাহা না থাকিলে বামতা, ছল্লভতা, প্রতিবন্ধকতা, নিষেধ-ভয়জনিত অপূর্ণ রসোদয় কখনই স্বভাবতঃ হয় না। তদ্রূপ অভিমান না থাকিলে ব্রজরসে নায়িকাত্ব লাভ করা যায় না, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীই তাহার উদাহরণ।”

—ভৈঃ ধঃ ৩২শ অঃ

৫১। শ্রীকৃষ্ণলীলার অপ্রাকৃত-রসতত্ত্ব কি অশ্লীলতা-দৃষ্ট ও ঘৃণা নহে ?

“নৈতিক ব্যক্তিগণের জড়ীয় রসের প্রতি যে ঘৃণা থাকে, তাহা যদি অপ্রাকৃত-রসচিন্তায় আনা যায়, তাহাকে একটি ‘কুসংস্কার’ বলি। সেই কুসংস্কারপরবশ হইয়া চিন্ময় জীবের অপ্রাকৃত-দেহে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের সহিত রাসলীলাদিক্রূপ অপ্রাকৃত রসকে ভাগ্যহীন লোকসলক ঘৃণা করিয়া থাকে। তাহাতে তাহাদের আত্মবঞ্চনা ব্যতীত আর কি ফল হয়।”

—শ্রীমঃ শি ৫ম পঃ

৫২। পারকীয়-রসাপ্রিত কৃষ্ণপ্রেমিক কিরূপে বিধির সম্মান করেন ?

“যেমত কোন স্ত্রী নিজ-বিবাহিত স্বামীকে বাহ্যে আদর করতঃ কোন পরপুরুষের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে গোপনে অমুরক্ত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেমকারী পুরুষেরাও পূর্বাশ্রিত বৈধমার্গের বিধি-সকলের এবং ঐ সকল বিধির নিয়ন্তা ও কৃষ্ণকসকলের প্রতি কেবল বাহ্য-সম্মান করত ভিতরে-ভিতরে রাগানুশীলনদ্বারা পারকীয় রস আশ্রয় করিয়া থাকেন।”

—কৃঃ সং ৮।১০

(ক্রমশঃ)

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

পত্র ও উত্তর *

পরমারাধ্য শ্রীল মহারাজ—

* * * * *

নিম্নলিখিত প্রশ্নের সত্ত্বের দিয়া আনন্দিত করিবেন—যেমন শিবের ভক্তকে শৈব, শক্তির ভক্তকে শাক্ত বল হয় তদ্রূপ কৃষ্ণভক্তকে কাষ্ণ বা কৈষ্ণব না বলিয়া বৈষ্ণব বলে কেন? তাঁহারা ত কৃষ্ণের অর্চন বা নামগ্রহণ করেন; বিষ্ণুর পূজা করেন না। আবার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে মহাবিষ্ণু বলা হইয়াছে। ইহার মীমাংসা করিয়া জানাইলে অনেকের সমস্যার সমাধান হইবে। নিবেদন ইতি—

প্রণত—

শ্রীগোসাঁইদাস ভৌমিক

জলপাইগুড়ি

উত্তর—

* * * * *

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অবতারী, আর অন্যান্য অবতারগণ তাঁহারই অংশ বা অংশের অংশ। তথাপি জড়ীয় বস্তুর অংশের মত অংশ নহেন। যে অবতारे যেক্রূপ শক্তির প্রকাশ প্রয়োজন হইয়াছে বা হইয়া থাকে, তাঁহাকে তদ্রূপ বিষয়ে অংশ বা অংশাংশ বলা হইয়াছে।

অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।

কেহ কোনরূপে কহে যেমন যার মতি ॥

কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নর-নারায়ণ।

কেহ কহে কৃষ্ণ হন সাক্ষাৎ বামন ॥

কেহ কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।

অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার ॥ (শ্রীচৈঃ চঃ আদি ২য় পঃ)

*পরম পূজাপাদ পরিব্রাজকার্য্য ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীমন্ত্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজের নিকট জলপাইগুড়ি নিবাসী শ্রীযুত গোসাঁইদাস ভৌমিক মহাশয়ের প্রেরিত পত্রাংশ এবং শ্রীল মহারাজের লিখিত তাহার কিয়ৎঅংশ উত্তর এখানে প্রকাশিত হইল।

—প্রকাশক

আবার আদি পঞ্চম পরিচ্ছেদে —

সর্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
 তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম ॥
 একই স্বরূপ দৌহে ভিন্ন মাত্র কায় ।
 আচ্য কায়বুহ কৃষ্ণলীলার সহায় ॥
 শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ ।
 পঞ্চরূপ ধরি' করেন কৃষ্ণের সেবন ॥
 আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায় ।
 সৃষ্টিলীলাকার্য্য করে ধরি চারি কায় ॥
 সৃষ্টাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন ।
 শেষরূপে করে কৃষ্ণের ত্রিবিধ সেবন ॥
 প্রকৃতির পরে পরব্যোম নামে ধাম ।
 কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান্ ॥
 সর্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম ॥
 সর্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম ।
 শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥

* * * *

মথুরা দ্বারকায় নিজরূপ প্রকাশিয়া ।
 নানারূপে বিনাশয়ে চতুর্ভূহ হঞা ॥
 বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রত্যাশ্রয়ানিরুদ্ধ ।
 সর্বচতুর্ভূহরূপী তুরীয় বিগুহ ॥
 এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময় ।
 নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময় ॥
 পরব্যোম মধ্যে করি' স্বরূপ প্রকাশ ।
 নারায়ণরূপে করে বিবিধ বিলাস ॥
 স্বরূপ বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভূজ ।
 নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভূজ ॥

* * * *

সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারিপাশে ।
 দ্বারকাদি চতুর্ভূহের দ্বিতীয় প্রকাশে ॥

বাসুদেব স্বর্গের প্রভাব-বিক্রম।

বিদ্যার চতুর্ভূজ এই ভূবীর বিজয়।

ঐহা যে নামের মূল স্বর্গের মূল।

চৈতন্য আশ্রয় হৈছে কারণের কারণ।

সর্বোপরি বোলোকথ্যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দ্বারা চতুর্ভূজ বাসুদেব, স্বর্গের, প্রভাব ও অন্তিম। ঐহিকজগৎ জগৎব্যপ্তি চিত্তীয় চতুর্ভূজ আছেন। তদ্ব্যতীত স্বর্গের তিনি মহাস্বর্গ। ইহা মূল চতুর্ভূজের স্বর্গের শ্রীমদ্রাম বা মূল স্বর্গের মূল। তিনি এই মহাস্বর্গের এক অংশে কারণ-মূলে বিরক্তা নদীতে। মূল করেন ঐহিক বা প্রথম পুত্রদ্বারা কারণ-মধ্যস্থী বিষ্ণু বা মধ্যস্থি। ঐহিক বৈষ্ণব কবিগণ সেই কারণমূলে বিবাহমান। মধ্যস্থি জগৎ মূল করিয়া বিরক্তার মাঝে অবস্থিতা মাঝের প্রতি ইচ্ছা। কৃষ্ণগত। করেন।

মাতাশক্তি মনে কারণের মাঝের।

কারণমূল ম বা মমলিতে মনে।

সেই মাঝের দুইফালে অবস্থিত—একটি ও একটি। জগতের উপাধারকণে পঞ্চভূজ চতুর্ভূজিত তত্ত্বকে প্রকাশ বলা হয়। প্রকৃতির (মাঝ) প্রতি প্রিয়মানিত্ব কৃষ্ণগত করিয়া লক্ষ্য করার কবিলে মধ্য একটি অংশ প্রকাশ করেন, তাহার নাম মহাজ্ঞান বা প্রকাশ। ঐহা হইতে পঞ্চভূজ—লক্ষ্য, বস্তু ও জগৎ প্রকাশিত হইয়া পঞ্চভূজ প্রকৃতি চতুর্ভূজিত প্রকাশ করে। পঞ্চভূজ হইতে মন ও দেহজগৎ, জগৎ হইতে বুদ্ধি ও মন ইঞ্জির জগৎ জগৎ হইতে পঞ্চভূজ পঞ্চভূজ (জগৎ, মন, বস্তু ও জগৎ) প্রকাশিত হয়। প্রকৃতিকে মূল কারণ মধ্যস্থ বা। তিনি কৃষ্ণগত মন কিছু প্রকাশ করেন, এবং তিনি গৌণ কারণ বা শ্রীকৃষ্ণই মূল কারণ।

যেটর বিভিন্ন-হেতু মৈত্র কৃষ্ণকান।

কৈছে জগৎকম কর্তা—স্বকারণতার।

কথা—কর্তা মাঝে জগৎকমের লহার।

যেটর কারণ চতুর্ভূজিত উপচার। (চৈঃ ভাঃ আঃ ৫৫৩-৫৫৪)

সেই কারণার্থশাস্ত্রী স্বর্গবিষ্ণু এক অংশে জগৎকম প্রকাশ করেন। জগৎকম স্বর্গকারণ বিবর্তনে হইতে মূলপূর্ণ কবিতা জগৎকম প্রকাশ করেন। তিনি জগৎকম প্রকাশ করেন বলিয়া ঐহিক নাম স্বর্গকারণার্থী বিষ্ণু। এই

দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ী হইতে সমস্ত অবতারগণের প্রকাশ। আর তিনি এক অংশে তৃতীয় পুরুষরূপে সপ্তসমুদ্রের অন্যতম গভীর সমুদ্রে শয়ন করেন। তিনি সমস্ত জীবের অন্তর্যামী বিষ্ণু নামে অভিহিত হন। ইনিই ব্রহ্মাণ্ড পালন করেন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে শ্রীমদ্ভাগবতের স্থানে স্থানে বিষ্ণু নামে উক্তি আছে। দশম-স্কন্ধের ৪র্থ অধ্যায়ে ৯ম শ্লোকে —

স। তদ্বস্তাৎ সমুৎপত্য সচো দেবান্বরং গতা।

অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবানের আদেশে মায়াদেবী যশোদার কন্যারূপে শ্রীকৃষ্ণের অনুজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কংসকে যাবতীয় সন্তান প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বসুদেব বিবাহান্তে দেবকীদেবীকে লইয়া যাইবার সময় কংসপ্রতি আকাশবাণী হইয়াছিল যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভ তাহার হস্তা। তাহা শুনিয়া কংস দেবকীকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে বসুদেব তাহার যাবতীয় সন্তানকেই ভূমিষ্ঠ হইবার পর কংসকে প্রদান করিবেন—এই প্রতিশ্রুতি দিয়া দেবকীকে রক্ষা করেন। অষ্টমগর্ভে শ্রীবাসুদেব কংসকারাগারে অষ্টম সন্তানরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহাকে গোপন করিয়া নন্দপত্নীর কন্যাকে পরিবর্তন করিয়া আনার জন্য বসুদেবকে আদেশ করেন।

আবার রাসলীলার অন্তে ১০।৩৩।৩৯ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ

শ্রদ্ধাঘ্নিতোহনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ।

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং

হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥

অর্থাৎ ব্রজবধুগণের সহিত বিষ্ণুর এই লীলা যিনি শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করেন ও তৎপশ্চাৎ কীর্তন করেন তিনি শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভ করেন এবং তাঁহার হৃদ্রোগ — কাম অচিরে নাশ হইয়া যায়।

পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যেও পাওয়া যায়—

যথা রাধাপ্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।

সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥

সমস্ত গোপীমধ্যে শ্রীরাধা যেমন শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়, শ্রীরাধাকুণ্ডও তদ্রূপ প্রিয়। সমস্ত গোপীর মধ্যে তিনিই বিষ্ণুর অত্যন্তবল্লভা (প্রিয়া)। এ স্থলেও বিষ্ণু-

পদটী শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে। কারণ শ্রীমতী রাধিকা এবং শ্রীরাধা-
কুণ্ডের সহিত শ্রীকৃষ্ণেরই সম্বন্ধ।

আবার তুলসীদেবীর প্রণামমন্ত্রে—“বিষ্ণুভক্তি প্রদে দেবি” বলিয়া উক্তি
আছে। যিনি বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাঁহার কৃপা হইলে শ্রীধামবৃন্দাবনে
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবাধিকার লাভ হয়। এখানেও কৃষ্ণস্থলে বিষ্ণু-শব্দ ব্যবহৃত।

অনেকে পাঠ পরিবর্তন করিয়া “কৃষ্ণভক্তিপ্রদে” বলিয়া পাঠ করেন।
ইহা তাহাদের সঙ্কীর্ণ বিচার ছাড়া আর কিছু নহে। কারণ পৌরাণিক পাঠ
পরিবর্তন করা বালবুদ্ধির পরিচয় মাত্র। অতএব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বিষ্ণু বলিলে
কোন দোষ হয় না। এজন্য কৃষ্ণভক্তিগণকে বৈষ্ণব বলাতেও কোন দোষের
কারণ নাই। * * * * * ইতি—

গৌরজনকিস্কর—

শ্রীভক্তিভূদেব শ্রোতী

শ্রীপৃথু ও বেণ

শ্রীপৃথুরাজ শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশ-অবতার। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে
পাই,—

“সনকাদি, নারদ, পৃথু, পরশুরাম।

জীবরূপ ব্রহ্মার আবেশাবতার নাম ॥

বৈকুণ্ঠে শেষ, ধরা ধরয়ে অনন্ত।

এই মুখ্যাবেশাবতার, বিস্তারে নাহি অন্ত ॥

সনকাতে জ্ঞানশক্তি, নারদে শক্তি ‘ভক্তি’।

ব্রহ্মার ‘সৃষ্টি’-শক্তি, অনন্তে ‘ভূ-ধারণ’-শক্তি ॥

শেষে ‘স্ব-সেবন’-শক্তি, পৃথুতে ‘পালন’।

পরশুরাম দুর্জননাশ, বীর্যা-সঞ্চারণ ॥”

শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে লিখিয়াছেন,—

“জ্ঞানশক্ত্যা দিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দনঃ।

ত আবেশা নিগচ্ছন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥”

— জ্ঞানশক্ত্যা দিকলয়া যেষ্টুলে ভগবদাবেশ, সেই মহত্তম জীবসকল

‘আবেশ-অবতার’ বলিয়া গণিত হন।

ঐক্যের কালে বৈশ্বব্রাহ্মণের আবির্ভাব হয়। ঐক্যের পূর্বে উৎকল।
 পিতা বনগমনে উচ্চত হইলে ক্রমতঃ উৎকল রাজশিষ্যদল গ্রাস্ত হইয়াও
 তাহা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইলেন। তিনি কথ্যাবি জ্ঞানী ও সমধনী
 ছিলেন। তিনি বর্জ্যভূতে পরমাত্মাৎ ব্যাপ্তি এবং পরমাত্মাৎ সর্জ্যভূত বর্জ্য
 কবিতের। কাকোন প্রতি উৎসাহীমতা দেখিয়া তৎকাল কলি সাহাৎ বৎসর
 রাজ-পদ গ্রহণ করিলেন। বৎসরের ছবী পুত্র হয়। তাহার কোটপুত্র
 পুণ্যার্থের প্রথম পত্নী প্রকার বর্জ্য প্রাক্ত, মনোদিন ও সাতঃ - এই তিনটি
 পুত্র এবং দ্বিতীয়া পত্নী সোণার বর্জ্য প্রদোষ, নিমিত্ত ও সুউৎসাহক তিনটি
 পুত্র কল্প-গ্রহণ করে। সুউৎসাহ পুত্রের নাম বর্জ্যভূতঃ; ইহাব অপর নাম
 চকু। ইহাব পুত্রের নাম বহু। এই বহুই বর্জ্যভূত পুত্র; তৎপরে উৎকল
 বল, সুবলা, ব্যক্তি, ক্রম, অদিবা ও সৎ-নামে চারটি পুত্র। অতঃপর
 সুবীণা বৎস-নামক এক অধম পুত্র গ্রহণ করে। এই রাজপুত্র বৎস নামাকাল
 বইতেই অধর্ম্মাশ্রয়ভূত; সত্যবৎ বহুবার অইপামী চক্রান্তে অত্যন্ত অধর্ম্মিক
 হইয়া উঠিয়াছিল। সেই হইে মালক বৎস মৃগসে হইয়া বর্জ্যভূতকে নিহত
 করিত। সুবলাপিতৃ তাহাকে বৃহৎ হইতে বর্জন করিয়াই "এ বৎস আলি বৎস"
 বলিয়া ডাকে চীৎকার করিত। অতি নিষ্ঠুরবর্জ্য বৎস পরবর্ত্ত বালকগণের
 সহিত খেলা করিতে করিতে তাহাদিগকে বড়ই ক্রোধ করিয়া ফেলিত। রাজা
 অল বৎসারে শাসন করিয়াও বৎসে চিত্ত শিবির্ত্তন করিতে না পারিয়া ক্ষিপ্ত
 হইলেন।

বহু অশুলক গৃহরত সাক্ষি পুত্রাধী করিয়া ঐক্যের পুত্র।
 করিয়া থাকেন; কিন্তু হাত! কপুত্র হইতে যে কি অসহ্য ক্রোধ
 পাইতে হয়, তাহা তাহার বোন কল্প ধারণা করিতে পারেন না।
 বহু চকুপাত ঐক্যবৎসের গিরিগিরে বলিবারে - "ঐগৌড়ীক নিত বৃত্তি
 তলি হইতে বক্তিত হইলে পিতার পুত্র ও পিতাকে বর্জ্যভূত হইয়া নিত
 লেগতি বিবৃক করে। তাহাতে নীচের নিত চব্ব কলগণগণ হইয়াবৎ বিব
 র্ত্ত, তাড়ন পুত্র কারনা করা কোমল বৃত্তিমান্ ব্যক্তি ভাল বলিয়া বলে কয়েক
 না; যদি পুত্র তলিবিবৃক বইয়া বর্জ্যভূতী ও ঐতিপ্যবৎ হয়, তবে তাড়ন
 পুত্রাধোনা যে সকল কল কলগণগণে পিতার বিরক্তিকারক হয়, সেই পুত্রের
 অস্তিনিয়ে হইতে পিতা পিত্রোণ পাঠিয়া কলগণগণে বিবৃক হইতে পারেন।
 ইত্যং বৎস পুত্র অশুলক কল পুত্র হইতেবৎ বিশেষ উপযোগী। তিনি

গৌণভাবে পুত্র সৌখ্যে পিতাকে বঞ্চিত করেন তিনিই পিতার উপকারী পুত্র। তাই বলিয়া অসৎপুত্রের প্রতি হরিবিমুখ পিতার যে অভিনিবেশ, তাহাও নীতিবিগর্হিত।”

বেণের দৌরাভ্যা রাজা অঙ্গ নির্বেদগ্রস্ত হইয়া সহসা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর বেণ রাজা হইয়া রাজ্যে ভীষণ অত্যাচার করিতে লাগিল। সে প্রত্যেক ধর্ম্মানুষ্ঠানে সর্বতোভাবে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মুনিগণ বেণরাজকে অসদাচরণ হইতে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন, “লোকপালগণের সহিত সর্বলোক ঐহিক আরাধনা করেন, সেই শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইলে জীবের আর কিছু অপ্রাপ্য থাকে না; ঐহিক যজ্ঞদ্বারা ভগবানের পূজা করেন, তাহাদিগকে অবজ্ঞা করা অনুচিত।” এই কথা শুনিয়া বেণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, —“হে মুনিগণ, তোমরা আমার ভজন পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুসেবাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছ। অতএব তোমরা নিশ্চয়ই অস্ত্র। আমিই একমাত্র সর্বপূজ্য ও সর্বভোক্তা; আমার দেহে বিষ্ণু হইতে সর্ব দেবের অধিষ্ঠান। নৃপকুপী ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের কখনও মঙ্গল হইবে না; ইহা কুলটা কামিনীর ন্যায় ব্যভিচার।”

বেণ অভক্ত ভগবদ্বিদ্বেষী, আর তৎপুত্র শ্রীপৃথু ভগবদ্ভক্ত। কংস-শিশুপালাদির ক্রোধবিদ্বেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তন্ময়তা বা অভিনিবেশ ছিল, কিন্তু দুষ্ট বেণের ভগবানের প্রতি অভিনিবেশ ছিল না। সে অভিনিবেশহীন হইয়া মাৎস্যর্যা সহকারে শ্রীভগবানের নিন্দা করিত। বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ লোকই এই বেণের ন্যায় বলিয়া মনে হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ জগতের অধিকাংশ লোক বেণের পদাঙ্কানুসরণে নাস্তিক ও বিষ্ণুনিন্দক। ভগবান্নাম বা ভগবদ্ভক্তির অসমোদী শক্তি। দহন করা যেকোন অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহাতে কোন বিধির অপেক্ষা নাই, সেইরূপ ভক্তিরও নিজফল ভগবৎ-প্রেমজননে কোনরূপ বিধির অপেক্ষা নাই; কারণ, ভগবদ্বিষয়ক শ্রবণ-কীর্তনাদির স্বরূপতঃই তাদৃশী শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব ভক্তি শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে না। হেলা বা শ্রদ্ধায়—যে কোন অবস্থাতে ভক্তি হইতে পারে। কোন কোন স্থলে মূঢ় ব্যক্তিরও সিদ্ধির কথা শুনা যায়। হেলা যদিও অপরাধ-স্বরূপ, তথাপি অবুদ্ধি-পূর্ব্বক কৃত হইলে এবং পুরুষের দৌরাভ্যা না থাকিলে তাহাতে ভক্তি বাধা-প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু হেলা যদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মতলব করিয়া করা হয়, তবে

তাহা দৌরাভ্যা হওয়ায় তদ্বারা ভক্তি বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ; ভক্তি বা নাম সেখানে নিজশক্তি প্রকাশ করেন না ; আর্দ্রকাষ্ঠাদিতে বহ্নি-শক্তি যেরূপ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ। ভগবান্ ও ভক্তবিদ্বেশী বেণ মাৎসর্য্য-সহকারে বিদ্বেশ-মূলে ভগবানের নামোচ্চারণ করিলেও বেণের অভিনিবেশহীন মাৎসর্য্য দৌরাভ্যা হওয়ায় তাহার মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই হইয়াছে।

মুনিগণ এইরূপ বিষুঃ নিন্দা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভয়ঙ্কর হুঙ্কারশব্দে তাহাকে নিহত করিলেন। বেণকে হত্যা করিয়া ঋষিগণ স্ব-স্ব আশ্রমে গমন করিলে বেণ-জননী সুনীথা শোক করিতে করিতে পুত্রের মৃত-দেহকে মন্ত্রদ্বারা রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মুনিগণ পুনরায় ঐ পৃথ্বী-পতি বেণের বাহুদ্বয় মন্ত্রন করিতে থাকিলে তাহা হইতে একপুরুষ ও একটি স্ত্রী উদ্ভূত হইলেন। তদর্শনে ঋষিগণ বলিলেন,—“এই পুরুষ শ্রীভগবান্ বিষুঃর ভুবনপালক অংশ, আর এই স্ত্রীটিও শ্রীভগবানের সনাতনী লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা। এই পুরুষই মহারাজ শ্রীপৃথু এবং স্ত্রীটি তৎপত্নী শ্রীঅর্চিদ্দেবী। ইঁহারা উভয়েই ভগবদ্ভক্ত।

মহারাজ শ্রীপৃথু তদীয় পত্নী শ্রীঅর্চিদ্দেবীর সহিত রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া সুন্দরভাবে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। সকলেই শ্রীপৃথুরাজকে যথাযোগ্য উপহার প্রদান করিলেন। বন্দিগণ তাঁহাকে স্তব করিতে থাকিলে তিনি বলিলেন,—“পুণ্যকীর্ত্তি ভগবানের লীলা বর্ত্তমান থাকিতে মাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তির স্তুতির দ্বারা বৃথা বাক্য-ব্যয় কর্ত্তব্য নহে। স্তব ও স্তুতিদ্বারা মূঢ় ব্যক্তি মুগ্ধ হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ তাহাতে লজ্জা বোধ করেন।”

শ্রীপৃথু রাজা হইয়া প্রজাগণকে অগ্নাভাবে ক্লিষ্ট হইতে দেখিলেন। প্রজাগণ তাঁহার নিকট তাহাদের দুঃখের কথা জানাইলে মহারাজ পৃথু পৃথিবী ওষধিবীজ গ্রাস করায় পৃথিবীর উদ্দেশ্যে শরসন্ধান করিলেন। পৃথিবী ভীতা হইয়া পলায়ন করিতে থাকিলে পৃথু মহারাজ তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। অনন্তর পৃথিবী নিরুপায় হইয়া পৃথুর শরণাগত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ভীতা পৃথিবী পৃথু মহারাজকে বলিতে লাগিলেন,—“হে মহারাজ, গোকপী আমার অমুরূপ বৎস, আমার দোহন-পাত্র ও দোন্ধা স্থির করিয়া আমাকে এক্রপভাবে সমতল করুন যেন আমার দুগ্ধ সর্ব্বত্র সমভাবে দৃষ্ট হয়।” এই বাক্যে পৃথু সন্তুষ্ট হইয়া স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎসরূপে গ্রহণ করিয়া স্বীয় হস্তরূপ পাত্রে সমস্ত ওষধি দোহন করিলেন। ঋষিগণও ব্রহ্মস্পতিকে বৎস করিয়া

ইন্দ্রিয়রূপ পাত্রে পৃথিবী হইতে পবিত্র বেদরূপ দুগ্ধ দোহন করিলেন। দেব, দৈত্য, দানব, মানব—সকলেই নিজ নিজ অভীষ্ট বস্তু পৃথিবী হইতে দোহন করিতে লাগিলেন। পৃথিবীও বিবিধ শস্য উৎপাদন করিয়া পৃথুর সুখ-বিপান করিলেন। অনন্তর মহারাজ পৃথু পৃথিবীকে কন্যারূপে বরণ করিলেন। ইনি পৃথিবীকে প্রায় সমতল করিয়া প্রজাগণের বাসস্থানের জন্য বিভিন্ন গ্রাম-নগরাদি নির্মাণ করিয়া দিলেন। তখন প্রজাগণ স্ব-স্ব স্থানে নির্ভয়ে ও পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

মহারাজ পৃথু ভগবৎ-সুখের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। কপট ধার্মিকের বেশ ধারণপূর্বক ইন্দ্র অশ্ব লইয়া আকাশপথে পলায়ন করিতে থাকিলে অত্রিমুনি পৃথুতনয় মহারথকে তাহার ইচ্ছিত প্রদান করিলে মহারথ ইন্দ্রের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। তাহার ভয়ে ইন্দ্র নিজ কপট-বেশ ও অপহৃত অশ্বটি পরিত্যাগপূর্বক অন্তর্হিত হইলেন। ইন্দ্র অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া পুনরায় অশ্বটিকে অপহরণ করিলে পৃথুনন্দন আকাশপথে পলায়নপর ইন্দ্রের প্রতি শরনিষ্ক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্র তাহাতে ভীত হইয়া অশ্ব পরিত্যাগপূর্বক পুনরায় অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর পৃথু ইন্দ্রের কপটতা বুঝিতে পারিয়া যজ্ঞাহুতি দ্বারা ইন্দ্রবধে প্রবৃত্ত হইলে ব্রহ্মা তথায় উপনীত হইয়া ইন্দ্রবধ হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন। ভগবদিচ্ছায় যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু ইন্দ্রের সহিত যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া পৃথুর পূজা গ্রহণপূর্বক তাহাকে বলিতে লাগিলেন,—“এই ইন্দ্র তোমার একশত অশ্বমেধ যজ্ঞে বিঘ্ন করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে ইনি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব ইহাকে ক্ষমা করা তোমার কর্তব্য।” অনন্তর শ্রীভগবান্ শ্রীপৃথুকে বহু তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়া অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, মহারাজ পৃথু ইন্দ্রের সহিত বৈরীভাব পরিত্যাগ করিলেন এবং স্বর্গমুখ ও মুক্তিকেও তুচ্ছ জানিয়া ভগবদ্-গুণানুবাদ-শ্রবণার্থ অমৃত কর্ণ প্রার্থনা করিলেন। সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া পশু ব্যতীত কাহারও তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার ইচ্ছা হয় না। দীনবৎসল ভগবানের সেবাসম্বন্ধ ব্যতীত জীবের দেহধারণের কোন সার্থকতা নাই। মায়ামুক্ত হইয়াই জীব পুত্রেষণাদি নানাবিধ কামনা করিয়া থাকে। শ্রীপৃথু মহারাজের এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু ঋত্বিক্-গণের সহিত রাজর্ষি পৃথুর মনোহরণপূর্বক স্বধামে গমন করিলেন।

পৃথু মহারাজ কখনও ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের প্রতি কোন দণ্ডবিধান করেন নাই। তিনি প্রজাগণকে পরমপুরুষ ভগবানের ভজন ও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণকে

সম্মান করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন। পৃথু মহারাজ পৃথিবীর একচ্ছত্র দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা সম্রাট ছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে ভগবদ্ভজনের কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবপুত্র প্রহ্লাদের প্রভাবে ষিযুবিদেষী হিরণ্যকশিপুৰ যেমন পরিত্রাণ হইয়াছিল, বৈষ্ণবপুত্র পৃথুর প্রভাবে বেণেরও তদ্রূপ নরক হইতে নিস্তার লাভ ঘটিল।

ভগবদাদেশে দনংকুমারাদি ঋষিগণ একদিন পৃথুরাজসভায় শুভাগমন করিলে মহারাজ পৃথু তাঁহাদিগের যথাবিধি পূজা করিয়া জীবের শ্রেয়োলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তত্বত্তরে তাঁহারা বলিলেন,—“সাধুদিগের সঙ্গ সকলেরই অভিলষিত। তাঁহাদের সহিত সদালাপ ও পরিপ্রশ্ন সকলেরই মঙ্গলবিধায়ক। শ্রীভগবানে নিশ্চলা মতি হইতে জীবের হৃদয়মল নষ্ট হয়। অসংসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক সাধুসঙ্গে নিরন্তর ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্তনই জীবের মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়। ভগবানে নৈষ্ঠিকী ভক্তি বা রতি উদিত হইলে জীবের দেহাত্মবুদ্ধি আদৌ থাকে না। তৎকালে জীব সর্বত্র ভগবদর্শন ব্যতীত আর ইতর বস্তু দর্শন করে না। অসচ্চিন্তা দ্বারা জীবের সর্বনাশ সাধিত হয়। যেখানে সাধুর শ্রীমুখে হরিকথামৃত পান করিবার সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ নির্জ্ঞানবাসও স্পৃহণীয় নহে; কারণ, উহা দ্বারা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণই হয়,—কৃষ্ণতোষণ হয় না।”

মহারাজ পৃথু তাঁহাদের নিকট আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া নানাভাবে তাঁহাদের স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পৃথুকর্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহার গুণের প্রশংসা করিতে করিতে সর্বসমক্ষে আকাশমার্গে উথিত হইলেন। মহারাজ পৃথু প্রজাবৎসল, সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ও সুমেরুর ন্যায় অটল ছিলেন। তিনি বাৎসল্যে মগ্ন, প্রভুত্বে ব্রহ্মা, ব্রহ্মতত্ত্ব-বিচারে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি এবং স্বয়ং ভগবানের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি গো, গুরু ও বৈষ্ণবে ভক্তিমান্ এবং পরোপকারী ছিলেন।

মহারাজ পৃথু তপোবনে গমন করিয়া বানপ্রস্থাত্মশ্রমোচিত উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তিনি কৃষ্ণারাদনা-কামনায় তৎপ্রতিকূল বিষয় বর্জন এবং তদনুকূল বিষয় স্বীকারপূর্বক ভক্তিমার্গবিহিত তপস্যার অনুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। অচিরে তাঁহার ভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তি হইল। পৃথুপত্নী শ্রীঅর্চিদেবীও সর্বতোভাবে স্বামীর অনুগামিনী হন। শ্রীপৃথু মহারাজ ভক্তিযোগ-সমাধিস্থ হইয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিলে শ্রীঅর্চিদেবী পর্বতের সাবুদেশে এক চিতা প্রস্তুত করিয়া তত্পরি সেই

কলেবর স্থাপন করিলেন এবং তিনবার উহা প্রদক্ষিণ করিয়া চিতানলে প্রবেশ করিলেন ।

অর্চন নবধা ভক্তির অন্যতম । শ্রীপৃথু মহারাজ অর্চনের দ্বারা শ্রীভগবান্কে লাভ করিয়াছিলেন । কথিত আছে,—সত্যযুগে শক্ত্যাবেশাবতার মহারাজ পৃথু পৃথ্বীর উচ্চ-নীচ ভূমিখণ্ড সমতল করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন । যখন নবদ্বীপমণ্ডলস্থ শ্রীমায়াপুরে মহারাজের কর্মচারিবৃন্দ ভূমি সমতল-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন চতুর্দিক হইতে এক মহাজ্যোতির্ময়ী প্রভা উথিত হইলে কর্মচারিবৃন্দ সেই কথা পৃথু মহারাজকে জ্ঞাপন করিলেন । মহারাজ স্বয়ং এই স্থানে উপনীত হইয়া আশ্চর্যা জ্যোতিঃপুঞ্জ প্রত্যক্ষ করেন । মহারাজ পৃথু ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে, এই ভূমি নবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত সেই স্থান—যেখানে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়া শ্রীগৌরাক্ষরূপে অবতীর্ণ হইবেন । মহারাজ পৃথু এই স্থানের গুহ্য মাহাত্ম্য গুপ্ত করিবার জন্য তথায় এক মনোহর সুবিস্তৃত কুণ্ড নির্মাণ করিলেন । এই কুণ্ড নবদ্বীপ মণ্ডলের পৃথু-কুণ্ড নামে অভিহিত হইল । গ্রামবাসিগণ এই স্বচ্ছকুণ্ডের জল পান করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন । পরবর্তী কালে বাংলার নৃপতি লক্ষ্মণ সেন স্বীয় পিতৃপুরুষের স্মৃতি-কল্পে এই স্থানে এক সুবিস্তৃত দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন । এই দীর্ঘিকাই বল্লালদীঘি-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । এখনও শ্রীমায়াপুরে এইবল্লালদীঘি বিরাজিত থাকিয়া গোড়পুরের অতীত স্মৃতি জাগরুক রাখিয়াছে ।

শ্রীদামোদরাষ্টক-সরলার্থামৃত

(শ্রীম বেদব্যাঙ্গ-লিখিত “শ্রী শ্রীদামোদরাষ্টকম্”—
শীর্ষক শ্লোক-রত্নের পড়ানুবাদ)

[মূল শ্লোক—১]

“নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দ-রূপং

লসৎ-কুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্ ।

যশোদা-ভিয়োলুখলাক্লাবমানং

পরামুগ্ধমভ্যং ততোদ্রত্য গোপ্য ॥”

[সরলার্থ]

সূচিকন গণ্ডে যঁার শোভিছে কুণ্ডল ।
 যঁার রাপে ঝলমল করিছে গোকুল ॥
 যিনি দধি-ভাণ্ড ভাঙ্গি' ননী চুরি করি' ।
 বানরে বন্টন করে উদুখলে চড়ি' ॥
 যঁার হেন ঔদ্ধত্য সহিতে না পারি' ।
 যষ্টি হাতে আসে তথা যশোদা-সুন্দরী ॥
 নিজ ক্রটি হেতু যিনি শঙ্কাগ্রস্ত চিতে ।
 উদুখল হ'তে নামি' পলায় হুরিতে ॥
 যঁাহারে ধরিতে মাতা পিছু পিছু ধায় ।
 বেগে চলে তবু তিনি ফিরে ফিরে চায় ॥
 জননীর কণ্ঠে যঁার গলিত হৃদয় ।
 ধরা দিতে যিনি গতি মন্ডর করয় ॥
 দ্রুত বেগে ছুটি' মাতা যঁার পৃষ্ঠ ধরে ।
 নমামি ঈশ্বর সেই শ্রীশ্যাম-সুন্দরে ॥

[মূল শ্লোক—২]

“রুদন্তং মূৰ্ছনেত্র-যুগ্মং মৃজন্তং
 করান্তোজ-যুগ্মেন সাতক্ক-নেত্রম্ ।
 মুহুঃ শ্বাস-কম্পত্রিরেখাক্ক-কণ্ঠ-
 স্থিত-গৈব-দামোদরং ভক্তি-বন্ধম্ ॥”

[সরলার্থ]

মাতৃ-হস্তে যষ্টি হেরি' তাড়নের ভয়ে ।
 যঁার দু'নয়নে ধারা দর দর বহে ॥
 নিজ দুই হস্ত যিনি ঘষি' দু'নয়নে ।
 ভীতি-পূর্ণ আঁখি মেলি' চাহে মা'র পানে ॥
 যঁাহার অশ্রুতে ভাসে আঁখির কাজল ।
 মুকুতার মালা কণ্ঠে কাঁপে টলমল ॥

যাঁহার উদরে রজ্জু বাঁধে মাতা ধীরে ।
 তু' অঙ্গুলি রজ্জু তথা শুধু কম পড়ে ॥
 গৃহের যতেক রজ্জু আনে থরে থরে ।
 তব তু' অঙ্গুলি কম পড়ে বারে বারে ॥
 অপূর্ব বিস্ময়ে হাসে মাতা যশোমতী ।
 গোপীরাও হাস্য করে হেন দৃশ্য লখি' ॥
 মাতার বাৎসল্যে যিনি হয়ে প্রীত মন ।
 স্বীকার করিল। শেষে রজ্জুর বন্ধন ॥
 উদরে ধরিয়া দাম হৈলা দামোদর ।
 হেন প্রভু পাদপদ্ম বন্দি বার বার ॥

[মূল শ্লোক—৩]

“ইতীদৃক্ স্ব-লীলাভিরানন্দ-কুণ্ডে
 স্ব-ঘোষণা নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্ ।
 তদীয়েশিতজেষু ভক্তৈর্জিতত্বং
 পুনঃ প্রেমতন্তুং শতাব্ধি বন্দে ॥”

[সরলার্থ]

দাম-বন্ধনাদি লীলা যিনি প্রকাশিলা ।
 যাঁর রূপে গোপীগণ মোহিত হইলা ॥
 গোকুল-বাসীরা যাঁর লীলাবলী হেরি' ।
 আনন্দ-সাগরে মজে নিত্যকাল ধরি' ॥
 যিনি নিজ ভক্ত-প্রেমে সদা পরাজিত ।
 ঐশ্বর্য-জ্ঞানাди মার্গে নহে বশীভূত ॥
 ভক্তিপর সেবকের হইয়া অধীন ।
 গোকুলে করয়ে যিনি লীলা নিশি-দিন ॥
 সেই প্রভু দামোদর যশোদা-কিঙ্করে ।
 শত শত বার পুনঃ নমি ভক্তিভরে ॥

[মূল শ্লোক—৪]

“বরং দেব ! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
 ন চান্যং ব্ৰণেহহং বরেশাদপীহ ।
 ইদন্তে বপুর্নাথ ! গোপাল-বালং
 সদা মে মনস্ত্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥”

[সরলার্থ]

হে দেব, তোমার কৃপা-ভরসা সর্বথা ।
 সর্ববিধ বর দিতে তুমি পার সদা ॥
 চতুর্থ পুরুষার্থরূপ মোক্ষ বর লাগি ।
 আমার হৃদয় কভু নহে অনুরাগী ॥
 মোক্ষাবধি দুর্লভ শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম ।
 নিকাম ভকত সেথা করয়ে বিশ্রাম ॥
 সে' সেবা-সুখের কাছে মোক্ষ তুচ্ছ হয় ।
 তবু সেই সুখে মোর ইচ্ছা না জন্মায় ।
 শ্রবণাদি ভক্তিতেও নাহি প্রয়োজন ।
 তাহাতে অভীষ্ট মম হবে না পূরণ ॥
 বড়ই মধুর তব বাল-গোপাল-রূপ ।
 যত দেখি তত হৃদে বাড়য়ে পুলক ॥
 হেন গোপাল-রূপ যদি দেখি ভালমতে ।
 অন্য বরে কিবা কাজ এ ব্রজ-পুরীতে ॥
 সকল আনন্দ-সার শ্রীগোপালে পেলো ।
 সমুদয় সিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটে সেই কালে ॥
 প্রার্থনা তোমার পদে হে বাল-গোপাল ।
 মম হৃদে হেন রূপে রাজো নিত্যকাল ॥ (ক্রমশঃ)

— শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

দক্ষিণ ভারত-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে-সমিতির বর্তমান সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজের অধ্যক্ষতায় এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় এই বৎসরও বিগত কার্তিক মাসে শ্রীউর্জ্জ্বত (কার্তিকব্রত এবং নিয়মসেবা) পালন-মুখে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্কপূত দক্ষিণ ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থসমূহের পরিক্রমা এবং সন্দর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তদনুসারে পরিক্রমা-সঙ্ঘ বিগত ৫ই কার্তিক (ইং ২২।১০।৭৩) সোমবারে রাত্র ৮টার সময় হাওড়া স্টেশন হইতে রিজার্ভ টুরিস্ট কোচে (Reserve Tourist-coach) পুরী এক্সপ্রেস-যোগে দক্ষিণ ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন।

উক্ত পরিক্রমায় কতকগুলি প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, পরিক্রমায় শ্রীশ্রীমন্নুহাপ্রভু স্বয়ং অর্চনামূর্তিতে বিরাজমান ছিলেন। মঠের সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারিগণ সদা সর্বদা শ্রীহরিকথা পরিবেশন, বিশেষত প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় শ্রীদামোদরাক্টক, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং প্রসঙ্গ-সম্বিত পুরাণ-সমূহ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং হরিনাম সঙ্কীর্তনে অতিবাহিত হইয়াছে তদুপরি প্রত্যেকটি তীর্থ-স্থানের মাহাত্ম্য, তত্তৎস্থানের ঐতিহ্য সম্বন্ধে বিবরণ এবং আচার্য্যবর্গ ও ভক্তগণের পূত চরিত্র, শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। পরিক্রমাকারী ভক্তগণ মৃদঙ্গ, করতাল, ঘণ্টা, কাসর ও নানাবিধ বর্ণের পতাকাযোগে উচ্চসঙ্কীর্তন-মুখে পরিক্রমণ এবং দর্শন সুদম্পন্ন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। এমনকি চলন্ত ট্রেনেও শ্রীমন্নুহাপ্রভুর শ্রাব্যগ্রহের অর্চন, পূজন, আরতি ও ভোগ-রাগ দর্শনের, পাঠ-কীর্তন শ্রবণের এবং শ্রদ্ধাসহকারে বাল্যভোগ, দুইবেলা মহাপ্রসাদ সেবন করিবার সুযোগও সকল যাত্রীগণ পাইয়াছেন।

হাওড়া হইতে পরিক্রমা-সঙ্ঘ ৬ই কার্তিক পূর্বাহ্ন সময় সর্ব প্রথমে শ্রীপুরী ধামে উপস্থিত হন। স্টেশনে পৌঁছিবার পূর্বেই বহু দূর হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির ও চক্র-ধ্বজা দর্শন করায় সকলেই ভাবে আন্দুত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের পাণ্ডাজী, শ্রীনীলাচল শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবক শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভু ও স্থানীয় অনেক গৃহস্থ ভক্তগণ পুরী রেল স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে পৌঁছিলে যাত্রীগণ স্নান ও প্রসাদ-সেবা সমাপন করিয়া সঙ্কীর্তন-

মুখে শোভাযাত্রা সহযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এবং পুরীর অন্যান্য দর্শনীয় স্থানসমূহ পরিক্রমণ ও দর্শনের জন্য বহিগত হন। এই পরিক্রমার পুরোভাগে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিব্যেদান্ত বামন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিব্যেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও আরও সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ পথ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন।

আমরা শ্রীনীলাচল ধামের পরিক্রমা করিতে গিয়া সর্ব প্রথমে স্বর্গদ্বারে নীলাশুধির উত্তাল তরঙ্গ দর্শন ও স্পর্শন করতঃ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিলাম। শ্রীরাধাভাব-কান্তি-সম্বলিত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এই নীলাশুধিকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিবশতঃ কৃষ্ণকে পাইবার জন্য হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলিয়া সমুদ্রকে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি ভাবনেত্রে কৃষ্ণ-বিহারস্থলী যমুনাজ্ঞানে কৃষ্ণ অন্বেষণে সমুদ্রে লক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টসাত্তিক ভাবসমূহ যাহা প্রকট হইয়াছিল উহা একে একে হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল। আমরা ক্রমশঃ নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি পীঠে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে পূজ্যপাদ মহারাজদ্বয় যথাক্রমে বক্তৃতামুখে জানান যে, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর নিজেকে অত্যন্ত দীন-হীন জ্ঞান করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির হইতে দূরে (বর্তমানে যে-স্থান সিদ্ধবকুল বলে সুপরিচিত) অবস্থান করিয়া সেখান হইতেই শ্রীমন্দিরের চক্রে দর্শন করতঃ সাতোঙ্ক দণ্ডবৎ-প্রণতিপূর্বক প্রতিদিন অপতীত ভাবে তিন লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিতেন। দণ্ডের প্রতিমূর্তি শ্রীল রূপ-সনাতন তাঁহার পথানুসরণ করতঃ পুরীর মন্দিরে প্রবেশ না করিয়া এই স্থানে (সিদ্ধবকুল) থাকিয়াই শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিতেন। বিশেষতঃ শ্রীরথযাত্রাকালে শ্রীল রূপগোস্বামীর দ্বারা একটি শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনগত ভাব উদ্ঘাটন করায় সপার্বদ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদকে কৃপা করিয়া প্রচুর শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। উক্ত স্থানে (সিদ্ধবকুল) শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে করিতে ভাব-সম্বলিত অবস্থায় যখন শ্রীল হরিদাস ঠাকুর নির্য্যাণ প্রাপ্ত হন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং মিজেই শ্রীল ঠাকুরকে নিজাক্ষে বহন করিয়া সপার্বদ সঙ্কীর্্তন সহযোগে সমুদ্রের উপকূলে এইস্থানে নিজহস্তে তাঁহার সমাধি প্রদান করেন।

অতঃপর আমরা অভিন্ন গোবর্দ্ধন শ্রীচটক পর্বতে স্থিত জগদগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের স্থাপিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠ দর্শন ও পরিক্রমণ

করিয়া শ্রীটোটা-গোপীনাথে উপস্থিত হইলাম। এইস্থানে অভিন্ন রাধিকা শ্রীগৌর-শক্তি গদাধর পণ্ডিত গোয়ামী ক্ষেত্র-দন্ডাস গ্রহণ করিয়া মহা ভাবের সহিত শ্রীগোপীনাথের সেবা করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগোবর্দ্ধন-জ্ঞানে এইস্থানে প্রায়ই উপস্থিত হইয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিতের সহিত প্রীতিপূর্বক কৃষ্ণ-কথা আলাপ করিতেন ও তাঁহার বিবিধ প্রকারের ভাব-সেবা গ্রহণ করিতেন। অনেক ভক্তগণের এই প্রকার অভিমত যে, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর মহা বিরহ অবস্থায় শ্রীগোপীনাথজীউকে দর্শন করিতে গিয়া শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহের সহিত মিলিত হন।

তদনন্তর আমরা পরিক্রমা করিতে করিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। প্রথমে জগমোহনে প্রবেশ করিয়া ভোগমণ্ডপে গুরুড়-স্তম্ভ দর্শন ও স্পর্শন করিলাম। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া এই গুরুড়-স্তম্ভে হস্ত রাখিয়া উক্ত স্থান হইতে ভাবভরে শ্রীশ্রীজগন্নাথরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে ভাবভরে দর্শন করিতেন। তাঁহার অপূর্ব বিরহদ্বারা গুরুড়-স্তম্ভে যেখানে হস্তপ্রদান করিতেন এবং যে-প্রস্তরের উপরে তিনি দাড়াইতেন, সেই স্থানের প্রস্তর পণ্যস্ত দ্রবিভূত হইয়া গর্ত হইয়াছে। পদ-তলস্থিত গর্তের মধ্যে প্রতি দিবসে তাঁহার অশ্রুজলে গর্তটি পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। সন্নিবর্তন শ্রীজয়-বিজয় বিগ্রহগণকে প্রণাম করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের মূল প্রাঙ্গণস্থ রত্নবেদীকে পরিক্রমা করিলাম। এই রত্নবেদীর উপরেই শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাজীউ প্রতিষ্ঠিত আছেন। সেখানেই শ্রীনীলমাধব-লক্ষ্মী-সরস্বতীদেবীর বিজয়-বিগ্রহ বিরাজমান রয়েছেন। শ্রীবিগ্রহগণকে দর্শন ও পরিক্রমণ করিয়া আমরা ক্রমশঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ, কল্লরুক্ষ, বটপত্রশায়ী বাল-মুকুন্দ, সর্বমঙ্গলা দেবী, বিমলা দেবী, লক্ষ্মী-সরস্বতী দেবী, শ্রীনৃসিংহ দেব, ষড়ভূজ শ্রীমহাপ্রভু এবং আরও অনেক স্থান দর্শন করিয়া সিংহদ্বার হইয়া ঠেশনে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

তৎপরদিবসে প্রাতে: শ্রীচক্রতীর্থ দর্শন করিয়া শ্রীরাধাকান্ত মঠে—শ্রীকানী মিশ্রের ভবনে উপস্থিত হইলাম। মহাপ্রভু অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী পুরীতে অবস্থান-কালে শ্রীকানীমিশ্রের ভবনে যে ছোট একটি কুঠীরে বাস করতঃ স্বরূপ-দামোদর ও রায়-রামানন্দের সহিত বিপ্রলব্ধরসের কথা উন্মাদ অবস্থায় আশ্বাদন করিতেন তাহাকে বর্তমানে গম্ভীরা মন্দির বলা হয়। সেখানে এখনও তাঁহার চরণ-পাতুকা, চক্ৰা-কন্থা এং মালিকাদি সুরক্ষিত আছে।

আমরা তাহা দর্শন ও পরিক্রমা করতঃ শ্রীরাধাকান্তের দর্শন করিয়া শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ভক্তনস্থলী সিদ্ধ-বকুল দর্শনান্তে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের পাঠ এবং আরও অনেক দর্শনীয় স্থান দর্শন করিয়া পরে শ্রীগুণ্ডীচা মন্দিরাদি দর্শন করতঃ ফৈশনে প্রত্যাবর্তন করি। এখানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহা-প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সিংহাচলম্ অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আমরা ইং ২৫।১০।৭৩ তারিখে ভোর বেলা ওয়ালটিয়ারে নামিয়া বাস-যোগে প্রায় দশ মাইল অতিক্রম করতঃ সিংহাচলম্ পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলে কেহ কেহ (পদব্রজে অশক্ত ব্যক্তি) পুনঃ বাসযোগে পর্বতোপরি শ্রীনৃসিংহ মন্দির দর্শনের জন্য অগ্রসর হন এবং বেশীর ভাগ বাত্ৰীই কীর্তন সহযোগে সোজাপথে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া পর্বতের শির-দেশে শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হন।

শ্রীমন্দির উন্মুক্ত হইবার বিলম্ব হেতু মহারাজগণ ওখানকার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলেন যে, সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু ভক্তপ্রহ্লাদকে সমুদ্রে ফেলিয়া এই পর্বতকে প্রহ্লাদের উপর চাপা দিয়াছিল। কিন্তু ভগবান স্বয়ং প্রকটিত হইয়া পর্বতকে ধারণ করতঃ প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ এই পর্বতের উপরে এই মূর্তিকে উপাসনা করেন। উক্ত স্থানের শ্রীমূর্তি বরাহ মূর্তির ন্যায় দেখা গেলেও তাঁহাকে নৃসিংহ-মূর্তি বলা হয়। বার মাসই চন্দনের দ্বারা এই মূর্তি আচ্ছাদিত থাকে। কেবল মাত্র বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে যখন চন্দন অপসারিত করা হয় এবং নতুন চন্দনের প্রলেপ দেওয়া হয় সেই সময় এক দিনের জন্য মূল বিগ্রহের দর্শন হয়। বাহির হইতে এই মন্দির সাধারণ দেখা গেলেও ভিতরে বৃহৎ আকার এবং ইহার কারুকার্য দেখিলে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। এই নৃসিংহ-বিগ্রহ প্রাচীনকালে সেখানকার রাজাকে সপ্নাদেশ এবং পরে সাক্ষাৎ ভাবে দর্শন দিয়া এই পর্বতোপরি তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করতঃ সেবা-পূজা প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়াছিলেন। রাজা রাজকীয় ভাবে সেখানকার সেবার ব্যবস্থা করেন। এই শ্রীবিগ্রহ জীয়ার-নৃসিংহ নামে সুপরিচিত।

(ক্রমশঃ)

— শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(গভ: রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

তেঘরিপাড়া, পো: নবদ্বীপ ;

জেলা—নদীয়া (প: বঙ্গ) ।

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ১৯শে ফাল্গুন, ১৩৮০ (ইং ৩রা মার্চ, ১৯১৪) রবিবার হইতে ২৫শে ফাল্গুন (৯৩৭৪) শনিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিরাট মহা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষ্যে শ্রীনবদ্বীপ ধামের অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্তন ও নগর-সকীর্তন-মুখে ষোল-কোশ ধাম-পরিক্রমা করা হইবে। এই বৎসরও শ্রীনৃসিংহ-পল্লী দর্শনান্তে অপরাহ্নে সহর নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ধর্ম্যপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাঙ্গব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরম আনন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যনুখী স্মৃতি অর্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পঞ্জী পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি— ১৪ই পৌষ, ১৩৮০।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ১৯শে ফাল্গুন (৩রা মার্চ), রবিবার ; শ্রীগোত্রমদ্বীপ (কীর্তনাখ্য)
—গঙ্গাস্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত
হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার,
হরিহরক্ষেত্র, নৃসিংহপল্লী ; (২) শ্রীমধ্যদ্বীপ (স্মরণাখ্য)—মাজিদা,
হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন ।

২। ২০শে ফাল্গুন (৪ঠা মার্চ), সোমবার ; (৩) শ্রীকোলদ্বীপ (পাদ-
সেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ,
কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী ; (৪) শ্রীঋতুদ্বীপ (অর্চনাখ্য)—রাতুপুর ।

৩। ২১শে ফাল্গুন (৫ই মার্চ), মঙ্গলবার ; (৫) শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বন্দনাখ্য)
—জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিজ্ঞানগর (শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) এবং
(৬) শ্রীমোদক্ৰমদ্বীপ (দাস্যখ্য)—মামগাছী (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের
পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস) ।


৪। ২২শে ফাল্গুন (৬ই মার্চ), বুধবার ; (৭) শ্রীরুদ্রদ্বীপ (সখ্যাখ্য)—রুদ্র-
পাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা এবং (৮) শ্রীসীমন্তদ্বীপ (শ্রবণাখ্য)
—সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; অতঃপর কোলদ্বীপস্থ
শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও পোড়ামাতলা ।

৫। ২৩শে ফাল্গুন (৭ই মার্চ), বৃহস্পতিবার ; (৯) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (আত্ম-
নিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-
ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের
সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি
দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন ।

৬। ২৪শে ফাল্গুন (৮ই মার্চ), শুক্রবার - শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব ।

৭। ২৫শে ফাল্গুন (৯ই মার্চ), শনিবার—সাধারণ মহোৎসব (মহা-
প্রসাদ বিতরণ) ।

দ্রষ্টব্যঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে
ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিহামী শ্রীশ্রীমন্ত্ত্রিবেদান্ত বামন
মহারাজের নিকট পূর্বপৃষ্ঠায় লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য ।

ধর্ম: যুগান্তিত: পুংসাং বিদক্লেদ-কথাশ্চ যঃ	<p>স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।</p>  <p>অহৈতুক্যপ্রতিহতা বয়াক্ষাঃ সুপ্রসীদতি ॥</p>	নোংপাদমেষেদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥
সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদগ্ধ ॥	অত ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন । হরি-কথার বক্তি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥	

২৫শ বর্ষ { প্রহায়, ৬ গোবিন্দ, ৪৮৭ গোরাঙ্গ } ১২শ সংখ্যা
মঙ্গলবার, ২২ মাঘ, ১৩৩০; ইং ১২।২।১৯৭৪

সানুবাদঃ

শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী-স্তোত্রম্

[শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

উপহিতপশুপালীনেত্রসারঙ্গতুষ্টি:

প্রসরদমুতধারাদোরগীধৌতবিশ্বা ।

পিহিতরবিশুধাংস্তঃ প্রাংস্তুতাপিঞ্জরমা

রময়তু বকহস্তঃ কান্তিকাদম্বিনী বঃ ॥

যিনি ব্রজরমণীগণের নয়নচাতকের আনন্দপ্রদ, যাঁহার অমৃতবর্ষণে এই নিখিল জগৎ পবিত্র হইতেছে, যিনি চন্দ্রসূর্য্যের প্রভা আচ্ছন্ন করিয়াছেন, সেই তমালশ্যামল শ্রীকৃষ্ণের কান্তিকাদম্বিনী তোমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করুন ।

যঃ স্থিরকরুণস্তজ্জিতবরুণস্তপিতজনকঃ সন্মদজনকঃ ।

প্রণতবিমায়ং জগুরনপায়ং ঘনরুচিকায়ং সুকৃতিজনা যম্ ।

সুজনকলিতকথনে প্রবলদহুজমথনে

প্রণয়িষু রতমভয়েন প্রকটরতিষু কিল যেন ।

যস্মৈ পরিশ্বস্তুতুষ্টায় চক্রুঃ স্পৃহাং মালাজুষ্টায়

দিব্যাঃ স্ত্রিয়ঃ কেলিতুষ্টায় কন্দর্পরঞ্জেণ পুষ্টায় ।

ধ্বতোৎসাহপূরাৎ ত্র্যাতক্ষিপ্তশূরাযৎতোৎরিবিদূরাস্তয়ং প্রাপ শূরাৎ ।

যস্যোজ্জ্বলাঙ্গস্য সঞ্চার্যাপাঙ্গস্য বেণুর্লগামস্য হস্তেহভিরামস্য ।

স্মিতবিস্মু রতেহজনি যত্র হিতে রতিরুল্লসিতে সুদৃশাং ললিতে ।

স ত্বং জয় জয় দুষ্টপ্রতিভয় ভক্তস্থিরদয় লুপ্তব্রজভয় ॥ বীর ॥

হংসোত্তমাভিলষিতা সেবকচক্রেষু দর্শিতোতোৎসেকা ।

মুরজয়িনঃ কল্যাণী করুণাকল্লোলিনী জয়তি ॥

মিত্রকুলোদিতনশ্মশুমোদিত রঞ্জিতরাধিক শশ্মভরাধিক ॥ ধীর ॥

হে নাথ ! তোমার করুণা অনপায়িনী, ত্বদীয় পিতা নন্দমহারাজ বরুণ-
কর্তৃক অপহৃত হইলে তুমি বরুণালয়ে গমনপূর্বক তাহাকে কত তিরস্কার
করিয়াছিলে, অনন্তর বরুণ ভীত হইয়া তোমার পিতাকে সাদরে পূজা করিয়া-
ছিলেন । তদনন্তর নিজালয়ে আগমনপূর্বক সমস্ত ব্রজবাসীদিগকে গোলোক-
ধাম দর্শন করাইয়া তাঁহাদিগকে অপার আনন্দ প্রদান করিয়াছ, পণ্ডিতগণ
তোমাকে নবনীরদ-কান্তি নিত্যবস্ত্র বলিয়া কীর্তন করেন, তোমার ভক্তগণ
মায়াশূন্য, পণ্ডিতগণ তোমার লীলা বিস্তার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তুমি
দুর্দান্ত দানবগণের বিনাশক, তুমি ভক্তিপরায়ণ প্রণয়িজনের অনুগত, সুরনারী-
গণ কন্দর্পবশবর্ত্তিনী হইয়া তোমাকে অভিলাষ করেন, তুমি মাননীয় জনের
সেবা, তুমি লীলাপ্রিয়, তুমি কন্দর্পরসে পরিতুষ্ট, শত্রু সংহার করিতে তোমার
বিলক্ষণ উৎসাহ, সূর্য্যের ন্যায় তোমার তেজঃপূজ, কংসাস্ত্র দূর হইতেই
তোমার বল-বিক্রম দেখিয়া ভীত হইয়াছিল, তোমার হস্তে সুন্দর বংশী
সুশোভিত হইতেছে, তুমি সর্ব্বাঙ্গে সুশোভিত, তুমি অপাঙ্গভঙ্গীদ্বারা সকলের
চিত্ত হরণ কর, তুমি পরম সুন্দর, তুমি জগতের শিরোভূষণ, তোমাতে সুন্দর
ব্রজরমণীগণের অনুরাগ বদ্ধিত হয়, তোমার মুখমণ্ডল মন্দ মন্দ হাস্যে সুশোভিত,
তুমি জগতের হিতকারী, তুমি পরম সুন্দর ও সর্ব্বদা উল্লাসযুক্ত, তুমি দুষ্টিগণের
পক্ষে দারুণ, ভক্তজনের প্রতি তোমার দয়া সুস্থিরা, তুমি ব্রজের ভয় দূর
করিয়াছ । অতএব হে বীর তোমার পুনঃ পুনঃ জয় হউক । হে ধীর !

তোমার যে করুণা-নদীকে জ্ঞানিভক্তরূপ হংসগণ অভিলাষ করেন কিন্তু প্রাপ্ত হন নাই, পরন্তু ভজনশীল সেবকগণ ঐ নদীতে অবগাহন করিয়া থাকেন। হে মুরারে ! তোমার সেই করুণানদীর জয় হউক। তুমি মিত্রগণের পরিহাস বাক্যে আনন্দিত, তোমাতে রাধিকা অমুরাগিনী, তুমি রাধিকার অনঙ্গলক আনন্দে পরিপূর্ণ।

মধুরেশ ! মাধুরীময় ! মাধব ! মুরলীমতল্লিকামুগ্ধ !

মম মদনমোহন ! মুদা মুদ্রয় মনসো মহামোহম ॥

হে মথুরানাথ ! হে মাধুরীময় ! হে মাধব ! হে প্রশস্ত মুরলীদ্বারা মনোহন ! হে মদনমোহন ! তুমি তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশদ্বারা আমার মানসিক মহামোহ বিনাশ কর।

॥ অক্ষরময়ী ॥

অচ্যুত জয় জয় আর্তকৃপাময় ইন্দ্রমখাদীন ঈতিবিশাতন
উজ্জলবিভ্রম উজ্জিতবিক্রম ঋদ্ধিধুরোকুর ঋভুদয়াপর
লৃদিবকুপেক্ষিত লৃবদলক্ষিত এধিতবল্লব ঐন্দবকুলভব
ওজঃসুজ্জিত ঔগ্র্যবিবজ্জিত অংশবিশঙ্কট অষ্টাপদপট
কঙ্কণযুতকর খণ্ডিতখলবব গতিজিতকুঞ্জর ঘনঘুমৃণাম্বর
গুতমুরলীরত চলচিল্লীলত ছলিতসতীব্রত জলজোদ্ভবনত
ঝষারকুণ্ডল ঞ্জোড়যিতদল টঙ্কিতভৃধর ঠনিভাননবর-
ডমরঘটাহর ঢঙ্কিতকরতল নখরধূতাচল তরলবিলোচন-
থুংকৃতখঞ্জন দগুজবিমর্দন ধবলাবর্দ্ধন নন্দমুখাস্পদ
পঙ্কজসম্পদ ফাণনুতিমোদিত বন্ধুবিনোদিত ভঙ্গুরিতালক
মঞ্জুলমালক যষ্টিলসদুজ রম্যমুখামুজ ললিতবিশারদ-
বল্লবরজদ শর্মদচেষ্টিত ঘটপদবেষ্টিত সরসীরুহধর

হলধরসোদর ক্ষণদগুণোৎকর ॥ বীর ॥

হে অচ্যুত ! তোমার জয়, তুমি আর্তব্যক্তিকে অনুকম্পা কর, তুমি ইন্দ্রের যজ্ঞহস্তা, তুমি অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতিভীতির নিবারক, তুমি উজ্জলরসপ্রিয়, তুমি উজ্জিতবিক্রম, তুমি ঋদ্ধি (সমৃদ্ধি) যুক্ত, তুমি ঋভুগণের (দেববৃন্দের) অনুগ্রাহক, তুমি ঈকারের ন্যায় কৃপাপরায়ণ, অর্থাৎ ব্রহ্ম ঈকা

[illegible]

कार्त्तिकः कृत्तिकाभिः कलिकः कामादिभिः कार्त्तिकः

आतातः किलकिटिकु' किबलयन् खोलावधिः संप्रतिदिः।

सूर्यस्य सूर्याशानि ज्ञेयानि स्यात् । तैः शोच्यमानं कोटिः ।

कोशी कोशुलकः सक्रोमुलिकः कृपः त्रिभुजः ७ त्रिभुजः ४

বীহাৰ কৰ্ণে চম্পককলিকা গুণোত্তিত হৈছেহে, যিহি প্ৰিয়ংৱেৰ কাছিতে
কন্দৰ্পকুল্য হৈয়াছেন, যিহি শ্ৰেয়সীপুণ্ডৰেৰ কিলকিকিওতাৰ (জম্বুন, হাশু, জৱ
আৰু কল্যাণি একত্ৰ গহৱিৰ পুহাৰ জাব। কৰিজেতেক, যিহি যলৈৰ নবুত্ৰ, যিহি
কংসালয়ে শিক্ৰোত্ৰাৰ নিন্দা। এবাৰে অতিশৰ কুদ্ব হৈয়া তথাৰ জয়ল নিহৰেৰ

ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতেছেন এবং যাহার বিক্রম দেখিয়া কংসাসুর ভীত হইতেছে, সেই বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন।

সৌরীতটচর গৌরীব্রতপর গৌরীপটহর চৌরীকৃতকর ॥ ধীর ॥

প্রেমোক্তহৃৎক ! কক্খটসুভটেন্দ্রকণ্ঠকুটাক !

কুরু শৌকুমপটাস্বর ! ভট্টক ! তাত্ত্বং হৃদি মে ॥

হে কৃষ্ণ ! তুমি কালিন্দীতটে কাতায়নীব্রত-পরায়ণ গোপিকাগণের বসন হরণ করিয়াছ। হে পীতাম্বর ! হে দেব ! তুমি আমার হৃদয়ে নৃত্য কর, তুমি প্রেমের অধীন হইয়া হটে গমন কর, তুমি দানবগণের অতিকঠোর কণ্ঠ চক্রদ্বারা ছেদন করিয়াছ।

॥ সর্বলঘুঃ ॥

চরণচলনহতক্রুরশকটক রজকদলন বশগতপরকটক

নটমঘটনলসদগবরকটক সকনকমরকতময়নবকটক

কপটরুদিত নটদকঠিনপদতট-বিঘটিতদধিঘটনিবিড়িতশুশকট

রুচিতুলিতপুরট-পটলরুচিরপট-ঘটিতবিপুলকট কুটিলচিকুরঘট

রবিত্ত্বিত্ত্বনিকট-লুণ্ঠদজরঠজট-বিটপনিচিতবট-তটপটুতরনট

নিজবিলসিতহঠ-বিচটিতস্তবিকট চটুলদনুজঘট

জয় যুবতিষু শঠ ॥ বীর ॥

হে কৃষ্ণ ! তুমি শৈশবকালে অতি কোমলচরণ চালন করিয়া কঠিনতর শকটকে ভঞ্জন করিয়াছ তুমি রজকসংহারী, শত্রুর সৈন্য সকল তোমার বশীভূত হইয়াছে, তুমি গোবর্দ্ধন পর্বতের নিতম্বপ্রদেশে নৃত্য করিয়া উহাকে সুশোভিত করিতেছ, তোমার করযুগল মরকতমণি খচিত স্বর্ণবলয়ে বিভূষিত, তুমি বাল্যকালে কপট ক্রন্দন করিয়া কোমলচরণদ্বারা দধিপূর্ণ কুন্ত ভগ্ন করিয়াছ, তুমি শকটাসুরকে মোক্ষ প্রদান করিয়া উহাকে সান্দ্রানন্দরসে নিমগ্ন করিয়াছ, সমূহ কনক-কান্তির ন্যায় কান্তিযুক্ত অম্বরে তোমার কটিদেশে সুশোভিত, তোমার মস্তকের উপর কুটিল কুন্তলরচিত চূড়া সুশোভিত, তুমি যমুনাতীরে অভিনব জটা ও শাখা-পল্লব সুশোভিত বটবৃক্ষ-তলে নৃত্য করিয়া থাক, তুমি লীলাস্থলে ভয়ানক দানবগণ বিনাশ করিয়াছ, হে গোপযুবতীপ্রিয়, হে বীর ! তুমি জয়যুক্ত হও।

বিবি ব্যাকরণানিশায়ে বুৎপন্ন, সুস্থিৰ যক্তি, শূকর এবং বিলম্বণ ও
কৃতকৃত করেন, তিনিই এই গোবিন্দবিক্রমাবলী পাঠের অধিকারী ।

যম্যঃ বিক্ৰমাবল্যা প্রোক্তলক্ষণযুক্তয়া ।

জুহমানঃ প্রমুখিতা বাসুদেবঃ প্রসীদতি ॥

যাযাক লক্ষণলিখিত এই মনীর গোবিন্দবিক্রমাবলীদ্বারা যে মহাত্মা
জুইতিরে উল্লিখিত কৃত করবেন তাহাবান্ নন্দনন্দন অচিরাৎ উদ্বাহ প্রতি
প্রদত্ত হবে ।

তন্তোক্তিবিক্রমাবল্যা মধুরামতলে স্থিতঃ ।

অবশ্য যম্যা ততৈব তুর্গমেষ প্রসীদতি ॥

ইতি শ্রীমৎ ক্রম-প্রবোধি-নিরচিত স্তবমালায়াঃ

শ্রীগোবিন্দবিক্রমাবলী সমাপ্তা ।

বিবি মধুরামতলে অবস্থিত কথিয়া এই মনীর গোবিন্দবিক্রমাবলীদ্বারা
ঈচ্ছাযুক্ত করবেন তাহাবান্ বাসুদেব অচিরাৎ উদ্বাহ প্রতি প্রদত্তকৈ হব ।

ইতি শ্রীমৎ ক্রম-প্রবোধী নিরচিত স্তবমালায়াঃ

শ্রীগোবিন্দবিক্রমাবলী সমাপ্তা ।

[ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সহিত বিচারের জন্ম গত]

ঐঐগুরুগোবিন্দো নমঃ

শ্রীদেবানন্দ চৌধুরী মহা

(গোঃ বনদীপ ১ মণ্ডিঃ) ।

১৯০৭ খ্রঃ ৬৬

স্বাধীন সম্পাদনপূর্বক বিঃপ্রসন্ন—

৯ ৯ ৯ বাবু । আপনাব ১৬ ৪৬৬ তারিখ Referred A/D পত্র পাঠবা
বিশেষ আনন্দিত হইলাম । আপনাব পত্রখানি আশিতে এবং টু বেরী হইয়াছে,
জুহবি আপনাবর মাথা কাটা-বাক্যকার জন্ম গতের উত্তর দিতে কিছু দেরী
হইল, উত্তরক বনে কিছু বহিবেক না ।

আপনার লতা ছায়া-এ ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে আশ্রয় আশ্রয়কে আশ্রয়িত
নতুন জামাইকেই এবং আশ্রয়কে বিশেষ উৎসাহিত করেছিল। ছাউন
বন ও শিল্পের পালনই ইচ্ছাশক্তি।

অন্য পুণ্ড্র জামাইরাহিন্দু, লাহুল ঠাকুর, কাম্য ভাট্টার বিশেষ
কল্প আশ্রিত ছাউনকে জামা দিও করিয়া পত্র বিবেশ। আশ্রয়কে পত্র
সে-সময়ে কিছু লেখা নাও। ইহা দিত কবির আমাশ্রিত ও অল্প ১২ পত্রের
পুণ্ড্র জামাইকে।

কাম্য ঐতিহাসিক কল্পের পত্রিকার কথা নিম্নলিখিত। ঐতিহাসিক কবির
আপ পত্রিকার দাও, আশ্রয়কে আশ্রয় আছে। ঐতিহাসিক পত্রিকার
বিশেষ আশ্রয় আশ্রয়কে ঐতিহাসিক-পত্রিকার পত্র প্রকাশ করিয়াই।
জামাইকে পত্র-কাম্য একত্রকার দাও বলিতেই চান। যে দাও বইতে,
কাম্য ও পত্রিকার কাম্য জামাইকে দাও। ইচ্ছাও এ কাম্য জামাইকে
বিশেষ কাম্য আশ্রয়। আশ্রয়কে পত্র ইহা ঐতিহাসিক-এক পত্রের
অতিরিক্ত পত্রিকার পত্রিকার কবির জামাই। পত্রিকার অতিরিক্ত
দাওকে পত্র ইচ্ছাও উল্লেখ্য : দাও উক্ত পত্রিকার দাও।

অন্য দাওর পত্রিকার পত্রিকার জামাই উল্লেখ্য একজন আশ্রয়।
১৮৮১ কাম্যকে পত্রিকার জামাই বা পত্রিকার জামাই। জামাইকে-জামাইকে
কাম্যকে দাও করিয়া পত্র কাম্যকে কাম্য বা—ইহা পত্রিকার কাম্য। দাও
ইচ্ছা পত্রিকার পত্রিকার জামাইকে কাম্য দাও। আশ্রয়কে পত্রিকার
পত্রিকার। অল্পকল্পের পত্রিকার পত্রিকার পত্রিকার উল্লেখ্য দাও, ইচ্ছাও
দাও। পত্রিকার জামাই কাম্য ইচ্ছা পত্রিকার কাম্য। পত্রিকার কাম্য
কাম্য পত্রিকার।

দাও বইতে, আশ্রয় একজন কাম্য কাম্য একজন আশ্রয় পত্রিকার
দাও। পত্রিকার পত্রিকার কাম্য পত্রিকার কাম্য পত্রিকার দাও। ইচ্ছা—

১৮৮১-১৮৮২—

ঐতিহাসিক-পত্রিকা

শ্রীবাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

[পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৮৮ পৃষ্ঠার পর]

আশ্রয়জাতীয় গুরুবর্গ বিভিন্ন আকারে—বিভিন্ন মূর্তিতে আমাদের দয়া-করুণার ক্ষণ উপস্থিত। ইঁহারা দিব্যজ্ঞানদাতা গুরুপাদপদ্মেরই প্রকাশবিশেষ। বিভিন্ন আদর্শে জগদ্গুরুর বিষ প্রতিবিম্বিত হ'য়েছে। প্রত্যেক বস্তুতে আমার গুরুপাদপদ্ম প্রতিফলিত। বিষয়-জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা, আর আশ্রয়-জাতীয় অর্দ্ধেকটা। এতদুভয় বিলাস-বৈচিত্র্যই পূর্ণতা। বিষয়-জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—কৃষ্ণ, আর আশ্রয়-জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—আমার গুরুপাদপদ্ম। চেতনের ভূমিকাসমূহে যে আশ্রয়-জাতীয় অপ্ৰাকৃত প্রতিবিম্ব পড়েছেন, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে আমার গুরুদেব। জীবনব্যাপী ভগবানের সেবা কর্তে হ'বে সর্বক্ষণ দেখাচ্ছেন যিনি, তিনিই গুরুপাদপদ্ম সেই গুরুপাদপদ্ম প্রতি জীব-হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হ'য়েছেন,—আশ্রয়-জাতীয়-রূপে প্রতিবস্তুতে তাঁর অবস্থান। তিনি প্রতিবস্তুতেই বিরাজমান।

চুত-পিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-

জম্বক-বিল্ব-বকুলাম্র-কদম্ব-নীপাঃ।

যেহেতু পরার্থভাবকা যমুনোপকূলাঃ

শংসন্ত কৃষ্ণপদবীং রহিতাঅনাং নঃ॥

[হে চুত, হে পিয়াল, পনস, আসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ এবং অগ্ৰ্য্য পরহিতকর যামুনতটবাসী তরুগণ, তোমরা আমাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ কোন্ পথ দিয়া গিয়াছেন বলিয়া দেও, কৃষ্ণবিরহে আমাদের চিত্ত শূন্য বোধ হইতেছে।]

রাসস্থলী হ'তে কৃষ্ণ যখন চ'লে গেছেন, মুক্তপুরুষ গোপীগণ সকল বস্তুর কাছে গিয়ে গিয়ে কৃষ্ণ অন্বেষণ করছেন. গোপীগণের আধ্যাত্মিকতা কি তখন প্রবল? এই সকল কথা আমাদের গুরুপাদপদ্ম হ'তে শুন্বার অবসর হয়। নন্দ-গোবিন্দ, যশোদা-গোবিন্দ, শ্রীদাম-সুদাম-গোবিন্দ, চিত্রক-পত্রক-গোবিন্দ, বংশী-গোবিন্দ, কদম্ব-গোবিন্দ প্রভৃতি চিহ্নিলাস-বৈচিত্র্য রসময় শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাস-ব্যাপার। যদি চিত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভ্রমণ—পর্য্যটন দেখতে পাওয়া যায়, হৃদয়ে যদি গুরুপাদপদ্মের দর্শন হয়,

তবেই এই সকল কথা স্মৃতি লাভ করে। যিনি প্রত্যেক ব্যাপারে আমা-
দিগকে ভগবৎসেবা করবার জন্ত প্রবুদ্ধ করেন, তাঁর পূজা বাতীত পূর্ণ
বস্তুর সেবা লাভ করবার আর উপায় নেই।

আমরা আজও যে অনেক কথা শুনার অবসর পেলাম, কেমন ঠিঠার
কথা পেলাম—যদিও ইংরাজী ভাষায় * * অনেক কথা বলা হ'য়েছে, তা'তে
আমাদের শুনার অনেক বিষয় ছিল। আমরা যখন গুরুপাদপদ্মের একরূপ
নিষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারি। বিভিন্ন আধারে প্রাত্যহিক শ্রীগুরুপাদপদ্মের
বিষয় আমাদের শিক্ষার জন্ত নিয়তই অনেক নূতন নূতন কথা প্রকাশ ক'রে
থাকেন। আমি দাস্তিকতাপূর্ণ ক্ষুদ্র জীব, আমার এই সকল শুনার অধিকার
কেন হয়? শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে এই সকল নিষ্ঠাপূর্ণ বাক্য শুনার
অবসর দিয়ে প্রতিমুহূর্তে জানাচ্ছেন, 'ওহে ক্ষুদ্র জীব, তুমি গুরুপাদপদ্মে
একরূপ নিষ্ঠা প্রদর্শন কর।' বিভিন্ন আধারে আমার গুরুপাদপদ্মের প্রকৃতি
মুষ্টির ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি দেখলে মনে হয়, আমার ইহাদের সঙ্গে হরি-
সেবা করবার জন্ত কোটি কোটি জন্মলাভ হউক—ইহাদের সঙ্গে আমার
কোটি কোটি জন্মের ভগবৎসেবাবিমুখতা নষ্ট হ'য়ে যাক।

যখন আমি দক্ষিণদেশে মঙ্গলাগরিতে মহাপ্রভুর পাদনীঠ প্রতিষ্ঠার জন্ত
গিয়েছিলাম, তখন সেখানে আমাদের কেউ কেউ প্রশ্ন ক'রেছিলেন,—
'আমরা যখন প্রথমমুখে মঠে এসেছিলাম, তখন আপনার বন্ধু-বান্ধবের
চরিত্র ও ভগবৎসেবানুগ দর্শন ক'রে আমাদের কত উৎসাহ ও আশা
বৃদ্ধি হচ্ছিল, আজকাল আমাদের দৃষ্টি ক্রমশঃ খর্ব হ'য়ে যাচ্ছে, আমরা
রকম রকম বিচার করতে বসেছি। কতিপয় ব্রহ্মচারী সমাবর্তন ক'রে
গৃহে প্রবেশ ক'রেছেন।' আমি তদন্তবে বললাম, গৃহে প্রবেশ করলেই যে
হরিভজন ছেড়ে দিতে হয়, একথা আমি বলতে পারি না। আমি তা' দেখছি
আশ্চর্য্য বৈষ্ণব-সকল! আমি দেখছি তাঁদের বৈষ্ণবতা—হরিভক্তি আরও
কত বেড়েছে! আমি কতটা পাষণ্ড ছিলাম, তাঁদের সঙ্গে আমার সেই
পাষণ্ডতা কত কমে গেছে! আমি দেখছি আমি বিমুখ হ'লেও সকলেই
হরিভজন করছেন। শ্রীধনুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর পাদপদ্মের রূপায়
জানতে পেরেছি—

“বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম না পাড়ে কাণে।

সবে কৃষ্ণ ভজি তিহ এই মাত্র জানে॥”

আমি ত দেখছি সকলের উন্নতির পথে অগ্রসর হ'য়ে হরিভজন করছেন—
ভগবানের সংসার সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ হ'য়েছে—কেবল আমার মঙ্গল হলো
না—সকলেরই মঙ্গল হলো। আপনারা অল্পাভাবে চঞ্চল হ'য়ে প'ড়েছেন,
আপনাদের ভগবৎসেবায় উৎকণ্ঠা অধিক : তাই বলছেন, তাঁ'রা আরও
অধিকতরভাবে হরিভজন করুন, তাঁ'দিগকে হরিভজন করতে দেখেও
আপনাদের তৃপ্তি হচ্ছে না। আপনারা চান যে, আপনাদের প্রাণ-প্রভুর
সেবা তাঁ'রা আরও কোটিগুণ অধিকতরভাবে করেন ; কিন্তু আমার ক্ষুদ্র
হৃদয়—আমার ক্ষুদ্র আধার, তাঁ'দের বিপুল হরিভজন আমার ক্ষুদ্র ভজনে
আমি ধরতে পারছি না। আমার ক্ষুদ্র পাত্র থেকে তাঁ'দের হরিভজনের চেষ্টা
উপছে পড়ছে, ইঁহাদের হরিভজনের কথা আমি আমার ক্ষুদ্র আধারে
রাপ্তে পারছি না। ইঁহারা কেমন আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য আদর্শ জীবন দেখিয়ে
দেখিয়ে চ'লে যাচ্ছেন। আমিই কেবল হরিভজন করতে পারলাম না ;
আমি কেবল পরছিদ্র দর্শনে বাস্তু, কোথায় আমি ভজনের পথে অগ্রসর
হ'ব, না আমি বৈষ্ণবের ছিদ্র অবেষণে বাস্তু হ'য়ে পড়ছি।

বৈষ্ণবের ছিদ্র কা'রা অবেষণ করে ? আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়—যাঁদের
বাহ্যবিষয়-প্রতারিত চক্ষু, কর্ণ, নাসা প্রভৃতি সম্বল—যাঁরা হরিভজনবিমুখ।
আমাকে যখন কেহ বলেন যে, কোন ব্যক্তি হরিনাম ছেড়ে দিয়েছেন,
তখন আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই তাঁ'র হরিভজনটা খুব বেশী হ'য়েছে, তাঁ'র
হৃদয় খুব উন্নত হ'য়েছে, তাই একমাত্র মঙ্গলের পথ যে হরিভজন, তা' ছেড়ে
দিয়ে তিনি অল্প কাজে ব্যস্ত হ'য়েছেন। যিনি ধনী হ'য়েছেন, তিনি
তৃপ্তিলাভ করেছেন বলেই আর ধন্যজ্ঞানের ক্রেশ করতে চান না।

গীতায় শ্রীভগবান্ ব'লছেন যে, ভগবানের ভক্তসকলের কখনও অমঙ্গল
হয় না—তাঁ'দের কখনও বিনাশ নেই—“ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি।”

অপি চেৎ সূহৃদাচারো ভজতে মামনগ্ৰভাক্ ।

সাধুবেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ভাবসিতো হি সঃ ॥

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিঃ নিগচ্ছতি ।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি ॥ (গী: ৯।৩০-৩১)

যাঁ'রা অনন্তভজন ক'রেছিলেন, তাঁ'রা কখনও কি অধঃপতিত হ'তে
পারেন ? নিশ্চয়ই তাঁ'রা মঙ্গল লাভ ক'রেছেন। আমার দৃষ্টিটা খারাপ ;
তাই নিজের মঙ্গল নিজে লাভ করতে পারছি না।

পরস্বভাবকর্ম্মানি ন প্রশংসেন গর্হয়েৎ ।

বিশ্বমেকাঙ্কং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥ (ভাঃ ১১।২৮।১)

[আশ্রয় প্রকৃতি ও বিষয় পুরুষের মিলনে বিশ্বকে একস্বরূপ দেখিয়া পরের স্বভাব ও কর্ম্ম কখনও প্রশংসা বা গর্হণ করিবে না ।]

আমি আধ্যাত্মিক হ'য়ে পড়লে অধোক্ষজ সেবা-বঞ্চিত হ'ব—গুরুপাদ-পদ্মসেবা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে যা'ব । আমার নিজের অমঙ্গল হওয়ার দরুণই পরের অমঙ্গলের কথা আমার মনে পড়ে । আমি নিজে ছিদ্রযুক্ত ব'লেই অপরের ছিদ্রানুসন্ধানে আকৃষ্ট হই । আমার নিজের মঙ্গল ক'রে নিতে পারলে আর অপরের অমঙ্গল—অপরের ছিদ্র দেখ'বার সময় হয় না ।

কৃষ্ণোতি যশ্চ গিরি তং মনসাদ্বিয়েত

দৌক্ষান্তি চেৎ প্রগতিভিশ্চ ভক্তস্তমীশম্ ।

কুশ্রীষমা ভজনবিজ্ঞমনস্তমত্-

নিন্দাদিশূন্যহৃদমোপসঙ্গলক্ষ্যা ॥

[যদি কেহ সঙ্গুরুপাদপদ্মে দৌক্ষিত হইয়া কৃষ্ণনাম গান করেন, তাঁহাকে হৃদয়ে আদর এবং হরিতক্জনে প্রবৃত্ত হইয়া নাম ভজন করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রণামাদির দ্বারা সংবর্দ্ধনা করিতে হইবে । আর একান্ত কৃষ্ণাশ্রিত, কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য প্রতীতিরহিত হওয়ায় নিন্দা-বন্দনাদি ভেদভাবশূন্যহৃদয় ভজনবিজ্ঞ মহাভাগবতকে স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধগণের মধ্যে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উত্তম সঙ্গ জ্ঞানিয়া মধ্যম অধিকারী প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা আদর করিবেন ।]

জীবন অল্পকালস্থায়ী । আমরা পূর্ব বৎসর এখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা করিতে মিলিত হ'য়েছিলাম, ভগবান্ যা'দের রূপা করুলেন, তাঁ'রা চ'লে গেলেন, আর আমরা পরছিদ্রানুসন্ধান কর'বার জন্ত—তৃণাদপি সূনীচ-তা'র' অভাবের আদর্শ দেখা'বার জন্ত এই দেগীধামে বিষয় ভোগে ব্যস্ত আছি ।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরের ছিদ্র দর্শন হ'তে নিবৃত্ত থাকেন ; অথচ আমার অমঙ্গল, আমার শত সহস্র ছিদ্র সর্বদা দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া গুরুপাদপদ্মের কৃত্য নেই । শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদর্শ হ'তে আমরা যেন বঞ্চিত না হই । আজ থেকে আবার যদি এক বৎসর জীবিত থাকি, তবে প্রতি মুহূর্ত্তে

গুরুসেবা করুব—পরচর্চাটা ছেড়ে দিব। 'আমি বড় বাহাদুর, আমি খুব পণ্ডিত, বুদ্ধিমান বক্তা, আর একজন মূর্খ, নিকোঁধ, কিছু বলতে পারে না'—এরূপ পরচর্চা করিয়ে দিয়ে যদি হারিচর্চা করি, তা' হ'লে মনে হয় আমাদের মজল হ'বে। তা' ব'লে ভগবদ্বৈমুখ্যকে কখনই আদর করবো না।

অধঃস্তান ব্রজেন্দ্রনন্দনের আশ্রয়াংশই শ্রীগুরুপাদপদ্ম, সেই বিষয়-বিগ্রহ দর্শনে কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং গুরুপাদপদ্মাশ্রিত আমিও তদন্তর্গত আশ্রিত।

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিং

কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।

তঞ্চৈং কৃপাং ময়ি বিধাস্তাসি নৈব কিং মে

প্রাণৈব্রজেন চ বরোরু বকারিণামি।

আমাকে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমরা সকলকে সিদ্ধপ্রণালী দিয়ে ফেলি না কেন? আমি কিন্তু সাধক ও সিদ্ধির অবস্থা কিরূপে এক হয়, বুঝতে পারি না। অনর্থময় সাধনকালে অনর্থমুক্ত সাধন ও সিদ্ধির কথা কি ক'রে অনুশীলন করা যায়, ইহা আমাদের বিচারে আসে না। কেহ যদি সিদ্ধ হ'য়ে থাকেন, তা' হ'লে তিনি দয়া ক'রে আমাকে ব'লে দিলেই ত' জানতে পারি, তাঁ'র কোন্টি সিদ্ধস্বরূপ।

শ্রীগুরুদেব মধুররসে বার্ষভানবী। নিজের উদ্ভূত চেতন-ভাবের বিচার-অনুসারে যিনি যেভাবে তাঁ'কে দর্শন করেন, গুরুদেব সেই বাস্তব বস্তু। বৎসলরসে তিনি—নন্দ-যশোদা, সখ্যরসে শ্রীদাম-সুদাম, দাসরসে গুরুপাদ-পদ্ম—চিত্রক-পত্রক। এই সকল বিষয়াশ্রয়ের আলোচনা গুরুসেবা করুতে করুতে হৃদয়ে উপস্থিত হবে। এ সকল কথা কৃত্রিমভাবে হৃদয়ে উদ্ভূত হয় না; সেবা-প্রবৃত্তি উদ্ভূত হ'লে আপনা থেকে ভাগ্যবান্ জনে উদ্ভূত হ'য়ে থাকেন। আমাদের গুরুসেবা ব্যতীত অন্য কৃত্যই নেই। জড়ভগতের মশ্রুভাব নিয়ে শেষ-শিব-ব্রহ্মাদির অগম্য নিত্যলীলার কথা আলোচনা হয় না। আমি আপনাদের চরণে দণ্ডবৎ করছি—আমার গুরুবর্গকে দণ্ডবৎ করছি।

প্রমোহর

(রসতত্ত্ব)

(প্রকৃৎপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩২২ পৃষ্ঠার পর)

৩০। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে অপ্ৰাকৃত-রসের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস কি ?

“পঞ্চরসের ইতিহাস দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শান্তরস সর্বদা দৌ ভারতবর্ষে পরিদৃশ্য হইয়াছিল। যখন প্রাকৃত বস্তুতে যজ্ঞাদি ক্রিয়াদ্বারা আত্মা সন্তুষ্ট হইল না, তখন সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার, নারদ, মহাদেব প্রভৃতি পরমার্থবাদীরা প্রাকৃত জগতে নিষ্পৃহ হইয়া পরব্রহ্মে অবস্থিতিপূর্বক শান্তরসের অনুভব করিলেন। তাহার বহুকাল পর কপি-পতি হনুমানের দাস্যরসের উদয় হয়, ঐ দাস্যরস ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হইয়া এশিয়া-দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে মোঙ্গেস্ নামক মহাপুরুষে সুন্দররূপে পরিদৃশ্য হয়। কপি-পতির বহুকাল পর উদ্ধব ও অর্জুন ইঁহারা সখ্যরসের অধিকারী হন এবং ঐ রস জগতে প্রচার করেন। ক্রমশঃ ঐ রস ব্যাপ্ত হইয়া আরবদেশে মহম্মদ-নামক ধর্মবেত্তার হৃদয়কে স্পর্শ করে। বাৎসল্যরস সময়ে সময়ে ভারতবর্ষে ভিন্ন-ভিন্ন আকারে উদয় হইয়াছিল। তন্মধ্যে ঐপর্ষাগত বাৎসল্যরস ভারত অতিক্রম করতঃ ইহুদীদিগের ধর্ম-প্রচারক যীশু নামক মহাপুরুষে সম্পূর্ণ উদিত হয়। মধুর রসটী প্রথমে ব্রজধামেই জাজ্বল্যমান হয় ; বদ্ধজীব হৃদয়ে ঐ রসের প্রবেশ করা অতীব দুঃকর ; কেন না, উহা অধিকার-প্রাপ্ত শুদ্ধশীবনিষ্ঠ। নবদ্বীপচন্দ্র শচীকুমার স্বদল-সহকারে ঐ নিগূঢ় রসের প্রচার করেন। ভারত অতিক্রম করিয়া উক্ত রস এ পর্য্যন্ত অন্যত্র ব্যাপ্ত হয় নাই। অল্প দিন হইল নিউম্যান নামক এক পণ্ডিত ইংলণ্ডদেশে ঐ রসের কিয়ৎপরিমাণ উপলব্ধি করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশস্থ ব্যক্তিরা এপর্য্যন্ত যীশু-প্রচারিত গৌরবগত বাৎসল্য-রসের মাধুর্য্যে পবিত্র হন নাই। আশা করা যায় যে, ভগবৎ-রূপাবলে তাঁহারা অনতিবিলম্বেই মধুর-রসের আসব-পানে আসক্ত হইবেন। দেখা যাইতেছে যে, যে-রস ভারতে উদিত হয়, তাহা অনেকদিন পরে পশ্চিমদেশসকলে ব্যাপ্ত হয় ; অতএব মধুর-রসের জগতে সমাক্ষ প্রচার হইবার এখনও কিছুকাল বিলম্ব আছে। যেন সূর্য্যদেব প্রথমে ভারতে উদয় হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিমদেশ-সকলে

আলোক প্রদান করেন, তদ্রূপ পরমার্থ-তত্ত্বের অভূত্যা কিরণ সময়ে সময়ে ভারতে উদয় হইয়া কিয়দিবস পরে পাশ্চাত্য-দেশে ব্যাপ্ত হয়।”

—উক্রমণিকা, কৃঃ সং

৫৪। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী আচার্যগণের দ্বারা এবং স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের দ্বারা রস-তত্ত্বের বিস্তারের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি ?

“বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য ও রামানুজ প্রভৃতি আচার্যগণ মহাপ্রভুর অনেক পূর্বে ঐকল রসের প্রচার করেন। মহাপ্রভুর দাদা-গুরু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী প্রথমেই মধুর-রস-প্রচারের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পত্তন করেন; শ্রীঈশ্বরপুরী তাহাকে উন্নত করেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ঐ রস-তত্ত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণ ঐ রসের তাত্ত্বিক আশ্বাদন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই তত্ত্ব সে-সময়ে সামাজিক হয় নাই। জয়দেব কেন, স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতই মধুর-রসের সম্পূর্ণ ভাণ্ডার। কিন্তু সেই রসভাণ্ডার খুলিয়া সাধারণকে ঐ রস পান শ্রীমহাপ্রভুর পূর্বে আর কে করাইয়াছিলেন ?”

—‘পদরত্নাবলী’, সং তোঃ ২।৯

৫৫। প্রেমরস কি তর্কের বিষয় ?

“প্রেমরস—দুঃখসমুদ্রতুল্য, তাহাতে বিতর্করূপ গো-মূত্র ফেলিলে বৈরস উদয় হয়।”

—জৈঃ ধঃ ৩৪শ অঃ

৫৬। বিপ্রলম্ব রসের বৈশিষ্ট্য কি ?

“বিপ্রলম্বের অর্থ—বিরহ বা বিয়োগ। * * * রঞ্জিত বস্ত্রে পুনরায় রং দিলে যেরূপ রাগ বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ বিরহের দ্বারা পুনঃ সন্তোগের রসোৎকর্ষ হয়। বিপ্রলম্ব ব্যতীত সন্তোগের পুষ্টি হয় না।”

—জৈঃ ধঃ ৩৭শ অঃ

৫৭। চিন্ময়দেহে স্ত্রীত্ব-পুংস্ব ভাব কোন্ কোন্ রসে কিরূপ প্রকাশিত ?

“জীবের নিত্যশুদ্ধ দেহ চিন্ময়, তাহাতে স্ত্রীত্ব-পুরুষত্ব ভেদ নাই। চিন্ময়-শরীর—স্বতন্ত্র শুদ্ধকাম-ময়। যখন যে-ভাব হয়, তাহাতে শুদ্ধজীবের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব হইয়া উঠে। শান্তরসে—নপুংসকত্ব, দাস্য-সখ্যে—পুরুষত্ব, মাতৃ-

বাৎসল্যো—স্ত্রীত্ব এবং পিতৃবাৎসল্যো—পুংস্ত্ব সিদ্ধ হয়। মধুর উজ্জলরসে সকল জীবই শুদ্ধ-স্ত্রীরূপা এবং এক পরম পুরুষ কৃষ্ণের সেবা করেন।”

—চৈঃ শিঃ ৬।৫

৫৮। প্রপঞ্চগত রস কি নিত্য ও বাস্তব ?

“যে রস প্রপঞ্চগত,
জড়কাব্যে প্রকাশিত,
পরম রসের অসন্মুত্তি ।
অসন্মুত্তি নিত্য নয়, আদর্শের ছায়া হয়,
যেন মরীচিকায় জল-স্ফুটতি ।”

—‘শ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ’ ৬, গীঃ মাঃ

৫৯। অপ্রাকৃত রসের বিকাশ ও বিলোপের সহায়ক কি ?

“রস ব্যতীত জীবন থাকে না। প্রাকৃত জীবন সর্বদা জড়-রসময়। চিদ্রস ভাবভক্ত-জীবনে বিদ্যুৎ-প্রভার ন্যায় ক্ষণিক ব্যাপার-বিশেষ। সদৃশ লভ-ক্রমে ও সাধুসঙ্গ-বলে ঐ অবস্থা উন্নত হইয়া ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত অবস্থা হয়। সাধুসঙ্গভাবে এবং নাস্তিক্যময় উপদেশ ও নির্বিশেষ-উপদেশক্রমে ঐ কুণ্ঠিত উপাসনাও ক্রমশঃ অতি কুণ্ঠিত, অত্যন্ত কুণ্ঠিত ও বিলুপ্তপ্রায় অবস্থা স্বীকার করে। ইহা জীবের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য।”

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।২

৬০। যীশু-প্রচারিত বাৎসল্য-রসের ক্রমবিকাশের প্রথম সোপান কি ?

“Jesus proceeds to tell us ‘You must love man as thy brother.’ From this is inferred *the fourth phase of love* which is a feeling that all men are brothers and God is their common Father. This is *Batsalya Rasa* in its first stage of development.”

—‘To Love God’ Journal of Tajpur 25th Aug. 1871.

৬১। নিষার্ক ও গৌড়ীয়-মতে রস-বিচারের বৈশিষ্ট্য কি ? গৌড়ীয়-ভজন শ্রেষ্ঠ কেন ?

“ভজন-পর্বে নিষার্ক-মতে পারকীয় রস স্বীকৃত হয় নাই। স্বকীয়ত্বই নিত্য। গৌড়ীয়-মতে—পারকীয় রসই সর্ব-প্রধান। স্বকীয় মতের মাধুর্য্য অপেক্ষা পারকীয়ে মাধুর্য্য অধিকতর।”

—‘শ্রীনিষাদিত্যাচার্য্য’, সঃ তোঃ ৭ম বর্ষ

৬২। শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্থলবিশেষে স্বকীয়-ভজনের উপদেশ দিলেন কেন? তিনি কি নিজে ঐ মতের উপাসক?

“শ্রীজীবের নিজের কোনপ্রকার স্বকীয় ভজন নাই, তবে তিনি দেখিয়া-ছিলেন যে, ব্রজেও কতকগুলি উপাসকের স্বকীয়-ভাব গন্ধ ছিল। * * * এই কারণেই ভিন্ন-ভিন্ন-রুচিপ্ৰাপ্ত শিষ্যদিগের প্রতি তাঁহার পৃথক্ পৃথক্ উপদেশ। ‘স্বচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিং’ ইত্যাদি ‘লোচনরোচনী’ গত তদীয় শ্লোকে সেকথা স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।”

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

৬৩। চিজ্জগতে মধুর রসের স্থান কোথায়?

“চিদ্বাপার একটি রহস্য-মণি; তাহাতে আবার পারকীয় মধুর-রসটি সেই মণিগণ-মধ্যে কৌস্তভ-বিশেষ।”

—চৈঃ শিঃ ৭.৭

৬৪। অপ্রকট-লীলায় দূরপ্রবাসগত বিরহ আছে কি?

“কৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকটভেদে দুই প্রকার। বিপ্রলম্বরসে যে বিরহাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রকট-লীলা-অনুসারে কথিত হইয়াছে। সদা রাসাদি-বিভ্রমের সহিত, বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনই বিরহ হয় না। মথুরা-মাহাত্ম্যে কথিত আছে যে, গোপ-গোপিকা-সঙ্গে তথায় কৃষ্ণ ক্রীড়া করেন। ‘ক্রীড়তি’ এই বর্তমান-প্রয়োগে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-ক্রীড়া নিত্য,—ইহাই জানিতে হইবে। সুতরাং গোলোক বা বৃন্দাবনের অপ্রকট লীলায় কৃষ্ণলীলার দূরপ্রবাসগত বিরহ নাই। সন্তোষই নিত্য।”

—জৈঃ ধঃ ৩৮শ অঃ

জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৩৪)

পরমমাধুর্যাজ্ঞাননিধি শ্রীগোকুলে অনুগত ও বাক্তব দ্বিবিধ ভগবৎপ্রিয়গণের মধ্যে মমতাবিশেষে বিশিষ্ট বলিয়া বাক্তবগণেরই মহান্ উৎকর্ষ শ্রীব্রহ্মা কীর্তন করিয়াছেন—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্ ।

যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩২)

পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ষাঁহাদের মিত্র, সেই শ্রীনন্দগোপাদিপ্রমুখ ব্রজ-বাসিগণের কি অনির্বচনীয় সৌভাগ্য, কি মহাভাগ্য।

সমস্ত ব্রজবাসীর মিত্র বলায় তাঁহাদের মধ্যে কনিষ্ঠজনের পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণে মিত্রতা স্বীকার করিয়া ব্রজময় সকল বস্তুই মিত্রতার প্রশংসা ঘোষণা করা হইল।

সমস্ত ব্রজবাসীরই শ্রীকৃষ্ণে মিত্রতা থাকিলেও সখাগণেরই উৎকর্ষ কথিত হইয়াছে—

ইথং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা

দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন ।

মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ

সাকং বিষ্ণুহুঃ কৃতপুণ্যপূজাঃ ॥ (ভাঃ ১০।১২।১১)

যে-শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্মসুখানুভূতিস্বরূপে এবং মায়াশ্রিত জনগণের নিকট নরবালকরূপে প্রতীয়মান হন, গোপবালকগণ তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদহেতু বহু পুণ্য-কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্মস্বরূপে স্ফুর্তিপ্রাপ্ত হন। তাদৃশ জ্ঞানী অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ নারায়ণ-পরায়ণ দাস্যপ্রাপ্ত ভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ। মায়াশ্রিতগণ জ্ঞান, ভক্তি বা মিত্রতাহীন, এজন্য তাহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ চিৎস্বরূপে স্ফুর্তিপ্রাপ্ত হন না। শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ স্ফুর্তির যোগ্যতা তাহাদিগের মধ্যে না থাকায় তাহারা ‘মানুষ’ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞা করে।

শ্রীগীতায় আমরা জানিতে পাই—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ (গীঃ ৯।১১)

[অর্থাৎ, আমার মানুষাকৃতি শ্রীবিগ্রহই যে সর্বোৎকৃষ্ট স্বরূপ—ইহা মূঢ় ব্যক্তিগণ জানিতে না পারিয়া, সর্বভূতের মহেশ্বর আমাকে প্রাকৃত মনুষ্যবুদ্ধিতে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।]

পুনশ্চ শ্রীগীতায়—

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ।

মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ (গীঃ ৭।২৫)

শ্রীকৃষ্ণের প্রকটবিহার সময়ে ভক্ত অভক্ত সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিলেও ভক্তগণেই তাঁহার অভিব্যক্তি—এ কথা ব্যক্ত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, নিত্যবিজ্ঞানসুখধন, অনন্তকল্যাণগুণকর্মা আমি ভক্তগণের নিকট প্রকাশিত

হই, সকলের অর্থাৎ অভক্তগণের নিকট নহে। কারণ, আমি যোগমায়া-সমাবৃত অর্থাৎ মদ্বিমুখজনের বিমোহকারিণী যোগ-(শ্রীকৃষ্ণের কোন অচিন্ত্য প্রজ্ঞাবিকাসের নাম যোগ) যুক্তা মায়াদ্বারা আমি সমাচ্ছন্নপরিসর। মায়া-বিমোহিত লোকসকল অচিন্ত্য প্রভাবশালী, ব্রহ্মরূপাদিবন্দিত আমাকে জানে না। আমি জন্মরহিত। আমার স্বরূপস্থিত সার্বভৌম্যাদির কখনও ব্যভিচার ঘটে না। (গীতাভূষণ ভাষ্য)

সদৃশ, দাস্যগতপ্রাণ ও মায়াশ্রিতগণ এই তিনটি পদ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশের দুর্লভতাজ্ঞাপনার্থ প্রযুক্ত। এই প্রকারে যে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি সুলভ নহে, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রসহ সাক্ষাদ্ভাবেই গোপগণ শ্রীকৃষ্ণসহ বিহার করেন, ইহাই শুক-দেবের বিষয়হেতু।

অথবা, অহো! সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলাকালে বিশেষরূপে সূচিত হইয়াছিল যে-রূপা তদ্বারা মায়াশ্রিত সাধারণ জনের নিকটও সাক্ষাৎ নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই রূপে সমস্ত রূপাপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্য সূচনা করিতেছে। এই রূপ কেবল প্রকটকালেই দৃষ্ট হন বলিয়া ইহার প্রকাশও অল্প। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্মরূপে, ভক্তগণের নিকট পরদেবতারূপে স্মৃতি সকল সময়ে সম্ভব হইলেও সাধারণ জনের নিকট নরাকৃতি পরমব্রহ্মরূপে দর্শন প্রকটলীলা ব্যতীত অন্য সময়ে অসম্ভবহেতু ইহা সর্বাপেক্ষা দুর্লভ। এই রূপ দুর্লভ ব্রহ্মদর্শন, দুর্লভতর পরদেবতাদর্শন ও দুর্লভতম নরাকৃতি পরমব্রহ্ম দর্শন প্রাপ্ত হইলেও জ্ঞানিগণ, দাস্যপ্রাপ্ত ভক্তগণ এবং প্রকটকালোদ্ভূত সাধারণ জনগণ বন্ধুভাব প্রাপ্ত হন নাই। পক্ষান্তরে সখাগণ তাদৃশ শ্রীহরির সহিত বন্ধুভাবের উৎকৃষ্টাবস্থা সখ্যভাবে বিহার করিতেছেন। সুতরাং তাঁহারাই পুণ্যরাশি সঞ্চয় করিয়াছেন। শ্রীভগবানের পরিতোষজনক অনেক সংকল্পানুষ্ঠান করিয়াছেন; অন্য বান্ধবগণে (পাণ্ডবগণ বা উদ্ধবাদিতে) ঈদৃশ সখ্য নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসখ্য গোপবালকগণের মাহাত্ম্য অধিক দেখা যাইতেছে। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাদ্ভাবে প্রণয় লক্ষণ ভাববিশেষ সমন্বিত হইয়া যাহারা বিহার করেন, সেই গোপসখাগণের ভাগ্যমহিমা বর্ণনাশীত। যাহারা সাধারণ ব্রজবাসী, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর দর্শন করেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের দর্শনরূপ সৌভাগ্য মহামুনিগণেরও দুর্লভহেতু ব্রজবাসিগণের ভাগ্য বর্ণনা করিয়া সখাগণের মহাভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন।

অতএব শ্রীঅক্রুর রথ হইতে অবতরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণবলরামের সহিত সখাগণকেও নমস্কার করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মাকর্তৃক যে-সকল সখা ও গোবৎস অপহৃত হইয়াছিল, অন্য সখা ও গোবৎস সৃষ্টি করিলেও তাঁহারা তাঁহাদের তুল্য হইবে না, এই বিবেচনায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সখা ও গোবৎসরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও অপরিতুষ্ট হইয়। স্ততসখা ও গোবৎসগণকে আনয়ন করিয়াছিলেন।

সখাগণ প্রেমমহিমায় এত গরীয়ান্ যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মত সৃষ্টি করিতে পারেন না ; এমন কি স্বয়ংও তাঁহাদের অভাব পূর্ণ করিতে পারেন না। সখাগণ সখাপ্রেমের পরমাত্মার আর শ্রীকৃষ্ণ তাহার বিষয়। তিনি তাঁহাদের আকৃতিাদি প্রকট করিলেও আশ্রয়-জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অভাব পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এজন্য নিজে সখাদিরূপ ধারণ করিয়াও অতৃপ্তিবশতঃ যথার্থ সখাগণকে আনয়ন করিয়াছেন।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রীদামোদরাষ্টক-সরলার্থামৃত

(শ্রীল বেদবাস-লিখিত “শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্”—

শীর্ষক স্তোত্র-রত্নের পড়ানুবাদ)

(পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪০৬ পৃষ্ঠার পর)

[মূল শ্লোক—৫]

“ইদন্তে মুখাস্তোজমব্যক্ত-নীলৈ-
রতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধ-রক্তৈশ্চ গোপ্যা ॥
মুহুশ্চুস্বিতং বিশ্ব-রক্তাধরং মে
মনস্রাবিরাস্তামলং লক্ষ-লাভৈঃ ॥”

[সরলার্থ]

দেব, তব মুখপদ্ম এত মনোহর।

দেখিতে বাসনা মম জাগে নিরন্তর ॥

শ্যামল-লোহিতাভ-কুটিল-কেশ তব।

শ্রীমুখ-লাবণি আরো করে বিকশিত ॥

শ্রীমুখ-কমল রহে কেশেতে আবৃত ।
 যেন অলিগণ দ্বারা কমল বেষ্টিত ॥
 বিশ্ববৎ রক্তবর্ণ তোমার অধরে ।
 গোপী যশোমতী নিত্য চুষে বারে বারে ॥
 হেন তব মুখ-পদ্ম হেরি যেন হৃদে ।
 অন্য লক্ষ্য বরে লিপ্সা নাহি কোনমতে ॥

[মূল শ্লোক - ৬]

“নমো দেব ! দামোদরানন্ত ! বিষ্ণে !
 প্রসীদ প্রভো ! দুঃখ-জালান্ধি-মগ্নম্ ।
 কৃপাদৃষ্টি-স্বষ্ট্যাতিদীনং বতানু-
 গৃহাণেশ ! মামজ্ঞমেধ্যাক্ষি-দৃশ্যং ॥”

[সরলার্থ]

হে দেব, হে দামোদর, হে অনন্ত-বিষ্ণে !
 এ দীনের প্রতি প্রভু হওগো প্রসন্ন ॥
 বহুবিধ ভব-দুঃখে হইয়া পীড়িত ।
 তব পদে মম শির করিয়াছি নত ॥
 সাধন-ভজন-হীন অতি দীন আমি ।
 তব অদর্শনে নিজে মৃত-তুল্য মানি ॥
 আমি হেন অজ্ঞ ব্যক্তি নাহিক ভুবনে ।
 উদ্ধারহ মোরে প্রভু কৃপা-দৃষ্টি দানে ॥
 ওহে অগতির গতি, করুণা-নিধান ।
 নয়ন-গোচরে মোরে কর অবস্থান ॥

[মূল শ্লোক - ৭]

“কুবেরাশ্রজৌ বন্ধ-মূর্ত্যেব যদ্বৎ
 ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তি-ভাজৌ কৃতৌ চ ।
 তথা প্রেম-ভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
 ন মোক্ষে গ্রহো মেহস্তি দামোদরেহ ॥”

[সরলার্থ]

ওহে দেব দামোদর, যশোমতী-সুত ।
 মাতা-পাশে উদ্বলিত হৈলে শৃঙ্খলিত ॥
 কুবের-তনয় দ্বয়ে করিলে উদ্ধার ।
 বৃক্ষরূপে ছিল যাবা গোকুল-আগার ॥
 নারদ-শাপ হ'তে তাবা হ'ল বিমোচন ।
 তব দর্শন-স্পর্শন পাইল যখন ॥
 তাঁদিগে দানিলে ভক্তি, হে ভক্ত-বৎসল ।
 তাঁদের মনের বাঞ্ছা হইল সফল ॥
 সেইরূপ প্রেম-ভক্তি দাও মোরে প্রভু ।
 অন্য কোন মোক্ষ-বাঞ্ছা নাহি মোর কভু ॥

[মূল শ্লোক—৮]

“নমস্তেহস্ত দায়ে সুরদীপ্তি-ধামে
 ত্রদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্ত্র ধামে ।
 নমো রাধিকায়ৈ ত্রদীয়-প্রিয়ায়ৈ
 নমোহনন্ত-লীলায় দেবায় তুভ্যাম্ ॥”

[সরলার্থ]

হে দেব, তব উদর-বক্ষ-মহাপাশে ।
 বার বার নমস্কার করি ভক্তি-বশে ॥
 ব্রহ্মতেজের আশ্রয় ও বিশ্বের আধার ।
 এ হেন উদরে তব করি নমস্কার ॥
 গোপীগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধিকা সুন্দরী ।
 তব প্রিয়তমা বলি' তারে নমস্কারি ॥
 প্রভো, তব লোকতর অনন্ত-লীলায় ।
 কোটি কোটি বার মুই প্রণাম জানাই ॥

— শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিত্বষণ

বাণেশ্বর

(পূৰ্ণাঙ্গকাণ্ডিত ২৪শ বই ১-২য় সংখ্যে ৩৬৮ পৃষ্ঠাৰ পৰা)

শ্রীশঙ্কৰ দেৱল অৱতৰ নাই তুলিতে নাছিলহা : তখন শ্রীমন্ত অদি,
গদা ক বাণেশ্বৰা বাণ দুবেৰ বৈষ্ণৱপদে বিদ্যাপ কৰিলেন : শ্রীমন্তপুত্ৰ
বাণেশ্বৰা বাণেশ্বৰ শ্রীকৃষ্ণ নৰীয়া ললাহন কৰিলেহা : শ্রীমন্তপুত্ৰ
দুৰদাৰ্থ্যে কৃষ্ণাঙ্গ আৰু কৃষ্ণৰ্ণ বগলৈকে নিপতিত হইলৈ বাণেশ্বৰ বৈষ্ণৱ
বহুদাৰ্থ ললাহন কৰিল। ইহা বোধহা নাগেশ্বৰ লতাভাজন পৰিত্যক্ত-
পূৰ্ণাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণন কৰিহা বাজায়ে অৱতৰ হইল : নগোতৰ এৰ কালে পক্ষপত
বহুকে দুই দুইটি বাণ বোজহা কৰিল। আচম্ভ্যপতি-সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ কামাৰ
ললাহন বহু হেৰন কৰিহা ততোধিক বাণদি, বহু ক অৱতৰকে নিহত কৰিহা
পাকতক-অৰি ক'হালহ। তখন বাটখা ন'দুই বাণেশ্বৰেহা তাতা কৃষ্ণকোলে
নেহা নৰীয়ে পুত্ৰেৰ আশ-বৰ্ণৰ্ণে শ্রীকৃষ্ণে নসুবে উপাৰ্জত হইল।
শ্রীকৃষ্ণ নৰীয়ে-বৰ্ণানব অনাতিএনে কৃষ্ণ কামাৰীল দুই নাগেশ্বৰ দেই তয়েংগে
পুৰাননা আবেশ কৰিহা :

শ্রীকৃষ্ণ কৃতমণ্ডকে বিতৰ্জিত কৰিলে দিগামণিগুণ ত্ৰিমন্তক বোহোৰ
শ্রীকৃষ্ণাঙ্গবুধে বাণিত ৩৭৮। তখনাব শ্রীকৃষ্ণ শৈ আকৈ ধৰ্ম্ম কৰিহা
বহু বৈষ্ণৱপদেহা গুটি কাৰিলেন : শৈ-অৰ ক বৈষ্ণৱ অৱেন বহো কীৰ্ত্তন কৃষ্ণ
আৱতৰ হইল। শৈক অৱেন বৈষ্ণৱ পৰাতিত কৰহা শিবজৰ অকৃত্ত আশে
ক অতঃপৰ কৰিহা না পানিহা : শ্রীকৃষ্ণ-নৰীয়ে পৰল কৃষ্ণপুৰুষ কৰিহা
তাৰে শ্রীকৃষ্ণেৰ গুনগুণি নৰিলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীত বইহা বলিলেহা,—“নে কৃষ্ণ-
অন, অৰিহা তেনোম শ্রীত বহুত বইহা'হ। অতএব বৈষ্ণৱপদ বইহা তেনোম
কত কৃষ্ণ বইহা। হাৰ্য্যজ অৰিহাৰে এহি বৈষ্ণৱ অৱ কৰিহা, তাহাৰ
আহ অৱতৰ হা'নবেহা।” শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে শৈক অৰ শ্রীকৃষ্ণকে
এহনে কৰিহা গুণাৰ কৰিল।

অৱতৰ নাগেশ্বৰ বহু আশ্চৰ্য্যকৰপূৰ্ণাঙ্গ সুদাৰ্থ পুৰুষ। শ্রীকৃষ্ণেৰ শিকট
উপাতিত হইল। এহি লঙ্কেশ্বৰকে বিবিধ অস্ত্ৰ বাণপুৰুষ শ্রীকৃষ্ণেৰ এতি

বর্ষণ করিতে লাগিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শচক্রেদ্বারা বাণাসুরের ভুজসমূহ ছেদন করিতে লাগিলেন। বাণাসুরের বাহুসমূহ ছিন্ন হইতে থাকিলে শ্রীশঙ্কর শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—“হে দেব! আপনি পরব্রহ্ম; কেবলমাত্র শুদ্ধচিত্ত ভক্তগণই আপনার দর্শন-লাভে সমর্থ। ধর্ম্ম-রক্ষার্থ আপনার অবতার। আপনি অন্তর্যামী ও সর্বকারণ কারণ। জীবগণ আপনার মায়ায় বিমোহিত ও স্ত্রী-পুত্রাদিতে অত্যাশক্ত হইয়া কেবল দুঃখ পাইতেছে। যে-জীব ইন্দ্রিয়বশীভূত হইয়া আপনার প্রদত্ত ভজন-যোগ্য এই নরদেহ লাভ করিয়াও আপনার পাদপদ্ম-সেবায় বিমুখ, সে বস্তুতঃই শোচনীয় ও আত্মবঞ্চক। যে-ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত হইয়া পরমাত্মীয় স্বয়ং ভগবান্ আপনাকে পরিত্যাগ করে, সে অমৃত পরিত্যাগপূর্বক বিষ ভক্ষণ করে।” এইরূপ বহুবিধ স্তব করিয়া মহাদেব তাঁহার প্রিয়-সবক বাণাসুরের প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—“এই বাণাসুর মদীয় ভক্ত বলিরাজের পুত্র বলিয়া এবং ‘তোমার বংশ-জাত সম্ভান আমার অবাধ্য’—প্রহ্লাদকে এইরূপ বর-প্রদান হেতু এই বাণাসুর আমার বধ্য নহে। আমি কেবলমাত্র ইহার দর্প বিনাশের জন্য ইহার ভুজ-সমূহ বিনষ্ট করিয়াছি; এখন তাহার মাত্র চারিটি ভুজ অবশিষ্ট আছে। এই বাণাসুর জরামরণ-রহিত এবং সর্বত্র ভয়শূন্য হইয়া আপনার পার্শ্বদগণ মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবে।”

অনন্তর বাণাসুর অভয়লাভ করিয়া অবনতমস্তকে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম-পূর্বক উষার সহিত অনিরুদ্ধকে রথে আরোহণ করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আনয়ন করিল। শ্রীকৃষ্ণ সপত্নীক শ্রীঅনিরুদ্ধকে রাজধানিতে পাইয়া সকলেই পরমানন্দিত হইলেন।

—শ্রীরামানন্দদাস ব্রহ্মচারী

একটি পত্র

ALL GLORY TO SHRI SHRI GURU AND GURANGA

Shri Nabajyendra Brahmacharya, Sri Goudiya Vidanta Samiti
Bhakti-Bandhan (Govt. Regd.)

Printer & Publisher,

P.O. Nabadwip (Nadia).

SHRI GOUDIYA-PATHIKA

Ref. No. L-4574

Dated 16.1.74

শ্রী শিবকামচন্দ্রনাথ অস্বাধা দত্তবরতিপুর্নিকেষু —

* * * * * অদর্শেণৈব স্মরে মেধা ভোম'ব টিটু পাইন'ত। শোইকার্কে
লি'নিং আমায় স্মর পাইবা তুর্গেত হইয়াছে ভা'নিত। পারিয়া অতীত যাবিত
কই'ছি। তোমাকে লিখিও নিচ' অ'মায়ের কি মঙ্গল হইয়ে। তোমা'র
প্রতি কত টান, কত প্রীতি—ভা'স; লিখিও মা'ন'র প্রকলন করা'য় হত'ব।
ভক্ত'পার বাহ্য'র প্রতি রেহ-প্রীতি রয়েছে—একবা সুখামুখী বলিতে বা'ত'বো'র
যাক'—ওঁ লক্ষ্য এবং প্রাক'দা'র মা'বে তরি। এই মৈত্রিয়া'র কণ্ঠে যত
কিছু দেশা বা'ত'র যার; অ'বেক প্রক'পুস্তক প্রকৃতিতে ইহা'ন্ত উন্নয়
দেখিয়াছি যে, "মামি ভোমাকে য'কে'বে বেই ভা'ল'লি—প্রা'ব'র থেকে'ক
যেই ----"—প্রকৃতি বে'বে-মা'দ'ব'র উর্জি'য়েই এ'ব' লাই বা' প্রাক'র কণ্ঠ'কে
অ'বেক য'র নি'কে'র জা'ল। হ'দিন এ'ব'র চ'র অ'ব'র ভা'ল'লি'র সাজি'বার
কত ঐশ্বর্য টকি'কিয়া থাকে। ভা'ল'ল'লী'র স'ল'ল' অ'র একটি অ'ভি'য়াকি
এই বে, অ'ম'ক ল'ব'র কণ্ঠে প্রীতি-সু'দে'র বি'র্দ'ন দে'ব'ই'ব' অ'বেক প্রক'র-
প্রা'বে অ'ল'ক'ই'ব' ক'হিয়া য'কে—হ'ত'ল'ন দো'ত'ই' টি'। অ'ন'র য'ব'র্ষ
এ'ল' হ'ই'ক জা'র না'ই' হ'ই'ক নি'কে'। বা'হ'র ল'ই'ব'ব' কণ্ঠে প্রা'ব'ল' নি'কিত
য'ব'ি'য়া 'ভূ'ব'ল'লি' সু'ব'ী'ত'ব'লী' কণ্ঠ'ই'ই'ব' অ'ব'র প্রক'র দিয়া বা'হ'ল'লি'
ক'ই'ব'ব' য' প্রক'ল'লি'ত ভ'ল'িয়া উ'ল'। স'ল'ল'ই'ব' ল'ব' যাক'—ওঁ প্রাক'র অ'ব'ল'ল'র
ভি'কি'ত ভা'ল'ল' প'ল'ল'। সু'ব'র্ষে কা'র্কে'র মা'দ'ল'ল' তে'হ-প্রীতি কুটি'য়া
উঠ'ই'ব' ভা'ল'। প্রে'হ-প্রীতি ভ'ব'ব'ক'জ'ল'ল' অ'ব'ব'ক'ল'লী' ক'ই'ব'ই'
বা'হ'ল'ল'। এ'ই' ম'দ'ল'ল'ে 'আ'ম'র অ'ব'ক' স'ল'ল'ল' সু'ব'ব'ক'ক'ক'ক'ল'ল'ল'ল'ল'
পাই'ই'ব' ল'ল'ি' বা' অ'বেক পাই'ব' য'কে'ব—কিছু ভা'ল'ল'। কি' ল'ব'র্ষ যাক'ব'
ভি'ব'র বে' কো'ল' ভা'ল'ল' য'ই'ব' বা' কো'ল' ল'ব'ল'ল'ল'ল'। য'ব'ল'ল'ল', য'ব'ল'ল'ল',
য'ব'ল'ল'ল'। য' কো'ল' ল'ব'ক' বি'দ'। এ'ক'ট' বা' এ'ক'ট' ল'ব' বা' ম'ব'ল'ল'ল' ক'হিতে
কই'বে—ই'ন'ই' প্রক'ল'ল' টি'ব'ল'ল'ল'ল'। এই ক'ল'তে য'ল'ব' অ'ব'ল'কে কিছু

না কিছু করিতেই হইবে তখন ভূতের বোঝা বহন না করে স্বরূপ উপলব্ধির মাধ্যমে এমন কিছু করে যেতে হবে তাহার পরিণতি জড়-জগতের কামনীয় হইবে না। একটা কথা আছে মারিচ যখন রাবণের দ্বারা নির্দেশিত হইল যে, তাহাকে যেন-তেন প্রকারেণ সীতাহরণের একটা উপায় করিতে হইবেই হইবে ; তখন সে ভাবিল, “আমার জীবন হয় রামের হাতে, নচেৎ রাবণের হাতে যাইবেই। সুতরাং মরিতেই যখন হইবে তখন ‘রামের হাতে মরাই শ্রেয়ঃ।’” অতএব আমাদিগকে যখন ইহ জগতে কিছু না কিছু করিতেই হইবে তখন শাস্বতঃ বস্তুর সন্ধানে জীবনকে উৎসর্গ করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের পরিচয় হইবে—ইহাই যথার্থ সিদ্ধান্ত।

তোমার ভাব-গতিক সম্পূর্ণ না জািলেও গতি বিধি দেখিয়া বড়ই হতাশা হয়। তুমি তোমার মতকে পরিবর্তন করিয়া পূর্বে যে চিন্তাধারায় পদক্ষেপ করিয়াছিলে তাহাতে যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার প্রয়াসী হও। জীবনে বহু বাধা-বিপত্তি, ঘাত-প্রতিঘাত, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, উপেক্ষা-তিনিষ্কা আসিবেই—ইহা আমাদের ন্যায় বদ্ধজীব রোধ করিতে পারে না। সুতরাং অনলে যখন দগ্ধীভূত হইতেই হইবে তখন আদর্শকে স্মান করে লাভ কি? উন্নত আদর্শ মানুষের মৃত্যুতেও অমরত্ব দান করে।

তোমাকে দেওয়া আমার বইগুলি তুমি ফেরৎ দিবে লিখিয়াছ। কিন্তু কেন? আমি কি সেইগুলি পুনঃ লওয়ার জন্য তোমাকে দিয়াছি? কাহাকেও কোন বস্তু দিলে ‘উহা আমি ফেরৎ লইব’—এই সঙ্কীর্ণ মনোভাবের কথা চিন্তা করিতেও আমার বড়ই ঘৃণা হয়। উহা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণতা বলিয়া আমি মনে করি। এমনকি, যদি কাহাকেও কোন জিনিষ দেওয়ার পর তাহার সহিত আমার আদর্শগত মতভেদ হয়, তথাপিও সেই জিনিষের প্রত্যাশী আমি নহি। বড়জোর তাহা থেকে আমি নিরপেক্ষ বা নেপথ্য ভূমিকা অবলম্বন করিব। কোন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বিবেকবান্ ব্যক্তি যেমন থু মাটিতে ফেলে পুনঃ উহা চেটে খায় না, সেইরূপেই দৃঢ়তা থাকা বাঞ্ছনীয়। আর একটি কথা কি জান? শ্রদ্ধায় বা স্নেহবশে কোন বস্তু শ্রদ্ধেয় বা প্রিয়জনকে দিলে উহা ফেরৎ আসিবার উপক্রম হইলে হৃদয়ে বড় আঘাত বা ব্যথা লাগে। তার দংশন-জ্বালা এত তীব্র, যাহা অসহনীয়—অব্যক্ত।

তুমি হরিভজন করিতেছ ও করিবে—এই জন্যই তুমি আমার প্রিয়, অতি আপন জন—শুধু তাই নয়, তুমি আমার প্রণয়। আমার হরিভজনে

সহায়করূপে তুমি একজন অকৃত্রিম বান্ধবরূপে থাক—ইহাই তোমার নিকট আমার প্রার্থনা।

একটি কথা, ছিলানীকৃপী শান্তির অপপ্রয়াসে যদি কখন কোন আপামর সতীর্থের বিরহে শান্তির প্রয়াস খুঁজে পেতে চায়, তবে সে জন নিতান্ত নির্বোধ—দুর্ভাগা ব্যতীত আর কি? সতীর্থের বিচ্ছেদ-জ্বালা কত দুর্ব্বিসহ বেদনাদায়ক তাহা ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয়।

ক্ষুরস্বাধারার ন্যায় ইহ জগতের চলন্তিকা, তাই আমাদেরকে খুব সন্তর্পণে, খুব সাবধানে এগুতে হবে লক্ষ্যস্থলের দিকে। বৈষ্ণবগণ গুরুবর্গস্থানীয়, তাঁহারা ই ভ্রান্ত পথিকের যথার্থ পথ প্রদর্শক—তাঁহারা ই জগতের প্রকৃত জীব-দরদি বান্ধব—আপনজন। দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়া ভয় পেয়ে না। মাঠে বাণীই আমাদের জীবাঁতু।

বৃহৎ লাভ পেতে হলে জীবনে বহু ঝুঁকি (Risk) নিতে হয়—ভয় পেলে উত্থানের সম্ভাবনা কোথায়? প্রকৃত মানুষের মত জগতে বেঁচে থাকতে চাওয়াটাও একটা বীরত্ব। ভীকুর ন্যায় জীবন ধারণে মনুষ্যত্বে ও পশুত্বে পার্থক্য কোথায়? যাক, সময় খুব সঙ্কীর্ণ—বহু কিছু বলার থাকিলেও লেখা সম্ভব হইল না। সাক্ষাতে বিশদভাবে আলোচনা করিব। তোমার দর্শনের প্রতীক্ষায় রহিলাম। তুমি আমার দণ্ডবৎ গ্রহণ করিবে ও তত্রস্থ সকল বৈষ্ণববৃন্দকে দণ্ডবৎ প্রণতি জানাইবে—ইহা প্রার্থনা। ইতি—

প্রণত দাস—

“নবযোগেন্দ্র”

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য

প্রায় পাঁচশত বৎসরের পূর্ব্বের বঙ্গদেশের কথা। বাংলার ঘরে ঘরে তখন প্রতিভাধর পণ্ডিতের প্রাচুর্য্য। পণ্ডিতের বিশাল চুড়ায় যখন বঙ্গ টলমল, ঠিক সেই সময় বাংলার সমাজ জীবন নৈতিক অবনতির এক চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। সনাতন ধর্ম্ম প্রায় ধ্বংশের পথে, ব্যভিচার, অনাচার ও অস্পৃশ্যতার নিগ্রহে বাংলার তথা ভারতের সাংস্কৃতিক জীবন অক্টোপাশের বাহুবন্ধনে জর্জরিত। ধর্ম্মের অধঃপতনের এই যুগসন্ধিক্ষণে নবদ্বীপের পণ্ডিত-কূলের শ্রেষ্ঠরত্ন শ্রীকমলাক্ষ ভট্টাচার্য্যের হৃদয় বাথিত হইয়া উঠিল।

অসাধারণ দৈবশক্তি সম্পন্ন শ্রীভট্টাচার্য। জনসমাজে তিনি অদ্বৈত আচার্য্য নামেই সুপরিচিত।

প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার।

কৃষ্ণভক্তি গন্ধহীন বিষয় ব্যবহার ॥ (চৈঃ চঃ আঃ)

আচার্য্য অদ্বৈত অংশাবতার। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন কি করিলে ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, অধ্যাত্মিক মানুষ ধর্ম্মের পথে আসে, তাই—

“আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।

আপনে আচরে ভক্তি করেন প্রচার ॥”

শ্রীমদ্ভগবদগীতার আমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে দেখিতে পাই,—

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সন্তুভ্যামি যুগে যুগে ॥ (৪।৮)

ভগবানের শ্রীমুখের এই অমৃতময় বাণী মনে করিয়াই মানবদরদী অদ্বৈত—

“গঙ্গাজলে তুলসীমঞ্জরী অমুক্ণ।

কৃষ্ণ পাদপদ্মভাবে করে সমর্পণ ॥”

গঙ্গাজল তুলসী দিবে অংশাবতার পূর্ণশক্তির আবির্ভাবের জন্ত প্রাণের অসহন আবেদন জানাইলেন। মানব-সমাজের পরম কল্যাণকামী পুরোহিত অদ্বৈতের অন্তর-প্রদেশের প্রাণের আহ্বানে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগৌরান্ধ্র-রূপে ধরায় অবতীর্ণ হইলেন।

যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই ধর্ম্ম-রক্ষার জন্ত পূর্ণশক্তির আগমন করেন। সুতরাং মধ্যযুগে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্তই শ্রীভগবানের এই অবতরণ। দিব্যশিশু আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দিব্যজীবনের লীলা শুরু হইয়া যায়। বাংলার সনাতন ধর্ম্মের রক্ষকগণ এই শুভ আবির্ভাবের লগ্ন গুনিতেছিলেন। শৈশবের অলৌকিক কার্য্যাবলীর দ্বারা নবদ্বীপবাসী তখন চমৎকৃত। আশ্চর্য্যের বিষয়, শ্রীভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের বালালীলার সহিত শ্রীচৈতন্যের বালালীলার বহুবিধ সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যলীলা যে কৃষ্ণলীলারই পুনরাবৃত্তি এই কথাই পরমশ্রদ্ধা কবি শ্রীল বন্দাবন্দ্যাস, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহাদের মহাপ্রস্থে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত রচয়িতা চৈতন্যলীলার ‘বাস’ নামে পরিচিত। মহামুনি বাসের মতই দৈবীশক্তিসম্পন্ন মহাজ্ঞা বলিয়াই স্বনামধন্য শ্রীল বন্দাবন দাসঠাকুরের পক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের জীবন-দর্শনের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ সম্ভব হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে উক্ত আছে —

“একদিন ডাকি বোলে মিশ্র পুরন্দর ।
আমার পুস্তক আন বাপ বিশ্বস্তর ।
বাপের বচন শুনি ঘরে ধাই যায়ে ।
ঝুগুঝুগু কাররে নুপুর বাজে পায়ে ।
মিশ্র বোলে কোথা বাজে নুপুরের ধ্বনি ।
চতুর্দিকে চায় ছুই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ॥
আমার পুত্রের পায়ে নাহিক নুপুর ।
কোথায় বা'জল বাজ নুপুরে মধুর ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণই—এই কথাই সার্বকভাবে প্রমাণ
কবিধাটিলেন পরম ভক্তকবি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী । তাঁহার
দার্শনিক যুক্তসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখেছেন—

প্রভু, কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার ?
রায় কহে, ‘কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ।’

আবার তিনি বলেছিলেন—

‘উপাস্ত্রোমধ্যে কোন্ উপাস্ত্র প্রধান ?’
‘শ্রেষ্ঠ উপাস্ত্র যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম ।’

এই সমস্ত উক্তির দ্বারা বৈষ্ণবদর্শন সম্যগ্ভাবে আলোচিত হইয়াছে ।
কিন্তু তদনেকা মূল্যবান শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রকৃতরহস্যের মূল্য বিশ্লেষণ ।
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অদি খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে আছে—

“নন্দমুত বলে ধীরে ভাগবতে গাই ।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গৌসাক্ষি ॥”

শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে-প্রেমময় বিগ্রহ বৈষ্ণবগণের চির আরাধ্য সেই যুগল-
মূর্তির ভীষণ বিগ্রহরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই অবনীতে এসেছিলেন । শ্রীল
কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যলীলার সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা দিয়াছেন,—

“রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি ।
অত্মোত্তে বিলাস, রস আশ্বাদন করি ।
সেই দুই এক তবে চৈতন্য গোসাক্ষি ।
রস আশ্বাদিতে দৌহে হৈলা এক ঠাই ।”

তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যে তাঁহার পারিষদগণ কখনও রাধাভাবে আবিষ্ট,
কখনও কৃষ্ণভাবে আবিষ্ট দেখিয়া বিস্মিত হইতেন । গভীর-সীলার শ্রীমন্
মহাপ্রভুকে দেখা যায়, কৃষ্ণবিরহে আকুল হ’য়ে তিনি বলেছেন—

“বল সখি কি করি উপায়।

কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে কৃষ্ণপাব
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায় ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় দেখা যায় মৃদ-ভক্ষণ লীলা আর
শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলাতেও আমরা মৃদ-ভক্ষণ দেখিতে পাই—

“একদিন শচী খই সন্দেশ আনিয়া।
বাটা ভরি’ দিয়া বলে খাও ত’ বসিয়া ॥
এতবলি গেলা শচী গৃহকন্মাদি করিতে।
লুকাঞ লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা দেখিতে পাই, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর
পুরোহিত গর্গাচার্য্য নামকরণের পর বলেছিলেন—

তস্মানন্দান্নজোহয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ।
—শ্রিয়া কীর্ত্যানুভবেন গোপায়স্ব সমাহিতঃ ॥ (ভাঃ ১০ চাঃ ১৯)

অর্থাৎ, হে নন্দ ! তোমার এই পুত্র-সম্পদ, সদগুণ-কীর্ত্তি এবং প্রভাবে
নারায়ণের সমান হইবে। অতএব সাবধানে এই পুত্রকে পালন কর।

শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলায় আমরা দেখিতে পাই—

অঙ্কে লইয়া শচীদেবী তাঁরে পিয়াইল স্তন ॥
স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল।
সেই চিহ্ন পারে দেখি মিশ্রে বোলাইল ॥
দেখিয়া মিশ্রের হইল আনন্দিত মতি।
গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্তী ॥

মুহূর্ত্তমধ্যে শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তী তখন বলেছিলেন—
লগ্ন গণি পূর্বে আমি রাখিয়াছি লিখিঞা ॥
বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ ভূষণ।
নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত চরণ ॥
এই শিশু সর্বলোকের করিবে তারণ।

আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করিয়া দেখি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি
পুরোহিত গর্গাচার্য্যের ষে-উক্তি, শ্রীচৈতন্যের প্রতি নীলাম্বর চক্রবর্তীরও যেন
একই কথার পুনরাবৃত্তি। এইসকল সাদৃশ্য শ্রীচৈতন্যলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলায়
একইরূপে পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা মহাপ্রভুর শ্রীমুখেই তাঁহার জন্ম-রহস্যের ইঙ্গিত পাই। একদিন এক জ্ঞানী জ্যোতিষের নিকট মহাপ্রভু তাঁহার পূর্বজন্মের রহস্য জানিতে চাহিলেন। তখন জ্যোতিষ গণনা-কার্য্য করে দেখলেন—

“গণি ধ্যানে দেখি সর্বজ্ঞ মহাজ্যোতিষ্য ।

অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড সবার আশ্রয় ॥

পরতত্ত্ব পরমব্রহ্ম পরম ঈশ্বর ।”

* * * *

জগৎপতিকে সম্মুখে দেখিয়া জ্যোতিষ নীরব রহিলে শ্রীমহাপ্রভু সহাস্যে বলিয়াছিলেন—

“পূর্বে আমি জাতিতে আছিলাম গোয়াল ।

গোপগৃহে জন্ম ছিল গাভীর রাখাল ॥”

অলৌকিক মায়ায় সেই জ্যোতিষ বলিয়াছিলেন—

“সেইরূপে এইরূপে দেখি একাকার ।

কভু ভেদ দেখি এই মায়ায় তোমার ॥”

শ্রীভাগবতের শ্রীকৃষ্ণকেই আমরা শ্রীগৌরসুন্দররূপে দেখিতে পাই। প্রভু অদ্বৈত আচার্য্যের বিহ্বল প্রার্থনায় যেমন পরমশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার হৈয়ালী ভাষায় লেখা পত্রে তিনি তাঁর নরলীলা সংবরণের ইঙ্গিত জানাইয়া দিয়াছিলেন ; যথা—

— “বাউলকে কহিও, লোক হইল আউল ;

বাউলকে কহিও, হাটে না বিকায় চাউল ।

বাউলকে কহিও, কায়ে নাহিক আউল ;

বাউলকে কহিও, ইহা কহিয়াছে বাউল ॥”

ভক্তের মহিমা রক্ষা করিয়া মহাপ্রভু মহৎ কার্য্যশেষে তাঁর মানুষী তনু সংগোপন করিলেও তাঁর বাঙ্গালীমূর্ত্তি নিতাই বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য একই সূত্রে গাঁথা—শুধু রসগত বৈচিত্র্যই পরিলক্ষিত হয়। সর্বোপরি বলা যাইতে পারে কেশব ভারতীর সার্থক নামকরণ—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জয়তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

—শ্রীনিভাষচন্দ্র চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি (জলপাইগুড়ি)

গ্রাহক নং - ৫১৩৫

দক্ষিণ ভারত-পারিক্রমা-প্রসঙ্গ

(পূর্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪১০ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমন্দিরের দারোদ্বাটন হইলে আমরা সুষ্ঠুভাবে শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও পরিক্রমণ করিয়া সন্নিকটস্থ জগদগুরু শ্রীশীল সরস্বতী প্রভুপাদের স্থাপিত কলিপাবনাবতারাী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পাদপীঠ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ পরিমার্জন ও ধৌত করায় অর্চন-পূজন সমাপ্ত হইলে আমরা সেখান হইতে পুনঃ পদব্রজে পর্বতের পাদদেশে অবতরণ করি এবং পুনরায় বাসযোগে ফেশনে প্রত্যাবর্তন করি। পরে বিশাখাপটমে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগৃহীত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজের স্থাপিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ দর্শন করিলাম। মঠরক্ষক শ্রীপাদ পুরুষোত্তমদাস ব্রহ্মচারী প্রভু আমাদেরকে সিংচালন দর্শন এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে সহায় সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। তজ্জন্ম তিনি সকলের প্রশংসাভাজন হন। ঐদিন বৈকালে অধিকাংশ যাত্রীই বিশাখাপটম বন্দরের প্রসিদ্ধ জাহাজ কারখানা এবং সহর দর্শন করেন।

এইস্থান হইতে আমরা সন্ধ্যায় পানানুসিংহ দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে মঙ্গলগিরি অভিযুখে যাত্রা করি এবং তৎপর দিবস সকাল বেলা আমরা মঙ্গলগিরি ফেশনে পৌঁছিলে প্রায় অর্ধমাইল দূরে অবস্থিত শ্রীলক্ষ্মী-নৃসিংহদেবের শ্রীমন্দির দর্শন করিলাম। সন্নিকটস্থ মঙ্গলগিরি পর্বতে আরোহণ আরম্ভ করিলে প্রথমে জগদগুরু শীল ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পাদপীঠ দর্শন ও পরিক্রমণ করতঃ মোট ৪৪৮টি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া পর্বতোপরি শ্রীপানানুসিংহ-মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। ‘পানা’ শব্দের অর্থ সর্বৎ। যে-নৃসিংহদেব সর্বৎ পান করেন তিনিই পানা-নৃসিংহ বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। ভক্তগণ তাঁহাকে পানা অর্থাৎ সর্বৎ ভোগ দেন। ভগবান ঐ পর্বতের অধঃভাগ পান করিয়া বাকী অর্ধভাগ প্রসাদরূপে ভক্তগণকে প্রদান করেন। কথিত আছে ভগবান নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুরকে বধ করিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

অতঃপর আমরা ঐদিনই শ্রীতিরুপতি-বালাজী অভিযুখে যাত্রা করিয়া ইং ২৭।১০।৭৩ তারিখে সকাল বেলায় রেণিগুটা হইয়া তিরুপতি ইষ্ট ফেশনে পৌঁছি। ফেশনের নিকটস্থিত দেবস্থানম্ ট্রাক্টের বাসভ্যাণ্ড হইতে বাসযোগে তিরুমলাই পর্বতোপরি আঁকা-বাকা পথ অতিক্রম করিয়া শ্রীতিরুপতি

বালাজী-মন্দিরে উপনিত হই। অনেক যাত্রীগণ তিরুপতি হৈষ্ট ট্রেন হইতে প্রায় সাত মাইল পার্বত্য-পথে পদব্রজে উক্ত শ্রীমন্দিরে যাতায়াত করেন। বাহারা পদব্রজে যাত্রা করেন তাঁহারা প্রথমে তিরুম্বালাই পর্বতের পাদদেশে কপিল তীর্থে স্নান করতঃ কপিলেশ্বরকে দর্শনান্তে পরে বেকটাচলে (তিরুম্বালাই পর্বত) শ্রীবালাজীর দর্শন করেন এবং সেখান হইতে অবতরণ করিয়া তিরুপতিতে শ্রীগোবিন্দজ্যোতির দর্শন করেন।

আমরা সেখানে সর্ব প্রথমে স্বামী পুষ্করিণীতে স্নান করতঃ (কেহ কেহ জলস্পর্শ করিয়া) শ্রীবালাজী দর্শনের জন্য বাধ্য হইয়া প্রতীক্ষাময়ে লাইন দিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বহু কষ্টে ভিন্ন ঠেলিতে ঠেলিতে ৬ ঘণ্টার অধিককাল প্রতীক্ষার পর শারিবদ্ধভাবে মন্দিরের মূল বেদীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম। দর্শনাথীর একপাশে ভিন্ন ভারতের অন্ত কোন তীর্থে দর্শন-গোচর হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যে এই মন্দিরে সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধাশ্রমী হয়, ফলতঃ এই মন্দির বর্তমানে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন এবং ধনাত্মক ; ইহা যথার্থই বৈকুণ্ঠ। ‘তিরু’ অর্থে শ্রী-সম্পন্ন এবং ‘মলয়’ অর্থে পর্বত। অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন পর্বত অথবা ‘বেঙ্ক’-অর্থে পাপ, ‘কট’ অর্থে নাশক এবং ‘অচল’ অর্থে পর্বত। সুতরাং বেকটাচল অর্থই পাপনাশক পর্বত।

শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে যে-স্থানে মুণ্ডণ-সংস্কার করা হয় তাহাকে কল্যাণকট বলে। এখানে কেশ-মুণ্ডনের প্রত্যেক অধিক মাহাত্ম্য যে, বর্তমানে আধুনিক পাশ্চাত্যের আবহাওয়াতেও শিক্ষিত যুবক-যুবতী এমনকি সধবা-স্ত্রীগণও কেশ-মুণ্ডন করিয়া স্বামী পুষ্করিণীতে স্নানান্তে শ্রীবালাজীর দর্শন করেন।

প্রাচীনকাল হইতেই শ্রীবালাজীর দক্ষিণাত্যে মান্যতা আছে। এই স্থানকে শাস্ত্রে বৈকুণ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং উক্তস্থানে স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ ও লক্ষ্মীদেবী শ্রীবিগ্রহ-রূপ লইয়া বালাজী ও লক্ষ্মীরূপে প্রকটিত আছেন। স্কন্দপুরাণানুসারে যজ্ঞ-তপ-দান এবং অন্যান্য তীর্থ স্নানে যে-ফল লাভ হয় তাহার কোটীগুণ অধিক ফল শ্রীবালাজী দর্শনে হইয়া থাকে। শ্রীল রামানুজাচার্য্য এবং তাঁহার সমপর্য্যায়ের পূর্বপুরুষ সকল আচার্য্যগণ শ্রীবালাজীর বিশেষ প্রদ্বাসহকারে সেবা করিয়া আসিয়াছেন। এখনও সেখানকার সেবা-পূজা শ্রী-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণই করিতেছেন।

তদনন্তর পূর্ব নির্দ্ধারিত সূচী-অনুযায়ী আমরা বিষ্ণুকাঞ্চি ও শিবকাঞ্চি দর্শনের প্রয়াসে রেণিগুটা হইতে আর্কোণাম্ হইয়া কাঞ্চিপুরে ইং ২৯/১০/১৩

তারিখে বেলা প্রায় ১২টার সময় পৌঁছি। কাঞ্চীপুরম্ অর্থাৎ স্বর্ণ-নগরী। ভারতে অযোধ্যা, মথুরা, বৃন্দাবন, মায়া বা হরিদ্বার, কাশী, অবন্তিকা ও কাঞ্চী—এই সাতটি মহাতীর্থের মধ্যে কাঞ্চীভরম্ বা কাঞ্চীপুরম্ একটি অন্যতম। ইহাকে দাক্ষিণাত্যের কাশী বলা হয়। কাঞ্চীপুর দুইভাগে বিভক্ত—বিষ্ণুকাঞ্চী ও শিবকাঞ্চী। বিষ্ণুমন্দিরের নামানুসারে ঐ স্থানের নাম বিষ্ণুকাঞ্চী। শিবকাঞ্চীর শিবকে একাম্রনাথও বলা হয়; এখানে কামাক্ষী দেবীরও মন্দির আছে। এতদ্ব্যতীত সহরের মধ্যে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি নামে সাতটি তীর্থ আছে। কথিত আছে, এই সকল তীর্থে স্নান করিলে বহুপ্রকার পাপ ক্ষয় হয়; শ্রীবামনদেবের মন্দিরও আছে। বৈষ্ণবদর্শন কামনায় আমরা প্রথমে শিবকাঞ্চী দর্শনে যাই। দক্ষিণ-ভারতে শিবের পঞ্চমূর্ত্তি অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম মূর্ত্তিরূপে বিরাজমান। শিব-কাঞ্চীতে ক্ষিতি-মূর্ত্তি, ঈশ্বরেশ্বরে অপ-মূর্ত্তি, তিরুবনমলায়ে তেজো-মূর্ত্তি, কালহস্তীতে বায়ু মূর্ত্তি ও চিদাম্বরমে ব্যোম-মূর্ত্তি বিদ্যমান। শিবকাঞ্চীতে শ্রীবিগ্রহ মন্মথ বলিয়া জল, পুষ্প বা ভোগদ্রব্য কিছুই দেবাজ্ঞে অর্পিত হয় না।

ভারতের দাক্ষিণপ্রান্তে অধিকাংশ প্রাচীন মন্দিরগুলি অপেক্ষা গোফুর-গুলি (তোরণ, বহির্দ্বার) অধিক উচ্চ ও আপাদমস্তক কারুকর্ষো সুশোভিত। আমরা বৈষ্ণবপ্রবর দেবাদিদেব মহাদেবের কৃপাভিক্ষা করিয়া বিষ্ণুকাঞ্চী দর্শনে উপনিত হইলাম। তথায় প্রথমে শ্রীনৃসিংহদেব দর্শন করিয়া শ্রীবরদারাজ স্বামী-বিগ্রহের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। মূল মন্দিরে উঠিবার পাঁচটি সোপান রৌপ্যদ্বারা মণ্ডিত। শ্রীবিগ্রহ চতুর্ভূজ বিষ্ণু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বহুবিধ রত্নালঙ্কারে ভূষিত। মস্তকের রত্নময় কিরীটে হীরকগুলি দীপালোকে উজ্জল দীপ্তিমান দেখাইতেছিল। বিষ্ণুকাঞ্চী শিবকাঞ্চী অপেক্ষা অধিক শ্রীবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া মনে হইল। এক সময় স্বয়ং ব্রহ্মা এই কাঞ্চীতে আসিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অর্চন করিয়াছিলেন। এখানকার বেদবতীধারা সরস্বতী-ভাগীরথীর ন্যায় দাক্ষিণাত্যে পূণ্যসলিলা। (ক্রমশঃ)

—শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী

মুদ্রণ-প্রমাদ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ২৫শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৬০ পৃষ্ঠায় “সন্দর্ভ সার” শির্ষক প্রবন্ধের ৮ম পংক্তিতে “রোহিণীহরণার্থ” এর স্থানে “রুক্মিণীহরণার্থ” হইবে।

— প্রকাশক

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয় প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইবেন।
- ২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'২৫ টাকা। ভারত ও বাংলাদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রায় ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। তি. পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।
- ৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা, লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।
- ৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে সত্তর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড লিখিবেন।
- ৫। শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন। নচেৎ কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।
- ৬। শ্রীমন্নহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। দীর্ঘমূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সং-আলোচনা সর্বদা আদরণীয়।
- ৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে ‘কার্য্যাধ্যক্ষ’ অথবা ‘প্রকাশক’, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্যালয়, তেঘড়িপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) — ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

- ১। সিদ্ধাস্তরত্নম্ (ভাষ্য পীঠকম) — ১২'০০ ২। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী) — বার্ষিক ভিক্ষা ৫'০০ টাঃ, ৩। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ (পরি-দ্বিত সংস্করণ) — ৩'০০ টাঃ, ৪। সাংখ্য-বাণী — ০'২০ টাঃ, ৫। মায়াবাদের জীবনী বা বৈষ্ণব-বিজয় — ৩'০০ টাঃ, ৬। Shri Chaitanya Mahaprabhu — 1'00.
- ৭। প্রেম-প্রদীপ — ২'০০ টাঃ, ৮। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী — ১'৫০ টাঃ, ৯। শরণাগতি (যামুন-ভাবাবলীসহ) — ০'৭৫ টাঃ, ১০। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ — ০'৫০ টাঃ, ১১। জৈবধর্ম (বাংলা) — ৫'০০ টাঃ, ১২। ত্রৈ (হিন্দী-সংস্করণ) — ১০'০০, ১৩। শ্রীশ্রীমন্নহাপ্রভুর শিক্ষা — ২'০০ টাঃ, ১৪। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ — ১'০০ টাঃ, ১৫। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা — ১'৫০ টাঃ, ১৬। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণখণ্ড) — ১'২৫, ১৭। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী (প্রাচীন-কাব্য) — ১'০০ টাঃ, ১৮। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা — ২'০০ টাঃ, ১৮। শ্রীদামোদরাষ্টকম্ — ০'৫০ টাঃ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত

তত্ত্বভাৰ-প্ৰচাৰ-কেন্দ্ৰসমূহ

- ১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক।
- ২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)
রক্ষক—ত্ৰিদণ্ডিস্বামী শ্ৰীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবভ মহাৰাজ।
- ৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, পোঃ মথুৰা, (মথুৰা), ইউ. পি.
রক্ষক—ত্ৰিদণ্ডিস্বামী শ্ৰীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নাৰায়ণ মহাৰাজ।
- ৪। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌৰবাড়সাহি (পুৰী), উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীবংশীবদনানন্দদাস বাবাজী মহাৰাজ।
- ৫। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—ত্ৰিদণ্ডিস্বামী শ্ৰীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহাৰাজ।
- ৬। শ্রীপিছলুদা গৌড়ীয় মঠ—পিছলুদা, আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুৰ)
রক্ষক—শ্রীৰমানাথ ব্ৰহ্মবাসী।
- ৭। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুৰ পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী।
- ৮। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—৩৩২, বোসপাড়া লেন, (কলিকাতা—৩)
রক্ষক—শ্রীদীনদয়াদ্ৰ্ৰনাথ ব্রহ্মচারী।
- ৯। শ্রীপিছলুদা পাদপীঠ—পিছলুদা, আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুৰ)
রক্ষক—শ্রীগৌৰগোবিন্দ দাসাধিকাৰী।
- ১০। শ্রীযাবট গৌড়ীয় আশ্রম—জাপট মহল্লা, কালনা পোঃ, (বৰ্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীপুরুষোত্তমদাস বাবাজী মহাৰাজ।
- ১১। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্ৰচাৰকেন্দ্ৰ, কোৱণ্ট, ৱান্দিয়াহাট পোঃ, (বালেশ্বৰ)
রক্ষক—ত্ৰিদণ্ডিস্বামী শ্ৰীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হৰিজন মহাৰাজ।
- ১২। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—শ্রীবিশ্বৰূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ.।
- ১৩। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—ত্ৰিদণ্ডিস্বামী শ্ৰীমদ্ ভক্তিবেদান্ত উৰ্দ্ধমহী মহাৰাজ।
- ১৪। শ্রীত্ৰিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—ত্ৰিদণ্ডিস্বামী শ্ৰীমদ্ ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহাৰাজ।
- ১৫। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়াড়াপাড়া ৱোড্, নবদ্বীপ (নদীয়া)
শ্রীবাসুদেবদাস ব্ৰহ্মবাসী।